হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)

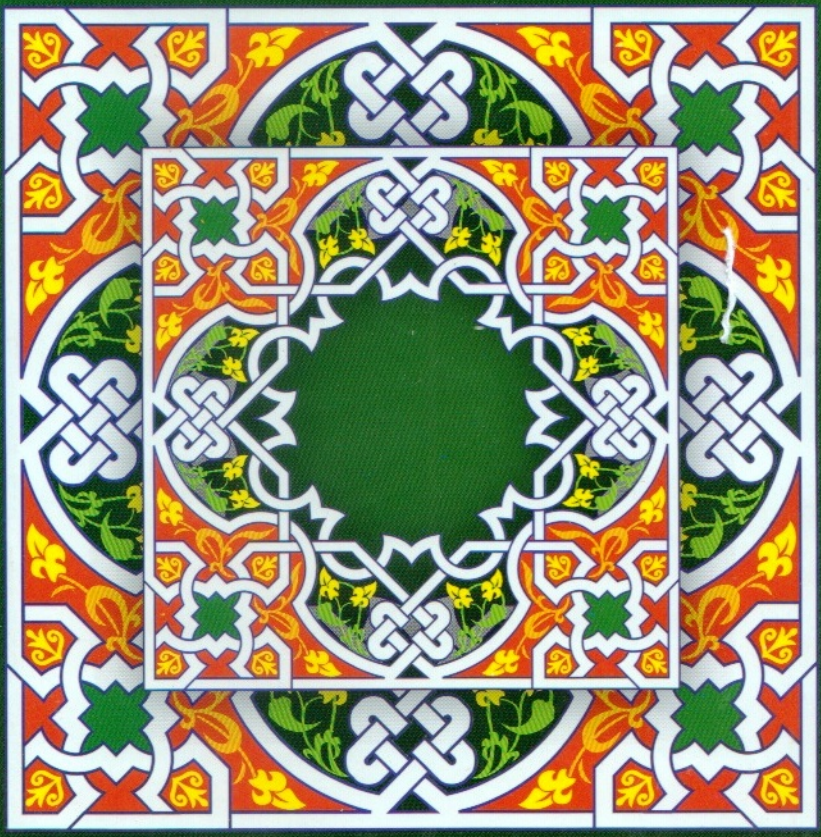

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গাউছুল আযম
হযরত বড়পীর
আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গাউছুল আযম
হযরত বড়পীর
আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)

আলহাজ্জ মাওলানা
এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী
[এম. এম. (ফার্স্টক্লাস); ডি. এফ; বি. এ. (অনার্স) এম. এ.]
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা

তূর্য প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
নাছিমা আক্তার রিটা
তূর্য প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৩৫, মে ২০১৪

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ২০০.০০ টাকা

ISBN 984 70107 0005 3

Gausul Ajom Hajorat Baropir Abdul Kader Jilani (R.)
Written by A. K. M. Fazlur Rahman Munshi. Published By :
Nasima Aktar Rita, Turja Prokashoni
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. Cover Design : Dhrubo Esh.
First Published : May 2014, **Price : 200.00 Taka Only**

অনলাইনে পাওয়া যাবে ❑ রকমারি.com
www.rokomari.com

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতের নিদর্শনস্বরূপ 'গাউছুল আযম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর এই জীবনী গ্রন্থখানা পুনরায় আমরা পরিমার্জিত ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত আকারে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের করকমলে তুলিয়া দিতে পারিয়া করুণাময়ের লাখো শুকরিয়া আদায় করিতেছি। সেই সঙ্গে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সদা জাগ্রত বিদেহী আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ নিয়ায পেশ করিতেছি।

আধ্যাত্ম সাধনার মহান সম্রাট গাউছুল আযম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পুত জীবানাদর্শ অন্যান্য খোদা-প্রেমিকদের রূহানী সাধনার একচ্ছত্র সম্রাটরূপে চিরকাল বরিত হইতে থাকিবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্রাটসুলভ গৌরভ ও মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি, ঔশ্বর্য ও মহিমা, উন্নতি ও উৎকর্ষ তাঁহার জীবনালেখ্যের প্রতিটি পরতে পরতে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। স্রষ্ঠা ও সৃষ্ট, খালেক ও মাখলুক, প্রতিপালক ও প্রতিপালিতের মধ্যে অদৃশ্যভাবে যে সেতুবন্ধন অহরহ কাজ করিয়া চলিয়াছে, উহার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সংস্থাপনে যিনি অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিতামৃত সুধাপানে কে না আকুল হয়?

মানুষের জীবন প্রবাহ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও কর্মানুষ্ঠান বিকশিত ও প্রতিপালিত করিয়া থাকে। প্রথমতঃ দৈহিক গতিধারা এবং দ্বিতীয়তঃ রূহানী গতিধারা। দৈহিক গতিধারা-'খাওয়া পরা, লেবাছ-পোশাক, আলো-বাতাস ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের সহিত সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে রূহানী গতিধারা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের যিকির-ফিকির, মোরাকাবা-মোশাদাহা এবং প্রেম ও মহব্বতের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িতি। হযরত বড়পীর (রহঃ) রূহানী জিন্দেগীর যে মৌল যোগসূত্রের সন্ধান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করিবে।

অত্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাঠ করার পর দিনাজপুর জেলার শীতলাই সিনিয়র মাদ্রাসার বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মোঃ আবুল হাসেম সাহেব কিছু গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ পরামর্শের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানি পরিমার্জিত করিয়াছি।

আমাদের এই জীবনী গ্রন্থখানি হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর বিশাল পবিত্র কর্মময় জীবনের দিক নির্দেশক রেখাচিত্র মাত্র। এই রেখাচিত্রের সাহায্যে

www.pathagar.com

সত্যান্বেষী ভাই-বোনেরা যদি তাঁহার পুতঃ চরিত্রামৃতের উজ্জ্বল আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করিতে প্রয়াস পান, তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে এই আকুল আবেদন জানাইতেছি— হে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ! তোমার অশেষ করুণা বলে আমাদের এই সামান্য খেদমত কবুল কর এবং আমাদিগকে তোমার প্রেমিক বান্দাদের পথে চলিবার তৌফিক দান কর। আমীন আমীন!! আমীন!!!

আহকার
এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুনসী
মুনসী মঞ্জিল, রাজামেহার, কুমিল্লা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
মুসলিম জাহানে নৈরাজ্যের বিভীষিকা ১৩
পূর্বাভাস ১৬
খোশ খবর ১৭
বংশধারা ২০
পিতৃকুলের বংশ পরিচয় ২১
মাতৃকুলের বংশসূত্র ২১
পিতা-মাতার আদব-আখলাক ২২
মাতৃ উদরে ২৭
গর্ভাবস্থায় মাতার স্বপ্ন ২৮
পারিবারিক পরিবেশ ৩০
অলী আল্লাহগণের ভবিষ্যদ্বাণী ৩১
শুভজন্ম ৩৪
নামকরণ ৩৮
বিভিন্ন গুণবাচক নামসমূহ ৩৮
জন্ম লাভের পূর্ব ও পরের ঘটনাবলী ৩৮
বৃদ্ধা জননীর গর্ভে জন্ম ৩৯
ভণ্ড ফকীরের প্রাণ সংহার ৪০
অষ্টাদশ পারা কোরআনে হাফেজ ৪২
জন্মদিনে রোজা রাখা ৪৩
সহস্রাধিক মাতার পুত্রসন্তান লাভ ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাল্যকাল ৪৫
অদৃশ্য হাতের ইশারা ৪৬
স্বপ্নাদেশ ৪৭
বাল্যকালের শিক্ষা-দীক্ষা ৪৮
সহকারী ফেরেশতা ৪৯
পিতার মৃত্যু ৪৯
গোলাপবাগ-বাগদাদ নগরী ৫০

www.pathagar.com

মুক্ত পথের দিশা ৫২
হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মা ৫৩
যাত্রার প্রস্তুতি ৫৪
জননীর উপদেশ ৫৬
যাত্রা আরম্ভ ৫৭
মরুদস্যুর সহিত কথোপকথন ৫৮
ডাকাত দলের হেদায়েত লাভ ৫৯
মহিউদ্দিনরূপে আত্মপ্রকাশ ৬১
নিযামিয়া মদ্রাসায় ৬১
যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য ৬২
হাদীস শাস্ত্র ৬২
তাফসীর শাস্ত্র ৬৩
আদব ও সাহিত্য ৬৩
দর্শন ও ব্যাকরণ ৬৩
তেরটি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ ৬৪
নিরলস সাধনা ৬৮
পীরে কামেলের সাহচর্যে ৭৫
পীরের সাজরা ৭৫
মাতার ইন্তেকাল ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়
কর্ম জীবনের ডাক ৭৭
অধ্যাপনা গ্রহণ ৭৭
বিদ্যায়তন সম্প্রসারণ ৭৮
মাদ্রাসা নির্মাণে মহিলার সাহায্য ৭৯
আলোর ঝর্ণাধারা ৭৯
বাসস্থান নির্বাচন ৮০
মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশ ৮১
মাহফিলে জনসমাগম ৮৩
মাহফিলের মর্যাদা ৮৪
জাহেরী ও বাতেনী এলেমের মধ্যে পার্থক্য ৮৬
উদাত্ত কণ্ঠস্বর ৮৭
দূরদেশে বক্তৃতার স্বর ৮৭
বাস্তব সমাজধর্মী বক্তৃতা ৮৭
প্রথম বক্তৃতা ৮৮
দ্বিতীয় বক্তৃতা ৯৫

www.pathagar.com

তৃতীয় বক্তৃতা ১০০
চতুর্থ বক্তৃতা ১০৪
পঞ্চম বক্তৃতা ১০৬

চতুর্থ অধ্যায়

বড়পীর সাহেবের কেরামত ১০৭
কেরামতি কোরআন শরীফ ১১০
একশত আলেমের শিক্ষালাভ ১১১
ওয়াজ মাহফিল হইতে জনৈকা ১১২
মহিলার রুমাল গায়েব ১১৩
গৃহমধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ চতুর্দিকে ঘুরা ১১৩
স্বপ্নযোগে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্যদুগ্ধ পান ১১৩
সর্পবেশে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ১১৪
একজন খ্রীস্টান দর্জির ইসলাম গ্রহণ ১১৫
একজন ইয়ামনবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ ১১৮
প্রস্রাব দর্শন করিয়া চারিশত ইয়াহুদীর ইসলাম গ্রহণ ১১৯
একজন খৃষ্টান ও একজন মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক ১২১
অলী হইবার নিদর্শন ১২৪
একজন মহিলার সতীত্ব রক্ষা ১২৫
খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার ও একজন সওদাগর রক্ষা ১২৬
একজন সওদাগরের স্বপ্নযোগে ধনে-প্রাণে উদ্ধার লাভ ১২৮
এক ব্যক্তির ঈসা (আঃ)-এর আগমন পর্যন্ত জীবিত থাকা ১৩০
একটি চোরের কতুব পদপ্রাপ্তি ১৩১
ভুনা ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হওয়া এবং একটি হিংসুক সাধুর মৃত্যু ১৩২
একটি লোকের সাধুত্ব লাভ ১৩৫
একজন খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত ফকিরের বিবরণ ১৩৬
বাগদাদের বাদশাহকে বেহেশতের ফল ভক্ষণ করিতে দেওয়া ১৩৭
একটি রান্না মুরগী খাইয়া পুনরায় উহাকে জীবিতকরণ ১৩৮
একই তারিখে সত্তর জায়গায় ইফতার ১৪০
দূরবর্তী অলীকে নিকটে হাজির ১৪১
কুষ্ঠ রোগীর মুক্তিলাভ ১৪২
একটি বালকের রোগমুক্তি ১৪৩
বাগদাদ শহরে কলেরা বিনাশ ১৪৪
ভৃত্য কর্তৃক সর্পরূপী জ্বিন হত্যা ১৪৪
দৈব হস্তে শয়তানকে প্রহার ১৪৭

www.pathagar.com

নজদের বাদশাহর শাস্তি ১৪৯
জলমগ্ন বরযাত্রীর পুনর্জীবন লাভ ১৫২
একটি স্ত্রীলোকের সাতটি মৃত সন্তান পুনরুজ্জীবিত ১৫৫
আরববাসী শেখ আলীর পুত্রলাভ ১৫৭
বিশজন স্ত্রী পুরুষে রূপান্তরিত ১৫৮
একজন অহংকারী সাধু পুরুষের শাস্তি ১৬০
পাখীর কথা বলা ও পায়রার ডিম দেওয়া ১৬১
জ্বিন ও শয়তানের কুদৃষ্টি দূর ১৬১
জ্বিন জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার ১৬২
জ্বিন সম্প্রদায়ের ভীতি ১৬২
সানানবাসী পাদ্রী ও তেরজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ ১৬৩
দাজলা নদীর বন্যা বন্ধ ১৬৪
লাঠির আলোকে ঘর আলোকিত ১৬৪
বৃক্ষ হইতে আলো বিকিরণ ১৬৪
বিনা যুদ্ধে ইরানীদিগকে পরাজিত ১৬৫
গমের বরকত প্রাপ্তি ১১৬
আহমদ জামীর গর্ব খর্ব ১১৬
পীর ছানয়ান-এর মহা দুর্ভোগ ১৬৮
এক ভক্ত হিন্দুর মৃতদেহ না পুড়িবার কারণ ১৭২
হযরত শাহাবুদ্দিন (রহঃ)-এর জীবন রহস্য ১৭৪
চিলের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ ১৭৫
শুকনা খেজুর গাছে ফলদান ১৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

কিতাব প্রণয়ন ১৭৭
ফতহুল গাইব ১৭৭
ঈমানদারগণের তিনটি গুণ ১৭৯
সাধকগণের দশটি গুণ ১৭৯
গুনিয়াতুত্তালেবীন ১৮২
নবীদের নির্দিষ্ট দশটি বস্তু ১৮৩
কাসীদাতুল গাওছিয়া ১৮৫
মাকতুবাতে গাওছিয়া ১৮৫
আল ফাতহুর রাব্বানী ১৮৬
ফারসী কবিতা ১৮৬

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগী ১৮৮
জীবনযাত্রার ধারা ১৮৯
জীবন সায়াহ্ন ১৯০
অন্তিমকালের শেষ নছীহত ১৯১
পরলোক গমন ১৯২
শেষকৃত্য ও সমাধি ১৯৩
সন্তান-সন্ততি ১৯৩

সপ্তম অধ্যায়
হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র ১৯৭
আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ১৯৭
আচার-ব্যবহার ১৯৭
সাহসিকতা ১৯৮
ধৈর্য ও সংযম ১৯৯
স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্য ১৯৯
ভদ্রতা ও সদাচার ২০০
ধনী ও গরীবদের সহিত ব্যবহার ২০১
দানশীলতা ও দয়া-মায়া ২০৩
লেবাছ-পোশাক ২০৫
হুলিয়া মোবারক ২০৬
উপঢৌকন ও নিয়ায ২০৬
বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত ২০৮

অষ্টম অধ্যায়
হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নসীহত ২১২
মোত্তাকীগণের জন্য দশটি উপদেশ ২১৪
মানুষ সৃষ্টি রহস্য ২১৬
অন্তর হইতে দুনিয়া বাহির করতঃ হস্তে ধারণ ২১৮
রিয়াকারের পরিচয় ২১৮
সৎস্বভাব ২১৮
ইলমে শরীয়ত ২১৮
তাক্বওয়া বা পরহেজগারী ২১৯
ধৈর্য ২১৯
সিদক বা সত্যবাদিতা ২২০

www.pathagar.com

হায়া বা লজ্জা ২২০
ওয়াফা ও ইখলাস ২২০
যেহাদ ও সংগ্রাম ২২০
তওবা করা ২২১
তওবা কবুলের নিদর্শনাবলী ২২১
আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ২২১
ইলমে তরীকত ২২২
ফকীরের পরিচিতি ২২৩

নবম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ ২২৫
বড়পীর (রহঃ)-এর পানাহার ২২৫
স্বপ্নযোগে বিশ্বনবীর (সঃ) প্রতিনিধিত্ব লাভ ২২৬
যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী ২২৬
আবুবকর হামানীর দরবেশী হরণ ও প্রত্যার্পণ ২২৭
ফতোয়া প্রদানে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ২২৮
বড়পীর (রহঃ)-এর মাযহাব গ্রহণ ২২৯
হাম্বলী মাযহাব পরিত্যাগের আকাঙ্ক্ষা ২২৯
স্বপ্নযোগে ইমাম আজম (রহঃ)-এর দর্শন লাভ ২৩০
মঈনুদ্দিন চিশতি ও খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-এর বাগদাদ আগমন ২৩১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম জাহানে নৈরাজ্যের বিভীষিকা

চারিশত সত্তর হিজরী সাল। সারা মুসলিম জাহানে নৈরাজ্যের করাল বিভীষিকা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগদাদ, মিসর, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, বৈরীভাব ও কোন্দল দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের উজ্জ্বল কিরণ প্রায়ই নিস্প্রভ হইতে চলিয়াছে। মুসলিম জাহানের এহেন অমানিশার হোলি খেলায় যাহারা ইন্ধন যোগাইয়াছিল, যাহাদের পূর্ণ সমর্থনের ছত্রছায়ায় মুসলিম বিশ্বে নানা অনাচার, অবিচার ও কলুষতা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা হইলেন— বাগদাদের সিংহাসনে সমাসীন আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ। আবু মুসলিম খোরাসানীর সহায়তায় সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে বনি উমাইয়ার স্বপ্ন সৌধকে তাহারা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল। বনি উমাইয়ার শাসন চক্রের দুষ্টক্ষতকে নিরাময়ের দিকে না লইয়া গিয়া বরং উহাকে তাহারা বহুগুণ সম্প্রসারিত করিয়াছিল। তাহাদের কুখ্যাত শাসনামলে সমস্ত দেশ হইতে খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র শাসন ব্যবস্থা, মহানবী (সঃ)-এর পুতঃ জীবনাদর্শ, শান্তিময় ইসলামের রীতি নীতি, পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথ ও মত লোপ পাইতেছিল। ক্ষমতার অপব্যবহার, শৌর্য-বীর্য ও ধন-সম্পদের অপচয়, নিছক স্বার্থ সিদ্ধি ও পার্থিব লালসার ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর বুকে তাহারাই ছিল শীর্ষস্থানের অধিকারী। আত্মত্যাগ, জনসেবা, মমত্ববোধ ও উন্নয়নমূলক কাজের দিকে তাহাদের কোনই উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা ছিল না। বিশ্বজনীন পবিত্র ইসলাম ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রচার এবং প্রসারে তাহারা ছিল একান্ত উদাসীন।

ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর দোর্দন্ড প্রতাপে যদিও তারা বাগদাদে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি

www.pathagar.com

প্রজা সাধারণের মন জয় করিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। জনসাধারণ পবিত্র ইসলামের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ ও সুন্দরতম জীবন ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা পবিত্র ইসলামের মূলনীতি, বিধি-বিধান এবং নির্দেশকে বিস্মরণের খেয়া ঘাটে বিসর্জন দিয়া জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। ভোগের লিপ্সা, আরাম-আয়েশ, ধনৈশ্বর্য, শোষণ ও উৎপীড়ন, প্রতিহিংসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের আগুন চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ক্ষমতাপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী খলিফাগণের অবহেলার ফলে পবিত্র ইসলামের সুমহান ঐক্য সেতুবন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দেশময় অরাজকতা, কুসংস্কার, স্বার্থান্ধতা ও অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠান সুদৃঢ় আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে, সেই সময় মুসলিম নামধারী কতিপয় পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে খারেজী, শিয়া, ইমামিয়া, মুতাজিলা, জাবরিয়া, কাদরিয়া এবং কারামতিয়া ছিল অন্যতম। পবিত্র ইসলামের অনুশাসন ও শান্তিপূর্ণ মূলনীতিকে ধ্বংস করা, বেদয়াতী ও ভ্রান্ত মতবাদকে জোরদার করা, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগকে নিধন করা এবং পার্থিব লোভের বশবর্তী কুখ্যাত আলেম সম্প্রদায়কে সপক্ষে ব্যবহার করাই ছিল তাহাদের ভ্রান্ত নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাহাদের মধ্যে অলুত্য সম্প্রদায় সম্ভূত কারামতিয়া দলের আন্দোলনই ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক। এই দলের অনুসারিরা ছিল ধূর্ত, শঠ, কপট ও মোনাফেক। বাহ্যতঃ তাহারা বলিয়া বেড়াইত যে, ইসলামকে পুনর্জীবিত করা, ইসলামের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা, বাস্তব জীবনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু তাহাদের অন্তরে এই দুরভিসন্ধিই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, কি করিয়া পৃথিবীর বুক হইতে ইসলামের চিহ্নসমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া যায়, কি করিয়া ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের আহকাম বিলীন করিয়া দেওয়া যায়, কিভাবে কাজ-কর্মে, চিন্তাধারায় আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও অংশীবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কেমন করিয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহর অপ্রয়োজনীয়তার মনোভাব জনমনে জাগরিত করা যায়? উহারা আরও বলিয়া বেড়াইত যে, তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ও মনোনীত পবিত্র ইসলাম এবং মুহাম্মদ ইবনে হানিফাই বর্তমান যুগের আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ (নিউজুবিল্লাহ)। আর যাহারা তাহাদের মতবাদকে অপছন্দ করিত তাহাদিগকে হত্যা করা, নির্যাতন করা, তাহাদের ধন-সম্পদ লুট করা, সর্বক্ষেত্রে তাহাদিগকে ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের নেশা।

www.pathagar.com

পবিত্র ইসলামের বৈধ জীবন ব্যবস্থাকে অবৈধ করিতে এই পৃথিবীর বুকে তখন তাহাদের সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। ফলে তাহাদের এহেন দুক্রিয়ার উত্তাল তরঙ্গমালায় ক্ষীণ বিশ্বাসের অধিকারিগণ এবং যথেচ্ছাচারে সন্তুষ্ট লম্পটগণ গা ভাসাইয়া দিল। ইহুদী-নাসারগণও নানাভাবে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমনকি দিনে দিনে তাহাদের অনুসারীর সংখ্যা পরিবৃদ্ধি হইয়া মধ্যপ্রাচ্য, খোরাসান, কাবুল ও কান্দহার পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। গজনীর সিংহপুরুষ ও ইসলামের বিজয় কেতনের অবিসংবাদিত অধিকারী সুলতান মাহমুদ এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনামলে এই বিরুদ্ধ মতবাদিগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারিলেও পরবর্তীকালে হাসান ইবনে সাবাহ নামক এক দুষ্কৃতকারীর অধীনে এই দল পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে।

তাহাছাড়া এই বেদয়াতী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহানুভূতি বিরাজমান ছিল। বাগদাদের আব্বাস বংশীয় খলিফারা প্রায়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলির সহায়তা করিতেন। সত্য মত ও পথের অনুসারীদিগকে উপেক্ষা করিতেন। সুতরাং আব্বাসীয় খলিফাদিগকে নামেমাত্রই খলিফা বলা হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী খেলাফত, ইসলামী অনুশাসন এবং ইসলামী জীবন বিধানের সহিত তাহাদের কোন রকম সংযোগ ছিল না।

ইসলামের এই মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহর করুণার সাগরে বান ডাকিল। চির শাশ্বত ও নির্মল ইসলামকে সার্বজনীন ও শ্রেষ্ঠতম আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সমুদয় পাপপঙ্কিল ও কুসংস্কারকে বিদূরীত করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আল্লাহর অজস্র আশীষ ও পুণ্যময় জীবন ব্যবস্থার মনিহার গলায় দিয়া ধূলার ধরণীতে যে স্বর্গীয় শিশুর আবির্ভাব হইল তিনিই শ্রেষ্ঠ রূহানী শক্তিসম্পন্ন অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও গুণ-গরীমার অধিকারী. ন্যায় ও সত্যের প্রতীক পবিত্র ইসলামের পুনর্জীবনকারী, আল্লাহর মশালধারী, জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ হযরত বড়পীর দস্তগীর, গাউছে ছামদানী, মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী সৈয়দ শেখ আবু মুহাম্মদ মুহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী আল হোসায়নী (রহঃ)। তাঁহারই আবির্ভাবের ফলে মৃতপ্রায় ইসলামের মধ্যে এক নূতন প্রাণ ও নূতন সচেতনতার সঞ্চার হইল, সত্য দ্বীনের মঙ্গলালোকে পাপাচারপূর্ণ পৃথিবী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সত্যভ্রষ্ট মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভে কৃতার্থ হইল।

www.pathagar.com

পরম করুণাময় ও অনন্ত কৌশলী সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের করুণার শেষ নাই, কৌশলের সীমা নাই এবং শক্তিরও পরিমাপ নাই। তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে রহিয়াছে পরম কৌশল ও রহস্যের হাতছানি। বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

আল্লাহ্ পাক বেহেশতে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া আলমে আরওয়াহ নামক প্রান্তরে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিলেন। পরম সুখ ও আনন্দের ভিতর হযরত আদম (আঃ)-এর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্ত সর্বদাই তিনি মহাপ্রভুর গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। একদা আল্লাহ্ পাক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কুদরতের হস্ত বুলাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) অগনিত অদৃশ্য আত্মার বিপুল সমারোহ ও কমনীয় রূপ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও পরিতুষ্ট হইলেন এবং সবিস্ময়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিলেন-'হে বারে এলাহী! আমার সম্মুখে অনিন্দ্য কান্তিধারী যে সকল মানবাত্মা পরমানন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে উহারা কাহারা? কি তাহাদের পরিচয়? কেনই বা তাহাদিগকে বার বার দেখিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, যতই দেখি কেবল দেখিবার অভিলাষ বাড়িয়া যাইতেছে! ওগো দ্বীন দুনিয়ার মালিক! কেন আজ আমি নিজের মধ্যে এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছি, কেন আমি আত্মহারা হইতেছি?

হযরত আদম (আঃ)-এর ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করিলেন-"হে আদম! তুমি যাহাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছ, যাহাদের সৌন্দর্য ও চঞ্চলতা তোমাকে অভিভূত করিয়াছে, তাহারা তোমারই ঔরসজাত ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পবিত্র আত্মার সারি। আজ তুমি তাহাদিগকে ভালভাবে চিনিয়া রাখ। তোমার জীবনে একত্রীভূত অবস্থায় তাহাদিগকে দেখিবার সুযোগ আর আসিবে না। হযরত আদম (আঃ) চাহিয়া দেখিলেন, নবী ও রাসূলগণের আত্মার কাফেলা, অলী-আল্লাহগণের আত্মার কাফেলা, মুমিন-মুসলমানের আত্মার কাফেলা—খোদাদ্রোহী পাপীষ্ঠদের আত্মার কাফেলা, ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতীর আত্মার কাফেলা—একের পর এক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং সুমধুর সুরে আল্লাহর পবিত্র নাম জিকির করিতেছে।

তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন যে, অলী-আল্লাহগণের আত্মার সারির পুরোভাগে যে আত্মা রত্নটি নৃত্যচপল ছন্দে পথনির্দেশনা রচনা করিয়া

www.pathagar.com

চলিতেছে, উহা অত্যন্ত সুন্দর, অতিশয় মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে পুনরায় মিনতি জানাইলেন, "হে করুণাময় আল্লাহ! উহা আমার কোন সন্তানের রূহ?" তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিলেন, 'খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তোমার এই সন্তানের নাম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী। নবুয়তের দরজা বন্ধ হইবার পর পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাব হইবে। সে হইবে বেলায়েতের মর্যাদার অধিকারী ও মারেফতের সর্বগুণে গুণান্বিত। সে হইবে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ এবং আশেক বান্দা। সর্বোপরি তাহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত থাকিবে আমার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পদচিহ্ন। সে সাধনার দ্বারা পবিত্র ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে।' আল্লাহর এহেন নির্দেশ শ্রবণ করিয়া হযরত আদম (আঃ) সিজদায় পতিত হইয়া মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন।

খোশ খবর

গ্রীষ্মকাল। দ্বি-প্রহরকালে সূর্যের প্রখর কিরণ। ধূসর মরুময় আরব দেশ ধু ধু করিতেছে। নিদারুণ গ্রীষ্মতাপে চতুর্দিক হইতে গনগনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধূম্ররাশি উত্থিত হইতেছে। পথ-ঘাট নীরব-নির্জন, জনমানবের গতিবিহীন। মনে হয় দিগন্ত বিস্তারী প্রচণ্ড সূর্যের কিরণের আতপতাপে আরব দেশ যেন একেবারে জনপ্রাণী শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্মল আকাশে ও রাস্তাঘাটে কোন পাখী ও পশুর গমনাগমন পরিদৃষ্টি হইতেছে না। এমন সময় মদীনার একটি সুবিস্তৃত বৃক্ষ শাখার নিচে ইসলামের মুকুটমণি, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রদ্বয়—হযরত হাসান এবং হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) কনিষ্ঠ দৌহিত্র হযরত হোসাইন (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় হোসাইন! আমার অবর্তমানে যদি কোন ব্যক্তি তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে অথবা অকারণে অন্যায়ভাবে তোমাকে কষ্টে নিপতিত করে কিংবা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে, তবে তুমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে আশা রাখ?" হযরত হোসাইন (রাঃ) বিনম্র বদনে উত্তর করিলেন—"হে নানা ভাই! আমার উপর যদি ঈদৃশ অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম বর্ষিত হইতে থাকে, তবে আমি তাহাকে প্রথম ও দ্বিতীয়বার ক্ষমা করিব। কিন্তু তৃতীয়বার আমার প্রতিশোধের কঠোর হস্ত হইতে তাহার নিস্তার নাই। যদ্যপি সে বন-

www.pathagar.com

জঙ্গলে, সাগর-সলিলে, দুর্গম গিরি-গুহায় লুক্কায়িত হয়, তথাপি অপকর্মের ফলভোগ করা ব্যতীত তাহার নিস্তার নাই।"

বিশ্বনবী (সঃ) হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর মুখে এই জবাব শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল। তিনি সস্নেহে হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আমার পরশমণি! ন্যায় ও সত্যের মূর্ত প্রতীক, শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)-এর সুযোগ্য ছেলে তুমি। আল্লাহ পাক তোমার ন্যায়পরায়ণতার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহারই বদৌলতে ভবিষ্যতে তোমার বংশে নবরত্নের আবির্ভাব ঘটবে। তাহারা প্রত্যেকেই হইবে এক একজন ইমাম। তাহাদের সত্যনিষ্ঠা ন্যায়নীতির জন্য এই নশ্বর পৃথিবী গর্বানুভব করিবে এবং তাহাদের কীর্তিগাঁথার যশোগান গাহিতে থাকিবে। হে আমার বংশের প্রদীপ! তোমার দ্বারাই আমার বংশের সূত্র বিশ্বের বুকে টিকিয়া থাকিবে। তুমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাহাদের নাম স্মরণ রাখ :

১। হযরত জয়নুল আবেদীন (রহঃ) ২। হযরত মুহাম্মদ বাকের (রহঃ) ৩। হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) ৪। হযরত মূসা কাজেম (রহঃ) ৫। মূসা আলী রেজা (রহঃ) ৬। হযরত জুনায়েদ (রহঃ) ৭। হযরত আলী আসকার (রহঃ) ৮। হযরত হাসান খালেস (রহঃ) এবং ৯। হযরত ইমাম মাহদী (রহঃ)।

অতঃপর বিশ্বনবী (সঃ) জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হযরত হাসান (রাঃ)-কে বলিলেন-'হে আমার হৃদয়ের নিধি! আমার অবর্তমানে যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হয়, কিংবা তোমাকে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে, অথবা অকারণে উত্যক্ত করে তখন তুমি উহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে?" ধীর-স্থির প্রশান্ত মেজাজের অধিকারী হযরত হাসান (রাঃ) অত্যন্ত বিনয় সহকারে উত্তর করিলেন—"হে স্নেহ-সিন্ধু নানা ভাই! আমি শত্রু, অন্যায় আচরণকারী ও অসদ্ব্যবহারকারিগণের সহিত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইব এবং আমার সাধ্যমত সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিব। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধমূলক আচরণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইব।

বিশ্বনবী (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ)-এর উত্তর শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুমালা তাঁহার দুই কপোলে মুক্তার মালা রচনা করিতে লাগিল। তিনি পরিতুষ্ট চিত্তে বলিলেন, "হে আমার আদরের

www.pathagar.com

ধন! বিশ্ব দুলালী, নবী নন্দিনীর আঁচলের ধন তুমি! তেমার মহৎ চিন্তা, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখিয়া পরম করুণাময় আল্লাহ পাক অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার বদৌলতে তিনি তোমাকে এক মহামূল্যবান উপহার প্রদান করিবেন। সেই উপহার বিশ্ব অলী-আল্লাহর আসন অলংকৃত করিবেন।

তিনি মোহান্ধ অসংখ্য বিপথগামী বান্দাকে পথভ্রষ্ট ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত সম্প্রদায়কে প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান বলিয়া দিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রেম ও মহব্বতের অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন রচনা করিবেন। তাঁহার বক্ষনিঃসৃত মহাজ্ঞানের আলোকে অনেক সুফী ও সাধক, অনেক ভক্ত ও অনুরক্ত নর-নারী নিজেদিগকে আলোকিত করিয়া তুলিবে। তাহার প্রচেষ্টায় অজ্ঞানান্ধকার ও যাবতীয় কুসংস্কারের সমাধি রচিত হইবে। আর তাঁহার দ্বারা যে রূহানী শক্তির বিকাশ ঘটিবে, তাহা পৃথিবী প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত সত্য ও ন্যায়, প্রেম ও ভালোবাসা, উদারতা ও মহত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য ও গৌরবের মশালস্বরূপ বিশ্ববাসীকে কিরণ দান করিতে থাকিবে। হে ভাই হাসান! আল্লাহ পাক প্রদত্ত, সেই উপহার তোমারই বংশে পরবর্তীকালে পৃথিবীতে আগমন করিবেন। তাঁহার নাম হইবে আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ মহা তাপস হযরত বড়পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। তিনি পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবেন।"

তারপর বিশ্বনবী (সঃ) উভয় দৌহিত্রের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত মায়া বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"হে আমার ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা উভয়েই ভাগ্যবান ও গৌরবের অধিকারী। তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সকলেই দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মে উজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করিবে। তবে নবরত্নের সমাহারে হোসাইন বংশকুল যতখানি মর্যাদা লাভ করিবে শুধুমাত্র একক উপহারের দ্বারাই হাসান বংশকুল ঠিক ততখানি গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী হইবে।"

পরবর্তীকালে বিশ্বনবী (সঃ)- এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর বংশে নয়টি অমূল্য রত্ন এবং হযরত হাসান (রাঃ)-এর বংশে গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "বিশ্বনবী (সঃ) কোন একসময় আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠাইয়া আরজ করিলেন, ওগো দ্বীন দুনিয়ার মালিক! তুমি আমার সেই প্রতিনিধির উপর রহমত ও করুণা বর্ষণ কর, যে আমার পরে পৃথিবীতে আগমন করিবে

www.pathagar.com

এবং আমার হাদীস যথার্থ ও সঠিকভাবে বর্ণনা করিবে আর আমার তরীকাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মৃতপ্রায় ইসলামকে নবজীবন দান করিবে।"

বিশ্বনবী (সঃ)-এর উল্লিখিত প্রতিনিধিরূপে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন।

একদা হযরত হাসান (রাঃ) নির্জনে নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ পাকের আরাধনা করিতেছিলেন। তিনি ফানা-ফিল্লাহ মোরাকাবায় নিমগ্ন হইয়া অবলোকন করিলেন, যে, আল্লাহর আরশের ডানদিকে এক অত্যুজ্জ্বল শিখা কিরণদান করিতেছে এবং তাহার নির্মল আভায় অবগাহন করিয়া ফেরেশতাগণ বিশ্বনিয়ন্তার ইবাদতে মশগুল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্নিগ্ধ-শীতল জ্যোতিপুঞ্জ! কে তুমি এবং কেনই বা আরশের সন্নিকটে উজ্জ্বল কিরণ দান করিতেছ? সেই জ্যোতিপুঞ্জ হইতে আওয়াজ আসিল, হে ধ্যানমগ্ন আওলাদে রাসূল (সঃ)! আমরা আল্লাহ পাকের তাসবীহও তাহলীল পাঠ করিতেছি। হে শ্রেষ্ঠ সাধক! আমরা আপনাকে একটি খোশ খবর প্রদান করিতেছি—আপনার ছোট ভাই হোসাইন (রাঃ)-এর বংশে নয়জন ইমাম রত্ন জন্মলাভ করিবেন এবং আপনার বংশে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বন্ধু জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলামের গৌরব বর্ধন করিবেন।

এহেন খোশ খবর শ্রবণান্তে হযরত হাসান (রাঃ) আনন্দে অধীর হইলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করিলেন।

বংশধারা

কথায় বলে 'সোনায় সোহাগা'। বাস্তব জীবনে কাহারো ক্ষেত্রে এই আপ্ত বাক্যটির সফল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল কি না জানি না, তবে বড়পীর (রহঃ)-এর মধ্যে ইহার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়াছিল, তাহা সত্যি। মাতৃ-পিতৃ উভয় সূত্রেই তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সৈয়দ বংশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাহার পুণ্যবান পিতার বংশ সূত্র ঊর্ধ্ব পর্যায়ে আওলাদে রাসূল (সঃ)-কুল তিলক ইমাম শ্রেষ্ঠ হাসান (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে। অপরদিকে সাধ্বী মাতার বংশক্রম ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে সৈয়দ বংশের অমূল্য রত্ন হোসাইন (রাঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। এইজন্যই তিনি আল-হাসানী এবং আল-হোসাইনী উপাধিতেও বিভূষিত হইতেন। আর তাঁহার আদি পিতৃপুরুষ ছিলেন হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)। সুতরাং পিতা এবং মাতা উভয় সূত্রেই তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

www.pathagar.com

পিতৃকুলের বংশ পরিচয়

আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পিতার নাম (১) হযরত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (২) হযরত সাইয়্যেদ আবু আবদুল্লাহ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া জাহেদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৪) হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৫) হযরত সাইয়্যেদ দাউদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৬) হযরত সাইয়্যেদ মূসা সানী (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৭) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সানী (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৮) হযরত সাইয়্যেদ মূসা আল জোহন (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৯) হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ আল মহজ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১০) হযরত সাইয়্যেদ হাসান মোসান্নাহ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১১) হযরত সাইয়্যেদ হাসান (রাঃ) এবং তাঁহার পিতার নাম (১২) শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)। আল্লাহ তাহাদের উপর রহম ও করম বর্ষণ করুন।

মাতৃকুলের বংশসূত্র

হযরত সাইয়্যেদ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মাতৃকুলের বংশ সূত্র নিম্নরূপ :

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মাতার নাম (১) সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (২) হযরত আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৩) হযরত সাইয়্যেদ আবু জামাল (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৪) হযরত মুহাম্মদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৫) হযরত আবু আতা আবদুল্লাহ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৬) হযরত আবু আলাউদ্দিন (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৭) হযরত আলী জওয়াদ (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (৮) আলী রেজা (রহঃ). তাঁহার পিতার নাম (৯) হযরত মূসা কাজেম (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১০) হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১১) হযরত ইমাম বাকের (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১২) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রহঃ), তাঁহার পিতার নাম (১৩) হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁহার পিতার নাম (১৪) হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) পিতৃকুলের দ্বাদশতম সূত্র এবং মাতৃকুলের চতুর্দশতম সূত্র শেরে খোদা হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)-এর সহিত মিলিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

জগদ্বিখ্যাত তাপস হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)-এর পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা (রহঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট পুণ্যবান, কামেল এবং বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সচ্চরিত্রতা ও আল্লাহ প্রেমের বিবিধ গুণ তাহার মধ্যে বিরাজমান ছিল। বড়পীর (রহঃ)-এর জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) ছিলেন ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর বংশধর এবং একজন পুণ্যশীলা, পরম ধার্মিকা ও পর্দানশীনা মহিলা। সুতরাং তাহারা বাল্যকাল হইতেই পবিত্র শরীয়তের আদেশ-নিষেধসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়া চলিতেন। ভাল-মন্দ, হালাল ও হারামের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পিতা-মাতা কিরূপ মহৎ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাহাদের চরিত্র, মহত্ত্ব, গুণাবলী ও পবিত্রতা কি অপূর্ব ও অচিন্তনীয় তাহা একটি বহুজন বিদিত জনশ্রুতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। জনশ্রুতিটি এইরূপ :

বড়পীর সাহেবের ধর্মপ্রাণ সুযোগ্য পিতা আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। খোদাপ্রেম ও আল্লাহ পাকের অক্লান্ত সাধনায়ই তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তখনও তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। একদা তিনি ফোরাত নদীর তীর ধরিয়া কোন দূরবর্তী স্থানে রওয়ানা হইয়াছিলেন। দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাহার প্রয়োজনীয় রসদ-পত্র এবং পাথেয় দ্রব্য-সামগ্রীসমূহ নিঃশেষ হইয়া গেল। নানা বিপদ ও সংকট তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

মাথার উপরে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য। তিনি পথশ্রম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুর্ভাবনায় নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং নদীর তীরবর্তী দিগন্ত বিস্তৃত একটি পল্লবঘেরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। মনে তাঁহার নানা ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। একদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবল জ্বালা, অপরদিকে শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন দেহ তাঁহার মন ও মানসিকতার উপর বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি প্রবাহমান জলস্রোতের উপর পড়িল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নদীর স্রোতের উপর কূল ঘেঁষিয়া একটি পরিপক্ক আপেল ভাটির টানে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি উক্ত ফলটি উঠাইয়া পরম তৃপ্তিসহকারে ভক্ষণ করিয়া আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার হুঁশ হইল। তিনি ভাবিতে

www.pathagar.com

লাগিলেন—এই ভাসমান ফল ভক্ষণ করা কি ঠিক হইয়াছে? এই ফলের মালিক কে? কোথা হইতে আসিয়াছে, ইহার কিছুইত তিনি জানেন না। তবে কি তিনি পর-দ্রব্য ভক্ষণজনিত অপরাধ লইয়াই মহাবিচারক আল্লাহর সামনে হাজির হইবেন? তাঁহার বিবেক নিদারুণ জ্বালায় পীড়িত হইল। পরিশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক, এই ফলের মালিক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার নিকট হইতে ক্ষমা চাহিতে হইবে।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন—নদীর উজানে তীর সংলগ্ন কোনও ফলের বাগান থাকিতে পারে। সেই বাগান হইতে বিচ্যুত আপেলই স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতেছিল। নদী কূল ঘেঁষিয়া উজানে সন্ধান করিলে আপেল ফলের মূল উৎসের খোঁজ পাওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি স্রোতের বিপরীত দিকে বিষণ্নচিত্তে হাঁটিতে লাগিলেন এবং মনে মনে আল্লাহ পাককে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মাথার উপরে গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য। চারিদিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ। পরিশ্রান্ত দেহ আর সামনের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। তথাপি তিনি অতি কষ্টে সামনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত দুঃখ-যাতনা ও কষ্ট তাঁহাকে প্রদমিত করিতে পারিল না। অবশেষে ক্রমাগত কয়েকদিন চলিবার পর সত্যিই নদীর তীরে একটি সুবৃহৎ বাগান দেখিতে পাইলেন। নানা রংয়ের কাঁচা পাকা অনেক আপেল রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত হইয়া দুই একটি আপেল ফল নদীতে ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি বুঝিলেন যে, এই বাগানচ্যুত ফলই তিনি ভক্ষণ করিয়াছেন।

লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই বাগানের মালিক সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ)। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ সাধক। আল্লাহ পাকের মারেফতে সর্বদাই নিমজ্জিত থাকেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ মনে মনে ধারণা করিলেন—এই মহৎ প্রাণ পুণ্যশীল পুরুষের নিকট ক্ষমা চাহিলে ইহা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হইবে না। তাই তিনি আশায় বুক বাঁধিয়া সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। সৌম্য প্রশান্ত চেহারা বিশিষ্ট গৃহস্বামী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁহার মস্তক অবনত হইল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিবার পর নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন এবং ফল ভক্ষণজনিত ঘটনা বিবৃত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

গৃহস্বামী সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ) বহিরাগত ও অপরিচিত সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গীর দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

www.pathagar.com

অবাক বিস্ময়ে তাহার বাকশক্তি তিরোহিত হইল। সামান্য ফল ভক্ষণজনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য একটি লোক এতদূর আসিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—নিশ্চয়ই এই আগন্তুকের মধ্যে এমন একটি গুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যাহার দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হইবে। আবার তাহার মনের মধ্যে একটি গোপন আকাঙ্খা ও জাগিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে উহা তিনি প্রকাশ না করিয়া বরং কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করত : বলিলেন, হে আগন্তুক! পরের দ্রব্য যদি বিনষ্টও হইয়া যায় তথাপি উহাকে ভক্ষণ করিবার অধিকার তোমার নাই। আমার অনুমতি ছাড়া আমারই বাগানের ফল ভক্ষণ করিয়া তুমি অপরাধ করিয়াছ, উহা আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না।'

গৃহস্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আবু সালেহ মূসা জঙ্গীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কি ভাবিয়াছিলেন, এখন কি ঘটিল? তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে আরজ করিলেন—'মহাত্মন! বর্তমানে আমার নিকট সহায়-সম্পদ কিছু নাই যাহার দ্বারা উক্ত ফলের মূল্য আমি পরিশোধ করিতে পারি। আমি নিজে অপরাধ করিয়াছি এবং নিজেই উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ক্ষমা না করিলে, এই পাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই আমি দেখিতেছি না। বাগান মালিক বলিলেন, হে আগন্তুক! এই পৃথিবীর এমনই ধারা যে, উহার অধিবাসীগণ তাহাদের প্রিয়তম বস্তুর মায়া ও দাবী পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং আমার অবস্থাও তাই। সুতরাং উহার দাবী পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

বাগান মালিকের উত্তর শুনিয়া সাইয়্যেদ আবু সালেহমূসা জঙ্গী (রহঃ) দুঃখেও আতঙ্কে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বাগান মালিকের মন নরম হইল না। তিনি স্বীয় দাবিতে অবিচল রহিলেন। পরিশেষে আবু সালেহ অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে আরজ করিলেন—মহাত্মন! আমার অপরাধ কি প্রকারে ক্ষমা করিতে পারেন উহার যথার্থ পন্থা বলিয়া দিন। অন্যথায় আমি কিরূপে এই অপরাধের কালিমা মাখা দেহ লইয়া রোজ হাশরে আল্লাহর নিকট মুখ দেখাইব?

আগন্তুকের এহেন কাতরোক্তি এবং বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া বাগানের মালিক বলিলেন—হে আগন্তুক! এতটা বিচলিত হইও না। তুমি যদি প্রকৃত খোদাভীরু হও তাহা হইলে আমি তোমাকে একটি সুন্দর পরামর্শ দিতেছি, তুমি দীর্ঘ বার বৎসর আমার গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করিবে। তোমার নিষ্ঠা দেখিয়া বার বৎসর পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব তোমাকে ক্ষমা করা যায় কিনা।

www.pathagar.com

সাইয়্যেদ আবু সালেহ বাগান মালিকের প্রস্তাব সবিনয়ে গ্রহণ করিলেন। বাগান মালিক আবু সালেহকে ভৃত্য হিসাবে নিয়োগ করিলেও ভৃত্যসুলভ কঠোরতা কখনও প্রদর্শন করেন নাই। পক্ষান্তরে নিজের অগাধ জ্ঞান-গরিমা মারেফতের কল্যাণময় মধুর সংস্পর্শে আবু সালেহের, জীবনকে মহিমামন্ডিত করিয়া তুলিলেন। সুযোগ্য শিক্ষকের অনুরক্ত ছাত্র হিসাবে তিনি চরিত্র- মাহাত্ম্য, জ্ঞানানুশীলন ও খোদাপ্রেমের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিলেন। এমনিভাবে বারটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অতঃপর আবু সালেহ (রহঃ) উস্তাদ সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রহঃ)-এর নিকট পূর্বকৃত আপেল ভক্ষণজনিত অপরাধ ক্ষমা চাহিলেন। উত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন—শোন বৎস! তোমার কাজ, কথা ও নিষ্ঠা অবলোকন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে আমার শেষ বক্তব্য হইল, আমার একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। সে কুৎসিত, বধির, খঞ্জ, বোবা এবং অন্ধ। তাহাকে আমি কোথাও পাত্রস্থ করিতে পারিতেছি না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসাবে দুশ্চিন্তায় আমার সুনিদ্রা হয় না। তোমার কৃত অবৈধ ফল ভক্ষণের অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি, যদি তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর। অন্যথায় আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) এই প্রস্তাব শুনিয়া খুবই বিচলিত হইলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। পার্থিব কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়াও পরকালের মুক্তি ও সুখ সম্ভোগকে অগ্রাধিকার দিয়া পরিশেষে গৃহস্বামীর এই কঠিন প্রস্তাব ও তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

গৃহস্বামী অতিশয় খুশী হইয়া সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ)-এর সঙ্গে স্বীয় কন্যা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর শুভ বিবাহ কাজ সম্পন্ন করিয়া দিলেন।

অতঃপর দিনান্তে মুক্ত আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। নিথর নিঝুম শান্ত রজনীর কোমল হাতছানিতে বিপুলা বসুন্ধরা তন্দ্রা জড়ানো চাদর চতুর্দিকে বিছাইয়া দিল। একটি মনোরম প্রকোষ্ঠে নব দম্পত্তির জন্য বাসর ঘর সাজানো হইল। নির্দিষ্ট সময় বর সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর একজন সুন্দরী, অস্পরীসম রূপসী বসিয়া রহিয়াছেন। তাহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সবই অত্যন্ত নিখুত। তাহার অতলান্ত নির্মল দৃষ্টি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্মতা এবং মনোহারিত্বে তিনি স্তম্ভিত হইয়া

www.pathagar.com

গেলেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) এর মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইহাও কি সম্ভব? শ্বশুর কর্তৃক বর্ণিত গুণাবলীর সঙ্গে উপস্থিত রমনীর কোন দিকেই মিল হইতেছে না। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে সেই রমণী কি এই! তবে কি তাঁহার সহিত উপহাস করা হইতেছে। এই অসামান্য রূপের অধিকারী রূপবতীর গৃহে তিনি ভূলক্রমে প্রবেশ করেন নাই তো? না জানি আবার কোন নূতন বিপদ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাই তিনি বাসর গৃহে অবস্থান করা শ্রেয় মনে করিলেন না। ধীর পদক্ষেপে চিন্তাক্লিষ্টভাবে উক্ত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে তিনি দরজার দিকে পা বাড়াইলেন। এমন সময় তাঁহার শ্বশুর সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ) গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণা করত : বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্মিতহাস্যে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "প্রিয় বৎস! আমি অনুভব করিতেছি যে, তুমি অনেকটা বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছ। তবে তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই। তোমার সম্মুখে যে মেয়েটি উপবিষ্টা সে-ই আমার কন্যা ফাতেমা—তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। আবু সালেহ (রহঃ) আরজ করিলেন—"আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার কন্যা কুৎসিত, বোবা, বধির ও অন্ধ।"

সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ সহাস্যে বলিলেন-"প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলাম এবং আমার বলার পিছনে কারণও রহিয়াছে। তাহা এই যে —আমার আদরের কন্যা, তাহার চক্ষু যুগল দ্বারা কোন পরপুরুষকে অদ্যাবধি দেখে নাই, এমনকি আমার বাসস্থানের বাহিরে কোন বস্তু দর্শন করে নাই। এইহেতু তাহাকে আমি অন্ধ আখ্যায়িত করিয়াছিলাম। জন্মান্ধ নহে; বরং বহির্জগতের বেশরা দৃষ্টিপাত হইতে মুক্ত ও অন্ধ। তাহাকে এইজন্য বোবা বলিয়াছিলাম যে, একমাত্র পিতা-মাতা ছাড়া তাহার কণ্ঠস্বর কোনও পরপুরুষ অদ্যাবধি শ্রবণ করে নাই। আর তাহাকে খঞ্জ বলার কারণ এই যে, এই বয়স পর্যন্ত সে হাঁটিয়া বেপর্দায় বহির্বাটিতে গমন করে নাই এবং পরপুরুষের কোন মজলিসেও গমন করে নাই। আর তাহাকে বধির বলার অর্থ এই যে, সে কেবলমাত্র পিতা-মাতা ছাড়া অদ্যাবধি অন্য কাহারও কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে নাই। আর যেহেতু আমার কন্যাকে কেহই দেখিতে পায়নাই, এইজন্য সকলের নিকট তাহাকে কুৎসিত বলিয়াই তুলিয়া ধরিয়াছি। হে বৎস! আমার কন্যার রূপ যেইভাবে আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, তাহা অলীক ও মিথ্যা নহে। কেননা সাধারণত : সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে যে গুণ ও অবস্থার

www.pathagar.com

কথা প্রচলিত হইয়া পড়ে আমার কন্যার বেলায় এইরূপ ঘটে নাই। তাই এইক্ষেত্রে সমস্ত কথা তোমাকে খোলাখুলি না বলিয়া পরোক্ষভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল এই যে, তুমি যেদিন সামান্য আপেল ভক্ষণের অপরাধ মার্জনার জন্য সীমাহীন কষ্ট উপেক্ষা করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে, সেইদিন তোমার কপালে একটি নূরের ঝলক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা তোমাতে এমন একটি পরমধন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যাহা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়েতের মশালরূপে পরিচিত্রিত হইবে এবং আমি মনে মনে ধারণা করিয়াছিলাম যে, তোমার মত পুতঃচরিত্র ব্যক্তিই হইবে আমার কন্যার যোগ্য পাত্র। বলিতে কি তোমার নিকট আমার এই বিদূষী কন্যাকে সমর্পণ করিতে পারিয়া এবং তোমার বুদ্ধিমত্তা, সততায় মুগ্ধ হইয়া আল্লাহ পাকের হাজারো শুকরিয়া আদায় করিতেছি। আর তুমি জানিয়া রাখ যে, আমার কন্যাকেও আমি শরীয়ত ও মারেফত বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছি। বর্তমানে যুগের নারী সমাজের প্রতি যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে তাহাদের তুলনায় আমার কন্যাকে দুর্লভ বলিয়া মনে হইবে।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) স্বীয় শ্বশুরের নিকট সকল রহস্যাবলী জানিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাইলেন।

পরিশেষে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রহঃ) স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে উভয় পার্শ্বে বসাইলেন এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ বেনিয়াজের দরবারে আরজ করিলেন—"হে সর্বমঙ্গলের নিয়ন্ত্রণকর্তা! আজ তোমার নির্দেশে যাহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল, তাহাদের দাম্পত্য জীবন তুমি আনন্দময় ও মঙ্গলময় কর। আর তাহাদিগকে এমন নেক সন্তান দান কর, যাহার গুণ-গৌরবে ইসলাম ধর্মে নব-প্রাণের সঞ্চার ঘটিবে।

সাধক প্রবরের এই প্রার্থনা দয়াময় আল্লাহতায়ালা কবুল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই পুণ্যবান পিতা ও পুণ্যশীলা মাতার গৃহেই আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, বড়পীর আবদুল কাগের জিলানী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতৃ উদরে

বসন্তকাল! পারস্যের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতনে নব অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছে। নব পত্র-পল্লবের সমারোহে চতুর্দিক সবুজ শ্যামলিমায় বিরঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। বুলবুলের কলকণ্ঠে আকাশ-বাতাস

www.pathagar.com

মুখরিত হইয়া পড়িয়াছে। শুভ বসন্তের আগমনী বন্যার স্রোত বহিয়া সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর উদরে স্থান লাভ করেন সুলতানুল আউলিয়া, তাপসকুলের মণি, সাধু শ্রেষ্ঠ হযরত গাউছুল আযম মাহবুবে সোবহানী সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। পিতা-মাতা পরম করুণাময়ের অশেষ শুকরিয়া আদায় করিলেন। তাহাদের পুণ্যময় জীবনের চলমান গতিধারায় নূতন আনন্দ, নূতন প্রেরণা ও নব অনুরাগের প্রাণবন্তু হিন্দোল দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া কে যেন তাহাদিগকে কানে কানে বলিয়া গেল— 'হে পুণ্যময় চরিত্রের অধিকারী নব দম্পত্তি! আল্লাহ পাকের দান এক অমূল্য রত্ন তোমাদের গৃহে শুভাগমন করিবে। যাহার মধুর স্পর্শে এই বিশ্বচরাচরে সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর পরিচয় সূত্র নূতনভাবে পরিচিত্রিত হইবে। তোমরা খুশী মনে সেই রত্নের আগমন প্রতীক্ষায় থাক।"

গর্ভাবস্থায় মাতার স্বপ্ন

উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) গর্ভবতী হইয়াছেন। মাতৃত্বের অনাস্বাদিত পুলক তাহার দেহে খেলিতে লাগিল। তিনি পরম আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। গর্ভ সঞ্চারের দিন হইতেই অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন তিনি দেখিতে লাগিলেন। আল্লাহ পাকের নিকট হইতে নানা শুভ ইঙ্গিত লভিতে লাগিলেন।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হইবার পর প্রথম মাসে উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত হাওয়া (রহঃ) তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সহাস্য আননে তাহাকে বলিতেছেন—"ওগো ফাতেমা! তুমি বিশ্বচরাচরের ভাগ্যবতী রমণী। তোমার গর্ভে যে সন্তান আগমন করিয়াছে, সে হইবে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ গাউছুল আযম। সুতরাং তুমি অতিশয় সাবধানে কালযাপন করিও।"

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় মাসে তিনি আবার স্বপ্নের দেখিলেন যে,-হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সারা (রহঃ) তাহার শিয়র প্রান্তে দাঁড়াইয়া মধুর স্বরে বলিলেন—"হে সৈয়দকুল শিরমণি, হাসানকুল নন্দিনী ফাতেমা! আল্লাহ্ পাকের মারেফত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক 'নূরে আযম' তোমার গর্ভে স্থান নিয়াছে। সুতরাং তুমি নির্বিষ্ট মনে আল্লাহর গুণগানে নিমগ্ন থাকিও।"

দেখিতে দেখিতে তৃতীয় মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, ফেরাউনের স্ত্রী পুণ্যবতী আছিয়া (রহঃ) তাহাকে বলিতেছেন— "ওগো পুণ্যবতী ফাতেমা! আমি তোমাকে

www.pathagar.com

এক শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি। তুমি অতিশয় সৌভাগ্যবতী, তোমার পবিত্র গর্ভে যে আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পৃথিবীতে তাহার উপাধি হইবে 'রওশন জমীর'। সুতরাং তুমি সতর্কতার সহিত শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতে থাক।"

তারপর আসিল চতুর্থ মাস। সেই মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিশ্বের চির বিস্ময় ও মহারত্নের অধিকারিণী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হযরত বিবি মরিয়ম (রহঃ) উপস্থিত হইয়া কোমল স্বরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— 'ওগো সৌভাগ্যশালিনী ফাতেমা! তোমার পবিত্র গর্ভে যিনি স্থান লাভ করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ আউলিয়া বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। সুতরাং তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিও।"

অতঃপর পঞ্চম মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—বিশ্বনবী (সঃ)-এর প্রথম ও প্রধান সহধর্মিনী খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) তাহাকে বলিতেছেন—"ওগো ভাগ্যবতী ফাতেমা! তোমার গর্ভে ইসলামের এক সমুজ্জ্বল রত্ন আল্লাহর মাহবুব বান্দা—'মহিউদ্দিন'-এর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।" অনন্তর ষষ্ঠমাস আসিল। একদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিশ্বনবী (সঃ)-এর প্রিয়তম পত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তাঁহাকে বলিতেছেন—"ওগো ভাগ্যবতী ফাতেমা! অদূর ভবিষ্যতে এমন একজন মহাপুরুষ তোমার স্নেহশীল কোল উজ্জ্বল করিবেন যাহার আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট পৃথিবীর প্রতিটি ঈমানদার বান্দা বিমুগ্ধ ও চমৎকৃত হইবে। সুতরাং তুমি সতর্কভাবে কালযাপন করিও।"

তারপর আসিল সপ্তম মাস। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, বিশ্ব দুলালী, নবী (সঃ) নন্দিনী রমণীকুল রত্ন হযরত ফাতেমা (রাঃ) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ওগো ফতেমা! সুসংবাদ গ্রহণ কর। সাইয়্যেদ বংশের সৌরভময় পবিত্র ফুল অচিরেই তোমার ক্রোড়ে আবির্ভূত হইবেন। যাহার বিভুপ্রেমের স্রোতধারায় বিশ্বের সমস্ত আউলিয়া অবগাহন করিবেন।"

তারপর আবির্ভূত হইল অস্টম মাস। এই মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত ফাতেমা (রহঃ)-এর নয়নমণি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত জয়নাব (রাঃ) তাহাকে বলিতেছেন-"ওগো স্নেহের দুলালী ফাতেমা (রহঃ)! যিনি অচিরেই তোমার পবিত্র গর্ভ হইতে পৃথিবীতে আসিবেন, তিনি হুযুর পুরনূর বিশ্বনবী (সঃ)-এর মৃতপ্রায় ইসলামকে নূতন বলে বলীয়ান এবং রুহানী জগতকে প্রেমের রসে সঞ্জীবিত করিবেন। অতএব তুমি সাবধানে থাকিও।"

www.pathagar.com

অতঃপর নবম মাসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইনের পত্নী স্বপ্নযোগে বলিয়া গেলেন—"ওগো উম্মুল খায়ের ফাতেমা! অল্প দিনের মধ্যেই তোমার গর্ভ হইতে যিনি পৃথিবীতে আসিবেন, তিনি আউলিয়াকুল শিরোমণি উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ওগো ভাগ্যবতী রমণী! সেই পরম শুভলগ্ন আসন্ন প্রায়। সুতরাং তুমি সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিও। তোমার এই সন্তানের উছিলায় মুসলিম বিশ্বে প্রবাহিত হইবে আনন্দ ও খুশীর ফল্গুধারা। সারা জাহানের প্রতিটি গৃহে, বন-উপবন, শৈল-শিখরে, জলধির তরঙ্গে প্রবাহিত হইবে আনন্দের স্রোতধারা। তাহার উছিলায় বিশ্ব মুসলিম, অবিচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। দ্বীন ও ঈমানের নূতন আলোকে এই বিশ্বকে তিনি মোহান্ধতার নিগড় হইবে আলোর দিকে লইয়া আসিবেন।"

পারিবারিক পরিবেশ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) যেই পরিবার এবং পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে সহৃদয় পাঠক এবং পাঠিকাগণকে কিছু ইঙ্গিত প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অত্র প্রবন্ধে আমরা উহার রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইব।

হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর পিতা-মাতা এবং নানার কথা পূর্বেই কিছুই আলোচনা করিয়াছি। উক্ত আলোচনার দ্বারা অবশ্যই পাঠক মহল অনুধাবন করিয়াছেন যে, তাহাদের জীবন যাত্রা কতখানি উন্নত ও খোদাপ্রেমের পথে অগ্রসর ছিল। তাহাছাড়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ফুফু সাইয়্যেদা আয়েশা (রহঃ) ও ছিলেন একজন বিখ্যাত তাপসী। তাহাকে লোকে উম্মে মুহাম্মদ নামেই ডাকিত। তাহার বুজর্গী ও আর্ধাত্ম সাধনার অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। নিম্নে আমরা তন্মধ্যে একটি কাহিনীর কথা বর্ণনা করিতেছি :

একদা পারস্যের জিলান অঞ্চলে অনাবৃষ্টির দরুন ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল। লোকজন, গৃহপালিত পশু এবং পাখী, গাছপালা, তরুলতাও পানির অভাবে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। পশু-পাখী, মানুষ, জন্তু-জানোয়ারের করুণ কাতরানীতে আকাশ বাতাস দূষিত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। দেশময় বিভীষিকা ও আর্তচিৎকারে জীবন ধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। বৃষ্টির জন্য মানুষ অনেক রোনাজারী ও কান্নাকাটি এবং ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হইল। কিন্তু কিছুতেই আল্লাহ পাকের করুণা বারি

www.pathagar.com

সিঞ্চিত হইল না। অবশেষে লোকেরা তাপসী আয়েশা (রহঃ)-এর নিকট বৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবার আবেদন পেশ করিল। সাইয়্যেদা আয়েশা (রহঃ) স্বীয় গৃহ অঙ্গন্ ঝাড়ু দিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দোয়া করিলেন, 'ওগো দীন দুনিয়ার মালিক আল্লাহ! আমি তোমার একজন নগন্য বাঁদী! তোমার রহমতের বারিধারার আশায় আজ আমি জাড়ু দিলাম। এইবার তুমি স্বীয় করুণা বারি বর্ষণ কর।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো মেঘে ছাইয়া ফেলিল এবং মুহূর্তের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। ফলে প্রয়োজনীয় জলীয় অংশ লাভ করিয়া জনজীবন, বৃক্ষ-লতা সজীব হইয়া উঠিল। দেশময় অশান্তি দূরীভূত হইয়া শান্তির সমারোহ দেখা দিল। সুতরাং পবিত্র পরিবেশের পবিত্র মঞ্চেই আল্লাহ পাক হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অলী-আল্লাহগণের ভবিষ্যদ্বাণী

মানুষের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ দৈহিক জগত, দ্বিতীয়তঃ আত্মিক জগত। দৈহিক জগতে মানুষ আপাদমস্তক, গাছ-পালা, তরুলতা, আলো-বাতাস, দুঃখ-বেদনা, সুখ-আনন্দ ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে জড়িত হইয়া জীবন পরিচালনা করে। আর আত্মিক জগতে মানুষ আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রূহের একমাত্র খোরাক আল্লাহ পাকের জিকির, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করা। যখন পৃথিবীতে এই সকল কার্যাবলী লোপ পায় এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়, তখন পৃথিবীতে নামিয়া আসে দারুণ হাহাকার। তাই আল্লাহ পাক রুহানী জগতকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্যে বিভিন্ন রুহানী জগতের দিশারীদিগকে প্রেরণ করেন এবং রূহের মোয়ামালাত ও কার্যাবলী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রুহানী জগতে যখন এই অভাব প্রকট হইয়া দেখা দিল, অসংখ্য ক্ষুধিত আত্মার করুণ কাতরানী শুরু হইল, বিশীর্ণ রুহানী জগত মরুময় হইয়া যাইতেছিল, তখন আল্লাহ স্বীয় রহমতস্বরূপ বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীকে ধরণী বক্ষে প্রেরণ করিয়া মৃত আত্মাকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। আল্লাহর জিকির-ফিকির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের আগমন সংক্রান্ত খোশ খবর পূর্বতন রুহানী জগতের অনেকেই দিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত মহাত্মাগণ এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

www.pathagar.com

১. জগদ্বিখ্যাত শায়খ ও তাপস হযরত ইমাম আসকারী সুফী ও সাধকগণের মধ্যে একজন অলী ছিলেন। তাহার একটি পুরাতন ও জরাজীর্ণ জায়নামায ছিল। এই জায়নামাযটি তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত ব্যবহার করিতেন। যখন তাহার মৃত্যুর ক্ষণ নিকটবর্তী হইল তখন তিনি উক্ত জায়নামাযখানা একজন বিখ্যাত অলীকে দান করিয়া বলিলেন, "হে প্রিয় ভ্রাতঃ! আমার একটিমাত্র অন্তিমাকাঙ্ক্ষা। আশা করি, তুমি সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়ন করিবে। আমার এই জায়নামাযখানা হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে যে বিখ্যাত অলী হযরত বড়পীর (রহঃ) পারস্যের বুকে আবির্ভূত হইবেন—তাঁহার কাছে পৌছাইয়া দিবে।" পরিশেষে সেই জায়নামায বিভিন্নজনের মাধ্যমে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট পৌছিয়াছিল।

২. হযরত শায়খ আবু আহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মূসা (রহঃ) একজন বিখ্যাত অলী ও সাধক পুরুষ ছিলেন। তাহার আধ্যাত্ম সাধনার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের শুভ জন্মের চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে একদা তিনি জানাইয়াছিলেন যে, অনতিবিলম্বে পৃথিবীতে একজন অলী আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হইবেন। তিনি পৃথিবীতে রুহানী শক্তির কিরণ প্রদান কার্য সাধন করিবেন। তাহার অসংখ্য কারামত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার মুখ নিঃসৃত বাক্য হইবে এই যে— "সমস্ত অলিগণের গর্দানের উপর আমার কদম।"

৩. রুহানী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও বিশ্ববিশ্রুত সাধক হযরত শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) একদা হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। একদা তিনি মোরাকাবা ও মোশাহাদার অবস্থায় হঠাৎ প্রকম্পিত কলেবরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— "তাহার কদম আমার গর্দানের উপর।" অতঃপর অবনত স্কন্ধে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবার পর উপস্থিত লোকেরা তাহাকে চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্মিতহাস্যে বলিলেন — "হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) নামে একজন বিখ্যাত তাপস ও আল্লাহর মাহবুব বান্দা পৃথিবীতে আগমন করিবেন। তিনি হইবেন পারস্যের অন্তর্গত জিলানের অধিবাসী এবং মহীউদ্দীন উপাধিতে তিনি বিভূষিত হইবেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশে বলিবেন যে, "সমস্ত অলী-আল্লাহগণের গর্দানে

www.pathagar.com

আমার কদম।" মোরাকাবা ও মোশাহাদার হালতে আমি অনুভব করিতে পারিলাম যে, আমার গর্দানের উপরও তাহার কদম সংস্থাপিত হইবে। এই জন্যই আমি প্রণত স্কন্ধে উপরোক্ত কথায় স্বীকৃতি দান করিয়াছি।"

৪. তাপসকুল শিরমণি শায়খ হযরত আবু বকর হারবার (রহঃ) তৎকালে একজন বিখ্যাত অলী ছিলেন। রুহানী জগতে তাহার মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচ্চে। হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে—"অতি অল্পকালের মধ্যেই ইরাকে একজন জগদ্বিখ্যাত অলীর আবির্ভাব ঘটিবে। রুহানী জগতে তিনি হইবেন শ্রেষ্ঠ সর্দার। তাহার মর্যাদা ও রুহানী শক্তি আউলিয়াকুলের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবে। আর তিনি এই কথাও বলিবেন যে—"সমস্ত অলী-আল্লাহর গর্দানের উপর আমার কদম।"

৫. সিরিয়ার শায়খ বঞ্জী (রহঃ) একজন বিখ্যাত সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি দ্বীন ও শরীয়ত এবং রুহানী জগতের এক উজ্জ্বল মশাল ছিলেন। সহজ সরল পথের দিশারী হিসাবে তাহার নাম আজিও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। তাহার মুরীদ ও মুতাকিদীনের সংখ্যা অনেক ছিল। রুহানী জগতে তিনি সুদীর্ঘ ষাট বৎসর বিচরণ করিয়াছিলেন। একদা সমবেত জনমণ্ডলী তাহার নিকট সেই শতাব্দীর কুতুবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন—"হে সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী! অচিরেই পুণ্যভূমি বাগদাদের মাটিতে একজন যুবকের আগমন ঘটিবে। তাহার রুহানী শক্তি হইবে সুদূর বিস্তৃত। আল্লাহর প্রেম, দ্বীনের হেদায়েত ও মারেফাতের নির্মল আলোকে জনমণ্ডলীকে তিনি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবেন। তৎকালে বিশ্বের সমস্ত অলী-আল্লাহ তাহার অনুসরণ করিবে এবং তাহার রুহানী আলোকে নিজেদেরকে সমুজ্জ্বল করিবে। যদি আমি সেই সময় বাঁচিয়া থাকি তবে আমিও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব এবং তাহাকে অনুসরণ করিব। তাহার কল্যাণকর কার্যাবলী ও কারামত দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করিব। তিনি এই কথাও বলিবেন যে, "সকল অলী-আল্লাহর গর্দানে আমার কদম সংস্থাপিত।"

৬. অলীকুল শ্রেষ্ঠ রূহানী জগতের স্বর্ণোজ্জ্বল উপগ্রহ, বসরা ও ওয়াসিতার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা এবং সুবিখ্যাত হাওয়ার বংশের প্রদীপ হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ হাওয়ার বাত্তাহী (রহঃ) ইরাকে প্রখ্যাত আটজন অলী-আল্লাহর আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহারা হইলেন : (১) হযরত মারূফ কারখী (রহঃ), (২) হযরত আহমদ বিন

www.pathagar.com

হাম্বল (রহঃ), (৩) হযরত বশরহাফী (রহঃ), (৪) হযরত মনসুর বিন হাম্মার (রহঃ), (৫) হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) (৬) হযরত ছাররি ছাকতি (রহঃ), (৭) হযরত সোহাইল বিন আবদুল্লাহ তশতরী (রহঃ) এবং (৮) হযরত বড়পীর সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। হযরত বড়পীর (রহঃ) সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি পাঁচশত হিজরী সনে আবির্ভূত হইবেন এবং বাগদাদ অবস্থান করত : সমস্ত অলী-আল্লাহর সর্দাররূপে স্বীয় মহিমা প্রচার করিতে থাকিবেন।

৭. ইরাকের সুফী ও দরবেশকুল শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট মর্যদার অবিসংবাদিত তাপস ও জন্মগত অলী এবং কাশফ ও কারামতের অধিকারী হযরত শায়খ মনসুর বাত্তাহী (রহঃ) রূহানী জগতে অতিশয় সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একদা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে—"অনাগত ভবিষ্যতে সাইয়্যেদ আবদুল কাদের নামে পৃথিবীতে রূহানী সুপুরুষের পদার্পণ ঘটিবে। তিনি সেই যুগে দয়াময় আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় হাবীবের (সঃ) নিকট প্রিয় ব্যক্তিরূপে মর্যাদা লাভ করিবেন। তাহার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সমস্ত আউলিয়ার শীর্ষদেশে সংস্থাপিত হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, 'হে আমার অনুসারিগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবে, সে যেন তাহার প্রতি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে।"

৮. হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পৃথিবীতে আগমন বার্তা ঘোষণা সম্পর্কে একজন রূহানী দৃষ্টিসম্পন্ন, বিশিষ্ট তাপস রূহানী অন্তদৃষ্টির দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মুহীউদ্দীন নামে ইরাকে একজন বিখ্যাত আলী আত্মপ্রকাশ করিবেন, তিনি হইবেন সেই যুগের কুতুব ও গাওস মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁহার অনন্য রূহানী শক্তির প্রভাবে অগণিত লোক তাঁহার প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিবে। এমনকি তাঁহার মৃত্যুর পরও অনাগতকাল তাহার রূহানী জীবন টিকিয়া থাকিবে।

শুভজন্ম

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ প্রান্ত, চারিশত একাত্তর হিজরী সাল। মাহে শাবানের উনত্রিশ তারিখ। সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। রৌদ্রের প্রখর কিরণ আস্তে আস্তে স্তিমিত হইয়া পড়িতেছে। ঈষাণ কোণে দুই এক খণ্ড কালো মেঘের আনাগোনা দেখা যাইতেছে। সূর্য অস্তমিত হইবার পূর্বে

www.pathagar.com

সমস্ত আকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘে ছাইয়া গেল। গাঢ় মেঘের আড়ালে দিনমণি অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়া দিনের অবসান ঘোষণা করিল। ঐ দিন রমযানের চাঁদ উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সেই আশা তিরোহিত হইয়া গেল। জিলান নগরের অগণিত উৎসাহী জনতা রমযানের চাঁদ দেখিবার বৃথাচেষ্টা করিয়া নিরাশচিত্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সমস্ত রাত্র মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল। মেঘের গর্জন ও বজ্রের নির্ঘোষ নিনাদে মানুষের কানের পর্দা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ধূসর মরুভূমির বালুকারাশির উপর দিয়া প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। জিলাননগরের জনগণ এই অনাকাঙ্খিত বারিপাত দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। সুখনিদ্রার কোমল স্পর্শলাভ হইতে সকলেই বঞ্চিত হইল। দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির অবসানের নিমিত্ত সকলেই পরম করুণাময়ের নিকট সবিনয় প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর সময় অতীত হইয়া তৃতীয় প্রহরে পড়িয়াছে। ঝড়-শিলা-বৃষ্টির বেগ ক্রমশ : বাড়িয়াই চলিয়াছে। চতুর্দিক হইতে বিপন্ন মানুষের করুণ স্বরও ভাসিয়া আসিতেছে। এমন সময় সাধক প্রবর সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) এর গৃহে তদীয় পত্নী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সাইয়্যেদ আবু সালেহ এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রতিবেশীদের নিকটে সাহায্যের আশায় যাইতে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। সেই সময় একদল রমণী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তাহার গৃহে আসিলেন। "তাহারা সাহায্যার্থেই আসিয়াছেন" এই কথা তাপস-প্রবরকে জানাইয়া দিলেন। তাহাদের আগমনের ফলে আবু সালেহ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, উদ্বিগ্নতার সহিত সকলেই শুভ লগ্নের অপেক্ষা করিতেছেন।

ক্রমেই প্রসবের যাতনা বাড়িয়া চলিল। অসহ্য যন্ত্রণায় উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। কথায় বলে ইতি ও পরিসমাপ্তি সব কিছুরই শেষ প্রান্ত রচনা করিয়া দেয়। শৈশব-শেষে যৌবন, রোগের শেষে সুস্থতা, কৃষ্ণ পক্ষের পর শুক্লপক্ষ, অন্ধকারের পর আলো, নিরাশার পর আশা, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, রাত্রির পর দিন, দুঃখের পর সুখ, উত্থানের পর পতন, আগমনের পর তিরোধান পাশাপাশি অবস্থান করে। একের পরিবর্তে অন্যের উপস্থিতি পৃথিবীর চিরন্তন রীতি। উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)- এর বেলায়ও উহার ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমেই তাহার যাতনার অবসানে সুখ প্রভাতের আভা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। পূর্ব দিগন্তে সোবহে সাদেকের সোনালী আভা দেখা দিয়াছে। ফজরের আজান ধ্বনি উচ্চারিত হইতে আর দেরী নাই।

www.pathagar.com

এমন সময় সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া ধরণীতে আগমন করিলেন হযরত বড়পীর (রহঃ)। বিশ্ব নিখিল, আকাশ-বাতাস, বন-উপবন, গিরিপর্বত, ভূধর-সাগর সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

অপূর্ব সুন্দর শিশুর মুখমন্ডল, স্বর্ণাভ তাহার কমনীয় কান্তি, মহাভাগ্যের সৌভাগ্য রেখা সম্বলিত প্রশস্ত ললাট, কালো ভ্রমর বিনিন্দিত জোড়া ভ্রমর, রংধনুর মত সরু ও চিকন ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত নাসিকা, মায়া বিজড়িত ভাসমান সুবৃহৎ চক্ষুদ্বয়, নিখুঁত সুদর্শন ও উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট নয়নের পুত্তলীর মুখ চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া বিবি ফাতেমা (রহঃ) সমস্ত বেদনা, দুঃখ-যাতনা নিমিষেই ভুলিয়া গেলেন। উপস্থিত পুরনারিগণ সুন্দর মনোহর শিশুর রূপ সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া নবজাত শিশুর প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং বিবি ফাতেমা (রহঃ)-কে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, "ধন্য ফাতেমা প্রকৃতই তোমার তুলনা নাই।"

মাহবুবে সোবহানী, তাপসকুলের মধ্যমণি, সুলতানুল আউলিয়া, গাউছুল আযম, সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) চারিশত একাত্তর হিজরী সনের পবিত্র রমজান মাস মোতাবেক এক হাজার আটাত্তর খৃষ্টাব্দে জিলান বা গিলান নগরের সাইয়্যেদ পরিবারে ফাতেমা (রহঃ)-এর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পারস্যের অন্তর্গত জিলান বা গিলান নগর প্রত্যন্ত অঞ্চল। এইজন্য বড়পীর (রহঃ)-এর নামের সঙ্গে জিলানী শব্দটাও সংযোজিত হইয়াছে।

সদ্যপ্রসূত শিশুটির মধ্যে এক আশ্চর্যজনক চিহ্ন দেখা গেল। তাহার রক্তিমাভ কোমল ওষ্ঠদ্বয় বার বার প্রকল্পিত হইতে লাগিল। তিনি যেন অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, বড়পীর ভূমিষ্ঠ হইবার পর গোনাহগার উম্মতে মুহাম্মদীর (সাঃ) মুক্তির জন্যই আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহার ওষ্ঠযুগল মৃদু কাঁপিতেছিল।

উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) শুভদিনের শুভলগ্নে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত প্রাণ প্রিয় পুত্র রত্ন লাভ করিয়া খুশীও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। তাহার কোলে যেন মুক্ত আকাশের চন্দ্র বিশ্ববরেণ্য সাধকরূপে খেলা করিতে লাগিল। তিনি ধূলি বিমলিন মর্ত্যধামে বসিয়াও যেন বেহেশতের অমিয় শান্তিধারা লাভ করিলেন। যেন নিতান্ত অসহায় দরিদ্রজন রাশি রাশি গুপ্তধন লাভে কৃতার্থ হইলেন। তিনি অনিমেষ নয়নে পুত্র রত্নের মুখ চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া সন্তান বাৎসল্যের আতিশয্যে স্নেহভরে বার বার চুমু খাইতে লাগিলেন। অতীতের সমুদয় জ্বালা-যন্ত্রণা-বেদনা ভুলিয়া গিয়া অপার আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন।

www.pathagar.com

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ)-এর পুত্র সন্তান হইয়াছে এই শুভ সংবাদটি মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই নবজাতককে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ শিশুর কোমল নধর কান্তি ও অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেল। তাহারা দেখিল যে, স্বর্গীয়রূপ ও জ্যোতির্ময় এক বালক ফাতেমা (রহঃ)-এর কোল আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মুখাবয়ব হইতে যেন শত সহস্র পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার আজানুলম্বিত বাহু যুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন, রক্তরাগ বিরঞ্জিত অধঃরোষ্ঠ, সুবিন্যস্ত বক্ষদেশ ও কপালের সৌন্দর্য শিখা সবকিছু মিলিয়া এক অনির্বচনীয় ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। তদুপরি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে রহিয়াছে বিশ্বনবী (সঃ)-এর পবিত্র পদচিহ্ন।* আর শূন্য বায়ুমণ্ডল হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সহস্র কণ্ঠের বিশ্ব স্রষ্টার গুণ ও স্তুতি। স্বর্গীয় দূতগণ যেন পরমানন্দে চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া দোয়া ও দরূদ পাঠ করিতেছে।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ ও উপস্থিত জনগণ অলক্ষ্যে প্রশংসা ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কে বা কাহারা কোথা হইতে মধুর স্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করিতেছে, কিছুই তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। অজানা আশংকায় তাহাদের দেহ-মন কাঁপিতে লাগিল। এমনসময় দৈববাণী শোনা গেল : "হে আবু সালেহ মূসা! দুশ্চিন্তা করিও না। তুমি বড়ই সৌভাগ্যের অধিকারী। তোমার ত্যাগ, তোমার সাধনা আজ ধন্য। তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আল্লাহ পাকের পরম বন্ধু ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রিয় সখা। তুমি এই বালকের নাম রাখিবে "মাহবুবে সোবহানী" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধু। আর এই কথাও শুনিয়া রাখ যে, পৃথিবীর বুকে তাহার নাম আবদুল কাদের রূপেই পরিচিত হইবে। তিনি বিশ্ব নিয়ন্তা মহাপ্রভুর যোগ্যতম বান্দা। আমরা কামনা করিতেছি যেন তোমার এই পূণ্যবান পুত্র দ্বীন ও ঈমানের যথার্থ খেদমত করিয়া এই বিশ্ব চরাচরে অত্যুজ্জ্বল কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।"

ঐতিহাসিকদের মতে, 'এই দৈববাণী শেষ নবী, সমস্ত রাসূলগণের সর্দার, রাহমাতুল্লিল আলামীন, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সহচরগণ সমভিব্যাহারে নিজ বংশের উজ্জ্বল রত্ন হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে স্বাগত

---

* বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়াতের ক্ষুদ্র চিহ্ন অংকিত ছিল। আর বড়পীর (রহঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে বিশ্বনবী (সঃ)-এর পদচিহ্ন অংকিত ছিল। ইহাই ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ অলী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

জানাইবার জন্য করিয়াছিলেন। সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) দৈববাণী শ্রবণান্তে পরম পুলকিত হইলেন এবং আল্লাহ পাকের প্রশংসাসহ দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন।

'ফাজায়েলে গাওসিয়া' গ্রন্থে হযরত বড়পীর (রহঃ) সম্পর্কে মহানবীর (সঃ) আশীর্বাদ বাণী নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনবী (সঃ) বলিয়াছেন—"হে আল্লাহ! আমার পরে পৃথিবীতে আমার যে প্রতিনিধি আগমন করিবে এবং যে মহান ব্যক্তি আমার হাদীসের মাধ্যমে আমার প্রবর্তিত তরীকাকে সঞ্জীবিত করিবে তাহার প্রতি তোমার অসীম করুণা ও দয়া বর্ষণ কর!"

নামকরণ

সন্তান-সন্ততির নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার এক অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) দৈববাণীর নির্দেশ অনুযায়ী পুত্রের নাম রাখিলেন 'আবদুল কাদের' (রহঃ)। তিনি সেইদিন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে অনেক মিষ্টান্ন দ্রব্য, উপহার উপঢৌকনাদি বিতরণ করিলেন। আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের কথা খেয়াল করিয়া পুত্ররত্নকে বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছার উপরই সমর্পণ করিলেন।

বিভিন্ন গুণবাচক নামসমূহ

আধ্যাত্ম সাধনার অগ্রনায়ক তাপসকুল গৌরব, সাধারণতঃ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) নামে পরিচিত হইলেও দুনিয়ার খোদাভক্ত মহৎপ্রাণ সুধীমণ্ডলীর নিকট বিভিন্ন গুণবাচক নামেও ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত গুণবাচক নামসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল (১) কুতুবুল আযম বা বড়পীর (রহঃ)। (২) কোন কোন অঞ্চলে তিনি মাহবুবে সোবহানী নামে আখ্যায়িত হইতেন। (৩) আবার কেহ কেহ তাহাকে কুতুবে রাব্বানী নামেও অভিহিত করিত। (৪) আফজালুল আউলিয়া দস্তেগীর নামেও তিনি আখ্যায়িত হইতেন। (৫) আবার কেহ কেহ তাহাকে 'নূরে ইয়াজদানী' নামে ডাকিত। (৬) সর্বোপরি তিনি গাউসে ছামদানী মুহীউদ্দিন নামেও পরিচিত ছিলেন।

জন্মলাভের পূর্ব ও পরের ঘটনাবলী

এই চলমান পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ আগমন করিতেছে এবং অসংখ্য মানুষের তিরোধানও হইতেছে। আসা-যাওয়ার মাঝখানে সীমিত সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যে মানুষ নানারকম কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু সকলের দ্বারা সব কাজ সাধিত হয় না। কেহ ঠাণ্ডাকে সহ্য করিতে পারে, আবার কেহ গরমকে সহ্য করিতে পারে। অনেকে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করিতে পারে এবং অনেকে কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহতায়ালার প্রেরিত পয়গাম্বর ও রাসূলগণের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তাহাছাড়া আল্লাহ পাকের মনোনীত মাহবুব বান্দা অলী-আল্লাহগণের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা সাধারণ মানুষের দ্বারা কল্পনাও করা যায় না। সাধারণ নিয়ম-শৃঙ্খলা, ঘটনাপ্রবাহ ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের শক্তির বাহিরে যে সকল কাজ নবী ও রাসূলগণ হইতে প্রকাশ পায়, তাহাকে মু'জিয়া বলা হয়। আর অনুরূপ কাজ কোন অলী-আল্লাহ, গাউস-কুতুব হইতে প্রকাশিত হইলে তাহাকে কারামত বলে। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর জীবনেও এই কাজ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জন্মলাভের ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল অলৌকিক, আশ্চর্যজনক কার্য সংঘটিত হইয়াছিল উহার কিছুটা ইঙ্গিত প্রদান করিয়া পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

তবে এইক্ষেত্রে পাঠকগণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা দরকার যে, আল্লাহ পাকের মনোনীত আউলিয়াগণ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন। একদল অলী দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা ও নিরলস তপস্যার বিনিময়ে এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন। আর একদল অলী আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রুহানী জগত হইতেই কামেল অলী হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাহাদের পবিত্র রুহানী শক্তি পৃথিবীতে আগমন করিবার পূর্বাপর উভয় অবস্থাতেই জাগ্রত, সক্রিয় থাকে। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১. বৃদ্ধা জননীর গর্ভে জন্ম

পূণ্যশীলা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর বয়স ষাট বৎসর। তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে গর্ভে ধারণ করিলেন। স্বভাবতঃ এই বয়সে কোন রমণীর গর্ভধারণ ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে স্বভাবের নিয়ম তাঁহার বেলায় কার্যকরী হইল না। বড়পীর (রহঃ)-কে গর্ভে ধারণ করিয়া তিনি ধন্য হইলেন এবং যথাসময়ে পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া আল্লাহর অলীর চন্দ্রমুখ দর্শন করিলেন। সচরাচর দেখা যায়, পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের পর নারীদেহ সন্তান উৎপাদনক্ষম থাকে না। তবে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর শুভ জন্ম ও তাঁহার মাদারজাদ অলী

www.pathagar.com

হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন তিনি জন্মলাভের মধ্য দিয়াই বিশ্ববাসীর নিকট এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন।

২. ভণ্ড ফকিরের প্রাণ সংহার

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পূণ্যশীলা মাতা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) আপন পবিত্র উদরে আল্লাহর মাহবুব বান্দা সাধককুল উজ্জ্বল রত্নকে ধারণ করিয়া আনন্দ ও খুশীর সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়-মন আলোকিত করিয়া নানারকম সুখ-চিন্তা উঁকি-ঝুঁকি মারিতে শুরু করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমার নির্মল ভাগ্যাকাশে কখন সৌভাগ্য শশীর উদয় হইবে? গর্ভস্থিত প্রাণপ্রিয় সন্তানকে প্রসব করিয়া কতক্ষণে তাহার চন্দ্রমুখ দর্শন করিব? চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-যাতনার অবসান কখন হইবে? এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জননী হইয়া এবং প্রিয় দর্শন সন্তানকে কোলে লইয়া স্নেহভরে তাহার মুখে চুম্বন দান করতঃ কবে আমার তাপিত অন্তরে শান্তি বারি সিঞ্চন করিব? আমার বিগত দিনের স্বপ্নের নির্দেশাবলী বাস্তব রূপ ধারণ করিয়া কখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে? সেই শুভদিন আর কত দূর? সত্যিই কি আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করিয়া সৌভাগ্যশালিনী করিবেন? সন্তানের প্রিয় মুখ দর্শনাকাঙ্ক্ষা আমি যে আর প্রদমিত করিতে পারিতেছি না। কখন আমার জীবনে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দঘন শুভ মুহূর্তের আগমন ঘটিবে? কিন্তু কালের তীক্ষ্ণ গতি-বিধি অত্যন্ত কুটিল জালে ঘেরা। দৈব বিড়ম্বনার অশুভ হাতছানি তাঁহার জীবনে একটি দুর্ঘটনা ডাকিয়া আনিল।

একদা ফাতেমা (রহঃ) বাড়িতে গর্ভাবস্থায় একাকী ছিলেন। গৃহে তখন অন্য কোন লোক ছিল না। আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ) কার্যোপলক্ষে বাহিরে ছিলেন। এমন সময় বহিরাঙ্গণে একজন আগন্তুক ভিখারী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। উম্মুল খায়ের (রহঃ) কখনও কোন ভিখারীকে নিরাশ করিতেন না, গৃহস্থিত শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত মিসকীনকে বিলাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অন্তরে শান্তি লাভ করিতেন না। বহিরাঙ্গণে উক্ত ফকির কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া মনে মনে কু-বুদ্ধি আঁটিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল-'ওগো,, বাড়ীতে কে আছেন? আমি আজ তিন দিনের উপবাসী! বহুস্থানে ধর্ণা দিয়াও এখণ পর্যন্ত আমি একমুষ্টি অন্ন পাই নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার দেহ-মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। পেটে ক্ষুধার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। যৎকিঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) ফকিরের করুণ কাতরোক্তি

www.pathagar.com

শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। লোকজন কেহই বাড়ীতে নাই। সাহায্যপ্রার্থী ফকিরকে আপ্যায়ন করিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। এমন সময় ফকির পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো, সুরম্য প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজির অধিবাসীগণ! আমার এই দুরবস্থার প্রতি আপনাদের কি দয়া হয় না? দয়া-মায়া, উদারতা বলিতে কি আপনাদের কিছুই নাই? পরিশেষে কি আপনাদের দোর গোড়ায়ই আমার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া যাইবে? না, আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আমার জীবনী শক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এই বসিয়া পড়িলাম। আমার অন্তিম সময়ের ফরিয়াদ হয়ত আলিশান মহলের কাহারও চিত্তে আঘাত করিবে না।

উম্মুল খায়ের বিবি ফাতেমা ফকিরের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। "তিনি মনে মনে ভাবিলেন—গৃহদ্বারস্থ বিপন্ন ফকিরের সেবা না করিয়া আল্লাহর কাছে কেমনে মুখ দেখাইব, এতে যদি আল্লাহ পাক কোনও প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে কি উত্তর দিব? এহেন অবস্থায় নানা ভাবনা-চিন্তার পর দয়ার্দ্র ফাতেমা (রহঃ) কিছু আহার্য পর্দার অন্তরাল হইতেই ফকিরকে আগাইয়া দিলেন। ফকিরের কাতর দেহ, করুণ চেহারা তাহার সরল অন্তঃকরণে অনুকম্পার বান ডাকিল। কুপ্রবৃত্তির দাস লম্পট ফকির মনে মনে ভাবিল যে, হয়ত এই স্ত্রীলোকটি ছাড়া গৃহে অন্য কোনও লোক নাই। এই সুযোগে কিছু পরিমাণ ধন-দৌলত ও অর্থ-কড়ি আত্মসাৎ করা যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সবলে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিল না যে, পরিণাম কাহার না আছে? অনিবার্য পরিণামের সুদৃঢ় আবেষ্টনীকে ছিন্নকরা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। এমতাবস্থায় উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) স্বীয় সতীত্ব, ইজ্জত ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন—"ইয়া বারে এলাহী! হে দয়া ও করুণার আধার! হে বিশ্বনিয়ন্ত্রক অন্তর্যামী আল্লাহ! আমার এই সঙ্কটমুহূর্তে একমাত্র তোমার নিকটই আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। তুমিই আমার ত্রাণকর্তা।" প্রার্থনা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভীষণাকৃতির একটি ব্যাঘ্র অকস্মাৎ ফকিরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার দেহকে ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া নিমিষেই উক্ত ব্যাঘ্র কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহ এতই তাড়াতাড়ি ঘটিয়া গেল যে, বিবি ফাতেমা (রহঃ) ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার সময়টুকু পাইলেন না। এই অদৃশ্য জগতের ব্যাঘ্রই ছিল হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর অদৃশ্য আত্মার বহিঃপ্রকাশ। এইভাবে মাতৃগর্ভে থাকা

www.pathagar.com

অবস্থায়ই তিনি অন্যায় প্রতিরোধের প্রতি সুতীক্ষ্ম নজর রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত বড়পীর (রহঃ)- এর মাতা ফাতেমা (রহঃ)– কোনও কারণে স্বীয় পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রিয় বৎস! তুমি কি এতই অকৃতজ্ঞ? আমার স্নেহ, মায়া-মমতা, আদর-যত্নের কথা কি তুমি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ?" মাতার এই স্নেহসিক্ত তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে বালক আবদুল কাদের (রহঃ) বলিয়াছিলেন -"আম্মাজান! আপনার খেদমতের জন্য আমার মন প্রাণ উৎসর্গীকৃত। আপনার স্নেহ ও দয়ার চিহ্ন আমার প্রতিটি অঙ্গেই শোভা পাইতেছে। আম্মাজান! আমি সর্বদা আপনার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকি। যখন আপনি একদা লম্পট, দুষ্ট ফকিরের কান্ডে অসহায় বোধকরিতেছিলেন, তখন আমি আপনার গর্ভ হইতে বাহির হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করত : ফকিরকে নিধন করিয়া আপনাকে বিপদমুক্ত করিয়াছিলাম। তবু কি আমি আপনার স্নেহ-মায়ার উপযুক্ত নহি?"

পুণ্যশীলা জননী এইকথায় বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার চন্দ্রমুখে চুম্বন দান করত : তাঁহাকে পরম স্নেহে অভিসিক্ত করিলেন।

৩. অষ্টাদশ পারা কোরআনের হাফেজ

উম্মুল খায়ের সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ) পবিত্র কোরআন শরীফের আঠার পারা পর্যন্ত মুখস্থ করিয়াছিলেন। গর্ভাবস্থায় এই আঠার পারা কোরআন মজীদ তিনি অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত করিতেন। মাতার গর্বে থাকিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জাগ্রত আত্মা উহা শ্রবণ করিতেন। ফলে মাতার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তিনি অষ্টাদশ পারা পর্যন্ত কোরআন শরীফমুখস্থ করিয়া ফেলিলেন। ঘটনাটি উদঘাটিত হইয়াছিল এইভাবে-- বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) সবেমাত্র কথা বলিতে শিখিয়াছেন। স্নেহশীলা জননী বিবি ফাতেমা (রহঃ) ভাবিলেন যে পুত্ররত্নকে গৃহ শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করিবার ইহাই সময়। তাই তিনি একদিন বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া তাঁহাকে গৃহ শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করিলেন। গৃহ শিক্ষক ছিলেন বুজর্গ ব্যক্তি। বড়পীর (রহঃ)-কে তিনি সস্নেহে নিজের কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং প্রাথমিক ছবক প্রদান করত : তাঁহাকে 'আউজুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ' পাঠ করিতে বলিলেন, হযরত বড়পীর (রহঃ) আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করত : একাদিক্রম অষ্টাদশ পারা পবিত্র কোরআন মুখস্থ পড়িলেন। অতঃপর তিনি থামিয়া গেলেন। গৃহ শিক্ষক বড়পীর (রহঃ)-এর এই অলৌকিক কার্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় বৎস! তুমি থামিলে কেন?"

www.pathagar.com

হযরত বড়পীর (রহঃ) আরজ করিলেন, ওস্তাদজী! এই পর্যন্তই আমি আমার মাতৃ উদরে থাকিয়া মুখস্থ করিয়াছি। গৃহ শিক্ষক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন-স্নেহাস্পদ! ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? বড়পীর (রহঃ) উত্তর করিলেন—হুজুর! আমার মাতা আঠার পারার হাফেজা। আমি গর্ভে থাকাবস্থায় অধিকাংশ সময় তিনি উহা পাঠ করিতেন, আমি উহা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতাম এইভাবে মাতৃ গর্ভেই আমার উহা, মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। গৃহ শিক্ষক উহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন।

৪. জন্মদিনে রোজা রাখা

পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জন্মের পূর্বের দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এইজন্য কেহই রমযানের চাঁদ দেখিল না। ফলে জিলানের বাসিন্দাগণ পরদিন রোজা রাখিবে কিনা দোদুল্যমান ছিল। এই অবস্থায় কেহ রোজা রাখিল না। যাহারা রোজা রাখিল না, তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, যদি আগের দিন প্রকৃতই রমযানের চাঁদ উঠিয়া থাকে, তাহাদের জিম্বায় একটি রোজা থাকিয়া যাইতেছে।

সেই সময়ে জিলান অঞ্চলে সাইয়্যেদ আবু সালেহ জঙ্গী ও সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর বুজর্গী, ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মীয় বিধি-বিধান, জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য লোকজন তাহাদের নিকট আসিত এবং তাহাদের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলেই কাজ করিত। সুতরাং রোজা রাখা এবং না রাখার প্রশ্নটিও জটিল আকার ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত সাইয়্যেদ আবু সালেহর নিকট হইতে উহার নিশ্চিত সমাধান শ্রবণ করিবার কথা সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত হইল। তাই লোকেরা সমবেতভাবে সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সেইদিন সাইয়্যেদ আবু সালেহ বাড়ীতে ছিলেন না লোকজনের আবেদন শ্রবণ করিয়া উম্পুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) বলিলেন—"এই ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখে যদি কোন কারণে চাঁদ দেখা না যায় অথবা চাঁদ দেখার কোন সমর্থনযোগ্য সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরের দিন রোরা রাখা ঠিক নহে। তবে আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আমার সন্তানটি গতরাত সোবহে সাদেক পর্যন্ত দুধ ও মধুপান করিয়াছে কিন্তু সোবহে সাদেকের পর এখন পর্যন্ত সে কিছুই পান করিতেছে না। আমার মনে হয় সে রোজা রাখিয়াছে। সুতরাং আজ রমযানের প্রথম তারিখ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

www.pathagar.com

সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ)-এর কথা শুনিয়া লোকগণ আশ্চর্যান্বিত হইল এবং বলিল—"ওগো সৌভাগ্যবান পুত্ররত্নের জননী! আপনার পুত্ররত্নের মধ্যে এমন সব চিহ্ন বিদ্যমান, যাহা আল্লাহর অলী ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়না। যেহেতু আপনার ছেলে দুধ ও মধুপান করিতেছে না সেহেতু ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। নিশ্চয়ই গতকাল সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয় হইয়াছে। তাহা না হইলে আপনার সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান কিছুতেই দুগ্ধপান বন্ধ করিত না। কাজেই আমরাও আজ রোজা পালন করিব।

এই বলিয়া সকলেই নিজ নিজ গন্তব্যে চলিয়া গেল। হযরত বড়পীর (রহঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া যে রোজা রাখিয়াছিলেন এই সুসংবাদটি মুহূর্তে আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িল এবং সকলেই এই শিশুর অলৌকিকত্বে বিস্মিত হইল।

৫. সহস্রাধিক মাতার পুত্র সন্তান লাভ

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূল এবং অলী-আল্লাহদের যুগে তাঁহাদের প্রিয়সহচর, অনুগামী একদল লোকও একই সময়ে পৃথিবীতে আগমন করিয়া থাকেন। হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যেই তারিখে গাউসুল আযম (রহঃ) পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, সেই তারিখে জিলান নগরীর সহস্রাধিক মহিলাও পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরবর্তীকালে এই সহস্রাধিক সন্তান বড়পীর (রহঃ)-এর সাহচর্য লাভ করিয়া প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রিয় অলী হইয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারাই হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর তরীকা সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যকাল

হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)-এর বাল্যকাল ছিল অত্যন্ত সুখময় ও আনন্দপূর্ণ। একদিকে ধর্মপ্রাণ, শ্রেষ্ঠ তাপস পিতার স্নেহ ও লক্ষ্য এবং অপরদিকে পুণ্যবতী মাতার স্নেহ ও যত্ন এবং সতর্কতার মধ্য দিয়াই তিনি দিনে দিনে বড় হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি কথা বলিতে শিখিলেন। তাঁহার মুখের সুধানিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া পিতামাতার হৃদয়-মন শীতল হইতে লাগিল। একদা বার বার কেবল তিনি 'নানা' 'নানা' শব্দটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতি মাতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার আদরের দুলাল স্বীয় নানাজানের কেরামত সম্পর্কে কিছু জানিতে ও শুনিতে চায়। তাই তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন— প্রিয় বৎস! তোমার নানাজান একজন বিখ্যাত দরবেশ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। আমি এবং তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা তাহার নিকট হইতে মারেফাত বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছি। তাহার অসংখ্য কোরামত আমরা অবলোকন করিয়াছি। তাহার ভক্তদের একটি কাফেলা সমরখন্দ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুস্তর মরুভূমির ভিতর দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল। এমন সময় একদল দস্যু ও নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত তাহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল। তীর, বর্শা, বল্লম ও নগ্ন তলোয়ার হাতে লইয়া ডাকাত দল চতুর্দিক হইতে কাফেলাকে ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্বৃত্তদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। পরিশেষে তাহারা তাহাদের পীর ও তোমার মহাত্মা নানাজান হযরত আবদুল্লাহ সাউমেয়ী (রহঃ)-কে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় মরু অঞ্চলে বিদ্যুৎ চমকানীর মত আলোর ঝলক খেলিয়া গেল। ইহাতে জাকাত দলের তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি নিস্প্রভ ও ঘোলাটে হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহারা চক্ষুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল যে, তীব্র শানিত কৃপাণ হস্তে অগ্নিময় চেহারা বিশিষ্ট হযরত আবদুল্লাহ সাউমেয়ী

www.pathagar.com

(রহঃ) ডাকাত দলের সামনে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার রোষাকশায়িত দৃষ্টি ও তেজোদ্দীপ্ত অবয়ব সন্দর্শনে ডাকাত দল ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন তিনি ডাকাত দলকে বলিলেন— হে দস্যুদল! তোমরা জানিয়া রাখ যে, দয়াময় আল্লাহ পবিত্র ও অদ্বিতীয়, তিনি আয়েব মুক্ত। তিনি আয়েবকে পছন্দ করেন না। সুতরাং এই মুহূর্তে তোমরা লুণ্ঠনবৃত্তি পরিহার করিয়া পবিত্র পথে অগ্রসর হও। এই বলিয়াই তিনি নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরিশেষে উক্ত ডাকাত দল অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া জিলান নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার পবিত্র হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করিয়া আল্লাহর আরাধনায় জীবনকে বিলাইয়া দিল।

অদৃশ্য হাতের ইশারা

চারিশত ছিয়াত্তর হিজরী। গাউসুল আযম মাতৃক্রোড়ের আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া পাঁচ-ছয় বৎসর বয়ঃসন্ধিক্ষণে পদার্পণ করিয়াছেন। বাল্য বয়সের সহজাত স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা, গতিভঙ্গি ও অসার খেলাধূলা এবং নিরর্থক কৌতুকের দিকে কখনও তিনি আকৃষ্ট হন নাই। প্রতিবেশী বালক-বালিকা ও সমবয়সী সঙ্গী-সাথীদের সহিত আনন্দোৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক এবং উপহাস ও পরিহাসের মজলিসে তিনি গমন করিতেন না। তাহার স্বভাব-চারিত্রে দেখা দিল ধৈর্য, সংযম, ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের প্রতিচ্ছবি। এই বয়সে এই গতি-প্রকৃতি যদিও অকল্পনীয় ও অস্বাভাবিক, তথাপি উহাই তাঁহার দেহমনে আসন গাড়িয়া বসিল। পৃথিবীর লীলাময় বৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া সর্বদাই কি এক চিন্তায় তিনি বিভোর থাকিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তার ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়া যাইত। জাগ্রত চিত্ত প্রসূত আধ্যাত্মিক শক্তির যে উজ্জ্বল বিকাশ তাঁহার শুভ জন্মের শুরুতেই বিকশিত হইয়াছিল, উহার তীব্র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াই তাঁহাকে যাবতীয় ক্ষণভঙ্গুর বস্তুনিচয়ের বৃথা সংসর্গ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেছিল।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বয়ঃসুলভ আকর্ষণের দরুন যদি কখনও আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমোদ-আহ্লাদ, ক্রীড়া-কৌতুক, হাস্য-পরিহাস তাঁহার মনে ছায়া বিস্তার করিত, তাহা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করিতে পারিত না। স্বকীয় প্রকৃতির প্রভাবে তাহা নিমিষেই বিলীন হইয়া যাইত।

তাঁহার পূণ্যময় জীবনের প্রতিটি পলক অদৃশ্য হাতের সুস্পষ্ট ইংগিতের দ্বারাই পরিচালিত হইত। তিনি ছিলেন দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার নির্বাচিত পথের দিশারী। কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমাহীন পথ তাঁহার সম্মুখে সুবিস্তৃত

www.pathagar.com

ছিল। এইজন্য অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সুদূর প্রসারী কর্ম জীবনের প্রস্তুতির প্রতি অদৃশ্য আহ্বানে সচকিত হইয়া উঠিতেন। নশ্বর পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় লীলা চাঞ্চল্যের আকর্ষণ কখনও তাঁহার পবিত্র জীবনের লক্ষ্য ও অভীষ্টের জন্য বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, জাগ্রত মনোভাব, সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ও অবিচল প্রচেষ্টা সর্বদাই তাঁহার যাত্রাপথকে সুগম করিয়া দিত।

সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক হইতে বর্ণিত আছে, বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, বাল্যকালে সমবয়স্ক সাথীদের সহিত মিশিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে যখনই উদয় হইত, তখনই আমার কানে অদৃশ্য আহ্বান ধ্বনি ভাসিয়া আসিত, "ইলাইয়্যা ইয়া মুবারক।" অর্থাৎ "হে ভাগ্যবান শিশু! তুমি আমার দিকে আস।" এই আহ্বান স্পষ্টতঃই আমি শ্রবণ করিতাম কিন্তু কে এই আওয়াজ দিতেছে, চক্ষে দেখিতাম না। আবার কখনও গম্ভীর আওয়াজ শ্রবণে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া স্নেহময়ী জননীর কোলে মাথা গুঁজিতাম। ভয়ে আমার আপাদ মস্তক কাঁপিতে থাকিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একদিন গুরুগম্ভীর শব্দ শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। ভীত কম্পিত কলেবরে আম্মাজানের কোলে আশ্রয় নিলাম। আম্মাজান আমার এই অবস্থা দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় বৎস! কোন কিছু কি দৃষ্টি গোচর হইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, "না আম্মাজান" অতপর আম্মাজান বলিলেন— ভয় কি বাবা! যে আল্লাহ পাক তোমাকে পয়দা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে তোমার নিকট সতর্ক বাণী আসিতেছে। তুমি বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করিও না, নিরর্থক খেলা-ধূলায় আকৃষ্ট হইও না, সকল অবস্থায় মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ রাখিও। বুদ্ধিমতি ফাতেমা (রহঃ) পূর্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্ররত্ন অসাধারণ প্রতিভা ও অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুবর্ণ পশরা মাথায় লইয়াই তাহার কোলে আগমন করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার সুকীর্তির আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। এইজন্য প্রাণাধিক পুত্রের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কখনও তিনি কুণ্ঠিতা হইতেন না।

স্বপ্নাদেশ

পিতা-মাতার স্নেহ দৃষ্টির ভিতর দিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর পবিত্র জীবনের সাতটি বসন্ত পার হইল। তিনি অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। একদা তিনি গভীর নিদ্রামগ্নাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন-একজন উজ্জ্বল জ্যোতি

www.pathagar.com

বিশিষ্ট স্বর্গীয় ফেরেশতা তাঁহার শিয়রে আসিয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে বলিতেছেন-"হে আল্লাহর মনোনীত আবদুল কাদের! উঠ, আর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকিও না। সুখ শয্যায় কোলে ঢলিয়া পড়িবার জন্য এই পৃথিবীতে তোমার আগমন ঘটে নাই। নিদ্রাচ্ছন্ন জনগণকে মোহ নিদ্রার কুহক হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তুমি আসিয়াছ, তোমার কর্তব্য সুদূর প্রসারী।"

বালক আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই এইরূপ স্বপাদেশ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার কোমল হৃদয় পটে এই সকল স্বপ্নাদেশ ও অদৃশ্য ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রেখাপাত করিত। অধিকন্তু মহানবী (সঃ)-এর বংশোদ্ভূত আল্লাহর প্রিয় অলী হিসাবে তাঁহার আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, সৎসংসর্গ এবং পবিত্র চিন্তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই সকল সদগুণাবলী তাঁহার জীবনে মঙ্গলপ্রসূ হইয়াছিল। যদ্দরুন তিনি শ্রেষ্ঠ পীর ও অলীরূপে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহর মাহবুব বান্দারূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর বাল্যকালের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন যে, বড়পীর (রহঃ) আট বৎসর বয়সের সময় অন্য একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অদৃশ্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন"হে আবদুল কাদের! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। কেন তুমি আল্লাহ পাককে বিস্মৃত হইয়া সুখ নিদ্রায় বিভোর হইয়াছ। এবার উঠ, উঠিয়া বসিয়া বিশ্বনিয়ন্তার এবাদতে মশগুল হইয়া যাও।"

অতঃপর তিনি নিদ্রার আমেজ বিসর্জন দিয়া আল্লাহ পাকের মহব্বতের অথই সাগরে নিজেকে বিলীন করিয়া দিলেন।

বাল্যকালের শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর বাল্য শিক্ষার হাতেখড়ি হইয়াছিল জ্ঞানবান পিতা ও গুণবতী মাতার মাধ্যমে। তিনি স্বীয় পিতা এবং মাতার নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা গৃহে বসিয়াই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমেই তিনি পূর্ণ কোরআন শরীফ হেফজ করেন। গৃহ শিক্ষার বাহিরে জিলান নগরে স্থানীয় মক্তব্যেও তিনি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধীশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার ফলে বাল্যেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

সহকারী ফেরেশতা

হযরত বড়পীর (রহঃ) দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিদ্যা শিক্ষার জন্য জিলান নগরের একটি মক্তব্যে ভর্তি হইলেন। তৎকালে মসজিদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বালকদের মক্তব বসিত। জনসংখ্যার তুলনায় মক্তব্যের সংখ্যা ছিল কম এবং ছাত্রদের সংখ্যা ছিল অধিক। এইজন্য প্রতিটি মক্তবে শিক্ষার্থীদের ভীড় লাগিয়া থাকিত। স্বল্প পরিসরে কোণঠাসা হইয়া ছাত্রগণ নিজ নিজ পাঠ অধ্যয়ন করিত। একদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) মক্তবে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব হইতেই মক্তবের ছাত্রগণ এমনভাবে স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল যে, উক্ত প্রকোষ্ঠে আর কাহারও বসিবার স্থান ছিল না। এমন সময় অদৃশ্য আওয়াজ হইল, হে শিক্ষার্থীগণ! এই বালকের জন্য তোমরা বসিবার স্থান করিয়া দাও, কিন্তু উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলী কেহই এই আওয়াজের প্রতি তেমন লক্ষ্য করিল না। পরিশেষে গম্ভীর কণ্ঠে দৈববাণী ঘোষিত হইল, "হে শিক্ষার্থীগণ! তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আল্লাহর প্রিয় অলী দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন? উঠ, তাহাকে বসিবার স্থান করিয়া দাও।" এই অদৃশ্যবাণী উপস্থিত শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী সকলের কর্ণেই ভীষণভাবে আঘাত করিল। সকলেই হতচকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে ছাত্রগণ হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে বসিবার স্থান করিয়া দিল। উপরোক্ত দৈববাণী তাঁহার সহকারী ফেরেশতার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এই অদৃশ্য ফেরেশতা সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিত।

পিতার মৃত্যু

এই জগতের আশা কাহার না আছে! ধন-জনের আশা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সহায়-সম্পদের আশা, পার্থিব উন্নতির আশা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশা, আল্লাহ প্রেমের আশা, বস্তুতঃ মানুষের সমুদয় জীবনটাই যেন আশার দোলনায় দোদুল্যমান। বড়পীর (রহঃ)-এর বৃদ্ধ পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ)-এর অন্তরেও একটি আশার ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিয়াছিল। আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের ফলস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সে এই ভাগ্যমন্ত পুত্ররত্ন লাভ করিয়া এবং স্বীয় পুত্রের অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখিয়া তিনি আশায় বুক বাধিয়া ছিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক তিনি পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষায় গড়িয়া তুলিবেন। বড়পীর (রহঃ) পবিত্র কোরআন মুখস্থ করিবার পর প্রয়োজনীয় তালীম ও তাওয়াজ্জুহ স্বীয় পিতার

www.pathagar.com

নিকটই লাভ করিয়াছিলেন এবং পূণ্যশীলা জননীও তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরাগী করিয়াছিলেন।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ (রহঃ) স্বীয় পুত্রের তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, জ্ঞানলিপ্সার একাগ্রতা, উচ্চ শিক্ষা লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিভিন্ন গুণ-গরিমার প্রতি প্রথম হইতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। গৃহশিক্ষা ও মক্তবের শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁহার জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভের বন্দোবস্ত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে জিলান নগরে কোন উচ্চতর শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে নাই। এইজন্য স্বীয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবার কথা বার বার তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রের বয়স ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে একাকী কোথাও পাঠাইতে তাহার মন চাহিতেছিল না। তবে পুত্রের জন্য এই মঙ্গল চিন্তা সর্বদাই তাঁহার মনকে আলোড়িত করিত। কিন্তু তাঁহার সেই আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। তাঁহার মনের আশা আল্লাহ পাকের অমোঘ ইশরায় মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আল্লাহর প্রিয় তাপস একাদশ বর্ষীয় পুত্ররত্ন, বৃদ্ধা স্ত্রী ও অসংখ্য ভক্ত এবং অনুরক্তকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। তখন হিজরী চারিশত একাশি সাল। সমস্ত জিলান নগরী শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) বাগদাদ হইতে চারিশত মাইল দূরবর্তী জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার জীবনের একটি বৃহদাংশ বাগদাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। অতএব তৎকালীন বাগদাদের পরিচিতি তুলিয়া না ধরিলে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

গোলাপবাগ-বাগদাদ নগরী

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথিবীর ইতিহাসে বাগদাদ শ্রেষ্ঠ নগরীর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। মুসলমান শাসকগণের সুদৃষ্টি ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, উহার উজ্জ্বল প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী প্রভাবিত হইয়াছিল। সাহিত্য, ইতিহাস ও লোকগাঁথায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনীষীগণ বাগদাদে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও চিরভাস্বর। এককালের স্বপ্নপুরী বাগদাদ নগরী প্রকৃতই বিস্ময়কর নগরীরূপে স্মৃতির পাতায় বিরাজমান। ইসলামী শাসনামলে উহার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বাগদাদ। মুসলিম খলিফাগণের যত্ন ও প্রচেষ্টা, মুক্ত চিন্তাধারা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদ নগরী জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের আসন লাভ করিয়াছিল। কেবল মাত্র ইসলামী শাস্ত্রীয় বিধানই নহে; বরং বিশ্বের প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবন্দু ছিল বাগদাদ। শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে বাগদাদের অবস্থানকে সবাই স্বীকার করিয়াছিল। এই নগরী কাব্য, সাহিত্য, ভূগোল-খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন, জ্যামিতি, দর্শন, চিকিৎসা, ভূতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্যের বিদ্যা চর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা হাতে উপযুক্ত শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণ শিক্ষার্থীদিগকে অকাতরে শিক্ষাদান করিতেন। পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এই বাগদাদ হইতেই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, গুণী ও মনষীবৃন্দ এই মহানগরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। বিদ্যা চর্চা ও অনুসন্ধিৎসাই ছিল তাহাদের পাথেয়। তাহাদের সান্নিধ্যে ধন্য হইবার জন্য পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের মানসে বাগদাদে ছুটিয়া আসিত। এই বাগদাদ নগরীই অদৃশ্য হাতছানিতে বড়পীর (র)-কে ডাকিতেছিল।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ মুসা জঙ্গী (রহঃ)-এর জীবদ্দশায়ই বড়পীর (রহঃ) কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বড়পীর (রহঃ)-কে সংসারধর্ম চিন্তা করিতে হইত না। পিতার স্নেহ শীতল ছায়ায় বড়পীর (রহঃ) বিদ্যা চর্চা, এবাদত-বন্দেগী ও আধ্যাত্ম সাধনায় সর্বদাই নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু আবু সালেহ (রহঃ)-এর মহাপ্রায়াণের পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য কিশোর বড়পীর (রহঃ)-এর উপর বর্তিল। সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না। এমতাবস্থায় নানা বৈষয়িক বিষয় তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেছিল।

সাইয়্যেদ আবু সালেহ মূসা জঙ্গী (রহঃ)-এর সংসার অসচ্ছল ছিল না। কিছু জায়গা-জমি, ফলের বাগান এবং প্রয়োজনীয় গবাদি পশুও ছিল। ইহা হইতে যাহা কিছু আয় হইত উহাতে তাঁহার সংসার-ব্যয় নির্বাহ হইত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত বড়পীর (রহঃ) বাধ্য হইয়াই সাংসারিক কাজকর্ম নিজ হস্তে করিতেন। ফলে তাঁহাকে দৈনন্দিন বিদ্যা চর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। যাহার দরুন, তাঁহার কচিমনে আশা-নিরাশার দ্বন্দু, বেদনার তীব্রজ্বালা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি হইত। এই অবস্থার সহিত নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াইতে

www.pathagar.com

পরিতেছিলেন না। তাঁহার খোদাপ্রদত্ত উৎসাহী মন, মায়াঘেরা সংসারের সংকীর্ণ পরিমণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ প্রেমের উন্মুক্ত প্রান্তরে বিচরণ করিবার জন্য সর্বদাই ছটফট করিত। তাঁহার মনের এই আকুলি-বিকুলির কথা স্নেহময়ী জননীর নিকটও তিনি ব্যক্ত করিতেন। বৃদ্ধা জননী তাঁহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিতেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও অব্যক্ত বেদনার তীব্র সুর তাঁহার অন্তরে বাজিতেই থাকিত।

মুক্ত পথের দিশা

সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। উহা চলিতেছে এবং চলিতেই থাকিবে। ইহার গতিশীলতার স্থিরতা নাই। কালের এই ঘূর্ণাবর্তের ভিতর দিয়া বড়পীর (রহঃ) যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় একদিন চিন্তাক্লিষ্ট মনে স্বীয় গাভীর পাল লইয়া সবুজ মাঠের দিকে যাইতেছিলেন। আধাত্ম চিন্তায় তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে, হঠাৎ তাঁহার শরীরের সহিত একটি গাভীর ধাক্কা লাগিল। সচকিত হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি গাভীটির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া গাভীটি দাঁড়াইয়া গেল। আল্লাহর ইশারায় গাভীটির জবান খুলিয়া গেল। গাভীর মুখ হইতে এই আওয়াজ বাহির হইল— হে বড়পীর (রহঃ)! পশু চারণের জন্য আপনি ধরণীতে আগমন করেন নাই এবং এই ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয় নাই। অকস্মাৎ এই শুনিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহমনে এক ভাবের বন্যা বহিতে লাগিল। শিশুকাল হইতে অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেকবার তিনি এই ধরনের সতর্কবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। কখনও তিনি ভীত-সন্ত্রস্তও হইয়াছেন। কিন্তু এই বাণী শ্রবণে তাঁহার মনে ভয়ের স্থলে বরং অন্তরে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করিল। তাঁহার মুক্তিপিয়াসী মনকে কে যেন মুক্ত পথের দিশা বলিয়া দিল।

তাঁহার এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই দৈব আশ্বাস লাভ করিয়া আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহের নির্জন ছাদের উপর বসিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া গেল। সেই দিনটি ছিল আরাফার দিন। আমি দেখিলাম, হজ্জব্রত পালনকারী আল্লাহর আশেক বান্দাগণ আরাফাত প্রান্তরে সমবেত হইয়া আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করিতেছে। মুনাজাত শেষে তাহাদের একটি দল বাগদাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আরাফাতের হাজীগণের পবিত্র দৃশ্য, বাগদাদগামী পবিত্রাত্মাদের

www.pathagar.com

সুন্দর ছবি আমার হৃদয়ে নূতন পথের হাতছানি দিতে লাগিল। আমি আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিলাম না। পরিশেষে ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া অশান্ত চিত্তে আম্মাজানের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলাম। আমার অস্থিরতা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-হে আমার নয়নের পুত্তুলি! তোমার হৃদয়ে কি কোনও নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে? আমি বলিলাম, আম্মাজান! বাহিরের আলো-বাতাস আমাকে হাতছানি দিতেছে। আপনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আপনি আমাকে বিদায় দেন, আমি উচ্চশিক্ষা লাভ এবং আধ্যাত্ম সাধকদের সাহচর্য প্রাপ্তির জন্য অভিলাষ করিয়াছি। সেইখানে আল্লাহর অনেক প্রিয় পাত্র রহিয়াছেন। ধর্ম শিক্ষার সাথে সাথে আমার আধ্যাত্ম সাধনার পথও সুপ্রশস্ত হইবে, মহাজ্ঞানী, গুণী ও মনীষীদের সংস্পর্শে আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

আমার আবেদন শুনিয়া আম্মাজানের চোখ-মুখে আলোর শিখা চমকাইয়া উঠিল। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সংসারে তাঁহার আপনজন ও তত্ত্বাবধানকারী বলিতে আর কেহই ছিল না। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধা এবং তাঁহার শরীরও ছিল দুর্বল। তথাপি তিনি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। আমি সানন্দে তোমাকে বাগদাদ গমনের অনুমতি প্রদান করিতেছি।"

হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মা

সাইয়্যেদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ) ছিলেন হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী এবং বিদূষী জননী। তখন তাঁহার বয়স ছিল আটাত্তর বৎসর। সংসারে তাঁহার সম্বল বলিতে ছিল একমাত্র এই ছেলে। কিন্তু তিনি নিজের অসহায় অবস্থাকে বিস্মৃত হইয়া হৃদয়ের ধন, আদরের দুলাল একমাত্র পুত্রকে সানন্দচিত্তে বাগদাদ গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

সত্যালোকের উজ্জ্বল পরশে স্নেহ-মায়ার বন্ধন-আবিলতা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল ধৈর্য, সংযম, আত্মত্যাগ ও উদারতার সুন্দর কুসুম। তিনি বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পবিত্র ইসলামের নূতন প্রাণের বন্যা বহাইবার জন্য এবং আল্লাহ পাকের সহিত বান্দাদের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁহার গর্ভে এই প্রাণের দুলাল আগমন করিয়াছে। এইজন্য পুত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই

www.pathagar.com

সঠিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া তাই তিনি বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে স্নেহের আবেষ্টনী মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মাতৃসুলভ সহজাত প্রবৃত্তিবশে এই অতিবৃদ্ধার অন্তরে পুত্রের বিরহ-বিচ্ছেদ বেদনা, তীব্র আঘাত হানিয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র নৈতিক চরিত্র, ধৈর্য ও স্বার্থ ত্যাগের মহান আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া অম্লান থাকিবে।

যাত্রার প্রস্তুতি

মাতার আশীর্বাদ ও অনুমতি লাভের পর হযরত বড়পীর (রহঃ) বাগদাদ গমনের জন্য বড়ই উদগ্রীব হইলেন। চারিশত মাইল দূরে অবস্থিত বাগদাদের অদৃশ্য ছবি তাঁহার কল্পনেত্রে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তৎকালে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল। জিলান নগর হইতে পদব্রজে চারিশত মাইল রাস্তা অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিলনা। তদুপরি রাস্তাঘাটও নিরাপদ ছিল না। একাকী কাহারও পক্ষে পথ চলা দুস্কর ছিল। দলবদ্ধ ও কাফেলার বহর ছাড়া গমনাগমনের উপায় ছিল না। তাই বড়পীর (রহঃ) বাগদাদগামী কাফেলার অপেক্ষায় থাকিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে একটি কাফেলা দেখিতে পাইলেন এবং এই কাফেলার সঙ্গে বাগদাদ যাইতে মনস্থির করিলেন। তিনি এই শুভ সংবাদ মাতা উম্মুল খায়েরকে জানাইলেন।

বিদূষী ও তাপসী উম্মুল খায়ের (রহঃ) রাস্তার দূরত্ব, বিপদসঙ্কুল পরিবেশ ও পথের দুর্ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই পরিজ্ঞাত ছিলেন। আদরের নিধি, পুত্ররত্নকে বাগদাদ প্রেরণ করা বিপন্মুক্ত নয় জানিয়াও তিনি পুত্রের যাত্রায় বাধা দিলেন না। বরং অতীব আনন্দের সহিত পিতৃহীন বালকের যাত্রার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

বালক আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বাগদাদ রওয়ানা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কচি মনে নানা চিন্তা ভিড় জমাইতে লাগিল। অবিন্যস্ত সংসার, অসহায় বৃদ্ধা মাতা ও তাঁহার অবর্তমানে মাতার পরিচর্যা ও দেখাশুনার দুশ্চিন্তার কথা ভাবিয়া তাঁহার মনপ্রাণ ব্যথিত হইয়া পড়িতেছিল। বৃদ্ধা মাতার অসুবিধা এবং কষ্ট-ক্লেশের দুশ্চিন্তাই তাঁহাকে

www.pathagar.com

বেশী বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই মর্মবেদনা, অন্তরাত্মার করুণ বিলাপ তাঁহাকে হজম করিতে হইয়াছে। দিব্যচক্ষে তিনি অবলোকন করিয়াছেন যে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়াছে ঘনান্ধকার ও দুর্যোগের ঘনঘটা। নানা কুসংস্কার, লোভ-মোহ, অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতার নাগপাশে গোটা ধরিত্রি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জুলুম-অনাচার, ব্যভিচার, হানাহানির তীব্র দংশনে মানুষের জীবন ক্ষতবিক্ষত ও কলুষিত হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র এবং সমাজ, দেশ ও জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে। পুতঃপবিত্র ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস, হীনমন্যতা, শেরেক বেদআতের অমঙ্গল ছায়া আপন পাখা বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং এদেহ দুর্দশাগ্রস্ত পবিত্র ইসলাম দুর্গন্ধ জরাগ্রস্ত মানব সমাজকে মুক্ত পথের দিশা দিতে হইলে এবং পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে হইলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ দক্ষতার সহিত তাঁহাকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে এবং অভিযানের প্রস্তুতিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে হইবে। এই জন্য তিনি সংসার ও মাতার বর্তমান অবস্থা ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর সবকিছু ছাড়িয়া দিয়া বাগদাদ যাওয়ার জন্য তৈরি হইয়া গেলেন এবং স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, 'আম্মাজান! আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া আমাকে এইবার বিদায় দিন। আল্লাহ চাহেন ত এই কাফেলার সঙ্গেই আমি বাগদাদ যাত্রা করিব।"

স্নেহধন্য পুত্রের আবেদন শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা মাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দুশ্চিন্তা, ব্যথা-বেদনার কোন রকম আঁচই তিনি অনুভব করিলেন না। সহাস্য আননে তিনি বলিলেন— প্রিয় বৎস! আর বিলম্ব করিবার দরকার নাই। এবার তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।

অতঃপর হযরত বড়পীর (রহঃ) বিনম্র স্বরে বলিলেন—"আম্মাজান! আপনার সহনশীলতা ও ধৈর্যের তুলনা হয় না। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে শুধু একটি কথাই আমার মনে দোলা দিতেছে যে, আপনার এই বৃদ্ধাবস্থায় অগোছালো সংসার যাত্রা কিভাবে নির্বাহ হইবে? আমার অনুপস্থিতিতে আপনার দেখাশুনার দায়িত্ব কে পালন করিবে?"

জননী বলিলেন, হে আমার নয়নের পুত্তুলি! তুমি আল্লাহ পাকের কুরদরতের কথা ভুলিয়া গিয়াছ? সুখ-দুঃখে, আনন্দে ও বিষাদে, শয়নে-স্বপনে সবকিছুর আশ্রয় ও নির্ভরস্থল কেবল তিনিই। আমার জন্য বৃথা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণই নাই। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি কেবল তোমার সফলতার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও আনন্দিত মনে গমন কর। তারপর তিনি

www.pathagar.com

স্বীয় পুত্রের প্রবাসকালীন নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা বিধানের দিকে মনোযোগ দিলেন। তাঁহার মানসপটে অতীতের এক মধুর স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। বড়পীর (রহঃ)-এর পিতা জীবন সায়াহ্নে আশিটি স্বর্ণমুদ্রা প্রিয়তমা পত্নীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। উহা হইতে চল্লিশটি স্বর্ণ-মুদ্রা তিনি পুত্রের বগলের আস্তিনের মধ্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সেলাই করিয়া দিলেন। বাহির হইতে এইগুলি দেখিবার কোন পথই রহিল না। তারপর যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসিল। বড়পীর (রহঃ) মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

জননীর উপদেশ

স্বীয় পুত্র-রত্নের বিদায়ের প্রাক্কালে স্নেহময়ী জননী উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রহঃ)-এর নয়নের পুত্তলি অন্ধের সৃষ্টি ও হৃদয়ের নিধিকে আল্লাহ পাকের কুদরতের হাতে সোপর্দ করিয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে তাকে উপদেশ দান করিলেন—"প্রিয় পুত্র! যাও, তোমার গমন পথ চাহিয়াই আমার চির সান্ত নার দুয়ার খুলিয়া যাইবে। রোজ হাশরের পূর্বে হয়ত আমার সাথে তোমার সাক্ষাত ঘটিবে না। আমার উপদেশগুলি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিও। বিশ্বপালক সর্বময় কর্তা সকল অবস্থায় তোমাকে উদ্ধার করিবেন। বিপদে আপদে তাঁহারই সকাশে প্রণতি জানাইও। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া কাহারও আশ্রয় খুঁজিও না। একান্ত বিপদ মুহূর্তে তুমি এই দোয়া পাঠ করিও "লিল্লাহিল কাফী, কোসারাতুল কাফী, লিকুল্লিন কাফী, কাফা ফিল কাফী ওয়া মিনাল কাফী, ওয়ালিল্লাহিল হামদু।"

"হে প্রিয় বৎস! আঘাতে জর্জরিত দুগ্ধ-পোষ্য শিশু সন্তান প্রত্যেকবারই স্বীয় মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যখন উদগ্রীব হইয়া উঠে, তখন মাতার স্নেহের সাগরে বান ডাকিয়া যায়। স্নেহশীল জননী পুত্রের করুণ কাতরানী বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারেন না। বরং আলুথালু বেশে পুত্রকে স্নেহনীড়ে তুলিয়া লন এবং বেদনা লাঘবের নিমিত্ত পুত্রের চাঁদ মুখে চুমু খাইতে থাকেন, তেমনি দয়ার আধার করুণানিধান আল্লাহ আশ্রয়প্রার্থী বান্দাকে আশ্রয় না দিয়া পারেন না। বান্দার চরম সংকট মুহূর্তে তিনি দয়ার হস্ত বাড়াইয়া বান্দাকে উদ্ধার করিয়া লন। তিনি হযরত নূহ (আঃ)-কে ভীষণ তুফান হইতে, হযরত ইউনূস (আঃ)-কে মাছের পেট হইতে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষনা করিয়াছেন— 'কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদাউ

www.pathagar.com

ওয়া চালামান আলা ইব্রাহীম" অর্থাৎ "হে জ্বলন্ত অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়া যাও।" ইহার পর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড স্নিগ্ধ-শীতল মনোরম পুষ্পোদ্যানে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

"হে প্রিয় পুত্র! তুমি কখনও আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইও না। আর মনে রাখিও তোমার বগলের নীচে আস্তিনের মধ্যে চল্লিশটি মুদ্রা আমি সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছি, চরম বিপদের মুহূর্তেও মিথ্যার আশ্রয় নিও না। মিথ্যাকে ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করিও। জানিয়া রাখিও সত্যের ক্ষয় নাই। সত্য সর্বদাই মুক্তির পথ দেখায় এবং মিথ্যাচারিতা ধ্বংসের পথে নিয়া যায়।"

"হে প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের হস্তে ন্যাস্ত করিলাম। তিনিই তোমার সহায়।"

যাত্রা আরম্ভ

হযরত বড়পীর (রহঃ) অষ্টাদশ বৎসর বয়সে স্নেহময়ী মাতার আশীর্বাদ ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া অপেক্ষমান কাফেলার সহিত এক শুভ দিনে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অন্তরে ছিল আল্লাহ পাকের উপর নির্ভরশীলতা এবং মাতৃআজ্ঞা পালনের দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার বিভিন্ন কারামত ও সদ গুণাবলীর কথা চতুর্দিকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কাফেলার দলপতি বড়পীর (রহঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে কাফেলার সঙ্গীরূপে লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। সুদূর ও দুর্গম মরুপথ অতিক্রম কালে যাহাতে তাঁহার কোন অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্ট না হয় সেইদিকে তিনি সর্বিশেষ যত্নবান ও মনোযোগী হইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রক রাব্বুল আলামীন স্বীয় হস্তে অদৃষ্টচাকা ঘুরাইয়া কখন কাহাকে কোথায় উপনীত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন।

বাগদাদগামী কাফেলা অবিশ্রান্ত কয়েকদিনের পথ চলিবার পর বিশ্রাম লাভের আশায় একদা কোন এক মরু-প্রান্তরে তাঁবু গাড়িল। প্রয়োজনীয় পানাহার সমাপনান্তে শ্রান্তি ও অবসাদগ্রস্ত দেহ সকলেই নিদ্রার কোলে সঁপিয়া দিল। ক্রমেই রাত বাড়িয়া চলিল। গভীর রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত অতর্কিতে ঘুমন্ত কাফেলাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের হুঙ্কার ও অস্ত্রের ঝনঝনানীর শব্দে লোকজন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল বটে, কিন্তু ডাকাত দলের অস্ত্রের আঘাতে অনেকেই ধরাশায়ী হইল। ডাকাত দলের

www.pathagar.com

অত্যাচার ও লুণ্ঠন পুরাদমে চলিল, বালক আবদুল কাদের অদূরে নির্বাক কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান রহিলেন। ডাকাত দলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্মম অত্যাচার তাঁহার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি একদৃষ্টে কেবল তাকাইয়া রহিলেন।

মরুদস্যুর সহিত কথোপকথন

এই বীভৎস লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা বর্ণনা করিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) নিজেই বলিয়াছেন যে, "আমার ধারণা তখন আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। আমি স্নেহময়ী জননীর আশীর্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষার ডালি মাথায় লইয়া অপেক্ষমান কাফেলার সহিত বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।" আমাদের কাফেলা 'হামদান' নামক স্থান অতিক্রম করতঃ 'দলদল' নামক স্থানে পৌঁছিলে সম্মুখে বিপদের ঘনঘটা দেখা দিল। ষাটজনের মত দুর্ধর্ষ সশস্ত্র অশ্বারোহী মরুদস্যুর দল চতুর্দিক হইতে আমাদিগকে পরিবেষ্ঠন করিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিল। ডাকাত দল কাফেলার পণ্য-সম্ভার, তৈজস-পত্র, অর্থ-কড়ি, ধন-সম্পদ ছিনাইয়া লইয়া গেল। তারপর দেহ তল্লাশী করিয়া যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিল। আমি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আম্মাজানের নির্দেশিত দোয়াটি অধিক মাত্রায় পাঠ করিতে লাগিলাম।

প্রথমাবস্থায় কোন দস্যুই আমার নিকট আসিল না। পরিশেষে লুণ্ঠন কার্য সম্পন্ন করিবার পর জনৈক ডাকাত আমাকে প্রশ্ন করিল, হে বালক! তোমার সাথে ধন-সম্পদ কিছু আছে কি? আমি মাতার নির্দেশ মোতাবেক সত্য রক্ষার্থে উত্তর করিলাম, অবশ্যই আছে। ডাকাত পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি আছে এবং কোথায় আছে? আমি উত্তর করিলাম, আমার বগলের নীচে জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে। বস্তুতঃ কাফেলায় আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠতম এবং আমার লুক্কায়িত স্বর্ণ মুদ্রাগুলি সম্পর্কে কেহই পরিজ্ঞাত ছিল না। আমার কথাকে কৌতুক ও উপহাস মনে করিয়া উক্ত ডাকাত চলিয়া গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। অতঃপর অন্য একজন ডাকাত আমর কথাকে উপহাস মনে করিয়া সেও চলিয়া গেল। তাহাদের কেহই আমার সহিত বিশেষ কোন উচ্চ-বাচ্য করিল না। পরিশেষে ডাকাত দল লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ দলপতির সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং দস্যু সর্দার স্বহস্তে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ডাকাতদের মধ্যে ভাগ করিতে আরম্ভ করিল। কথা প্রসঙ্গে দস্যুদ্বয় আমার কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান দলপতি এই কথা শুনিয়াই আমাকে তাহার নিকট

www.pathagar.com

উপস্থিত করিতে দস্যুদ্বয়কে নির্দেশ দিল। ডাকাতদ্বয় তৎক্ষণাত আমাকে সর্দারের সম্মুখে হাজির করিল।

ডাকাত সর্দারের নিষ্ঠুর অবয়ব ও ভয়াল মূর্তি অবলোকন করিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে রুক্ষ ও গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল, "শোন বালক! তোমার কাছে কি আছে? আমি বলিলাম, আমার নিকট চল্লিশটি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। আমার কথা শুনিয়া সে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "কোথায় তাহা!' আমি উত্তর করিলাম, 'আমার জামার আস্তিনের মধ্যে বগলের নীচে আম্মাজান সেলাই করিয়া দিয়াছেন।'

আমার কথা শুনিয়া ডাকাত সর্দার আমার জামা খুলিয়া উহা বাহির করিবার জন্য নির্দেশ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাকাত আমার জামার আস্তিন হইতে উহা বাহির করিয়া সর্দারের সম্মুখে রাখিয়া দিল। স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি দেখিয়া ডাকাত সর্দার অনেকক্ষণ যাবত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। কিছুক্ষণ পর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে সে বলিল, 'হে বোকা ও নির্বোধ বালক! আমাদের অত্যাচার ও নির্মম হত্যাকাণ্ড অবলোকন করিয়া কোন সাহসে তুই নির্ভয় ও নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিস? ধন ও সম্পদের জন্য কতজনকে তোর সম্মুখে আমরা হত্যা করিলাম, স্বীয় সম্পদ ও গোপনীয় ধন সম্পর্কে কেহই স্বেচ্ছায় কোন কিছু প্রকাশ করে নাই। তুই কেন তোর মাতার সযত্নে রক্ষিত গুপ্তস্থানের স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির কথা অকপটে আমাদের নিকট বলিয়া দিলি? প্রবাস জীবনের অবলম্বন সম্পর্কে সকলেই গোপনীয়তা বজায় রাখে কিন্তু তোর মধ্যে ব্যতিক্রম কেন? হে দুরন্ত বালক! আমাদের নিকট সত্য প্রকাশের প্রেরণা তুই কোথায় পাইয়াছিস? কোন শক্তি তোকে সত্য ভাষণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে?

ডাকাত দলের হেদায়েত লাভ

ডাকাত সর্দারের কথার উত্তরে আমি বলিলাম, আমি গৃহত্যাগের পথে পা বাড়াইয়াছি। আমার আম্মাজান আমাকে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলিবার জন্য নসিহত করিয়াছেন। বিশ্বনবী (সঃ)-ও বলিয়াছেন, সত্যবাদিতা মুক্তির পথ সুপ্রশস্ত করে এবং মিথ্যাবাদিতা ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। তাহা ছাড়া দ্বীনের নবী (সঃ) আরও বলিয়াছেন, আল জান্নাতু তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম অর্থাৎ "জননী গর্বধারিণীর পবিত্র চরণ তলেই তোমাদের বেহেশত নিহিত রহিয়াছে।" "এইজন্য পুণ্যশীলা মাতার

www.pathagar.com

নসিহতের গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষার্থে আমি মিথ্যা বলিতে পারি নাই। সত্য কথা প্রকাশ করা হইতে কখনও আমি বিচ্যুত হইব না। আমি জানি, এই পার্থিব জীবন ক্ষণভঙ্গুর। সুতরাং স্বল্প মেয়াদী জীবনের জন্য মিথ্যা কথা বলিয়া পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য দোযখের পথ প্রশস্ত করিব না। মিথ্যার মহাপাপে পরিলিপ্ত হইব না। যে কোন মূল্যে মায়ের অন্তিম উপদেশ ও প্রতিশ্রুতি পালনে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।' ডাকাত সর্দার আমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিমিষেই তাহার হাত হইতে শানিত অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল। সে মাতৃহারা বালকের মত রোদন করিতে লাগিল। অশ্রুর প্রবল ধারায় তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি সিক্ত হইয়া গেল। অনুশোচনা ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! তুমিই মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার মত জালিম, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী আর কেহই নাই। তোমার পথ নির্দেশনা আমরা ভুলিয়া গিয়া পার্থিব লালসার মধ্যেই জীবন কাটাইয়া দিলাম। ক্ষণস্থায়ী জীবন তরণী আর কতদিন পাপভারে চলিতে থাকিবে? নিজের ভরাডুবির পথ নিজেই রচনা করিয়াছি। হায়, হায়! এই পাপের বোঝা লইয়া কেমন করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব? কে আমাদের এই পাপের জামীন হইবে? হে আমার সহকর্মী ভ্রাতৃবৃন্দ। এই অল্পবয়স্ক বালক মাতার সংগে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে নিজের জীবন ও স্বর্ণ-মুদ্রার মায়া পরিত্যাগ করিয়া সত্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। অথচ আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া পাপাচারে লিপ্ত রহিয়াছি। পরকালে আমাদের নিস্তারের কোন আশা আছে কি? স্পষ্টতঃই আমি উপলব্ধি করিতেছি আমার অন্তর প্রদেশে ঘা মারিয়া কে যেন বলিতেছে—"হে দস্যু সর্দার আমহদ! এখনও সময় আছে পাপ কাজ পরিত্যাগ করিয়া নেক আমলের দিকে ধাবিত হও। কালবিলম্ব না করিয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান বালকের নিকট তওবা করতঃ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" "এই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আজ হইতে যাবতীয় পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়া দয়াময় আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করিব। এখন তোমাদের অভিপ্রায় কি, তাহা ব্যক্ত কর।" সমবেত ডাকাতগণ সর্দারের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল— সর্দার! আমরাও আপনার পথ অনুসরণ করিব। পাপাচার বর্জন করিতে আমরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।" অতঃপর ডাকাত সর্দার ও অন্যান্য ডাকাতগণ হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া তওবা করিল। লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ জীবিত জনগণকে ফিরাইয়া দিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, ইহ জীবনে আর কোনদিন পাপের পথে পা বাড়াইবে না।

www.pathagar.com

অনন্তর ডাকাত সর্দার ও তাহার অনুগামিগণ তাহাদের বিপথে উপার্জিত ধন-সম্পদ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া হযরত গাউসুল আযমের সাহচর্য লাভে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে পরিগণিত হইল।

এইক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, বড়পীর (রহঃ) সেই বাল্যকালেই বেলায়েতের দরজা লাভ করিয়াছিলেন এবং উহারই বদৌলতে ডাকাত দলের জীবনে পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহীউদ্দিনরূপে আত্মপ্রকাশ

ডাকাত সর্দার ও তাহার অনুচরদের সুমতি প্রাপ্তির পর তাহাদের অনুরোধে হযরত বড়পীর (রহঃ) কয়েকদিন তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করেন। একদিন পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রাস্তার পার্শ্বে একজন অশিতপর জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ পড়িয়া আছে। তিনি বৃদ্ধের দিকে নজর করিতেই বৃদ্ধ করুণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "হে বাগদাদগামী বালক! আমি জরা ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালসার অবস্থায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া আছি। তুমি হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া আমাকে উঠিতে সাহায্য কর। আমি আর এইভাবে পড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না।" দয়ার্দ্রচিত্ত বড়পীর (রহঃ) বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতেই সে এক জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া উঠিয়া বসিল। মনে হইল, সে একজন সুস্থ সবল সুন্দর সুপুরুষ। বড়পীর (রহঃ) ইহাতে বড়ই আশ্চর্য হইলেন।তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ সহাস্যে বলিল-"হে বালক! তুমি আশ্চর্য হইও না, আমি ইসলাম ধর্ম। মানুষের হঠকারিতা ও অবিমৃস্যকারিতার দরুন আমি জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমার কোমল স্পর্শে আমার মধ্যে সঞ্জিবনীর উদয় হইল। তুমিই হইলে শেষ জামানার 'মুহীউদ্দিন' অর্থাৎ ইসলামের নব প্রাণ সঞ্চারকারী।" অতঃপর সেই ব্যক্তি অদৃশ্যে মিলিয়া গেল। তারপর বড়পীর (রহঃ)-কে সকলেই মুহীউদ্দিন নামে ডাকিতে লাগিল। এমনকি জামে মসজিদের মুসল্লিগণও প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে মুহীউদ্দিন নামে ডাকিয়াছিলেন।

নিযামিয়া মাদ্রাসায়

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তৎকালে সারা মুসলিম জাহানের উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ ছিল বাগদাদ নগরী। সেখানে উন্নত ও উচ্চ পর্যায়ের অনেকগুলি শিক্ষায়তন ছিল। সেখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ-সুবিধাও ছিল

www.pathagar.com

অপরিসীম। তন্মধ্যে নিযামিয়া মাদ্রাসা উন্নতির চরম শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহার সুনাম ও সুব্যবস্থার কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেখানে বৈষয়িক শিক্ষার সহিত আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। তথাকার শিক্ষার্থীগণ বৈষয়িক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রূহানী শিক্ষাও আয়ত্ত করিয়া মুসলিম জাহানের নেতৃত্ব দিবার যোগ্য রত্ন হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছিল।

বড়পীর (রহঃ) বাগদাদে উপনীত হইয়া শীর্ষস্থানীয় নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া এবং ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যথা (১) হাসীস শাস্ত্র, (২) তফসীর শাস্ত্র, (৩) ফিকাহ, (৪) সাহিত্য, (৫) ভূগোল, (৬) ইতিহাস, (৭) দর্শন এবং (৮) বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য একান্ত মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন শুরু করিলেন। প্রখর ধী-শক্তি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের পথ আরও সুগম করিয়া তুলিল। নূতন নূতন পাঠ ও জ্ঞান চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন।

যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য

প্রকৃত শিক্ষাদান কার্য উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীগণ যোগ্য ও কর্মনিষ্ঠরূপে গড়িয়া উঠে। এইক্ষেত্রেও বড়পীর (রহঃ) ভাগ্যবান ছিলেন। সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর সাহচর্যে তাঁহার বিদ্যাচর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। যে সকল মনীষীদের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন নিম্নে আমরা তাঁহাদের নাম পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করিলাম।

হাদীস শাস্ত্র

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এলমে হাদীস এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হযরত বড়পীর (রহঃ) যে সকল অধ্যাপকবৃন্দের নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পঞ্চদশজন মুহাদ্দেসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান বাকেল্লানী (রহঃ) (২) হযরত আবু বকর আহমদ ইবনে মুজাফফর (রহঃ), (৩) হযরত মুখতার মোহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) (৪) হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবদুল করিম (রহঃ), (৫) হযরত ইবনে মাইমুন আল ফারসী (রহঃ), (৬) হযরত আবু জাফর ইবনে আহমদ ইবনে হোসাইন কারী (রহঃ), (৭) হযরত আবু কাসেম আলী

www.pathagar.com

অতিশয় সংকটময় অবস্থায়ও তাঁহাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছিল। বাগদাদে শিক্ষানবীশ থাকাকালীন অভাব-অনটনের ভিতর দিয়াই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে বাগদাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে বাগদাদে খাদ্যাভাব প্রকট হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ বৃক্ষপত্র, তৃণলতা ও নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খাইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষের চাপে অনেকেরই জীবন লীলা সাঙ্গ হইয়া গেল এবং অধিকসংখ্যক নিরুপায় জনসাধারণ শহর ছাড়িয়া অন্যত্র পাড়ি জমাইল। মানুষ নর্দমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের জন্য কুকুর বিড়ালের সহিত ঝগড়া শুরু করিয়া দিল।

এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের চাপে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। বন্য ফল-মূল, তৃণলতা ও বৃক্ষপল্লব একে একে সবকিছু মানুষের জঠরাগ্নির ইন্ধন হইতে লাগিল। এমন একদিন আসিল যে, তাহাও নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। বন-জঙ্গলে, মরুদ্যানে ও নদী তীরে ভুখানাংগা মানুষের মিছিল নামিয়াছিল। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের কাতর চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাগদাদের সবদিকেই কেবল কংকালসার মৃতপ্রায় মানুষের বীভৎস চেহারা নজরে পড়িত। আবার কোথাও দেখা যাইত যৎসামান্য উচ্ছিষ্ট লইয়া কুকুরে-মানুষে এবং মানুষে-মানুষে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। মাতা স্বীয় দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ফেলিয়া রাখিয়া দিকবিদিক ছুটাছুটি করিতেছে। মানুষের এই অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও হাহাকার অবস্থা অবলোকন করিয়া বড়পীর (রহঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর্তের সেবা, বিপন্নের উদ্ধার ও মৃতের সৎকারের জন্য নিজের দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইয়া তিনি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করিতেছিলেন। পরিশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া স্বীয় ভগ্নদেহভার কোন রকমে বহিতে লাগিলেন। তারপর যখন আর চলিবার শক্তি রহিল না, তখন অবসন্ন দেহ শহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট মসজিদে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জামে মসজিদের দিকে গমন করিলেন। বহুকষ্টে জামে মসজিদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একব্যক্তি সমজিদের আংগিনায় বসিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে রুটি ও মাংস ভক্ষণ করিতেছে। বহুদিন পর সুখাদ্য দর্শন করিয়া তিনি নিজের অজান্তেই আগন্তুকের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি আল্লাহকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, আল্লাহর অনুগ্রহে তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তিনি নিজের অধৈর্য মনকে বুঝাইতে লাগিলেন, "হে অবুঝ মন! আল্লাহর উপর ভরসার অর্থ অধৈর্য হওয়া নহে; বরং যে কোন অবস্থায় আল্লাহর অভিপ্রায়কে মানিয়া লওয়া।"

www.pathagar.com

আগন্তুক হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনেকক্ষণ যাবত তাকাইয়া রহিল। তারপর স্বীয় মনের তাগাদায় সে বড়পীর (রহঃ)-কে আহারে অংশগ্রহণ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। পরিশেষে হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই আসুন আপনি আমার সঙ্গে শরীক না হইলে আমি অন্তরে খুব আঘাত গাইব।" আগন্তুকের একান্ত অনুরোধে পরিশেষে বড়পীর (রহঃ) আহার্য গ্রহণে সম্মত হইলেন। উভয়ে একান্ত অনুরোধে পরিশেষে বড়পীর (রহঃ) -এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে আগন্তুক বলিল—হুজুর! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমিও জিলান নগরের অধিবাসী। আমি বাগদাদ রওয়ানা হইবার সময় আপনার আম্মাজান আটটি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন যেন তাহা আপনাকে পৌঁছাইয়া দেই। কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়াও আপনার কোন খোঁজ না পাইয়া না পাইয়া আমি বড়ই পেরেশান হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার রসদপত্র ফুরাইয়া যাওয়াতে আপনার আম্মাজানের দেওয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া এই আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার স্বর্ণমুদ্রা খরচ করিয়া আমি ভীষণ অপরাধ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি আপনার নিকট লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। বাকী সাতটি স্বর্ণমুদ্রা আপনি গ্রহণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।

বড়পীর (রহঃ) আগন্তুকের কথা শুনিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন— ভাই! আপনার কোন দোষ নাই বরং আমার জন্য আপনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অতঃপর তিনি সাতটি স্বর্ণমুদ্রা হইতে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আগন্তুকের পথ খরচের জন্য দিয়া দিলেন এবং স্বীয় আম্মাজানের নিকট সালাম জানাইয়া লোকটিকে বিদায় করিলেন।

নিরলস সাধনা

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সারাটি জীবন কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যকালে কৃচ্ছ্র সাধনা, গৃহত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে বাগদাদ আগমন, অভাব-অনটনের সহিত কঠোর সংগ্রাম, স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা, আল্লাহর প্রতি একান্ত নির্ভরতা সব কিছুর মধ্যেই তাঁহার নিরলস সাধনার মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। নিযামিয়া

www.pathagar.com

মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া হইতে শুরু করিয়া জাহেরী বিদায় বুৎপত্তি লাভ এবং এলমে বাতেনের গভীর জ্ঞান আহরণ তাহার নিরলস সাধনার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই নির্জন প্রান্তরে গমন করিয়া আধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হইতেন এবং বিভিন্ন আধ্যাত্ম সাধকদের দরবারে যাইয়া তাহাদের ফয়েজ ও বরকত হাসেল করিতেন। দুঃখ, দৈন্য ও অবর্ণনীয় কষ্টের মোকাবেলা করতঃ তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদের অধিকারী হইয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের সাথে সাথে আল্লাহ প্রেমের সাগরে অবগাহন করিবার সুযোগও তিনি পাইয়াছিলেন। পার্থিব সম্পদ ও বিষয়বস্তু তাঁহার মনকে পরম প্রভুর সান্নিধ্য লাভের সাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগ কখনও তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না। ফলমূল, বৃক্ষপত্র ও নদীর পানি দ্বারা ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিয়া তিনি লোভ-লালসাকে দমন করিয়াছিলেন। প্রায়ই তিনি খালি পায়ে ভ্রমণ করিতেন, নীরবে নির্জনে বসিয়া আল্লাহর ধ্যান ও কোরআন পাঠ করা এবং এবাদতে নিমগ্ন থাকাকে তিনি ভালবাসিতেন। আল্লাহর স্মরণে প্রায়ই তিনি বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিতেন। প্রায়শঃ তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরআন খতম করিতেন।

তাঁহার সাধনা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, অনেক অসম্ভব কাজ তিনি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে দুস্তর মরুভূমি ও বিজন বনে নিঃসংঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিতেন। পার্থিব জগতের লোভ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আল্লাহর ইবাদতে তিনি এতই গভীরভাবে নিমগ্ন হইতেন যে, অনেক সময় ভাবোন্মত্ত অবস্থায় রোনাজারির ভিতর দিয়াই তাঁহার কাটিয়া যাইত। কখনও কখনও তিনি বিকটভাবে চীৎকার শুরু করিয়া দিতেন। তাঁহার এই ক্রন্দনের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই তাঁহাকে পাগল ও উন্মাদ মনে করিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দান করিত। কিন্তু দুনিয়ার কোন চিকিৎসকই তাঁহার প্রকৃত রোগ ধরিতে পারিত না। পরিশেষে সবাই তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার উপর চলিতে ছাড়িয়া দিত।

আবার কখনও তিনি মোরাকাবার হালতে আল্লাহর যিকির করিতে করিতে বেহুঁশ হইয়া যাইতেন। বাহির হইতে তাঁহার প্রাণ স্পন্দনের কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। লোকে মনে করিত যে, তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাই তাঁহারা কাফন-দাফনের জন্য তৈরী হইয়া যাইত। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আবার উঠিয়া বসিয়া পড়িতেন। মনে হইত, তিনি একজন সুস্থ, সবল ও নীরোগ মানুষ। তাঁহার দেহে গ্লানি, অবসাদ, অসুস্থতা ও দুর্বলতার কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না। জনগণ তাঁহার এই অবস্থা

www.pathagar.com

দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়িত।

মানুষের জীবনের দুইটি দিক রহিয়াছে। আহ্নিক জীবন ও ভৌতিক জীবন।

(ক) আত্মিক জীবন পবিত্র ফেরেশতা স্বভাব সম্পন্ন। ফেরেশতাগণ কাম, ক্রোধ, লোভ-মোহ, ভোগ-লিপ্সা, কামনা, বাসনা, আহার-বিহার, আলস্য-নিদ্রা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এই সকল সদগুণাবলী লাভ করিলে মানুষের মর্যাদা ফেরেশতা হইতে বাড়িয়া যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও দীদার লাভে মানুষ কৃতার্থ হয়। ফেরেশতাগণ যেহেতু এই গুণাবলী জন্মগতভাবে লাভ করিয়াছেন, এইজন্য তাহাদের কোন সাধনা ও চেষ্টার প্রয়োজন নাই। বিনা চেষ্টা ও পরিশ্রমে তাহারা অসৎ ও অন্যায় কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষ স্বীয় সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারাই ফেরেশতাসুলভ গুণে বিভূষিত হয়।

(খ) ভৌতিক জীবনে মানুষ যাবতীয় কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও ক্রোধরিপু নানাবিধ পাশবিক স্বভাবের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করে। সময় ভেদে প্রয়োজনীয় এই পাশব বৃত্তিগুলি নিজের সাধনা ও চেষ্টার দ্বারা মানুষ উৎপাটনে সক্ষম হয় না। তবে এইক্ষেত্রে মানুষের করণীয় হইল, চেষ্টা, যত্ন ও সাধনার দ্বারা কু-প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করা এবং ও নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা, যাহাতে উহা সীমা অতিক্রম করিয়া কোন ক্ষতির কারণ ঘটাইতে না পারে। নতুবা মানুষ পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না।

আল্লাহর নৈকট্য লাভই মানব জীবনের একমাত্র কাম্য। আর ইহার জন্য অবরহ তাহাকে ভোগ-লালসা, সুখ-ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতে হয়। তাই দেখা যায় যে, হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর আত্মিক জীবনের সদগুণাবলী অর্জন এবং ভৌতিক জীবনের পাশব প্রবৃত্তিগুলির দমন অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তাহাছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সামনে দুইটি বিরাট বাঁধা দেখা যায়। একটি আভ্যন্তরীণ এবং অপরটি বাহ্যিক বাঁধা। আভ্যন্তরীণ বাঁধার সৃষ্টি করে নফসে আম্মারা অর্থাৎ কু-মন্ত্রণা দাতা নফস। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ও কামনা-বাসনা ইহার তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। আর বাহ্যিক বাঁধার সৃষ্টিকর্তা হইল বিতাড়িত শয়তান। মানুষের স্বভাবে কু-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা, সংসারের বেড়াজালে প্রলুব্ধ করা, ছলনা, প্রতারণা, কুপরামর্শ ও কুমন্ত্রণা দান করাই ইহার লক্ষ্য। এই উভয়বিধ বাঁধার

www.pathagar.com

পাহাড়কে শুধু কেবল সাধনার দ্বারাই মানুষ চূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। বড়পীর (রহঃ) তাহাই করিয়াছিলেন। কৃচ্ছ্র সাধনায় দিন কাটাইয়া বৃক্ষপত্র, বন্যফলও লতাগুল্মাদি ভক্ষণ করিয়া মন ও দেহকে ভীষণ কষ্টে রাখিয়া অভাব-অনটনকে উপেক্ষা করিয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসকে হারাম করিয়া খোদাপ্রাপ্তির আশায়ই তিনি বুক বাঁধিয়াছিলেন। স্বীয় কঠোর সংগ্রাম সংযমশীলতা এবং পরকালের পরিত্রাণের পথ রচনা করিয়াই তিনি বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

সাধনার শীর্ষে আরোহণ করিবার জন্য বড়পীর (রহঃ)-কে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সাধনা প্রাথমিক স্তরে রূহানী জগতের প্রাণ বিহ্বলকারী ভাব ব্যঞ্জনা মুহূর্মুহূ তাঁহাকে রহস্যলোকের দিকে ধাবিত করিতেছিল। রহানী জগতের মনোহর দৃশ্যাবলী তাঁহার নজরে ভাসিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর কূটিল জঞ্জালের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া অদৃশ্যলোকের দ্বারে পৌছাইয়া দিত। সাধনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মাটির মত সর্বংসহা ও বজ্রকঠিন লৌহ মানব। তাঁহার কঠোর সাধনা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—ইরাকের গভীর অরণ্যাভ্যন্তরে আমি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবত নির্জনে কাটাইয়াছি। তখন জনমানবের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না। তখন অশরীরী জ্বিনগণ আমার নিকট আগমন করিত। একদিন হযরত খাজা খিজির (আঃ)-এর সহিত আমার দেখা হইল। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় না জানিয়া আমি তাঁহাকে একজন অরণ্যবাসী সাধারণ মানুষ ভাবিয়াছিলাম। তবে তিনি আমার সঙ্গে এইমর্মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে— আমার নিয়মিত কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবেন না। তাঁহার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদিন তিনি বলিলেন— হে বনবাসী! আমি কোনও কাজে অন্যত্র যাইতেছি। সুতরাং প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় এই স্থানে প্রতীক্ষা করিও। তাঁহার বাক্য অনুসারে দীর্ঘ তিন বৎসর যাবত আমি সেই স্থানে অবস্থান করিলে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন তিনি আমার নিকট স্বীয় পরিচয় দান করিলেন যে, তিনিই খিজির (আঃ)। তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। সাধনার এই স্তরে আমি আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিলাম। অনেক দিন আমি এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করিয়াছি; এবং অগণিত রজনী বিনিদ্র কাটাইয়াছি। এক পায়ে দাঁড়াইয়া নামায সম্পাদন করিয়াছি এবং প্রত্যেক রাকাআতে পবিত্র কোরআন খতম করিয়াছি। কখনও কখনও নফছে আম্মারা আমাকে বিশ্রাম লাভের জন্য প্ররোচনা দিত। কিন্তু ঐ কু-মন্ত্রণাকে

www.pathagar.com

আমি কখনও প্রশ্রয় দেই নাই, আস্তে আস্তে আমি সাধনার উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হইতে লাগিলাম এবং বাগদাদ হইতে পঞ্চদশ মাইল দূরবর্তী মাদায়েন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নির্জনভাবে দীর্ঘ এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। প্রয়োজনবোধে কেবল বন্য ফল-মূলই আমার ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। এই সময় আল্লাহর যিকিরই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন।

অনন্তর আমি কারখের জনমানবহীন শূন্য প্রান্তরে গমন করি এবং সেখানে কয়েক বৎসর সাধনায় লিপ্ত থাকি। নগ্ন পদযুগল ও পশমের তৈরী পিরহানই ছিল আমার আচ্ছাদন। কন্টকাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে আমার পায়ের তলায় অসংখ্য ছিদ্র হইয়া রক্ত ঝরিতেছিল। জনৈক বনবাসী মাঝে মাঝে আমাকে খাদ্য ও আহার্য প্রদান করিত। তাহাছাড়া বন্য বিস্বাদ খেজুর দ্বারাও আমি ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিতাম। অতঃপর বুরুজে আজমীতে আমি দীর্ঘ এগার বৎসর কাল অতিবাহিত করি। সেই সময় আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, যেই পর্যন্ত অন্য কেহ পানাহার না করাইবে, সেই পর্যন্ত আমি কিছুই খাইব না। এমতাবস্থায় দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আমার সম্মুখে কিঞ্চিৎ খাদ্য ও সামান্য পানীয় দ্রব্য রাখিয়া চলিয়া গেল। ক্ষুধা ও পিপাসার তাড়নায় আমার মন আহার্য ও পানীয় গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু আমার কঠোর পণ হইতে এই ব্যাকুলতা আমাকে বিচ্যুত করিতে পারিল না। আহার্য ও পানীয় পড়িয়াই রহিল, কিছুই স্পর্শ করিলাম না। এমন সময় আমার পীর কেবলা আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ) সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস আবদুল কাদের! তোমাকে এত উদ্বিগ্ন দেখাইতেছে কেন?" আমি বলিলাম, "আমার নফসে আম্মারা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার রূহ আল্লাহর দরবার ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিতেছে না!" আমার কথায় তিনি আমাকে গৃহে লইয়া গিয়া পানাহার করাইলেন। এইরূপে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, "মোরাকাবার হালতে কখনও আমি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতাম। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে নিজেকে অপরিচিত স্থানে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও হতবাক হইয়া যাইতাম। একদিন বাগদাদের গভীর অরণ্যাঞ্চলে আমার এই অবস্থা দেখা দিল। অজ্ঞানের মত ইতস্ততঃ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাগদাদ হইতে দীর্ঘ বার মাইল দূরে 'শান্তার' নামক প্রান্তরে উপস্থিত হইলে আমার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। আমি ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার এই করুণাবস্থা দেখিয়া জনৈকা মহিলা

www.pathagar.com

আমাকে বলিলেন, "হে আবদুল কাদের! আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইয়াও তুমি এই সামান্য ব্যাপারে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছ?"

তিনি আরও বলেন, "তখন আমার যৌবনকাল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণেও রঙ্গিন স্বপ্ন-সাধ, আবেগ-অনুরাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সর্বপ্রকার ভোগ-লালসা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাত্রা, উত্তম খাদ্য ও পানীয়, পার্থিব আরাম-আয়েশ, মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কল্পনা হইতে আমার মন সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। আমার সমস্ত কামনা-বাসনা, চিন্তা-ভাবনা,হৃদয়-মন আল্লাহর মারেফাতের অতল সমুদ্রে সর্বদাই নিমজ্জিত থাকিত। তন্ময় হইয়া আমি কুদরতে কামেলার লীলা মাহাত্ম্য অবলোকন করিতাম। আল্লাহ আমার সাধনার পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে পঁচিশ বৎসর কাল নিরলস সাধনার পর আমার মধ্যে নূতন অবস্থার সূত্রপাত হইল। পাশব প্রবৃত্তির গুণ ও কার্যক্রম আমার দেহ-মন হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমার মধ্যে দেখা দিল ধৈর্য ও পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য। যে সকল প্রতিবন্ধকতা হিমাদ্রী শিখরসম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমার সাধনার নিকট পরাজয় বরণে বাধ্য হইল।"

হযরত বড়পীর (রহঃ) আরও বলিয়াছেন, "চিরশত্রু বিতাড়িত শয়তান মাঝে মাঝে আমার যাত্রাপথে লোভ-লালসা-মোহ বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু আমি তাহাকে পরাভূত করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করি। তারপর আমার মধ্যে দেখা দিত পার্থিব বিষয়-বস্তুর তীব্র আকর্ষণ। উহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আমি আরও এক বৎসর কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিলাম। ফলে এই ভ্রান্ত আকর্ষণ হইতে আমার দেহমন সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত হইয়া গেল। তারপর আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হইলাম যেইগুলি আশা-আকাঙ্খারই প্রতীক। এক বৎসর সাধনার দ্বারা সেইগুলিকে চিরতরে বিদায় দিলাম। অতঃপর মানুষের সহজাত সুখ-শান্তি ও আয়েশের লোভ নবরূপে আমাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই অবিচ্ছেদ্য প্রবৃত্তির বাধাসমূহকে আরও এক বৎসর সাধনার দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলাম। ফলে নফসে আম্মারা, বিতাড়িত শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ আমার বশীভূত হইল। আমি নির্বিঘ্নে 'ফানাফিল্লাহ্'র সাগর-সলিলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার চলা-ফিরা, আহার-বিহার ও চিন্তা-কল্পনা আল্লাহর রেজামন্দির নূরে আলোকিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি তাওয়াক্কুলের পবিত্র সোপানে আরোহণ করিলাম। এই পর্যায়ে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার শক্তি ও মনোবল আমি লাভ

www.pathagar.com

করিলাম। আমার সুদৃঢ় মনোবল, নৈতিক পবিত্রতা ও নিরলস প্রচেষ্টা আমাকে কৃতজ্ঞতার পবিত্র দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিল। এইভাবে রহস্যময় জগতের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করিয়া আমার বিজয় বৈজয়ন্তির প্রবাহ সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল। পার্থিব আসক্তির দুর্গম প্রাচীর অতিক্রম করিয়া আমি অনাসক্তি ও রেজামন্দির শীর্ষ সোপানে উপনীত হইলাম। এইভাবে যাত্রাপথের সমুদয় বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমি আল্লাহর দীদাদের আকাঙ্খায় নিবিষ্ট হইয়া সফলতার দুয়ারে উপনীত হইলাম। শুভ মুহূর্তে আল্লাহর স্বপ্ন দীদারও আমার নসীব হইল। তখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পরিদৃষ্ট হইল না। আমি অনুভব করিলাম, আমার চতর্দিকে এক বিরাট শূন্যতা ও দারিদ্র্য বিরাজ করিতেছে। কিন্তু যখন আমি সেই অসীম শূন্যতার পর্দা উন্মোচন করিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, সে জগৎ অতিশয় অনুপম, সুন্দর, মনোমুগ্ধকর ও অত্যন্ত মনোরম। সেইস্থানে চির শান্তির নির্ঝরধারা প্রবাহমান, পার্থিব জীবনের যে সকল শান্তি আমি পরিহার করিয়াছিলাম, তাহা সবই সেখানে সমবেত রহিয়াছে। এই পবিত্র মনজিলে পৌঁছিয়া আমার নিরাসক্ত সম্ভ্রম ও কামহীন স্বাধিকার অর্জিত হইল ও আমি এই মহামূল্যবান সৌভাগ্যের অধিকারী হইলাম।"

হযরত শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবুল ফাতাহ নহরভী (রহঃ) দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল হযরত বড়পীর (রহঃ)- এর সাহচর্যে কাটাইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর রিয়াজত ও মোজাহাদার স্বরূপ এবং উহার কার্যকরী প্রভাব সম্পর্কে বলিয়াছেন—"বড়পীর (রহঃ) রাত্রের প্রথম প্রহর নামায আদায়ের ভিতর কাটাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় প্রহরে যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন এবং তৃতীয় প্রহরে সোবহে সাদেক পর্যন্ত বিনিদ্র অবস্থায় একপায়ে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর সেজদার হালতে আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনায় নিমগ্ন হইতেন। চোখের পানিতে বালুকারাশি সিক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু ভোর বেলা তাঁহার চেহারার দিকে কেহই তাকাইতে পারিত না। কারণ রক্তিমাভ চেহারার উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিত।

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর এই কৃচ্ছ্র সাধনা আত্মশুদ্ধির পবিত্র দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি পর্বের ধারক ও বাহক ছিল। উহার ফলে তাঁহার প্রধান সাধনার পথ অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য, আল্লাহ পাক ও বান্দাদের সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করিবার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তরাধিকারে যথার্থ ছবক প্রতিফলনের জন্য বড়পীর (রহঃ)-এর এই প্রস্তুতি সাধনা তাঁহাকে মূল লক্ষ্যের সাধনার সোপানে উপনীতি করিয়াছিল। সেই স্থান হইতেই তিনি আপন অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পীরে কামেলের সাহচর্যে

আধ্যাত্মিক সাধনার পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম অনুধাবনের নিমিত্ত পীরে কামেলের সাহচর্য প্রত্যেক সাধকের জন্য অপরিহার্য। হযরত বড়পীর (রহঃ) ও এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন তরীকতের শ্রেষ্ঠ বুজর্গ মহাসাধক শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করিলে আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ) তাঁহার মধ্যে প্রকৃত শিষ্যত্বের যোগ্যতা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে মুরীদ করিলেন এবং মারেফতের গুপ্ততত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তিনি পীরের দীক্ষায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মারেফতের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এমনকি কামালিয়াতের শীর্ষ দেশে আরোহণ করিয়া পূর্ণ কামিয়াবী হাসিল করিলেন ও দীর্ঘ দিন পীরের দরবারে অবস্থান করিয়া ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হইলেন। পরিশেষে পীর কেবলার অনুমতি নিয়া তিনি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পীরের বিনানুমতিতে স্বেচ্ছায় তিনি কিছুই করিতেন না।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মারেফতের তত্ত্বলাভের নিয়ামক ও প্রকৃত সহায়ক। বড়পীর (রহঃ) ছিলেন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পবিত্র কোরআন, হাদীস শাস্ত্র, তফসীর শাস্ত্র, দর্শন ও ভূগোল শাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ, রসায়ন ও ইতিহাস শাস্ত্র প্রভৃতি তেরটি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় মনীষা ছিল। স্বীয় কঠোর সাধনা ও বিভিন্ন সাধকদের সাহচর্যে পূর্বাহ্নেই তিনি রূহানী জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তদুপরি কামেল পীরের সাহচর্য তাঁহাকে পরিপূর্ণ কামিয়াবীর মর্যদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিল।

পীরের সাজরা

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর পীরের সাজরা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। উহা হইতে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর সহিত তাঁহার রূহানী যোগাযোগ কতখানি সক্রিয় ছিল।

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ)-এর পীর ছিলেন : (১) হযরত শায়খ আবু সাঈদ মাখজুমী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (২) শায়খ আবুল হাসান আলী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৩) হযরত আবুল ফারাহ তারতুসী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৪) হযরত আবুল ফজল (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৫) হযরত আবুল কাশেম (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৬) হযরত আবুবকর শিবলী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৭) হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৮) হযরত সাররী সাকতী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (৯) হযরত মারূফ কারখী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১০) হযরত খাজা হাসান বসরী (রহঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১১) হযরত উমামুত তরীকত সাইয়্যিদিনা হযরত আলী (কারঃ)। তাঁহার পীর ছিলেন (১২) সাইয়্যিদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতিমুন্নাবিয়্যিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল, পীরের এই সিলসিলা অনুযায়ী হযরত বড়পীর (রহঃ) ত্রয়োদশ ব্যক্তি। মারেফতের পরিভাষায় উহা সর্বশ্রেষ্ঠ সনদ।

মাতার ইন্তেকাল

উম্মুল খায়ের সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ) অনেকের মতে বিরাশি বৎসর বয়সে জিলানেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। সেই সময় হযরত বড়পীর (রহঃ) নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক ছিলেন। বাগদাদ গমনের পর স্নেহময়ী মাতার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সাইয়্যেদা ফাতেমা (রহঃ)- এর মাজার জিলানের উপকণ্ঠে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মজীবনের ডাক

বড়পীর (রহঃ)-এর সম্মুখে কর্তব্য ও দায়িত্বের অপরিসীম পথ পড়িয়া রহিয়াছিল। গুরু দায়িত্বের যথাযথ প্রয়োগ ব্যবস্থার জন্য তিনি পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, কর্ম প্রতিষ্ঠায় উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, কর্মজীবনে মনোনিবেশ করিবার জন্য অলক্ষ্যে তাঁহাকে ডাক দিতেছিল। ইহাকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই সাধনার সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি কর্মক্ষেত্রে তথা আখেরী নবী (সঃ)-এর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন।

অধ্যাপনা গ্রহণ

বাগদাদের শ্রেষ্ঠ আলেম খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ নিযামিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যাপক হযরত আবু সাঈদ মোবারক (রহঃ) ছাত্র হিসাবে হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে স্নেহ ও যত্ন করিতেন ও বড়পীর (রহঃ)-এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেন। নিযামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষানবীশ অবস্থায় বড়পীর (রহঃ)-কে তিনি প্রভূতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নিজে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন।

বড়পীর (রহঃ)-এর মধ্যে অসাধারণ ধী-শক্তি, সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখিয়া পূর্ব হইতেই তিনি তাঁহার প্রতি সুধারণা পোষণ করিতেন। বড়পীর (রহঃ) নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপনের পর শায়খ মোবারক (রহঃ) নিজের মাদ্রাসার পরিচালনা ও অধ্যাপনার দায়িত্ব তাঁহার নিকট সোপর্দ করিলেন। ইহাতে তিনি স্বীয় জ্ঞানগরিমা ও বুদ্ধি বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া সমাজ ও জাতি গঠনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

www.pathagar.com

নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সুচারুরূপে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অপরিসীম প্রজ্ঞার প্রভাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ সবিশেষ উপকৃত হইতে লাগিল। তাহারা তাঁহার নিকট তাহাদের আকাঙ্খিত জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান পাইয়া মধু মক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল।

বড়পীর (রহঃ) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কষ্টলব্ধ জ্ঞান ও মনীষা এবং পুথিগত পাণ্ডিত্যের উপরই তাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ খোদাদত্ত জ্ঞানালোকের উজ্জ্বল কিরণে চতুর্দিক তিনি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

যে তেরটি বিষয়ে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তিনি শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। তিনি তাঁহার শিক্ষাদান কার্যক্রমকে দুইভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম ভাগের সময়কাল ছিল প্রভাত হইতে বেলা দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। এই ভাগে তিনি হাদীস শাস্ত্র, ন্যায়বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব এবং উসুল ও সাহিত্য বিষয়াদি পাঠদান করিতেন। আর দ্বিতীয় ভাগের সময় ছিল দ্বিপ্রহরের পর হইতে এশার নামায পর্যন্ত প্রলম্বিত। এই সময় তিনি কোরআনের অনুবাদ, তৌহিদ ও আইন শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন।

বিদ্যায়তন সম্প্রসারণ

শায়খ মোবারক (রহঃ) অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকালে কাদেরিয়া মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ও পরিসর তেমন বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু হযরত বড়পীর (রহঃ) শিক্ষকতা শুরু করিবার পর ইহার ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া মাদ্রাসায় গৃহ ও তৎসংলগ্ন অবিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাহাদের সংকুলন দায় হইয়া উঠিল। খোলামাঠ, বৃক্ষছায়া ও বাসগৃহের ছাদসমূহের উপর কিংবা অলি-গলিতে দাঁড়াইয়া তাহারা বড়পীর (রহঃ)-এর তালীম ও তাওয়াজ্জুহ গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে বড়পীর (রহঃ) মাদ্রাসার সম্প্রসারণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সঙ্গতিসম্পন্ন মহৎপ্রাণ ব্যক্তিগণ সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করিলেন। কেহবা অর্থ সাহায্য করিল আবার কেহবা স্বেচ্ছা শ্রমের দ্বারা মাদ্রসার কাজে অংশগ্রহণ করিল। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র মাদ্রাসা বৃহদাকার শিক্ষায়তনে পরিণত হইল।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা নির্মাণে মহিলার সাহায্য

বড়পীর (রহঃ)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করিয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। মহিলাগণও এ ব্যাপারে পিছপা থাকে নাই। একদা একজন রমণী তাহার স্বামী সমভিব্যাহারে বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, "মহাত্মন! ইনিই আমার স্বামী। আমার মহরানার বিশটি স্বর্ণ মুদ্রা আমি তাহার নিকট পাওনা আছি। আমার এই মহরানার দাবী দুইটি শর্তে আমি তাহার উপর হইতে প্রত্যাহার করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি আপনার মাদ্রাসাগৃহ নির্মাণে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার সহিত সম্পাদিত চুক্তি অবশ্যই পালন করিবেন। এই চুক্তিবলে দশটি স্বর্ণ মুদ্রার দাবী আমি পরিত্যাগ করিলাম। আর বাকী দশটি মুদ্রার জন্য এই হলফনামা লিখিয়া আপনার নিকট দিতেছি— যে পরিমাণ কাজ হইলে আপনি বাকী দশটি স্বর্ণমুদ্রার কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন তাহা করিবার পর আমার স্বামী এই দাবী ত্যাগের হলফনামা হাতে পাইবেন এবং দাবী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমার সাহচর্য লাভ করিতে পারিবেন।" এই তলব রসিদনামা লিখিয়া বড়পীর (রহঃ)-এর হাতে প্রদান করতঃ রমণী চলিয়া গেল। স্বামী মাদ্রাসা নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিল।

সেই লোকটি রাজমিস্ত্রীর কাজে সুদক্ষ ছিল। তাঁহার নিপুন হাতের পরশে মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ অল্পদিনের মধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত বড়পীর (রহঃ) তাহার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একদিনের কাজের মজুরী দিতে লাগিলেন এবং একদিনের মজুরী কাটিয়া রাখিতে লাগিলেন। এইভাবে যখন পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রার দাবী শেষ হইয়া গেল তখন তিনি অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রার দাবী ক্ষমা করিয়া চুক্তিনামাটি তাহাকে দিয়া দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্ত্রীর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। স্ত্রীলোকটি স্বামীকে বলিল, "আমাদের জন্য বড়পীর (রহঃ) যাহা মঙ্গল বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের খুশী থাকাই কর্তব্য।"

আলোর ঝর্ণাধারা

হযরত বড়পীর (রহঃ) কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাটি অল্পকালে "মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়া" নামে জগতে সুখ্যাত হইয়া গেল। দীর্ঘদিন যাবত তিনি এই মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

অধ্যাপনার শুরুতে বড়পীর (রহঃ) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ক্রমে তিনি হাম্বলী মাযহাবের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারী হইলেন।

বাগদাদের কাদেরিয়া মাদ্রাসা ছিল উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণাধারা। এই মাদ্রাসা হইতে বহু সনামধন্য শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়া সারা পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফলে পৃথিবীর বুকে সত্য জ্ঞান ও অন্বেষার জোয়ার প্রবাহিত হইতেছিল। অগাধ পাণ্ডিত্য, মহৎ চরিত্র, স্বর্গীয় জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার মূর্ত প্রকাশরূপে যে সকল শিক্ষার্থী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ছিলেন ইহারাঃ (১) হযরত আবদুল্লাহ খাতায়েনী (রহঃ) (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোসায়েন (রহঃ) (৩) হযরত আবদুল আযীয ইবনে আবু নসর যুবায়েদী (রহঃ) (৪) হযরত ইউসুফ ইবনে মুযাফফর আল হাকুলী (রহঃ) (৫) হযরত আহমদ ইবনে ইসমাইল ইবনে হামযা (রহঃ) (৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ওয়ালিদ (রহঃ) (৭) হযরত মুদাফে ইবনে আহমদ (রহঃ) (৮) হযরত আতীক ইবনে যিয়াদ ইয়ামানী (রহঃ) (৯) হযরত শরীফ আহমদ ইবনে মনসুর (রহঃ) (১০) হযরত ওমর ইবনে মাসউদ বাযযাম (রহঃ) (১১) হযরত ইব্রাহীম হাদ্দাস ইয়ামানী (রহঃ) (১২) হযরত আবদুল্লাহ আল আসাদ ইয়ামানী (রহঃ) (১৩) হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবদুল লতিফ ইবনে আবুল হোসায়েন (রহঃ) (১৪) হযরত ওমর ইবনে আহমদ ইয়ামানী (রহঃ) (১৫) হযরত আবুদল লতিফ ইবনে হাররানী (রহঃ) (১৬) হযরত ইব্রাহীম ইবনে বাশারাতুল আদলী (রহঃ) (১৭) হযরত আলী ইবনে আবুবকর ইবনে ইদ্রিস (রহঃ) (১৮) হযরত শাহ্ মীর মোহাম্মদ জিলানী (রহঃ) (১৯) হযরত আবু মোহাম্মদ আবুল হাসান জাবারী (রহঃ) (২০) হযরত মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে বখতিয়ার (রহঃ)।

বাসস্থান নির্বাচন

দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে বাগদাদের অধিবাসীগণের মনে বড়পীর (রহঃ) স্থায়ী আসন গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। বাগদাদের আলো-বাতাস, মরু প্রান্তর তৃণ-লতার সঙ্গে বড়পীর (রহঃ)-এর স্মৃতি ক্রমেই বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহেরী ও বাতেনী এলেমের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া তিনি মনস্থ করিলেন, এইবার জন্মভূমি জিলান নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া

www.pathagar.com

জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু বাগদাদের অধিবাসীগণ ইহাতে বাঁধ বাধিল। তাঁহাকে বাগদাদ হইতে ছাড়িয়া দিতে তাহারা কিছুতেই রাজী হইল না। বাগদাদের অশান্ত জনগণ তাঁহার উস্তাদ শায়খ মোবারক (রহঃ)-এর মাধ্যমে বড়পীর (রহঃ)-কে বাগদাদেই অবস্থান করিবার জন্য আবেদন করিলেন। তাই তিনি জনগণ ও ওস্তাদের নির্দেশ অমান্য করিলেন না।

তাহাছাড়া বড়পীর (রহঃ)-এর সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ শ্রবণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অনুরাগীগণ বাগদাদে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে নিরাশ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে অসংখ্য মনীষী বড়পীর (রহঃ)-এর উপদেশামৃত, ফয়েজ ও বরকত হাসিল করিবার জন্য বাগদাদে অবস্থান করিতেছিল। এমতাবস্থায় বাগদাদ ত্যাগ করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। তাহাছাড়া স্নেহময়ী জননী বহুকাল পূর্বেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। সে জন্য জন্মভূমি ও গৃহ-সংসারের জন্য তাঁহার বিশেষ আকর্ষণও ছিল না। মোটকথা তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র রূপে বাগদাদে অবস্থান করাকেই শ্রেয় মনে করিলেন।

মহানবী (সঃ)-এর নির্দেশ

বাগদাদে বসবাস স্থিরিকৃত করিয়া তিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেম শিক্ষাদানে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। আগত জনগণের জিজ্ঞাসা—রূহানী ও জাহেরী সমস্যার সমাধান দিতে কখনও তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। এই সময় তাঁহার চরিত্রে স্বল্পভাষণ দান ও সংযমশীলতার লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান ছাড়া বৃথা বাক্যালাপ তিনি পরিহার করিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত দশনার্থিগণ তাঁহার সুধা ঝরা অমিয় বাক্য শ্রবণের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। কিন্তু তাঁহার স্বল্পভাষণ তাহাদের মনে ব্যথার সৃষ্টি করিতেছিল। মুখ ফুটিয়া যদিও তাহাদের আবেগ অনুযোগ বাহির হইতেছিল না, তথাপি তাহাদের অন্তর প্রদেশে বড়পীর (রহঃ)-এর মৌনতা অবলম্বন তীব্র পীড়া দিতে লাগিল। ক্রমেই এই অবস্থার পরিবর্তনের সময় ঘনাইয়া আসিল। পাঁচশত একুশ হিজরী সালের শাওয়াল, রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে হযরত বড়পীর (রহঃ) চক্ষুদ্বয় অর্ধনিমিলিত অবস্থায় শায়িত ছিলেন। তাঁহার তন্দ্রা কিংবা

www.pathagar.com

ধ্যান কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। এমন সময় স্বপ্নযোগে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহাকে সাক্ষাৎদান করিয়া বলিলেন—"হে আবদুল কাদের জিলানী! লিমা লা তাতাকাল্লামু?" "তুমি জনসাধারণ্যে কেন বক্তৃতা প্রদান করিতেছ না?" মহানবী (সঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরজ করিলেন— "হে নানাজান! আমি একজন আজমী লোক। আরবী ভাষায় উত্তমরূপে বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্যতা আমার নাই।" অতঃপর মহানবী (সঃ) তাঁহাকে স্বীয় মুখ খুলিবার নির্দেশ দিলেন। বড়পীর (রহঃ) মুখ হা করিলে মহানবী (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করিয়া তাঁহার মুখে দম করিলেন : "উদউ ইলা ছাবীলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইজাতিল হাছানাতি" অর্থাৎ "প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকিতে থাক!"

মহানবী (সঃ)-এর এই স্বপ্ন নির্দেশ করিবার পর তিনি জনতার সম্মুখে ওয়াজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলেন—"স্বপ্নযোগে নির্দেশের পর যোহরের নামায়ান্তে মিম্বরে বসিয়া জনতার সম্মুখে আমি কতিপয় উপদেশমূলক কথা বলিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ চেতনালুপ্ত ও ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়িল। সেইদিন হইতে আমার বক্তৃতার কথা সারা বাগদাদ নগরীতে ছড়াইয়া পড়িল।"

এইভাবে বড়পীর (রহঃ) দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার প্রাথমিক বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে শাসক ও শাসিতের সংযোগহীনতা, অযোগ্য শাসনকর্তাদের কর্মবিমুখতা, মুসলিম নর-নারীর ধর্মের প্রতি উদাসীনতা, খারেজী, বেদয়াতী ও মু'তাজিলাদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা, প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজির অধিবাসীদের বিলাস-ব্যসন এবং অনাহার-অর্ধাহার ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত জনগণের হৃদয়বিদারক চিত্র মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিত। দ্বীন ও ঈমান এবং নামায ও রাষ্ট্রের এহেন দুর্দশা তাঁহার কোমল অন্তরে কঠিন আঘাত হানিয়াছিল। সুতরাং তিনি কুসংস্কার ও যাবতীয় অন্যায় আচরণের উপর অনলবর্ষী বক্তৃতার দ্বারা আঘাত হানিতে শুরু করিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা রাজরোষের কারণ হইয়া পড়িল। কিন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও একাগ্রচিত্ততা তাঁহাকে সমুদয় সঙ্কটে বাঁচাইয়া রাখিল।

বড়পীর (রহঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বমূলক বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া মানুষের মনে শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। বিরহবিধুর চিত্তে সান্ত্বনার সুধা বর্ষিত হইত এবং আধ্যাত্ম প্রেমিকগণের অন্তরে আল্লাহর প্রেমের শাশ্বত স্রোতধারা তরঙ্গ ভঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁহার মাহফিলে সন্তোষজনক লোক সমাগত ঘটিত না।

www.pathagar.com

মাহফিলে জন সমাগম

সমাজ, দেশ ও জাতির যাবতীয় অনাচার ও পাপরাশি নিরসনের জন্য যাহাদের পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে, তাহাদের মন-প্রাণ সর্বদাই আল্লাহর প্রেমের সুধা পানে বিভোর থাকে। জনসমাবেশ ও সামাজিকতার প্রতি তাহাদের তেমন খেয়াল থাকে না। প্রতিকুল অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা তাহাদিগকে প্রদমিত করিতে সক্ষম হয় না। সংস্কারকদের অদম্য সাহসিকতা ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন বক্তৃতার মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে। বড়পীর (রহঃ)-এর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। তিনি তেজোব্যঞ্জক অকাট্য যুক্তি, মনোহর কণ্ঠস্বর, গতিময় বাচনভঙ্গি এবং অনুপম বর্ণনাশৈলী দ্বারা সত্য ও সুস্পষ্ট অভিমত বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাব চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ফলে দেশ-বিদেশ হইতে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত লোক তাঁহার মাহফিলে আসিতে লাগিল। পরিশেষে মাহফিলের স্থান নির্বাচন একটি বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাদ্রাসা অঙ্গন ত্যাগ করিয়া তিনি বৃহত্তর আঙ্গিনায় মাহফিল করিতেন; কিন্তু সেইখানেও স্থান সংকুলান হইল না। তাই বাধ্য হইয়া প্রশস্ত ইদগাহ ময়দানকে বক্তৃতার কেন্দ্র হিসাবে বাছিয়া লইতে হইল।

তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও প্রেমের মধুময় বাণী শ্রবণ সমবেত জনতা আবেগে আত্মহারা হইয়া যাইত। মধু মক্ষিকার ন্যায় দলে দলে মানুষ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। জনগণের সুবিধার্থে সভাস্থলের পার্শ্বে মুসাফিরখানা ও পান্থশালা নির্মিত হইল।

তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত রুহানী শক্তির অধিকারী। এইজন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাপন করিবার পর অবিশ্রান্ত গতিতে বক্তৃতা চালাইয়া যাইতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। কখনও তাঁহার মধ্যে দৈহিক দুর্বলতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই।

বড়পীর (রহঃ) সপ্তাহে তিনদিন বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি শুক্রবার দিনও শনিবার রাত্রে মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়া প্রাঙ্গনে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। বুধবার প্রত্যুষে শহরতলীর ঈদগাহ ময়দানে ওয়াজ করিতেন। তাঁহার মাহফিলে খলিফা, বাদশাহ, আমির-উমারা, আলেম-ফাজেল, জ্ঞানী-গুণী, সুফী-সাধক হইতে শুরু করিয়া বিধর্মী কাফের, মোশরেক, ইহুদী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচের কোন ভেদাভেদ থাকিত না। যাহার যেখানে সুবিধা হইত সেই স্থানেই সে বসিয়া পড়িত।

www.pathagar.com

শুধু মানুষই নহে, তাঁহার বক্তৃতা সভায় অসংখ্য জ্বিন ও উপস্থিত হইত। পবিত্র ফেরেশতার দল ও গাউছ-কুতুবদের বিদেহী আত্মা তাঁহার মাহফিলে উপস্থিত হইত। কখনও কখনও নূরনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র আত্মাও উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন।

মাহফিলের মর্যাদা

বড়পীর (রহঃ) জন কোলাহলের বাহিরে নীরব-নির্জন পরিবেশে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকিতে পছন্দ করিতেন। কায়মনে মহাপ্রভুর স্মরণে বিভোর থাকাই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথে আনয়ন করা, পার্থিব লালসার শিকারদিগকে সচেতন করা, পাপী-তাপীদিগকে পুণ্যলোকে উদ্ভাসিত করা, শয়তান ও ষড়রিপুকে প্রদমিত করা, উপাসনাবিমুখ ব্যক্তিদিগকে ইবাদতে অনুপ্রাণিত করা, শেরেক-বেদয়াত ধ্বংস করিয়া তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা আর মানুষকে আল্লাহর সন্নিধানে উপনীত করিবার জন্য বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তাঁহাকে 'কুতুবুল আকতাব' হিসাবে নির্জনতার আবেষ্টনী হইতে মুক্ত করতঃ প্রকাশ্য কর্মমুখী জীবন মঞ্চে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রুহানী শক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে তিনি বক্তৃতার মায়াজাল বিস্তার করতঃ আল্লাহর অভিপ্রায়, নির্দেশাবলী এবং ইচ্ছাকে মানুষের সামনে তুলিয়া ধরাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য। তাঁহার তীক্ষ্ণ মননশীলতা, অভাবনীয় যোগ্যতা এবং বর্ণনা বিন্যাসের পরিপাট্যতা জ্বিন ও মানব সম্মোহিত হইয়া যাইত।

বিখ্যাত দরবেশ হযরত মোহাম্মদ ইবনে আবুল গিয়াযেম (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"পাঁচশত হিজরী সালে আমি একদা বড়পীর (রহঃ)-এর পবিত্র দরবারে হাজির হইয়া দেখিলাম যে, তাঁহার মাহফিলে দশ সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছে। তিনি বক্তৃতার মধ্যে বলিলেন— অনলবর্ষী বক্তৃতা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আল্লাহর নির্দেশেই আমি বলি এবং তাঁহারই শক্তির বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আমার বাক্য ধ্বনিত হয়।

কখনও কখনও তাঁহার মাহফিলে লক্ষাধিক লোকও সমবেত হইত। এই বিশাল জনসমুদ্র প্রাণস্পন্দনহীন নিশ্চল নিরবভাবে বসিয়া তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণ করিত। এমনকি কাহারও নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাইত না। সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার বক্তৃতা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিত।

www.pathagar.com

পাপীদের আত্মশুদ্ধি, পুণ্যবানদের ধীরস্থিরতা এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের পাথেয় তাঁহার বক্তৃতায় মূর্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার বক্তৃতা পবিত্র ইসলামের অতুলনীয় রূপৈশ্বর্য তুলিয়া ধরিয়া শেরেক, বেদায়াত, কুফর, নেফাককে উৎপাটিত করিয়াছিল। যাহার দরুন শত-সহস্র ইহুদী, খৃষ্টান, বেদ্বীন ও পৌত্তলিক তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।"

হযরত বড়পীর (রহঃ) ছিলেন নির্ভীক সংস্কারক ও আল্লাহর মনোনীত কর্তব্যের দিশারী। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, জুলুম, ধর্মহীনতা, অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। দোষী-নির্দোষ, আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকির নির্বিশেষে সকলের সম্মুখেই প্রকৃত সত্য মত ও সিদ্ধান্তকে তিনি তুলিয়া ধরিতেন।

তাঁহার নির্ভীক ও সত্যাশ্রয়ী অন্তর প্রদেশ হইতে যে সকল বাণী উত্থিত হইত, তাহা শ্রোতার কর্ণকুহরে আঘাত করিয়া মর্ম মূল পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিত। এইজন্য তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব হইতে কেহই নিজেকে নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারিত না। নিজের অজান্তে প্রেমোচ্ছাসে সবচেতন হইয়া কেহ কেহ বিস্ময়াবিষ্ট নিশ্চল স্থানুর মত পড়িয়া থাকিত। আবার কেহ বা বিকট শব্দ সহকারে অস্থির চিত্তে দৌড়াইতে শুরু করিত। কেহ বা অঙ্গ সঞ্চালন, কেহ বা পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিতে করিতে আহাজারী শুরু করিয়া দিত। তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণীসমূহের মধ্যে অভাবনীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

বড়পীর (রহঃ)-এর মারেফাত সম্পর্কিত বিষয়াবলীর বক্তৃতামালার মধ্যে এমন এক প্রভাব ছিল যে, উহাতে আল্লাহ-প্রেমিকদের তৃষিত অন্তর দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এই আঘাতের ফলে পরম সত্তার মিলনানন্দে অনেকেই শাহাদত বরণ করিত। সভার শেষে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যাহাদিগকে ধরাশায়ী অবস্থায় দেখা যাইত তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া খোদা-প্রেমিকদের মৃতদেহ সনাক্ত করা যাইত। হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর বক্তৃতা সভায় এই ধরনের ঘটনা ঘটিত।

বড়পীর (রহঃ)-এর সীরাত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, পাঁচশত একুশ হিজরী সাল হইতে হিজরী পাঁচশত পঁয়ষট্টি সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর যাবত তিনি যে সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিতেন, চারিশত প্রখ্যাত আলেম উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। অতঃপর উহা তিনি নিজ হাতে সংশোধন করিয়া দিতেন।

www.pathagar.com

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত শায়খ আবু আবদিল্লাহ আবদুল ওয়াহাব (রহঃ) ইসলামী শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস, তফসীর, ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাহাছাড়া বহুদেশ পর্যটনের ফলে বহুমুখী অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করিয়াছিলেন।

একদা এক মাহফিলে পিতা এবং পুত্র উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। প্রথমেই শায়খ আবু আবদিল্লাহ বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া মর্মস্পর্শী ও সাবলিল ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। সভাস্থল থমথমে ভাব ধারণ করিল। ক্রমেই শ্রোতাদের মধ্যে যেন আনমনা ভাব দেখা দিল। শ্রোতামণ্ডলীর কেহই বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ দিল না। শায়খ আবু আবদিল্লাহ শ্রোতামণ্ডলীর অবস্থা অনুভব করিয়া ক্ষুণ্ন মনে সভামঞ্চ ছাড়িয়া নিচে নামিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অনন্তর বড়পীর (রহঃ) বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতার শুরুতে বলিলেন, "গতকাল আমি রোযাদার ছিলাম, উম্মে ইয়াহইয়া কয়েকটি ডিম ভাজি করিয়া নূতন পাত্রে সযত্নে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিড়াল তাকের উপর হইতে পাত্রটি ফেলিয়া দিলে সুখাদ্য ডিমগুলিতে ধূলা মাখিয়া গেল। "শায়খ আবু আবদিল্লাহ বলেন, "বড়পীর (রহঃ)-এর এই সাধারণ কয়টি বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নূতন ভাবের উদয় হইল। আল্লাহপ্রেমিকগণ চীৎকারে সভাস্থল কাঁপাইয়া তুলিল।"

সভার কার্য সমাপনের পর বড়পীর (রহঃ) স্বীয় পুত্র রত্নকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎস! তোমার জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দাগ কাটিতে পারিল না, অথচ আমার সামান্য সাধারণ কয়েকটি কথা তাহাদের মধ্যে আলোড়নের ঝড় তুলিল, ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছ কি?' শায়খ আবু আবদিল্লাহ বলিলেন—"আব্বাজান! আমার পক্ষে তাহা বুঝা মুশকিল। অনুগ্রহ করিয়া আপনি বলিয়া দিন।" বড়পীর (রহঃ) বলিলেন—"বৎস! জাহেরী এলমে তুমি সুবিজ্ঞ পণ্ডিত কিন্তু রুহানী এলেমের অভাবজনিত কারণে তোমার কথার মধ্যে আল্লাহর নূর বিকশিত হয় না। আর তোমার মধ্যে আমিত্ববোধ বিদ্যমান কিন্তু আমার কথার মধ্যে আল্লাহর নূরের ঝলক রহিয়াছে।"

এইক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল এই যে, বড়পীর (রহঃ)-এর বর্ণনায় ডিম, নূতন পাত্র ও বিড়ালের দ্বারা নষ্ট হওয়া দ্বারা নফসে আম্মারা ও

www.pathagar.com

বিতাড়িত শয়তানের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। আধ্যাত্ম সাধনার পথিক শ্রোতৃমণ্ডলী ইহাই উপলব্ধি করিয়া করুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। আর সাধারণ শ্রোতাগণ সরল বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়াছিল।

উদাত্ত কণ্ঠস্বর

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে লাউডস্পীকার, ট্রানজিস্টার, রেডিও এবং টেলিভিশন মারফত একস্থানের কণ্ঠস্বর দূর-দূরান্তে প্রেরণ ও শ্রবণ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বড়পীর (রহঃ)-এর আমলে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা মানুষ কল্পনাও করিতে পারিত না। তথাপি হযরত বড়পীর (রহঃ) লক্ষ লক্ষ জনাকীর্ণ মাহফিলে যখন বক্তৃতা প্রদান করিতেন, তখন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল শ্রোতাই সমভাবে তাহা শ্রবণ করিত। তাঁহার আধ্যাত্ম শক্তির ফলেই ইহা সম্ভব হইত। মূলতঃ রুহানী শক্তি যান্ত্রিক শক্তি হইতে অধিক কার্যকর।

দূরদেশে বক্তৃতার স্বর

বড়পীর (রহঃ)-এর রুহানী ফয়েজ ও বরকতের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্তগণ দূরদেশে বসিয়াও তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী অবলীলাক্রমে শ্রবণ করিত। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য হযরত আদী ইবনে মুসাফির (রহঃ) বাগদাদ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করার দরুন সময় ও সুযোগমত বড়পীর (রহঃ)-এর মাহফিলে যোগদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি বড়পীর (রহঃ)-এর বক্তৃতার সময় সঙ্গী-সাথীদিগকে লইয়া পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করতঃ চিহ্নিত বৃত্তের ভিতর বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা হুবহু শ্রবণ করিতেন ও তাহা লিখিয়া রাখিতেন, পরে তাহার লেখা ও বড়পীর (রহঃ)-এর সভাস্থলে বক্তৃতা লেখকের লেখা মিলাইয়া দেখিলে তাহা হুবহু মিলিয়া যাইত।

বাস্তব সমাজধর্মী বক্তৃতা

দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধক, দরবেশ ও আল্লাহ-প্রেমিক সংস্কারকদের প্রচার কার্যের রীতি-নীতি, ভাব ও আচরণের সহিত হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য বাস্তব সমাজধর্মী ও বিশুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দ্বীন ও ঈমানের প্রয়োজনের তাগিদে স্বভাব-চরিত্র, আচার-

www.pathagar.com

ব্যবহার, ওয়াজ-নসীহত এবং গ্রন্থ রচনা ও তালিম-তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে পথভ্রান্ত মানুষকে সুপথে আনিতে চেষ্টা চালাইতেন। তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বীদের অভিমতগুলি গ্রহণ করিয়া এমন উন্নত সুসামঞ্জস সর্বগ্রাহী অভিমত ব্যক্ত করিতেন তাহা সকলের জন্যই গ্রহণীয় হইত। চারিশত সুবিজ্ঞ পণ্ডিত সভাস্থলে বসিয়া তাঁহার বক্তৃতামালা লিপিবদ্ধ করিতেন। হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর প্রদত্ত বাষট্টিখানা অমূল্য বক্তৃতা সংকলন হযরত শায়খ আফিক উদ্দিন ইবনে মোবারক (রহঃ) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার পাঁচটি বক্তৃতার অনুবাদ সন্নিবেশিত হইল।

প্রথম বক্তৃতা

৫৪৫ হিজরী, ৩রা শাওয়াল, রবিবার সকাল বেলা, স্থান : বৈঠকখানা

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, 'মানুষের তকদীর অবতীর্ণের পর আল্লাহর অভিপ্রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে আন্তরিকতা, তাওয়াক্কুল, তৌহিদ ও ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সত্যিকারের মুমিনবান্দা নির্ভরশীল কিন্তু প্রতিবাদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। আল্লাহর ইচ্ছার চরম সঙ্কট কালেও মুমিনবান্দা বলে, ইহাই কল্যাণকর ও সমুচিত। ফলতঃ নফসে আম্মারা আল্লাহর ইচ্ছার উপর কলহ করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মশুদ্ধির প্রত্যাশীকে কঠোর রিয়াজত লাভ করিতে হইবে। প্রবৃত্তি দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারীতার ধারক। এই রিয়াজতের দ্বারা তকদীরের উপর রেজামন্দির ভাব জন্মিলে কলব এবাদত পছন্দ করে, পাপ পরিহার করে এবং তকদীরে আত্মসমর্পণ করে। তখন সেই কলবের প্রতি আল্লাহর এই নির্দেশ হয় "হে প্রশান্ত নফস! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে এইভাবে প্রত্যাবর্তন কর যে, তুমি তাঁহার প্রতি এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।"

আধ্যাত্ম সাধনার এই ক্ষেত্রে মানুষ সৃষ্টি হইতে সম্পর্কহীন ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয় এবং নফসের প্ররোচনা হইতে রক্ষা পায় : তাওয়াক্কুলে ইব্রাহিমী হাসিল হয়। নমরুদের চক্রান্তে তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"কাহারও সাহায্যের আমার প্রয়োজন নাই। আমার আল্লাহপাক আমার সমুদয় অবস্থাই অবগত এইজন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবারও দরকার পড়ে না।' আল্লাহর উপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নির্ভরশীলতা ও আত্মসমর্পণের ফলে আল্লাহপাক আপনা হইতে অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ করিলেন—"হে অনলকুণ্ড! ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও আরামদায়ক হইয়া যাও।"

www.pathagar.com

মনে রাখিও যে ব্যক্তি তকদীরে সন্তুষ্ট, আল্লাহর অভিপ্রায়ের উপর ধৈর্যাবলম্বনকারী তাহার জন্য দুনিয়াতে অফুরন্ত সাহায্য ও আখেরাতে অসংখ্য নেয়ামত রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন—"নিশ্চয় ধৈর্যশীলদিগকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।" দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্নকারীদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত। তোমরা দীর্ঘদিন যাবত অফুরন্ত করুণা ও অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করিয়া চলিয়াছ, এখন মুহূর্তের জন্য সবুর কর। ক্ষণকালের এই ধৈর্য তোমাদের যোগ্যতার বাহক। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যাবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য ও সফলতা প্রদান করেন। সুতরাং ধৈর্য সহকারে তাঁহার সঙ্গী হও। তাঁহার অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন হইয়া কর্তব্যকর্মে অটল থাকিও। মৃত্যুর পরের সাবধানতা কোন কাজে আসিবে না। আত্মশুদ্ধিতে অভ্যস্ত হও। ইহাতেই সফলতার চাবি নিহিত। মহানবী (সঃ) বলেন, "মানুষের দেহাভ্যন্তরে একখণ্ড মাংসপিণ্ড আছে, ইহা ঠিক থাকিলে সম্পূর্ণ দেহ সুস্থ থাকে আর ইহা বিকল হইলে দেহযন্ত্রও বিকল হইয়া যায়। ইহাই মানুষের কলব।" স্মরণ রাখ, ধর্মপরায়ণতা, তাওয়াক্কুল, তাওহীদ এবং এবাদত দ্বারা মন বিশুদ্ধ থাকে। ইহার অভাবে উহা অসুস্থ হইয়া পড়ে। দেহ কাঠামোতে কলব কৌটার মধ্যে মূল্যবান মণিমুক্তা ও ধনাগারের সম্পদের মত। বুদ্ধিমানগণ মুণিমুক্তা ও ধনসম্পদের উপর দৃষ্টি রাখে, কৌটা বা ধনাগারের প্রতি নহে।

হে আল্লাহ! আমাদের সর্বাঙ্গকে তোমার এবাদতে লিপ্ত রাখ। অহর্নিশি যেন উহাতে মগ্ন থাকি। আমাদিগকে অতীত পূণ্যশীলদের দলভুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি তাহাদের প্রতি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলে তদ্রুপ আমাদের প্রতিও হইয়া যাও। আমীন।

হে লোকসকল! তোমরা পূণ্যবানদের মত আল্লাহর হইয়া যাও তবে আল্লাহ তোমাদের হইয়া যাইবেন। আল্লাহকে পাইতে হইলে অধিক পরিমাণে এবাদত কর। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর ও তাঁহার ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাক। তাঁহার কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট হইও না। খোদা-প্রেমিকগণ পৃথিবীকে বর্জন করিয়া তাহাদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থাকে আল্লাহ ভীরুতার সহিত গ্রহণ করতঃ পরকালের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা ছিলেন আল্লাহর এবাদতে অটল ও অবিচল। নফসের বিরুদ্ধাচরণ, হেদায়েত গ্রহণ ও হেদায়েত প্রদান করাই ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

প্রিয় বৎসগণ! আগে নিজে শুদ্ধ হইয়া অন্যকে বিশুদ্ধ করানোর পথ অবলম্বন কর, নিজে সংশোধনের পূর্বে অন্যকে উপদেশ দিতে সচেষ্ট হইও না। তোমার ভরাডুবি অবস্থায় অন্যকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? তুমি

www.pathagar.com

অন্ধ, অন্যকে পথ প্রদর্শন সম্ভব হইবে না। জলমগ্ন ব্যক্তিকে সাঁতারু উদ্ধার করিতে সক্ষম। খোদার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিই মানুষকে কুফরী ও পাপাচার হইতে ফিরাইতে পারে। যাহার নিজেরই আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান নাই সে অন্যকে সন্ধান দিতে পারিবে কি? আল্লাহকে না চিনিয়া সে অন্যকে সন্ধান দিতে পরিবে কি? আল্লাহকে না চিনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত না হইয়া তাঁহারই জন্য খালেছ এবাদত না করিয়া, কলবে আল্লাহর ভয় না আনিয়া এবং তাঁহার ভয় অন্তরে বদ্ধমূল না করিয়া অন্যকে উপদেশ দান করা তোমার জন্য অনুচিত। মুখের বক্তৃতায় উপকার হয় না। কিন্তু খোদা প্রেমিকদের হৃদয়ের উপদেশ অন্যের অন্তরে রেখাপাত করে। নির্জনতায়ই ইহা হাসিল হয়, জনারণ্যে হয় না। বাহিরে তৌহিদ ও অন্তরে শেরেকী থাকার নামই নেফাক। আক্ষেপ! তুমি ধর্মপরায়ণতা মুখে প্রকাশ করিতেছ কিন্তু তোমার অন্তর পাপাসক্ত। মুখে কৃতজ্ঞতা, কিন্তু অন্তরে কৃতঘ্নতা। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন—"হে আদম সন্তান" আমার তরফ হইতে সর্বদা তোমাদের উপর মঙ্গল বর্ষিত হইতেছে আর তোমাদের পাপাচার ও কদর্যতা আমার দিকে আসিতেছে।" নিতান্ত পরিতাপ এই যে, তুমি নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলিয়া দাবী করিলেও অন্যের দিকে তুমি প্রধাবিত, প্রকৃত বান্দা কেবল তাঁহারই নিমিত্ত শত্রুতা ও মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হয়। মুমেন ব্যক্তি নফস, শয়তান ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে না। দুনিয়ার প্রেমাসক্ত হয় না, দুনিয়াকে পদার্থ বলিয়াই মানে না এবং দুনিয়াকে পদাঘাত করিয়া পরকালের অন্বেষণ করে।

আর পরকাল অর্জিত হইবার পর তাহা বর্জন করিয়া আল্লাহর দীদারের জন্য উদগ্রীব হয় এবং একাগ্রচিত্তে তাঁহার এবাদত অনুশীলন করে। কেননা তাহারা আল্লাহর এই বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন—সমুদয় দেব-দেবী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একাগ্রচিত্তে কেবলমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আর কিছুর জন্য নহে।

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করিও না। তিনিই একমাত্র এবাদতের যোগ্য। সবকিছু তাঁহারই সৃষ্টি, সকল ক্ষমতা তাঁহারই হাতে। হে অন্যের উপাসক! তোমার কি সামান্য বুদ্ধিও নাই? আল্লাহর ভাণ্ডার ছাড়া কোন বস্তু আছে? আল্লাহ আরও বলেন—"এমন কোন পদার্থ নাই যাহার ভাণ্ডার আমার কাছে নহে।" বৎসগণ! পরম ধৈর্যে আল্লাহর রেজামন্দির বেশে চরমৈশ্বর্য ও পরমানন্দ লাভের জন্য ইবাদত যোগে তকদীরের অতলতলে নিমজ্জিত হও। তবেই আল্লাহ তোমাকে সুখ ও সম্পদের অধিকারী করিবেন যাহা তোমার অকল্পনীয়।

www.pathagar.com

লোকসকল! আমার কথা শ্রবণ করত : তোমরা তকদীরে আত্মসমর্পণ কর। তকদীরের উপর নির্ভরতার জন্য আমি সর্বদাই যত্নবান, অদৃষ্টের উপর ভরসাই আমাকে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত করিয়াছে। হে অন্বেষণকারিগণ! আস, আমরা মহাপ্রভুর নির্দেশও অসীম শক্তির কাছে আনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করিয়া তকদীর মানিয়া ইহার পক্ষাবলম্বন করি। আর ইহাই অদৃশ্য শাহানশাহের আনুগত্যের প্রকৃত রূপ। আল্লাহ আরও বলেন—"পরকালে কৃর্তৃত্ব প্রকৃতই আল্লাহর উপর ন্যস্ত।" পরকালে আল্লাহর জ্ঞান সমুদ্র হইতে পান করা, তাঁহার দয়ার খাঞ্চা হইতে আহার্য গ্রহণকরা, তাঁহার প্রেম লাভ করাই হইল তোমার জন্য শুভ সংবাদ। সহস্র মানুষের মধ্যে দুই একজনেরই এমন সৌভাগ্য হয়।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! শরীয়তের সীমায় থাকিয়া ধার্মিকতা গ্রহণ কর। রিপুর ষড়যন্ত্র, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া খাঁটি মুমেন বান্দা সর্বদা ইহাদের সাথে সংগ্রাম করে। তাহাদের শিরস্ত্রাণ খোলা হয় না, তাহাদের অসি কোষবদ্ধ হয় না এবং তাহাদের অশ্ব-পৃষ্ঠ শূন্য হয় না। নিদ্রায় একান্ত কাতর হইলেই সাধকগণ শয্যা গ্রহণ করেন এবং অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায়ই আহার্য গ্রহণে বাধ্য হন। অপ্রয়োজনীয় বাক্য বর্জন এবং নীরবতাই তাহাদের ভূষণ। শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ শক্তি তাহাদিগকে কথা বলার এবং তাঁহার নির্দেশেই তাহাদের বাসনার উদ্রেক করিয়া থাকে। তাহাদের রসনাকে আল্লাহ এমনভাবে সঞ্চালিত করেন, যেইভাবে হাশরের মাঠে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালিত করিবে, যেমন তিনি প্রতিটি সবাক প্রাণীকে বাকশক্তি দান করিয়াছেন, অনুরূপভাবে ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হইতে কথা বলাইবেন। প্রাণীকে তিনি যেইভাবে বাকশক্তি প্রদান করিবেন, ঠিক তেমনি সাধকদিগকেও বাক্যস্ফুরণে সক্ষম করিয়া থাকেন। তারপরই প্রকৃত সাধকগণ কথা বলেন, মানুষকে হিতোপদেশ দান করেন। পরম দয়াময় আল্লাহপাক যখন তাহাদের দ্বারা কোন কাজ করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, আল্লাহপাক সারা মাখলুকাতকে যখন শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে মনস্থ করিলেন তখন তিনি নবী রাসূলদিগকে বাকশক্তি প্রদান করিলেন আর মৃত্যুর পর যখন তাহাদিগকে স্বীয় সন্নিধানে ডাকিয়া লইলেন, তখন তাহাদের অনুসারী বা আলেম সম্প্রদায়কে তাহাদের উত্তরাধিকারী করিলেন। এই প্রতিনিধিদের মুখ হইতে আল্লাহ এমন মূল্যবান কথা বাহির করেন যাহা মানুষের জন্য মঙ্গলময়। রাসূল (সঃ) বলেন : 'খাঁটি আলেমগণই হইলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী।' হে লোক সকল! আল্লাহর দানের শোকর আদায় এবং তাঁহারই দানকে স্বীকার কর। কেননা আল্লাহ

www.pathagar.com

বলেন, "তোমাদের প্রাপ্ত নেয়ামত মহান আল্লাহর দান।" হে নেয়ামতের ভুক্তভোগীরা! তোমরা কি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ? হে নেয়ামতের ভ্রান্ত ধারণাকারীগণ! তোমরা তাঁহার নেয়ামতকে অপরের বলিয়া ধারণা করিতেছ, আর এই দানকে তুচ্ছ জানিতেছে এবং অনাস্বাদিত নেয়ামতের প্রত্যাশায় রহিয়াছ। কি আশ্চর্য! তাঁহার নেয়ামত দ্বারাই তাঁহার নিষিদ্ধ পাপ কাজে জড়িত হইতেছ?

হে শ্রোতৃমণ্ডলী! একাকী নির্জনাবস্থায় তোমার সতর্কতা ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তোমার পদস্খলন ঘটিবে ও পাপে নিমগ্ন হইবে। আল্লাহর স্মরণে সর্বদা রত থাক, তাহা হইলে তাঁহার করুণা তোমার স্মরণে থাকিবে। নির্জনবাসে তোমাকে এইরূপ হওয়া দরকার এইজন্য যে, রিয়াকারিগণ সাধারণ মানুষের সামনেও ধর্মভীরুতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তোমাদের দরকার। জনসাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতি ও করণীয় কাজে পদস্খলনের দরুণ ধ্বংস হইয়া যায়। আর সংসার বিরাগিগণ নফসের তাবেদারীতে বিনাশ হয়। আবদালগণ নির্জনবাসে গায়রুল্লাহের চিন্তায় মগ্ন হইলে ধ্বংস হয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্যের চিন্তা-ভাবনা ও অবলোকন মুক্ত থাকাই তাহাদের কর্তব্য। তাহারা আল্লাহর মহান দরবারে শয্যাশায়ী। মানুষকে সৎপথে দাওয়াত দিবার উচ্চাসনে তাহারা অধিষ্ঠিত এবং তাহারা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় লাভের দাওয়াত দিতেছেন এবং বলিতেছেন, হে আত্মা! হে মহান সম্প্রদায়! হে জ্বিন! হে খোদাপ্রেকিগণ! আস, আল্লাহর দরবারে জমায়েত হও। খাঁটি হৃদয় তৌহিদ, মারেফত ও ধর্মপ্রাপ্তির মাধ্যমে রূহানী সফলতা অর্জন করতঃ নিরাসক্তভাবে আল্লাহর সন্নিধানে উপনীত হও।" এই শ্রেণীর অলী-আল্লাহ পথভ্রান্ত মানুষকে আল্লাহর সন্নিধানে পৌছাইবার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

বৎস! নফস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া সকল অলি আওলিয়াগণের পদধূলা নাও। তাহাদের সম্মুখে মৃত্তিকায় পরিণত হও। তখন আল্লাহ তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে—"আল্লাহ মৃত হইতে জীবিত এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করিয়া থাকেন।" আল্লাহ কথিত কুফরীতে রত মাতা-পিতার ঔরসে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাফের মৃত আত্মা এবং মুমেন জীবিত আত্মাসম্পন্ন। আবার তৌহিদ বিশ্বাসী বান্দা জীবিত এবং মোশরেক মৃত। উহার প্রমাণ কোরআনে রহিয়াছে—"আমার সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রথমেই ইবলিসের মৃত্যু সাধিত হইয়াছে।" ইহার মর্ম এই যে,

www.pathagar.com

ইবলিস আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপী সাব্যস্ত হইয়া মৃতের শামিল হইল। আর শেষ জামানা আগত প্রায়। ফলে প্রবঞ্চনা, ছলনা, কপটতা ও মিথ্যায় পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমরা ছলনাকারী, মিথ্যাবাদী ও কুটিল দাজ্জালদের সংস্পর্শে যাইও না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমার আত্মা মিথ্যুক অংশীবাদী দুরাত্মা ও খল হওয়া সত্ত্বেও তাহাকেই তুমি ভাল জান। ইহার তাবেদারী না করিয়া উহাকে অনুগ্রহ করার চেষ্টা কর, উহার বিরুদ্ধাচরণ কর ও বন্দী করিয়া রাখ, উহাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিও না। উহার প্রাপ্য পূরণ কর। সাধনার দ্বারা উহাকে আঘাত কর। কামনা-বাসনাকে দাস করিয়া রাখ। উহার স্বাধীনতার অর্থই হইল তোমার আনুগত্যতা প্রকাশ। প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কোন কিছু করিও না। প্রবৃত্তি জ্ঞানশূন্য শিশুমাত্র। এই জ্ঞানশূন্য কথায় উপকার হওয়ার চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই অনেক। শয়তান হইতে দূরে থাকো! যে তোমার এবং আদি পিতা আদম (আঃ)-এর শত্রু। এই সহজাত শত্রুর অনিষ্টতা হইতে নিশ্চিত হওয়া এবং উহাকে মানিয়া লওয়া কি ঠিক হইবে? তোমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে সে পথ বিচ্যুত করিয়াছিল। সুযোগ পাইলে তোমাদিগকেও পথভ্রষ্ট করিবে। তোমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অঙ্গাবরণ কর। আর তোমাদের সেনাবাহিনী হইল তৌহিদ, সততা, ধ্যান-ধারণা ও আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা। ইহারই প্রতিরোধক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিক। এই শক্তি শয়তান ও তাহার দলবলকে পরাস্ত করিবে। আল্লাহ যখন তোমাদের সহচর অবশ্যই তুমি ইতাদিগকে পরাভূত করিতে সক্ষম। ইহকাল ও পরকালকে একত্রে ফেলিয়া রাখিয়া আন্তরিকতার সহিত আল্লাহর দোসর হও। বস্তু লাভ বর্জন করিয়া আল্লাহর দিকে দৃষ্টি রাখ। আল্লাহকে ছাড়িয়া মাখলুকের দাসত্ব করিও না। পার্থিব সম্পদের মোহ ছিন্ন করিয়া গায়রুল্লাহকে পরিত্যাগ কর। নসিহত মানিয়া লইয়া গায়রুল্লাহর সংস্রব বর্জন করতঃ আল্লাহকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীকে নফসের জন্য এবং আখেরাতকে দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দান কর।

প্রিয় বৎস! কখনও কামনা-বাসনার আজ্ঞাবহ হইও না। আল্লাহ ছাড়া কাহারও পশ্চাদ্বানুসরণ করিও না। ফলে তুমি শ্বাশত সম্পদপ্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহর এমন হেদায়েত নসীব হইবে যাহার ফলে তুমি পথভ্রষ্ট হইবে না।

শ্রোতৃমণ্ডলী! যাবতীয় পাপাচার ত্যাগ করিয়া তওবা সহকারে আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আস, কেননা উহার দ্বারা শাসনাধিকার পরিবর্তিত হয়। এইজন্য আল্লাহকে ভয় করিয়া সত্যিকার তওবার মাধ্যমে পাপাচার বর্জন

www.pathagar.com

কর, খেয়ালীভাবে নহে। ইহা হেদায়েতের কাজ শরীয়ত মোতাবেক বাহ্যিক আমল শুদ্ধ না হইলে অন্তরের কর্ম প্রবাহও সুসম্পন্ন হয়না। বস্তুতঃ মন ও দেহ খাঁচার পৃথক কাজ রহিয়াছে। মানুষ পার্থিব সম্পদ বর্জন করিলেই খোদার প্রতি ভরসা ও প্রভুজ্ঞানের অর্থই সমুদ্রের পাড়ির সূত্রপাত করে। আর মখলুককে ত্যাগ করিয়া স্রষ্টার তালাসে আকাঙ্ক্ষী হয়। অথৈ সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া বলিতে শুরু করে—"আমার প্রভুই পথ প্রদর্শন করিবেন।"

প্রিয় বৎস! রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্যের সহিত আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করিও। হতাশ না হইয়া মুক্তি লাভের পর সুস্থতাকে স্বাগত জানাইও, ফলে পৃথিবীতেই তুমি নির্মল শান্তি ও অনুপম সুখ পাইবে। জাহান্নামের ভয় বিশ্বাসীদের চিত্তকে দংশন করতঃ মুখমণ্ডল বিমর্ষ ও বিবর্ণ করিয়া দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহর করুণা ও অনুকম্পা তাহাদের উপর বর্ষিতে থাকে এবং আখেরাতের পথ উন্মুক্ত হয় এবং পূর্ণ সুখ-শান্তির নিবাস পরিদৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে অন্তর সুস্থির হয় এবং তাহাদের সম্মুখে গৌরবময় আড়ম্বরতার শান্তি ও আনন্দ দ্বার খুলিয়া যায়। তখন খোদা-ভীতি হৃদয়মন জরাজীর্ণ করিয়া দেয়। অতঃপর অনুপম সৌন্দর্যের দ্বার উন্মোচিত হইলে এই জীর্ণতার অবসান ঘটে। এই পর্যায়ে সাধকের দিলের চক্ষু খুলিয়া যায় এবং পূর্ণ শান্তি লাভ করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে রূহানী স্তরসমূহের শীর্ষে আরোহণ করা যায়।

প্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলী! ধন-সম্পদ উপার্জন, আহার-বিহার, লেবাছ-পোশাক সাধ-আহ্লাদ এবং ঘর-সংসারের চিন্তায় বিভোর থাকা অনুচিত। মানব জীবনে এই সমস্তের প্রয়োজন আছে বলিয়া সর্বদা ইহাতে নিমগ্ন থাকা দূষণীয়। স্মরণ রাখ, কেন তোমার হৃদয়ে খোদা প্রাপ্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না? তাঁহাকে না পাওয়ার বেদনা তোমাকে মর্মাহত করিলেই তোমার হৃদয়ে তাঁহার চিন্তার উদয় হইবে। সুতরাং তোমার চেষ্টা-তদবীর, চিন্তা-ধারণা তাঁহারই নিমিত্ত হওয়া উচিত। পৃথিবী বর্জন করিলে ইহার প্রতিফল আল্লাহ আখেরাতে দান করিবেন। আর সৃষ্টি ত্যাগের মাধ্যমেই স্রষ্টার মিলন তরান্বিত হয়। দুনিয়ার পরিত্যাক্ত বস্তুর বিনিময়ে তুমি পরকালে উহার চেয়ে উত্তম বস্তু পাইবে। মনে কর জীবন স্বল্পকালীন। আখেরাত ও মৃত্যুদূতের আগমনের অপেক্ষায় থাক। এই পৃথিবী খোদাপ্রেমিকদের জন্য পান্থশালা এবং আখেরাতেই তাঁহাদের স্থায়ী নিবাস। তথায় চিরদিন থাকিবে।

আল্লাহর নেয়ামত উপভোগের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁহাকে ভালবাস এবং তাঁহার শোকরগোজারী কর। তবে দুঃখ-কষ্টে তুমি তাঁহার

www.pathagar.com

ভালবাসাকে বিসর্জন দিয়া দূরে চলিয়া যাও কেন? প্রকৃত বান্দা কে তাহা পরীক্ষার সময়ই পরিচয় হয়। আল্লাহ প্রদত্ত বিপদাপদে ধৈর্য সহকারে অবিচল থাকিলেই তুমি প্রকৃত আল্লাহ প্রেমিকদের মর্যাদা লাভ করিবে। আর বিপদে অধীর হইলে তোমার ভালবাসার দাবী মিথ্যা জানিবে।

একদা জনৈক ব্যক্তি বিশ্বনবী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে মহব্বত করি।" উত্তরে মহানবী (সঃ) বলিলেন, "তাহা হইলে দুঃখ-কষ্ট ও অভাব সহ্য করিতে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" অপর একদিন জনৈক আগন্তুক বিশ্বনবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহকে অত্যন্ত ভালবাসি।" প্রত্যুত্তরে মহানবী (সঃ) বলিলেন—"তাহা হইলে বিপদাপদের যন্ত্রণা সহ্য করিতে তৈরী হও।"

উপরোক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মহব্বতের সহিত দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন বুজর্গ ব্যক্তি বলিয়াছেন, "দরবেশীর পথ কণ্টক সমাকীর্ণ। ফলে যে কেহই দরবেশ দাবীর উপযুক্ত নয়। এইজন্য দুঃখ-কষ্ট, অভাব অনটন ও দরিদ্রতায় অবিচল থাকাই খোদা ও রাসূলের প্রতি মহব্বতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাই মুমিনগণ প্রার্থনায় বলে—"হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল আমাদিগকে দান কর আর জাহান্নামের অনল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

৫৪৫ হিজরী, পাঁচই শাওয়াল, রোজ মঙ্গলবার, স্থান : মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ

বৎস! তাওয়াক্কুলের সহিত ইবাদতে নিমগ্ন না হওয়ার ফলে তুমি আল্লাহর রহমত হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছ। তুমি ভাল-মন্দকে চিনিতে শিখ। ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করিয়া প্রতারিত হইও না। সত্বরই তুমি নির্যাতিত ও অপমানিত হইবে এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনজনিত জ্বালা পোহাইবে। দুঃখ-কষ্টে পতিত হও নাই বলিয়াই তুমি প্রতারণায় পড়িয়াছ। ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মানের মোহে গর্বিত হইও না। কেননা ইহা ভণভঙ্গুর। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—"তাহারা আমার প্রদত্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া পরমানন্দে যখন গর্বিত তখন আচম্বিৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।"

প্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলী! ধৈর্যাবলম্বনই আল্লাহর নিকট গচ্ছিত ঐশ্বর্যের বাহক। তাই ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। অভাবের তাড়নায় ধৈর্যাবলম্বন করা খাঁটি

www.pathagar.com

মুমিনের লক্ষণ। আল্লাহ প্রদত্ত দুঃখ-কষ্টে প্রেমিকগণ ধৈর্যধারণ করেন। শত বিপদেও তাহাদের হৃদয়ে সৎকাজের দৈব ইঙ্গিত লাভ করেন। তদনুযায়ী ক্রিয়ার ফলে ক্রমাগত বিপদাপদ আপতিত হয়, কিন্তু তাহারা শত বিপদেও অধৈর্য হয় না। আমি অসহিষ্ণু হইলে তোমাদের মধ্যে আমাকে কস্মিনকালেও দেখিতে না। আমি খাঁচায় আবদ্ধ শিকারী পাখির মত। অহরোত্র আমার পদশৃংখল ও চক্ষের আবরণ উন্মুক্ত রাখা হয়, যাহাতে সৃষ্টি জগতের আবেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া নিভৃতে পরম করুণাময়ের সহিত প্রেমালাপ করিতে সক্ষম হই। অধিকন্তু সারাদিন নিজেকে চক্ষু বন্ধ ও শৃঙ্খলিত রাখা হয়, যাহাতে পরদোষ অন্বেষণ না করি ও অন্যত্র সরিয়া যাইতে অপারগ হই। ইহা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই সাধিত হয়। কিন্তু ইহা তোমরা অনুধাবন কর না।

এই শহরের অত্যাচার, অবিচার, কপটতা, আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা পাপ কার্যে আসক্তি, বক ধার্মিকতা, শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞা, বাহিরে সাধুতা, ভিতরে কপটতা, অন্তরে মোনাফেকী ও বাহিরে ধার্মিকতা ও রিয়াকারিতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শরীয়তের পাবন্দের দরুন আমি তোমাদের অন্তরের গোপনীয় বিষয়াবলী প্রকাশ করিতেছি। আমি চাই আধ্যাত্ম সাধনার সুবিশাল প্রাসাদ রচনা করিতে। এইজন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিকতা ছাত্রদের পর্যাপ্ত শিক্ষার প্রয়োজন। আমার সমুদয় অভিপ্রায় আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়ের উপর বিসর্জন দিয়াছি বলিয়াই পাপপূর্ণ শহরে বসবাস করিতে পারিতেছি। আমার জানা বিষয়াবলি আমি সামান্য পরিমাণই প্রকাশ করি এবং তোমাদের ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান মুহূর্তে ধৈর্যধারণের জন্য নবী-রাসূলগণের মত শক্তির দরকার। তজ্জন্য আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রোতৃমণ্ডলী! পৃথিবীর সুখ-শান্তির নিমিত্তই তোমাদের পয়দায়েশ নহে, আল্লাহর অপছন্দনীয় অভ্যাসাদি পরিত্যাগ কর। মৌখিক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নহে, ইহার সঙ্গে তৌহিদের আমল চাই। কলমা পাঠ করা, তদনুযায়ী আমল করা ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান। পাপ, গোমরাহী, সীমালঙ্ঘন, সৎকাজে অনীহা ও পাপে আসক্তি, নামাজ-রোজা, দান-খয়রাত বর্জন করতঃ মৌখিক তৌহিদ স্বীকার করা ও রেসালতকে মান্য করাও অনর্থক। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিয়া তুমি মুসলিম হওয়ার দাবী করিয়াছ মাত্র। ইহার সমর্থনে প্রমাণের প্রয়োজন শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালন করা, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন করা, অদৃষ্টকে মানিয়া নেওয়া, এই সকল কাজ আল্লাহর

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা, আন্তরিকতার সহিত আমল করা আর সুন্নাহর পাবন্দি করা ব্যতীত প্রমাণ সাব্যস্ত হইবে না।

হে লোক সকল! সঙ্গতি অনুসারে কম-বেশী ধন-সম্পদ দীন-দুঃখী মানুষকে দান কর। দানশীলতা আল্লাহর প্রিয় গুণ। সুতরাং ভিক্ষুককে বিমুখ করিও না। ভিক্ষুক আল্লাহর মেহমান। দানের ক্ষমতার শোকর-গুজারী করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার কর। গচ্ছিত ধন সর্বদাতা আল্লাহর নিকট বখীলীর সীলমোহর করিয়া যাওয়া বড়ই পরিতাপের কথা। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমার ক্রন্দন ও উপদেশ হইয়া থাকিলে তোমাকে নরম অন্তঃকরণের অধিকারী হইতে হইবে। দ্রুত জিনিসগুলির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে তাকাইবে এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উহার ক্ষমতা অনুযায়ী পূণ্যকাজে নিয়োগ করিবে। আমার উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্বে তোমার অন্তঃকরণকে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিদ্যা, বংশ-গৌরব হইতে পবিত্র করিয়া লইবে। তবেই তোমার হৃদয়কে আল্লাহর দান, দয়া, করুণা ও রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইবে। ক্ষুধার্ত বিহঙ্গ যেমন প্রত্যুষে বাসা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় উদরপূর্ণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে, তদ্রুপ তুমিও জীবিকা প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহর নূর দ্বারা স্বীয় কলবকে আলোকিত কর। বিশ্বনবী (সঃ) বলিয়াছেন—"মোমেন বান্দার অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর। কারণ সে আল্লাহর নূরের দ্বারা অবস্থা দেখে। এমনকি তোমার নেফাক, শেরেকী, জাহের-বাতেন, আত্মার দুষ্কার্য ইত্যাদি জানে। খোদাপ্রেমিক পীর মুর্শীদ ছাড়া কামিয়াবী আসে না।

জনৈক ব্যক্তি বড়পীর (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাত্মন! অন্তরের এই অন্ধকার কতদিন চলিবে? বড়পীর (রহঃ) উত্তর করিলেন—"তুমি কামেল পীরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার চৌকাঠকে বালিশরূপে গ্রহণ কর, সকল কু-ধারণা ত্যাগ করতঃ মঙ্গল ধারণা পোষণ করিয়া তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী বিস্বাদ ঔষধ স্বীয় পরিজনসহ পান কর। তাহা হইলেই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবে।" প্রিয় বৎসগণ! আল্লাহর সম্মুখে মস্তক নত করিয়া স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ তাঁহার নিকট বল এবং সৎকাজকে নিজের বলিয়া ধারণা করা হইতে বিরত থাক। মুসাফিরের বেশে দয়াময়ের সামনে হাজির হও এবং যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার নিকট মিনতি জানাও আর নিজের দোষত্রুটির জন্য ক্ষমতা প্রার্থনা কর। উন্নতি, দান ও প্রতিদান, কেবল আল্লাহর হাতেই নিহিত। এই ধারণার ফলে তোমার দিলের অন্ধকার দূরীভূত হইবে এবং জাহেরী ও বাতেনী চক্ষু খুলিয়া যাইবে।

www.pathagar.com

জানিয়া রাখ, বৈরাগ্যের পোশাকে কোন মহত্ত্ব নাই, বরং মনোসংযমের ভিতরই মহত্ত্ব নিহিত। সংসারের আসক্তি বর্জনেই অন্তরের গোপন প্রদেশে সাধুতার রূপ ফুটিয়া উঠে। ফলে অন্তরের অন্তঃস্থল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা আল্লাহর দয়া ও করুণার উপর পতিত হইয়া দুঃখ-দুর্দশাহীন নতুন জীবন লাভ করে। এই সময় অশান্তি, ভয়-ভীতি, অভাব ও দূরত্ব-নৈকট্য, সচ্ছলতা, নির্ভরতা, আনন্দ ও শান্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

ভাতৃগণ! নির্ধারিত তদকীরের লোভ বর্জন করিয়া সংযমশীলতার আশ্রয় গ্রহণ কর। আহার্য গ্রহণের পর ক্রন্দনশীল ও হাস্যপূর্ণ্য ব্যক্তি এক সমান নয়। আল্লাহর দিকে প্রণত অবস্থায় তোমার নির্ধারিত আহার্য গ্রহণ কর। ফলে আহার্যের অনিষ্টতা হইতে মুক্ত থাকিবে। যে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞাত, তাহা স্বেচ্ছায় ভক্ষণ না করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা লওয়া শ্রেয়। তোমাদের দিল অত্যন্ত শক্ত। তোমরা তোমাদের মধ্যে সংরক্ষিত সম্পদের হেফাজত করিতেছ না। মূল্যবান আমানতের অপচয়ের জন্য বড়ই আক্ষেপ। আমানতের খেয়ানতে পরিণামে চোখের পানিতে ভাসিবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হইবার ফলে আল্লাহর রহমতও বন্ধ হইয়া যাইবে। সৃষ্ট বস্তুসমূহও তোমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিবে এবং তাহাদের করুণা ও অনুকম্পা রহিত হইবে।

ভ্রাতৃগণ! অবনত মস্তকে আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁহার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর ও বেদনাদায়ক। অহঙ্কার ও বৃথা আস্ফালনকারীদিগকে প্রমত্ত অবস্থায় গ্রেফতার করা হইবে। আল্লাহই আসমান জমিনের উপাস্য। কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার নিয়ামতসমূহ গ্রহণ কর। সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দুঃখে ধৈর্যাবলম্বন ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ মান্য কর। অতীতে নবী, রাসূল, সাহাবা ও পুণ্যবানগণ তাহাই করিয়াছেন। বিপদে ধৈর্যাবলম্বন ও কষ্টের সময় তওবা করাই ছিল তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর অবাধ্য হইয়া পাপাচারে লিপ্ত হইও না। সীমা লংঘন না করিয়া তাঁহার নির্দেশ পালন কর। নফসের সহিত যুদ্ধ কর। নফসই দুঃখ-কষ্টের মূল। মূলতঃ আল্লাহই ন্যায় বিচারক। মউত, কবর, হাশর, মিজান, পুলসিরাতের কথা স্মরণ করিয়া এবং আল্লাহর নিকট হিসাব দিবার কথা চিন্তা করিয়া মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। আর কতদিন নফস ষড়রিপুর প্ররোচনায় লিপ্ত থাকিবে? আদরের সহিত কোরান, হাদীস ও শরীয়তের বিধান পালন কর। উদাসীনতা ও অজ্ঞানতা বশে মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন হইও না। ভালকে গ্রহণ এবং মন্দকে পরিহার কর। আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। মসজিদে অবস্থান করিয়া মহানবী

www.pathagar.com

(সঃ)-এর প্রতি দরুদ পাঠ কর। মহানবী ঞসঃ) বলিয়াছেন—'আকাশ হইতে অগ্নিবর্ষণ কালে মসজিদে অবস্থানকারীগণই রেহাই পাইবে।'

নামাযের গাফলতির দরুন আল্লাহর সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ)-বলিয়াছেন—"সিজদারত অবস্থায় বান্দাগণ আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভে কৃতার্থ হয়।" কিন্তু নিতান্ত পরিতাপ এই যে, তোমরা অনর্থক পূণ্যকর্ম হইতে বিরত থাকিতেছ। তোমাদের ইহা টালবাহানা, অবাধ্যতা ও প্রতারণা মাত্র। অত্যন্ত ভাল হইত যদি অনুরাগ ও সাহসিকতার সহিত পূণ্য কাজে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিতে। পথ প্রদর্শকগণের সুচিন্তিত পন্থা অনুসরণ করিতে এবং আল্লাহর নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে। প্রকৃত পূণ্যশীলগণ পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এই যুগ বিদায়ের—ঐশ্বর্যের নহে। এই যুগে রিয়া, কপটতা, পরধন হরণের তৎপরতা বেশী। এই লোকগণ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি শুধু রিয়ার বশে করে— আল্লাহর পরিতুষ্টির জন্য নহে। জগতের অধিকাংশ লোক সৃষ্টিকে লইয়া ব্যস্ত। তাহাদের ইবাদত-বন্দেগী খালেস আল্লাহর জন্য নহে।

আমাদের অন্তর মৃত, কিন্তু নফস ও রিপুসমূহ জীবিত। এইজন্য পার্থিব সম্পদের জন্য আমরা উদগ্রীব। সৃষ্টবস্তুর সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া আল্লাহর ইবাদতের মধ্যেই প্রকৃত অন্তরের জীবন। আল্লাহর নির্দেশ পালন নিষেধাবলী বর্জন এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন প্রকৃত আন্তরিক জীবনের রূপরেখা। হে লোকগণ! অদৃষ্টের উপর আত্মসমর্পণ কর। কাজের ভিত্তির উপরই সৌধ নির্মিত হয়। ইহার জন্য যত্নবান হও। সৎকাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সৎকর্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকা এবং তওবার মাধ্যমে পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করা শয়তানের মৃত্যুর পরিচায়ক ও ঈমানের নবজীবনের ধারক। কেননা এক ঘন্টার সৎচিন্তা ও গবেষণা সারারাত্রি ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তোমাদের নগণ্য কাজও আল্লাহর নিকট প্রিয়। তোমাদের চাইতে উত্তম কেহই হইবে না। তোমরা নেতা এবং অন্যান্যরা অনুগামী। নফস ও বৃত্তির দাস হইলে কখনো উন্নতি সাধিত হয় না। রিয়া, কপটতা, পরশ্রীকাতরতার দরুন রুহানী স্বাস্থ্য লাভ ঘটে না। আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি কর। ইহার দ্বারা রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ প্রার্থনা কর—"হে আল্লাহ! আমাদিগকে সুস্থ-সবল কর। দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কর এবং জাহান্নামের আজাব হইতে মুক্তি দান কর।"

www.pathagar.com

তৃতীয় বক্তৃতা

৫৪৫ হিজরী, ৮ই শাওয়াল, রোজ শুক্রবার, স্থান : মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ

হে অভাবী ব্যক্তি! সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা পরিহার কর। অন্যথায় ইহা তোমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। হে রুগ্ন ব্যক্তি! তুমিও সুস্থতার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। হয়ত ইহাই তোমার ধ্বংসের কারণ হইবে। তোমার সাধনালব্ধ ফল রক্ষা করিলে উপকৃত হইবে। আর অত্যধিক লালসার বশবর্তী না হইয়া লব্দ বস্তুতেই পরিতৃপ্ত হও। আল্লাহ স্বীয় প্রদত্ত ভিক্ষার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তরে আল্লাহর ইচ্ছা প্রার্থনাভাব দেখা দিলে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইয়া যায় এবং করুণাধারা বর্ষিত হয়। দুনিয়ায় আখেরাতের শান্তি লাভ, ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রার্থনা করা দরকার। আল্লাহর নিকট ধন সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা করিও না। ইহাতে তোমার উপরও তাঁহার কঠোর বেদনাদায়ক পাকড়াও বর্ষিত হইতে পারে। মুখে ও অন্তরে, কাজে ও কর্মে, কথা-বার্তায়, জনসমাজে ও নির্জনতায় তোমাকে প্রকৃত মুমিন হইতে হইবে। আল্লাহর নিমিত্ত ইবাদত না করা কপটতার শামিল। এজন্য কটুক্তি, হীনমন্যতা ও কদর্য কার্যাবলীর জন্য তওবা কর। তোষামোদ পরিত্যাগ কর। ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাগণ দুনিয়ার মোহজাল ছিন্ন করিয়া শত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া এবং জাহান্নাম বিস্মৃত হইয়া আর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপেক্ষা করিয়া তওবা সহকারে আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে। তাহারা দুনিয়া ও ইহার অধিবাসীবৃন্দকে ত্যাগ করিয়া, পরকালবাসীদের সহচর হইয়া যায়, তাহাদের সাহচর্যে দয়াময় মাওলার দীদার লাভে কৃতার্থ হয়। আল্লাহর স্মরণে সর্বদাই তাহাদের অন্তঃকরণ নিরত থাকে আর যাত্রাপথের সমুদয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া আল্লাহ পাকের এই আশ্বাস ও সতর্ক বাণী শ্রবণ করে, "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণে রাখিব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হইও না।" আর তাহাদের স্মরণে শ্রোতাকে আল্লাহর এই বাণী ধাবমান করিয়া তোলে, "আমি স্মরণকারীদের সঙ্গী।" আল্লাহর যিকিরেই তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়া থাকে ও পরম শান্তি হাসিল হয়। আমলহীন এলেম এবং লোভ-লালসা কুসংসর্গ হইতে দূরে থাক। তুমি কাজ কর। কেননা তোমার এলেম স্বতঃই তোমাকে বলে— "তুমি আমার অনুসারী না হইলে আমি তোমাকে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ করিব না। আর আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিলে আমি সাক্ষী থাকিব।" হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বনবী (সঃ) বলেন, "বা-আমল এলেমই টিকিয়া থাকে। অন্যথায় ইহার স্বরূপ ও বরকত অন্তর্হিত হয়। শূন্যে পরিশ্রম পড়িয়া থাকে।

www.pathagar.com

ইহার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয় না। আমল এলেমের শির স্বরূপ, মস্তিস্কহীন দেহের কোন মূল্য আছে কি?"

প্রিয় শ্রোতৃমণ্ডলী! আনুগত্য ও পায়রবীর মাধ্যমেই মহানবী (সঃ)-এর প্রতি মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর উহার ফলেই বান্দার কর্মানুষ্ঠান দয়াময় আল্লাহর কবুলিয়াত লাভ করে, তুমি কি অদৃশ্য আহ্বান শুনিতে পাইতেছ না? প্রাণ ও হৃদয়ের কর্ণে শ্রবণ করিয়া কর্মের মাধ্যমে বিদ্যাদানকারীদের আজ্ঞা পালন করিলে পরম প্রভুর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইবে। শরীয়তের কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অন্তরে বাতেনী এলেমের ধারা প্রবাহিত হয় ও অন্তর্লোক সৎজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। জ্ঞান ও মনীষার দ্বারা পারিপার্শ্বিকতার উপকার সাধনই হইল উহার যাকাত আদায়স্বরূপ। আর ধৈর্যাবলম্বের মাধ্যমে পুণ্যশক্তি অর্জন কর। ধৈর্যশীলগণই আল্লাহর অসংখ্য পুরস্কার লাভ করে। হালাল জীবিকা অবলম্বন কর এবং ধর্মকে উপার্জনের অবলম্বন ণানাইও না। প্রকৃত বিশ্বাসীদের সৎ উপার্জন সিদ্দিকগণের রত্নসম্ভার তুল্য। মুমিনগণ উপার্জিত বস্তু সচ্চরিত্রদিগকে, গরীব ও দুঃস্থদিগকে, সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনে উপঢৌকন, সাহায্য ও দয়াস্বরূপ ব্যয় করেন আর এই দয়া প্রদর্শনই আল্লাহর প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভের উপাদান। এই প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সঃ) বলেন, "আল্লাহর পরিবার-পরিজন হইল বিস্তৃত মানবজাতি। সুতরাং তাঁহার পরিবার-পরিজনের উপকারকারীই তাঁহার নিকট প্রিয়।" সাধারণ মানুষ মনে করে যে, খোদাপ্রেমিকগণ অন্ধ, বধির, মূক ও অজ্ঞ। কেননা তাহারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অপর কিছুই শ্রবণ করে না, আল্লাহর রূপ ছাড়া কিছুই দেখে না, আর আল্লাহর দীদারে সে তন্ময়। খোদাভীরুতা তাহাকে প্রেমাস্পদের শৃংখলে বন্দী করিয়াছে। প্রেম-প্রীতির দরুনই তাহার বহির্দৃষ্টিতে অবকাশ হয় না, তাহাদের দৃষ্টি সম্মুখগামী—পশ্চাদগামী নহে। সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ, জীব, জন্তু, জ্বীন, মানুষ ও ফেরেশতামণ্ডলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাদের ভৃত্য ও পরিচর্যাকারী। খোদা প্রেমে অভিষিক্ত বান্দাগণ তাঁহার করুণা ও প্রেমের বারি পান করেন এবং রহমতের আহার্য গ্রহণ করেন। তাহারা সর্বদাই ভিন্ন জগতে অবস্থান করেন। মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের আদেশ ও নিষেধ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই আজ্ঞা পালনকারীগণই রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃত প্রতিনিধি। পূণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুণের মর্যাদা রক্ষা করা তাহাদের স্বভাব। প্রবৃত্তি ও নফসের প্ররোচনায় তাহারা বিভ্রান্ত হয় না, তাহাদের ভালবাসা-শত্রুতা কেবল আল্লাহর জন্য। তাহাদের আপাদমস্তকে আল্লাহই বিরাজমান। এই অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পূর্ণ সাফল্য ও পরিত্রাণ

www.pathagar.com

লাভ করিয়া পূর্ণ ভালবাসার অধিকারী হইয়াছেন। সমস্ত মাখলুকের ভালবাসা তাহাদের প্রতিই বর্ষিতে থাকে। হে আল্লাহ বিস্মৃত ব্যক্তি। হে ভণ্ড তপস্বী ও কপটাচারী এবং কারুনের অনুরক্ত! স্বাভাবিক অবস্থার স্থিতিশীলতাই তোমাকে প্রকৃত প্রেমিকের মর্যাদা দান করিবে। কঠোর সাধনার দ্বারা ষড়রিপুকে প্রদমিত করিয়া অন্তরলোক নির্মল করিতে পারিলে আল্লাহ প্রেমিকদের উচ্চতর মর্যাদায় সমাসীন হইতে পারিবে। অবনত মস্তকে তওবা কর, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হও। তাহা না হইলে মর্যাদা লাভ ও সৎপথ প্রাপ্তির আশা করা বৃথা।

প্রিয় শ্রোতৃবৃন্দ! আমি সত্য প্রচারে তোমার সহিত কটু কথা ও রূঢ় ব্যবহার করিতেছি। ধর্মীয় উপদেশ ছলে তোমার সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি না। কারণ তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ ও শত্রুতা নাই। অবশ্যই আমি প্রবাস জীবন, কঠোর সাধনা, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া জ্ঞানার্জন করিয়াছি। আমার মুখ নিঃসৃত বাক্যকে আল্লাহর তরফ হইতে আগত উপদেশ হিসাবে গ্রহণ কর। কেননা তিনি বাকশক্তিদাতা। আমার সন্নিধানে আসিবার সময় স্বীয় আমিত্ব, লোভ-মোহ, কামনা-বাসনা বিস্মৃত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আসিও। আমার অবস্থা সৃষ্টি পদার্থের অতীত। সুতরাং আমার অনুসারী ও অনুগামিগণ অবশ্যই আমার সমপর্যায়ে উন্নীত হইবে। বিশ্বনবীর শিক্ষা আল্লাহর দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে আর অলী-আল্লাহগণের শিক্ষা হাদীসে রাসূল (সঃ)-এর দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়াছে। অলীগণ নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রিয় অনুগতগণ! আল্লাহর কথা চির সত্য ও অবিনশ্বর। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন ইহাতে কোন মাধ্যমই ছিল না। আর মাধ্যম ছাড়াই মূসা (আঃ) তাহা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনুরূপভাবে বিশ্বনবী (সঃ)-এর সহিত তিনি বিনা মাধ্যমে পবিত্র কালাম বলিয়াছেন। পবিত্র কোরআন শরীফ বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। আল্লাহপাক বিজ্রাঈল (আঃ)-এর মারফতে উহা বিশ্বনবী (সঃ)-কে পৌছাইয়াছিলেন। তাই প্রার্থনা করিতেছি, হে দয়াময়! সকলের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সৎপথ প্রদর্শন কর। তোমার অসীম করুণাবারি সিঞ্চন কর। আমীন!

ওহে দুর্ভাগা! বৃথা বাক্য পরিহার কর। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নিরপেক্ষ ভাবিও। দুনিয়া ও আখেরাতের ফলপ্রসূ কার্যে আত্মনিয়োগ কর। অতি সত্বরই তোমার পরিণাম পরিদৃষ্ট হইবে আর আমার বাক্য মনে পড়িবে। দ্রুত অস্ত্র সঞ্চালনের সময় শিরস্ত্রাণহীনভাবে আঘাততে প্রতিহত করা কিছুতেই সম্ভব নহে। আহতের আস্বাদ তখন বিস্বাদ ঠেকিবে। আর পৃথিবীর

www.pathagar.com

চিন্তা, পৃথিবীর আমোদ আহ্লাদ অন্তরে স্থান দিও না। কেননা, তুমি সত্বরই রিক্ত হস্তে দুনিয়া ত্যাগ করিবে। বিশ্বনবী (সঃ) বলেন, "আখেরাতের সুখ বিলাসই প্রকৃত সুখ-শান্তির ফোয়ারা।" দুনিয়া অর্জনের বাসনা ও সংসারাসক্তি এবং আকাঙ্খাকে দমন করার নাম সংসার বিরাগ। সত্যসঙ্গীদের সংস্পর্শ দৃঢ় করিযা অসৎসঙ্গ বর্জন কর। অসৎ আত্মীয় প্রতিবেশী অপেক্ষা সৎ মুসাফির ও অপরিচিত ব্যক্তি অধিক উত্তম। কেননা, সম্পর্ক স্থাপন আত্মীয়তার জন্ম দেয়। আর আত্মীয়তা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এই অসৎ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বন্ধুত্বের পরীক্ষা সহকারে সম্মুখে অগ্রসর হও। কোন অলীকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল—আত্মীয়তার স্বরূপ কি? তিনি বলিলেন—"ভালবাসাই আত্মীয়তার স্বরূপ।"তোমার তকদীরের বস্তু বিনা আয়াশেই তোমার করায়ত্ত হইবে, পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধানের দরকার হইবে না। তকদীরে যাহা নাই উহার জন্য শত চেষ্টাও নিস্ফল হইবে। বিশ্বনবী (সঃ) বলেন নাই যে এমন বস্তু অন্বেষণ করাও আল্লাহর অন্যতম আজাব বিশেষ।

ভ্রাতৃগণ! সৃষ্টির ভিতরই কৌশলী স্রষ্টার পরিচয় রহিয়াছে। সৃষ্টির অবলোকন স্রষ্টার দরবারে পৌছিবার সহায়ক। আর আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন খাঁটি মুমিনদের দুইটি অন্তর চক্ষু ও দুইটি বাহ্যিক চক্ষু-রহিয়াছে যাহার দ্বারা জাগতিক বিষয়বস্তু ও পারলৌকিক বস্তুসমূহ অবলোকন করিয়া অন্তরের আবরণ উন্মোচন করত : আল্লাহর দীদার লাভে কৃতার্থ হয়। তখন তাহারা প্রভুর সান্নিধ্য হাসিল করিয়া প্রেমাস্পদের মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং তাহাদের সম্মুখ হইতে গোপনীয় পর্দা সরিয়া যায়। যাহার মন পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্ত, যাহার হৃদয় প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনামুক্ত, যে পার্থিব সম্পদ বর্জনকারী, যাহার সম্মুখে বহুমূল্যবান রত্নরাজি মূল্যহীন, কেবল মাত্র তাহারই অন্তদৃষ্টি লাভ হয়।

হে অনুসারীগণ! তোমরা আমার অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্তার বিমূর্ত প্রকাশ কথাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন কর। জানিয়া রাখ, স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির অন্বেষায় গা ভাসাইয়া দিও না। আল্লাহর নিকট তোমার অভিযোগ পেশ কর। অন্যের কোন ক্ষমতা নাই। রোগ-শোক, দান-সদকা, বিপদাপদ, গোপন ভেদ সংগোপন রাখাই মঙ্গল। এজন্য দক্ষিণ হস্তের দান-খয়রাত বাম হস্ত যেন না জানে। আর সংসার কল্যাণে যে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে সে-ই সফলকাম হইয়াছে। আল্লাহ দোজখের অনল হইতে রক্ষা করিয়া যেমন মুমিনদিগকে পুলসিরাত পার করাইয়া দিবেন তেমনি তিনি যাহাকে ইচ্ছা সংসার সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ দান করেন। আল্লাহ বলেন, "দোজখের

www.pathagar.com

উপর অবস্থিত পুলসিরাত পার হইবে না, এমন কোন লোক নাই।" আল্লাহপাক উহাকে নিজের কাছে নির্ধারিত অপরিহার্য আবশ্যক বলিয়া স্থিরিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

চতুর্থ বক্তৃতা

৫৪৫ হিজরী, ৬ই শাওয়াল, রোজ শনিবার, স্থান : ঈদগাহ মঞ্চ

প্রিয় বৎস! যে সকল মুমিন বান্দা পৃথিবীর প্রতি নিরাসক্ত ও সরল, অবাধে তাহারা পুলসিরাত অতিক্রম না করা পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশে দোজখ শীতল থাকিবে। যেরূপ নমরূদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড আল্লাহর আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি শীতল হইয়াছিল। রোজ হাশরে মুমিন বান্দাদের প্রতি দোজখের আগুনও শীতল হইয়া যাইবে। আল্লাহর প্রিয়পাত্রগণ সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় না। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আঃ)- কেও নীল নদে নিমজ্জিত করেন নাই। কাহাকেও অনুগ্রহশীল করা, অফুরন্ত রিজিক দান করা, সম্মানিত ও অসম্মানিত করা, আল্লাহরই হাতে নিহিত। মূলতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তাঁহার দরবারে আত্মসমর্পণ করে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা সৃষ্টির পরিতোষণকল্পে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডাকিয়া আনিতেছে। পার্থিব সম্পদের মোহে পরকাল বিনষ্ট করিতেছ। অচিরেই তোমরা গ্রেফতার হইয়া যাইবে। ইহা মুমিনদের জন্য ভীষণ বেদনাদায়ক ও কঠোর হইবে। জানিয়া রাখ, তোমাকে রাজকীয় পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া রোগ-শোক ও দরিদ্রতায় নিপতিত করিয়া, সৃষ্ট পদার্থের নিকট অপদস্থ করিয়া এবং সৃষ্ট জগতকে তোমার প্রতিপক্ষ করিয়া বিভিন্নভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে গ্রেফতার করিবেন। সুতরাং নিদ্রাচ্ছন্নতা বর্জন করিয়া আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সচকিত হও। গোমরাহিতে বেভুল থাকিও না।

হে উদাসীন! ত্বরিৎ গতিময়তা পরিহার করিয়া ধীর-স্থিরতা অবলম্বন কর। দ্রুতগামীর বিপদে কিংবা ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া অবধারিত। তাড়াহুড়া শয়তানের কর্ম। আর ধীর-স্থিরভাবে বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হওয়া আল্লাহর স্বভাবে পরিগণিত। পার্থিব লোভ-মোহ ও লালসা তাড়াহুড়াকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে। কিন্তু স্বল্পে পরিতুষ্টি এমন পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার যাহা কখনও নিঃশেষ হইবার নহে। তকদীরে নির্ধারিত বস্তুনিচয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। বৃথা ছলনার আবর্তে ঘুরপাক খাইও না। দুনিয়ার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া এবং বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের সহিত সুউচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিলে আল্লাহর পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। তখন আল্লাহ তোমাকে পথ

www.pathagar.com

দেখাইয়া দিবেন। চর্ম চক্ষে পৃথিবীর রূপ অন্তর চক্ষে পরকালের লীলা-বৈচিত্র্য অবলোকন করিবে এবং কলবের নূরের চক্ষে আল্লাহ ব্যতীত সমুদয় জগত তোমার নিকট তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে হইবে। আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই মর্যাদাশীল ও গৌরবময়রূপে প্রতীয়মান হইবে না। এই নিরাসক্তির ফলে তোমার গৌরব বহুগুণে বর্ধিত হইবে।

বন্ধুগণ! তোমরা পৃথিবী তালাসের ক্ষেত্রে কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর ন্যায় হইও না। কেননা অন্ধকারে কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর হাত বিষধর সর্প অথবা কাষ্ঠখণ্ডের উপরও পতিত হইতে পারে। তোমরা পৃথিবীরূপ অরণ্যে কৃষ্ণপক্ষের অমাবশ্যার রাত্রে কাষ্ঠ সংগ্রহকারীর মত করিতেছ। উহাতে নরখাদক হিংস্র জন্তু ও বিষধর সরিসৃপ ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। সুতরাং ধর্মভীরুতা, তৌহিদ, শরীয়ত ও নির্ভলশীলতার সূর্যালোকে তোমার কাজকর্ম ও চিন্তা-ভাবনাকে নিয়োজিত কর। তাহা হইলে নফসে আম্মারা, ষড়রিপু, অংশীবাদ ও বিতাড়িত শয়তানের হিংস্র ছোবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

প্রিয় অনুসারী! খোদাভীতি হইল মারেফতের চাবি। মারেফতের বন্ধ দরজা খুলিতে হইলে খোদাভীতি অন্তরে বদ্ধমূল কর। আল্লাহ নিজেই বলেন—"যে লোক আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাহার নিষ্ক্রমণের পথকে সহজ করিয়া দেন এবং এমন বিকল্প আহার্য প্রদান করেন যাহা তাহার অকল্পনীয়।" প্রিয় সাথীরা! তোমরা কি বদ্ধ দুয়ার খুলিতে চাহ না?

আর আল্লাহর ক্রিয়া-কলাপে অনুযোগ প্রদর্শন কর? জান-মাল, সহায়-সম্পদ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেইগুলির বিবর্তনে কূটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিও না। আল্লাহ প্রদত্ত তকদীরে নির্দেশ জারী তোমার কাজ নহে বরং ইহা লজ্জাস্করও বটে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দয়া তোমার বেশী, না প্রতিপালক আল্লাহর বেশী? অথচ তুমি তাঁহার দাসানুদাস মাত্র। জীবন-মরণে আল্লাহকে সঙ্গে পাইতে চাহিলে নির্বাক হইয়া যাও। খোদাপ্রেমিক সাধকগণ সর্বদা বিনয়াবনত সুশীল চরিত্রের অধিকারী হন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কোন কিছু করেন না এবং পদচালনা করেন না। তাহারা ঐশী নির্দেশ ছাড়া প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মও সম্পাদন করেন না। অলী-আল্লাহগণ আল্লাহর মিলনকে প্রতিনিবৃত করিতে পারেন না। দৈহিক ও আন্তরিক মিলন ছাড়া পরিপূর্ণ শান্তি লাভ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং হে আল্লাহ! আখেরাতে তোমার দীদার ও নৈকট্যে আমাদিগকে পুলকিত করিও। আর আমাদিগকে তাহাদের দলভুক্ত কর, যাহারা সর্বত্যাগী অবস্থায় তোমার নিকট আত্মবিসর্জন করিয়াছে এবং পরিতুষ্ট রহিয়াছে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রদান করতঃ আমাদিগকে জাহান্নামের আজাব হইতে রেহাই দাও। আমীন!

www.pathagar.com

পঞ্চম বক্তৃতা

৫৪৫ হিজরী, ২৫শে শাওয়াল, রোজ সোমবার, স্থান : মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ

হে নিঃস্ব-নিরাশ্রয়, শূন্যহস্ত-কাঙ্গাল, অবহেলিত, ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত! হে ক্ষুৎপিপাসায় উৎকণ্ঠিত প্রাণ! তুমি এই ধারণা করিও না যে, আল্লাহ তোমাকে ঋণগ্রস্ত, অভাবী ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছেন। আর এই চিন্তাও অন্তরে স্থান দিওনা যে, আল্লাহ তোমার নিকট হইতে পৃথিবীকে বিমুখ করিয়া প্রবঞ্চিত অবস্থায় সর্বহারারূপে চির অশান্তিতে ফেলিয়াছেন, সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তির কিছুই দেন নাই, তোমাকে পরপদানত করিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন, দুনিয়াতে তোমার কোনই প্রয়োজন নাই, কর্তৃত্ব নাই।

পক্ষান্তরে তুমি এই ধারণা পোষণ করে যে, হে দয়াময় আল্লাহ! আমাকে ছাড়াও তুমি অগণিত মানুষকে আমার মত নেয়ামত দান করিয়াছ। তাহারা অহরাত্র তোমার নিয়ামতসমূহ উপভোগ করিতেছে। সুখ-শান্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-দৌলতে সর্বদিক দিয়াই তাহারা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ আমি তাহাদেরই মত তোমার একজন বান্দা। তাহারা যেই আদম ও হাওয়ার বংশোদ্ভূত তেমনি আমিও সেই বংশ হইতে উৎসারিত। কিন্তু আজ আমার ও তাহাদের মধ্যে আসমান-জমিনের প্রভেদ বিরাজ করিতেছে।

হে নিঃস্ব ও হৃৎসর্বস্বের দল! তোমাদের সহিত আল্লাহর এই আচরণের অর্থ এই নহে যে, তোমাদিগকে স্নেহ-মমতা করেন না কিংবা ভালবাসেন না। মূলতঃ তাহার কারণ এই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অসীম, অফুরন্ত রহমত ও করুণা সদা-সর্বদা বর্ষিত হইতেছে। আল্লাহর নিকট তোমরাই সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। তুমি মৃত্তিকাহীন সুবিশাল সুন্দর পৃথিবীর অধিবাসী। আল্লাহর প্রতি আত্মনির্ভরশীলতা, রেজামন্দি, সন্তুষ্টি, ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সহিত ঈমানের বৃক্ষকে সুদৃঢ় কর, ক্রমে উহা ঊর্ধ্বে উন্নীত হইবে এবং শাখা পল্লবে বিস্তৃত হইয়া ফুলে-ফলে সুশোভিত হইবে। উহার বর্ধিষ্ণু প্রতিবিম্ব বিস্তীর্ণ এলাকাকে ছায়া দান করিবে। সেই বৃক্ষের সেবা ও যত্ন, পানি সিঞ্চন ও পতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত নহে। স্বয়ং আল্লাহই ইহার ব্যবস্থাপক।

তোমাদের জন্য তিনি পরকালে এমন সব পুরস্কার রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কাহারও অন্তরে উহার কল্পনাও জাগরিত হয় নাই। উহার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে ও সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে। আমীন!

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কারামত

সাধারণতঃ মানব প্রকৃতির পরিপন্থী যে সব কার্য আল্লাহর নবী বা রাসূলগণ হইতে সংঘটিত হয় তাহাকে মু'জিযাহ এবং অলি-আল্লাহ ও মহাসাধক দরবেশগণ হইতে যাহা সংঘটিত হয় তাহাকে কারামত বলে। তবে যাহাদের দ্বারা এই মু'জিয়াহ বা কারামত সংঘটিত হয় তাঁহারা আপন কোন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য কোন সময়ই ইহা করেন না। বরং তাহাদের অজ্ঞাতসারেই ইহা সংঘটিত হইয়া সাধারণ লোককে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নবী বা অলীগণ ছাড়াও ভণ্ড বে-শরাহ ফকির-দরবেশ হইতেও অনুরূপ অলৌকিক কার্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাকে মুসতাদরাক বলে। এই ভণ্ড ফকির-দরবেশেদের অলৌকিক কার্য সাধারণ মানুষকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহার দ্বারা তাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহার দ্বীনদারী, পরহেজগারী এবং সে কতটুকু শরীয়তের পাবন্দ তাহাই সর্বাগ্রে দেখিবে। যদি কোন লোক তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নেয় তবে একান্তভাবে তাহাকে পরিহার করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াই তাহাকে অলী ভাবা ঠিক নহে।

পক্ষান্তরে অনেক অলী-আল্লাহ বা কামেল সাধক রহিয়াছেন যাহাদের দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা কোন সময় জাহির হয় নাই। তাই বলিয়া তাঁহাদের মর্যাদা অতটুকুও ক্ষুণ্ন হয় নাই। যে সকল মহাতাপসগণ হইতে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তাঁহারা শরীয়ত মারেফতে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া নেওয়া প্রয়োজন। মারেফত দেখার বস্তু নহে, কে মারেফতের সাগরে অবগাহন করিয়াছে তাহাও উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। অথছ শরীয়ত দেখিবার ও অনুভব করিবার বিষয়। কাজেই এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটনকারী শরীয়তের সমুদয় হুকুম-আহকাম

www.pathagar.com

কোরআন ও হাদীসের আলোকে পালন করে কিনা তাহা দেখিতে হইবে যে, তিনি কামালিয়াতে পূর্ণতা লাভ করেন নাই, কাজেই তাঁহাকে অলিয়ে কামেল বলা যায় না। অলিয়ে কামেল ঐ ব্যক্তি যিনি সুষ্ঠুরূপে নামায আদায় করেন, ফরজ রোযা রাখেন অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম-আহকাম আল্লাহর রেজামন্দির জন্য পালন করেন। বিশেষ করিয়া আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সহিত বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার মহৎ চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন, কাহারও সহিত কোন কপটতা, কার্পণ্য, লোভ-লালসা, মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি হইতে দূরে থাকেন।

সুতরাং এই সকল বিষয় বিচার-বিশ্লেষণের পর যদি কোনও অলীয়ে কামেল হইতে কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তবে উহাকে কারামত বলিয়া গণ্য করিবে। যদি এমন কোন অলিয়ে কামেল হইতে কোন কারামত আদৌ প্রকাশ না পায় তবুও তাঁহার কামালিয়াত অক্ষুণ্ন থাকিবে। অপরপক্ষে শরীয়ত বিরোধী কোন ফকির-দরবেশ হইতে শত-সহস্র অলৌকিক ঘটনা জাহির হইলেও তাহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিবে, কারণ তাহার সংস্রবে ঈমান নষ্ট হইবার আশংকা আছে।

এই প্রসঙ্গে আউলিয়াকুল শিরমণি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) বলিয়াছেন—"যদি কাহাকেও ক্ষণিকের মধ্যে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিতে দেখ তবুও তাহার দ্বারা প্রতারিত হইও না। তাহাকে কামেল বা মহাসাধক বলিয়া বিশ্বাস করিও না। কারণ মানবের পরম শত্রু ইবলিস মুহূর্তের মধ্যে ত্রিভূবন পরিভ্রমণ করিতে পারে। অথচ তাহাকে বুজর্গ বলা যায় না। আল্লাহর দরবারে তাহার কোন স্থান নাই।

অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারীদের বিষয়ে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) আরও বলেন—"তুমি যদি কাহাকেও দেখ যে, পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতেছে। সাবধান! তুমি ইহা দেখিয়া প্রতারিত হইও না।, তাহাকে বুজর্গ বলিয়া ডাকিলে ভুল করিবে। পাখী সদা-সর্বদা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় তাই বলিয়া পাখীকে বুজর্গ বলা যায় না। সামান্য একটি পাখী যে কাজ করিতে পারে সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায় তা করিতে পারিলেই কি বুজর্গ হইয়া গেল? অবশ্যই নহে। বরং দেখিবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর হুকুম-আহকাম এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্ধারিত সীমার ভিতর তাহার সমুদয় কাজ সমাধা হইতেছে কিনা? যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করে তাহার নিকট হইতে একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হইলেও তাহাকে পরশমণি মনে করিবে। তাহার সাহচর্য অবলম্বন করিয়া তাহার গোপন সম্পদ আহরণ করিবে।"

www.pathagar.com

আর যদি দেখ, "তাহার দ্বারা শরীয়তের বিধানগুলি পালিত হইতেছে না অথচ সে মুহূর্তের মধ্যে শত সহস্র অলৌকিক ঘটনা দেখাইতেছে, তবে তাহার নিকট হইতে দূরত্বের অবস্থা গ্রহণ করিবে। কেননা সে যাদুকর বা হইতে পারে দাজ্জাল। তুমি তাহার সংস্রবে গেলে যাদুকর বা দাজ্জালের শিষ্যরূপে গণ্য হইবে।"

'কিমিয়ায়ে সায়াদাত' প্রণেতা ইমাম গাজ্জালী তাঁহার উক্ত গ্রন্থে হযরত আবুল কাসেম সুরগানী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, "পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, বাতাসে উড়িয়া চলা, গোপন বিষয় অবহিত করা কারামত নহে। বরং আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে সর্বোতভাবে পরিচালিত করাই প্রকৃত কারামত। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক যাবতীয় কাজে শরীয়তের অনুকরণ করিয়া চলা এবং কোন অবস্থাতেই শরীয়তের বিরোধিতা না করাকেই কারামত বলা হইয়া থাকে। শয়তানের সাহায্যে অনায়াসেই পানির উপর দিয়া চলা যায়। বেঈমান যাদুকরগণও অলৌকিক ঘটনা দেখায়। ঐগুলি কারামত নহে।"

তুমি নিজ অস্তিত্ব ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া এবং সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তিকে পরিহার করিয়া যদি শরীয়ত অনুযায়ী চলিতে পার তবে বাঘের পিঠে চড়িয়া ভ্রমণ করিলেও কোন দোষ নাই। কারণ তুমি তোমার রিপুকে বশীভূত করিয়াছ, গোপন বিষয় বলিতে না পারিলে কোন কিছু আসে যায় না। কারণ তুমি তোমার কুপ্রবৃত্তির ছলনা সম্পর্কে ভালভাবেই জান। পানির উপর দিয়া অথবা আকাশে উড়িতে না পারিলে কোন ক্ষতি নেই।

এক মুহূর্তে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং দুর্গম মরু অতিক্রম করিতে না পারিলেও তোমার নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। কারণ তুমি পরিবার-পরিজন নিয়া যে সংসার সাগরে, মরীচিকাময় মরুভূমি এবং কুপ্রবৃত্তিরূপ কন্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল পার হইতে পারিয়াছ তাহা উহার তুলনায় শ্রেয়। এইবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহাই প্রকৃত কারামত। ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী। সাধারণত মানুষের এই সূক্ষ্ম কারামত বুঝিবার শক্তি নাই। কারণ তাহারা বাহ্যিক ও স্থূল ব্যাপার নিয়াই থাকে।

একদা এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ)-কে বলিলেন, হুজুর! লোকজন বলিয়া থাকে আমরা পৌছিয়া গিয়াছি অর্থাৎ আমরা নাকি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর আমাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল, হারাম ইত্যাদির উপর আমল করিবার প্রয়োজন নাই।"

www.pathagar.com

উত্তরে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ) বলিলেন—"যাহারা ইহা বলে তাহারা দোজখে পৌছিয়াছে, আল্লাহর নিকট পৌছিতে পারে নাই।"

কারামত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আজ আমরা তাহাই এখানে উল্লেখ করিব। গাউছুল আজম হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) সাহেবের সারা জীবন যাবতীয় সাধনা ও কারামতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবনে এমন বহু কেরামত সংঘটিত হইয়াছে যাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। দুনিয়ায় এত অধিক কারামত অন্য কোন অলী বা দরবেশ হইতে প্রকাশ পায় নাই। আসল কথা, তিনি ছিলেন দুনিয়ার অলীগণের সম্রাট। তাই তাঁহার কারামতও ছিল অত্যধিক। তাঁহার সেই সমুদ্রতুল্য কারামতের সামান্য কিছু লিখিলেই বিরাট গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তাই আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় কারামত উদ্ধৃত করিলাম।

(এক)

কেরামতি কোরআন শরীফ

'জুবদাতুল আবরার' কিতাবে লিখিত রহিয়াছে, মোবারক বিন আবুল মাহফুর যাদুবিদ্যায় মহা পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যেখানে সেখানে লোক সমাবেশে যাদুবিদ্যার ভেল্কিবাজি দেখাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। একদা তিনি তাহার ভেল্কিবাজির বইখানা সঙ্গে লইয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে গেলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, মোবারক! তোমার সঙ্গে ভেল্কিবাজির যে কিতাব রহিয়াছে তাহা কোন মূল্যবান সম্পদ নহে। তুমি তোমার ঐ কিতাবখানা পানিতে ধৌত করিয়া নিয়া আস। স্মরণ রাখিও, তোমার কিতাবে যাহা রহিয়াছে তাহা মুসলমানের শিক্ষা করা অবৈধ। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কথায় মোবারক লজ্জিত হইলেন। কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া এমন সাধের কিতাবখানা পানিতে ধৌত করিবেন, কত সাধনার পর এই কিতাবখানা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিলে তিনি এই কিতাব কোথায় পাইবেন?

হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহার মনের গতি বুঝিতে পারিয়া রাগতঃ দৃষ্টিতে এবং কঠোর ভাষায় বলিলেন— মোবারক, তুমি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও। তুমি তোমার হাতের কিতাব ফেলিয়া দাও বা ঘরে রাখিয়া আস। কোনদিন তোমার এই কিতাব নিয়া আমার সম্মুখে

www.pathagar.com

আসিও না। এইবার মোবারক বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার হাত-পা নিস্তেজ হইয়া আসিল। মাথা নীচু করিয়া মোবারক কি যেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। মাথা তুলিয়া তিনি বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে আরজ করিলেন, "হুজুর! আমাকে মার্জনা করুন, আমি ইহার মায়া পরিত্যাগ করিলাম" এইবার বড়পীর সাহেব তাহাকে বলিলেন—"দেখি তোমার কিতাবখানা আমার কাছে দাও।" মোবারক কিতাবখানা বড়পীর (রহঃ) সাহেবের হাতে দিলেন। দেওয়ার সময় শেষবার কিতাবখানা একবার দেখিয়া নিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, উহাতে একটি বর্ণও নাই, পৃষ্ঠাগুলি ধবধবে সাদা। তিনি কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবাক হইয়া গেলেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব কিতাবখানা আপন হাতে নিয়া একর পর এক পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখিলেন। অতঃপর উহা মোবারকের হাতে দিয়া বলিলেন—ইহা এমন এক উত্তম গ্রন্থ, যাহা পাঠ করিলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর হইয়া যায়। তুমি ইহা পবিত্র হইয়া ধারণ কর। মোবারক তৎক্ষণাৎ অজু করিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট হইতে অতি শ্রদ্ধার সহিত কিতাবখানা গ্রহণ করিলেন। খুলিয়া দেখিলেন যে, উহা একখানা পবিত্র কোরআন— যাহাতে অনুবাদ ও তফসীর সংযোজিত রহিয়াছে। বড়পীর (রহঃ) সাহেবের এই কারামত দেখিয়া মোবারক তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বলিলেন, "মোবারক! তুমি এতদিন যে যাদুবিদ্যার চর্চা করিয়াছিলে, তাহা ভুলিয়া আল্লাহর নিকট তওবা কর।"

মোবারক সেই মুহূর্তেই বড়পীর (রহঃ) সাহেবের হাতে হাত রাখিয়া সরল অন্তরে তওবা করিয়া নিলেন এবং সাথে সাথে দীর্ঘদিনের যাদুবিদ্যা তাহার স্মৃতি হইতে লোপ পাইয়া গেল। এরপর তিনি একজন মহাসাধক হইয়া আল্লাহর আরাধনায় লিপ্ত হইলেন।

(দুই)

একশত আলেমের শিক্ষা লাভ

ইমাম শারানী (রহঃ) বলেন যে, হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের সুনাম সুযশঃ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে বাগদাদের সিংসাপরায়ণ কতিপয় আলেম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একজোট হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাহারা একশত আলেম একসঙ্গে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে

www.pathagar.com

একশত জটিল প্রশ্ন করিয়া বিভ্রান্ত করিবে। তদনুযায়ী একশত আলেম বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইল। দরবারে আসন গ্রহণ করিবার পর বড়পীর সাহেব কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া মোরাকাবায় নিমগ্ন রহিলেন। তদবস্থায় তাঁহার বক্ষ হইতে এক ঝলক নূরের জ্যোতি বাহির হইয়া আগত আলেমগণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের অন্তরদেশে প্রবেশ করিল। ফলে তাহারা সকলেই সংজ্ঞাহীন হইয়া অস্থিরভাবে বিকটরূপে চীৎকার আরম্ভ করিল। অচেতন অবস্থায় তাহারা পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়িতে শুরু করিল, মাথার পাগড়ী দূরে নিক্ষেপ করিল।

কিছুক্ষণ পর বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনারা এরূপ করিতেছেন কেন? শান্ত হউন এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন খুলিয়া বলুন।

বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কথায় তাহারা সকলেই শান্ত হইল। তাহাদের মনের অস্থিরতা দূর হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা যে সকল প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিল তাহাও ভুলিয়া গেল। কোন প্রশ্ন তাহাদের স্মরণ হইল না। বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাদের সেই অব্যক্ত প্রশ্নসমূহের একের পর এক জবাব প্রদান করিলেন। এই বিস্ময়কর অলৌকিক কারামত দেখিয়া তাহারা সকলে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে শ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল স্বীকার করিয়া লজ্জিতভাবে তথা হইতে বিদায় হইল।

(তিন)

ওয়াজ মাহফিল হইতে জনৈকা মহিলার রুমাল গায়েব

'সিফাতুল আলিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, একদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব খোদাপ্রেমে বিভোর অবস্থায় ভীষণ জালালিয়াতের মধ্যে ওয়াজ করিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় পাগড়ী খুলিয়া জমিনে পড়িয়া গেল। এ ব্যাপারে তাঁহার কোন খেয়াল নাই। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আপন আপন পাগড়ী ও টুপি খুলিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের পাগড়ীর নিকট রাখিয়া দিলেন। তিনি ওয়াজ সমাপনান্তে আপন পাগড়ী তুলিয়া নিলেন এবং ওয়াজ মাহফিলের সকলকে নিজ নিজ পাগড়ী ও টুপি উঠাইয়া নিবার আদেশ দিলেন। উপস্থিত জনতা নিজ নিজ পাগড়ী ও টুপি উঠাইয়া নিল। কিন্তু তাহারা দেখিল যে, সেখানে মহিলার মাথায় ব্যবহৃত একখানা রুমাল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল যে, এখানে কোন রমণী উপস্থিত নাই, অথচ এই রুমাল কোথা হইতে আসিল? কিন্তু পরবর্তী

www.pathagar.com

ঘটনা তাহাদের সকলকে আরও অবাক করিয়া দিল। এই বিরাট জনসমুদ্র হইতে সকলের অগোচরে কোন মুহূর্তে সেই রুমালখানা আবার অদৃশ্য হইয়া গেল তাহারা কেহই তাহা দেখিল না।

উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে শেখ আবুল আল করীম (রহঃ) সাহস করিয়া আশ্চর্য ঘটনা জানিবার জন্য হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে আরজ করিল—হুজুর! এই ওয়াজ মাহফিলে কোন মহিলা আগমন করে নাই কিন্তু কোথা হইতে মহিলার রুমাল আসিল? আবার উক্ত রুমাল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল? মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে ইহার রহস্য বলুন। বড়পীর (রহঃ) বলিলেন—।এই পল্লীর মধ্যস্থলে কোন এক বাড়িতে এক মহিলা তাপসী রহিয়াছে। সেই তাপসীও তোমাদের ন্যায় অন্দর মহলে বসিয়া ওয়াজ শুনিতেছিল। যখন তোমরা আমার সম্মানার্থে স্ব স্ব পাগড়ী ও টুপি খুলিয়া রাখিলে তখন ঐ মহিলাও তাহার মাথার রুমাল তোমাদের মত খুলিয়া দিয়াছিল। আমার আদেশে তোমরা পাগড়ী ও টুপি উঠাইয়া নেওয়ার পর সেই মহিলার রুমাল অদৃশ্য হইয়া তাহার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

(চার)

গৃহমধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ চতুর্দিকে ঘুরা

একদা হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁহার ধাত্রীমাতার গৃহে তেজোদ্দীপ্ত ওয়াজ করিতেছিলেন। তাঁহার ওয়াজের তাছিরে অস্থির হইয়া গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা চতুর্দিকে অতিদ্রুততার সহিত ঘুরিতে আরম্ভ করিল। ওয়াজবন্ধ হইবার পর বাতিটি স্থিরভাব ধারণ করিল। বাতির এই অবস্থার কথা ধাত্রীমাতা হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে খুলিয়া বলিতে বলিলেন। তখন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন, হে আমার ধাত্রীমাতা! জ্বলন্ত প্রদীপ আমার জালালী ফয়েজ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্থিরভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

(পাঁচ)

স্বপ্নযোগে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর স্তন্যপান

ইবনে ইসহাক হইতে 'জাওয়াহিরুল কাদেরী' নামক গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে যে, বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিয়াছেন—এক রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আকাশ হইতে কয়েকজন স্বর্গীয় দূত আসিয়া আমাকে শূন্যে

www.pathagar.com

উড়াইয়া নিয়া মদীনা শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট রাখিয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাকে অতিশয় স্নেহের সহিত আদর করিয়া তাঁহার কোলে তুলিয়া নিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন সস্নেহে আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তখন তাঁহার স্তনযুগল হইতে স্রোতস্বিনী ঝর্ণার ন্যায় দুগ্ধ বাহির হইতে লাগিল। আমি এই পবিত্র দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করিলাম। সেই সুধা পানে আমর প্রাণ শীতল হইয়া গেল এবং হৃদয়ে নিবিড় শান্তি আসিল। দৈবশক্তি বলে আমি বলীয়ান হইয়া উঠিলাম। আমার প্রতি লোমকূপ মারেফতের এলেমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

এমন সময় নবীয়ে দো-জাহান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আগমন করিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! ইনি আমাদেরই সন্তান, আমাদের চোখের মণি, ইহকাল ও পরকালের জ্যোতি।

(ছয়)

সর্পবেশে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

'সুলতানুল আজকার' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদা হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব রাত্রিতে ইবাদতের জন্য মনসুর নামক কোন এক মসজিদে প্রবেশ করিলেন।

নামাযের মধ্যে যখন বড়পীর (রহঃ) সাহেব সিজদাহ করিবার জন্য জমিনে মাথা রাখিলেন এমন সময় একটি বিরাটকায় সর্প আসিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। প্রথম সিজদায় মাথা উঠাইয়া তিনি সর্পটিকে হাত দ্বারা একদিকে সরাইয়া রাখিয়া দ্বিতীয় সিজদায় ভূপতিত হইলেন। পুনরায় সর্পটি আসিয়া ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়িতে বসিলে সাপটি আসিয়া এইবার তাঁহার গলায় জড়াইবার চেষ্টা করিল। অর্থাৎ সাপটি নামাযের মধ্যে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে ভীষণভাবে বিরক্ত করিতেছিল। তাঁহার নামায শেষ হইলে তিনি সাপটিকে আর দেখিতে পাইলেন না। ইহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব উক্ত জামে মসজিদে ইবাদতের জন্য গমন করিলে একজন লোক তাঁহার সমীপে অতিশয় আদবের সহিত আসন গ্রহণ করিল। তিনি সেই লোকটিকে জিজ্ঞসা করিলেন—"আপনি কে? কোথা হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন?" লোকটি বলিল—"হুজুর! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি গতরাত্রে সর্পের বেশে আপনার সহিত বড়

www.pathagar.com

বেয়াদবী করিয়াছি। এইজন্য খুবই অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন—"আমি তোমাকে পূর্বেই মাফ করিয়া দিয়াছি। অন্যথায় আমার করাঘাতে তোমাকে ঐ সময়ে মৃত্যুবরণ করিতে হইত। তোমার কোন চাতুরীই আমার নিকট হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। তুমি কে এবং কেন মানবকুলকে সর্পরূপে কষ্ট দিয়া থাক, ইহাতে তোমার কি উদ্দেশ্য?"

তখন সে বলিল— "হুজুর! বহুকাল যাবত আমি সর্পরূপে সাধু পুরুষগণকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। আপনার ন্যায় হিংসাশূন্য কোন মহাহৃদয়বান তাপস আর দেখি নাই। তাই আপনার নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইলমে মারেফত শিখিতে আসিয়াছি। আমার পরিচয়— আমি আহবান্নাছ বংশের দৈত্য, এখন আপনার দাস হইয়া থাকিতে চাই।" হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তখন সেই দৈত্যকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ইলমে মারেফতের শিক্ষা দিলেন।

(সাত)

একজন খ্রীস্টান দর্জির ইসলাম গ্রহণ

'আনিছুল কাদরী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে— শেখ বাহরুল হক কুদ্দুছ (রহঃ) সাহেব বলিয়াছেন, একজন খ্রীস্টান দর্জি নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য বড়পীর (রহঃ) সাহেবের পোশাক-পরিচ্ছদ সেলাই করিয়া দিত এবং সর্বদা তাঁহার দরবারে থাকিয়া ইসলামের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইত। ফলে সে বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহই জগতের মালিক। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। পুত্র-পরিজন নাই। তিনি কাহারও জন্মদাতা নহেন। আবার কেহই তাঁহাকে জন্ম দেয় নাই।

আল্লাহর একত্ববাদের এই মহাসত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া সে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণের মতানুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পুত্র। এই অলীক উক্তি বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তবু ইসলাম ধর্মের সত্যতা এবং খ্রীস্টান ধর্মের কল্পিত উক্তি আরও ভালভাবে অনুধাবন করিবার জন্য সে উভয় ধর্মের তুলনামূলক বিচার করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে সে যথার্থই বুঝিতে পারিল যে, ইসলাম ধর্ম প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ই সত্য ধর্ম প্রচারক। কারণ তাঁহার ব্যাপারে ঈসায়ীদের ধর্ম-গ্রন্থ ইঞ্জিল কিতাবে বহুস্থানে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ

www.pathagar.com

অযথা মিথ্যারূপে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছে। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীস্টানদের ইঞ্জিল এবং ইহুদীদের তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ই শেষ নবী হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী দেখা যায়। কেননা ঈসা (আঃ)-ই বলিয়াছেন—"আমি যে সময় তোমাদের নিকট ছিলাম সে সময় তোমাদেরকে বলিয়াছি যে, শান্তিকর্তা পবিত্র আত্মাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন, তোমাদিগকে যিনি যাবতীয় বিষয় ভালভাবে শিক্ষা দিবেন।" পূর্বাদেশগুলি স্মরণ করাইতে এবং পরবর্তী আদেশ আমাদিগকে জ্ঞাত করাইবার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন। আর তাঁহারই উপর অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তায়ালার শেষ কিতাব কোরআন শরীফ। এই কোরআন শরীফেই ঘোষিত হইয়াছে—"দ্বীন ইসলাম সত্য আর কুফরী মিথ্যা।' আমি সৎপথে না চলিয়া অসৎপথে চলিয়াছি। নির্বোধের মত ভ্রমে পতিত হইয়া সারাটা জীবন কাটাইয়া দিলাম। ভালমন্দ বাছিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার এখনও হইল না। এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র জীবনটা শয়তানের প্রতারণায় বেহুদা অসৎ কর্মে শেষ করিয়া দিলাম। কখনও মদ্যপানে, কখনও ব্যভিচারে মত্ত হইয়া আল্লাহর সেরাজীব মানবকুলের নামে কলঙ্ক লেপন করিলাম, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম কোনটাই পার্থক্য করিয়া দেখিলাম না। ধিক, আমার এই গর্হিত জীবনের উপর শত ধিক।

এই নশ্বর পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করিয়া একদিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। ঐ সময় আল্লাহর নিকট কি জবাব দিব? কিভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ প্রদান করিব? তথা হইতে মুক্তি লাভের জন্য কি পন্থাই বা করিতে পারি? ইত্যাকার চিন্তায় বিভোর হইয়া গেল। সহসা তাহার খেয়াল হইল যে, পরকালে মুক্তির জন্য মাত্র একটি পথ আছে তাহা হইল বড়পীর (রহঃ) সাহেবের পদে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া। তাঁহার পদতলে যদি আমার এ ভবিষ্যৎ জীবনটা বিলাইয়া দিতে পারি তবে আশা করা যায় যে, পরকালে আল্লাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। ইহাও আশা করি যে, হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব আমার মত একটি গোমরাহকে পথ দেখাইয়া সরল পথে পরিচালিত করিবেন।

খ্রীস্টান দর্জি আর কালবিলম্ব না করিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইলমে যাহেরী ও ইলমে বাতেনীতে নিমগ্ন হইল। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইসলামের বিধি-নিষেধগুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নবদীক্ষিত মুসলমান সরল পথের সন্ধান পাইয়া পরকালের চিন্তায়

www.pathagar.com

আরও অধিক লিপ্ত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে ভাবিল, পরকালের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তাহা ভাবিলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেমন বিপদসঙ্কুল পথ? মৃত্যু যন্ত্রণা কত কষ্টদায়ক, কবরে মুনকির-নকীরের ছওয়াল-জওয়াব কত কঠিন? কবরের মাটির পেষণ বর্ণনার অতীত। কিভাবে এইসব বিপদ অতিক্রম করিয়া হাশরের ময়দানে উপনীত হইব? সেখানেই বা কেমন করিয়া হিসাব-নিকাশ প্রদান করিব? এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া সে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট কাঁদিয়া আরজ করিল, "হুজুর কবরে শাস্তি এবং মুনকির-নকীরের প্রশ্ন হইতে কিভাবে নিস্তার পাইতে পারি?

বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন, তুমি কোন ভয় করিও না। চিন্তার কোন কারণ নাই। তোমাকে সমাহিত করা হইলে মুনকির-নকীর তোমার নিকট আসিলে তুমি কেবল আমার নামটি বলিয়া দিবে। আমার নাম শুনিয়া তোমাকে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবে। সাবধান! তাঁহাদের নিকট আমার নাম ছাড়া অন্য কোন কিছুই বলিবে না।

কিছুদিন পর উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইল। মৃতকে দাফন করিয়া লোকজন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিল। মুনকির-নকীর ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিয়া হুংকার ছাড়িয়া মৃত ব্যক্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ফেরেশতাদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ধর্ম কি? সে উত্তর করিল, "আমার ধর্ম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)।" ফেরেশতাদ্বয় এই উত্তর শুনিয়া হতবাক হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা বারে ইলাহীতে আরজ করিল, "হে আসমান জমিনের প্রতিপালক! তুমি প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত সকল কিছুই অবগত আছ। তোমার নিকট কোন কিছুই গোপন নাই। আমরা যে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলাম, সে তোমার প্রিয় বান্দা মহীউদ্দিন আবদুল কাদের (রহঃ)-এর নাম ব্যতীত আর কিছুই জবাব দিতেছে না। এখন তাঁহার ব্যাপারে তোমার নিকট হইতে যাহা আদেশ হইবে আমরা তাহাই করিব।"

তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে আদেশ হইল, "আমার পরম প্রিয় বান্দার নামের গুণে আমি তাহার কবল আজাব মাফ করিয়া দিলাম। এবং ইহাও জানিয়া রাখ যে, আমি তাহাকে অতিশয় নিরাপদের সহিত পুলছিরাত পার করাইয়া হিসাব-নিকাশ হইতে নিস্কৃতি দিয়া জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করিব।" প্রতিপালকের আদেশে মুনকির-নকীর তথা হইতে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই মৃত ব্যক্তির কবর বেহেশতের সুশীতল সমীরণে এক মনোমুগ্ধকর স্বর্গোদ্যানে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

www.pathagar.com

(আট)

একজন ইয়ামনবাসী খ্রীস্টানের ইসলাম গ্রহণ

হযরত শেখ আবু মসউদ কাদরী "মুরতুল ফায়েজান" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, একদিন ইয়ামন দেশ হইতে একজন খ্রীস্টান হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। হযরত বড়পীর (রহঃ) তাহাকে ডাকিয়া আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আপনার ঈসায়ী ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন?" নব দীক্ষিত মুসলমান বলিল, "হুজুর! আমি সদা-সর্বদা আল্লাহর নিকট আকুলভাবে এই প্রার্থনা করিতাম, ইয়া রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাকে সত্যধর্মের উপর পরিচালিত কর। আমি সত্যধর্ম চিনিতে পারিলেই তোমাকে চিনিতে পারিব। অন্যথায় আমার কি উপায় হইবে জানি না। যে ধর্মের উপর চলিলে আমি 'সিরাতুল মুসতাকীম' লাভ করিতে পারিব এবং সঠিকভাবে তোমার ইবাদত করিয়া নিজ জীবনকে ধন্য করিতে পারিব সে পথ আমাকে দেখাইয়া দাও। দুনিয়ার ধন-দৌলত, মান-ইজ্জত, প্রভাব-প্রতিপত্তি আমি কিছুই চাই না। আমার একমাত্র কাম্য তুমিই।"

যেদিন হইতে আমি একাগ্রচিত্তে এই প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম। সেইদিন হইতেই যেন ইসলাম ধর্মের প্রতি আমার অন্তর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইসলাম ধর্মের প্রতি আমার মন ধাবিত হইবার পরই আমার মনে এক আনন্দের ঢেউ বহিতে আরম্ভ করিল, কি যেন এক অপূর্ব ধন-ভাণ্ডারের খোঁজ আমি পাইয়া গেলাম। তাহা লাভের আশায় আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। এইবার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম— হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন একজন কামেল পুরুষের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দাও যেন আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতঃ নব জীবন লাভ করিতে পারি। আমার আকাঙ্ক্ষিত সাধু ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে পারিলে বাকী জীবন সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়া তোমারই সেবায় কাটাইয়া দিব।

এইরূপ চিন্তায় যখন আমি দিশাহারা, একদিন হযরত ঈসা (আঃ) স্বপ্নযোগে আসিয়া আমার নিকট দেখা দিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে সত্যপথ অন্বেষণকারী! তুমি অতি সত্বর বাগদাদে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার

www.pathagar.com

নিকট তোমার মনের বাসনা ব্যক্ত করিলে তিনি তোমাকে শরীয়ত ও মারেফতের বিদ্যায় একজন পরিপূর্ণ মানবরূপে গড়িয়া তুলিবেন। বর্তমান যুগে তাঁহার মত কামেল ব্যক্তি দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেহই নাই। তাঁহার নিকট ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করিয়া দুনিয়ার বুকে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাও।" এই বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এরপর আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতঃকালে স্বপ্নের কথা স্মরণ হইলে আমি ইয়ামন দেশ হইতে রওয়ানা হইয়া আপনার খেদমতে উপস্থিত হইলাম, এইবার অনুগ্রহ করতঃ অধমের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাকে ধর্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া একজন মহা সাধকরূপে গড়িয়া তুলিলেন।

(নয়)

প্রস্রাব দর্শন করিয়া চারিশত ইয়াহুদীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

আবুল মায়ালী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার গাওছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া অতি পাষাণেরও প্রাণে মায়ার সঞ্চার হইত। তাঁহার ভক্তমণ্ডলী মুর্শিদের চিন্তায় কাতর হইয়া অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিত। তাঁহার বেদনা দেখিয়া তাহারা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার এরূপ কাতর অবস্থা দর্শন করিয়া ভক্তগণ বলিল, "হুজুর! আপনার রোগ যন্ত্রণা আমরা সহ্য করিতে পারি না। আপনি অনুমতি প্রদান করিলে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনিয়া আপনার রোগের চিকিৎসা করাইতাম।" ইহা শ্রবণ করিয়া মাহবুবে সোবহানী গাওছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার রোগের কথা কোন চিকিৎসকের নিকট প্রকাশ করিলে রোগ বিনাশক, মুক্তিদাতা আল্লাহতায়ালার গ্লানি করা হইবে, ইহা আমি পছন্দ করি না। তাঁহার সাহায্য ছাড়া আমি কাহারও সাহায্য কামনা করি না। তিনি সকল স্থানেই বিরাজমান। সকলের অবস্থাই পরিজ্ঞাত।

যখন তাঁহার বন্ধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন তখন তিনিই তাঁহাকে সেই ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে দৌড়াইয়া নীল নদের কূল পর্যন্ত নিয়া গেল তখন তিনিই নীল নদের মধ্য দিয়া বিরাট রাস্তা করিয়া দিলেন আর হযরত মূসা (আঃ) সহচরগণসহ নির্বিঘ্নে নীল নদ পার হইয়া গেলেন।

www.pathagar.com

আর ফেরাউন তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া সদলবলে নীল নদে নিমজ্জিত হইয়া গেল। হযরত ইউনুস (আঃ) নৌকা যোগে নদী পার হইবার সময় নাবিকগণ তাঁহাকে পলায়িত গোলাম বলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। সেই মুহূর্তে এক বিরাটকায় মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। এইভাবে সাগরের তলে মাছের উদরে চল্লিশদিন থাকিবার পরও যখন আল্লাহ্ হযরত ইউনুস (আঃ)-কে রক্ষা করিলেন, তবে কেন আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইব?"

ইহার কিছুক্ষণ পরই বড়পীর (রহঃ) সাহেব প্রস্রাব করিবার কথা ব্যক্ত করিলেন। খেদমতগার পেশাব ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপন করিল। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব প্রস্রাব ত্যাগ করার পর খাদেমকে পাত্রটি সরাইয়া নিতে আদেশ দিলেন। খাদেম আরজ করিল, 'হুজুর! আজ্ঞা করিলে এ পেশাব কোন হাকিমকে দেখাইয়া আপনার রোগ পরীক্ষা করাইতাম। বড় পীর সাহেব (রহঃ) আদেশ দিলে খাদেম পেশাব লইয়া এক প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী হাকিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। খাদেম তাহার সম্মুখে পেশাবের পাত্রটি রাখিয়া দিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিল, পাত্রে কাহার পেশাব রহিয়াছে? খাদেম কহিল—তাঁহার নাম বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। নাম শুনিবামাত্র হাকিম খুশীতে উৎফল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—আল্লাহ প্রেমের ব্যাধি ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনও রোগ নাই। তারপর হাকিম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

পাড়াময় ছড়াইয়া পড়িল যে, হাকিম সাহেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ধর্ম ত্যাগের কথা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী লোকজন তাহার এই মতিভ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাহার নিকট সমবেত হইল এবং তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। হাকিম সাহেব বলিলেন-এই পাত্রে যে পেশাব রহিয়াছে তাহা দেখিলেই তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে কেন আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই পেশাব যাঁহার, তিনি অলী। অন্যথায় সাধারণ মানুষের পেশাবে এমন মেশক জাফরানের খুশবু থাকিতে পারে না। তাহারা সকলে যাইয়া দেখিল যে, সত্যই পেশাব হইতে আতর-গোলাপের সুগন্ধি বাহির হইতেছে। ইহাতে সকলে মুসলমান হইয়া গেল।

অতঃপর চারিশত নব মুসলমান খাদেমের সহিত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। খাদেমের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাদিগকে তাঁহার খেদমতে হাজির করিবার জন্য খাদেমকে আদেশ দিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের

www.pathagar.com

প্রতি এমন কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহারা এক মুহূর্তে গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া মহান সাধকে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট ইলমে মারেফতের দীক্ষা নিয়া আল্লাহর অলীরূপে পরিগণিত হইলেন।

(দশ)

একজন খ্রীষ্টান ও একজন মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক

বিখ্যাত কিতাব 'মানজারে আওলিয়া'-এ লিখিত আছে যে, একদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব পথ চলিবার কালে শুনিতে পাইলেন, পথিপার্শ্বে দুইজন লোক আপন আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়া তর্ক করিতেছে। তাহাদের একজন খ্রীষ্টান এবং অপরজন মুসলমান।

মুসলমান লোকটি ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)- এর উসিলায়ই বেহেশত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, দানব, অর্থাৎ সমুদয় সৃষ্টজীব আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি না হইলে কোন কিছুই সৃষ্টি করা হইত না। যাবতীয় সৃষ্টজীবের লক্ষ বৎসর পূর্বে আল্লাহ নূরে মুহাম্মদ (সঃ)-কে সৃষ্টি করিয়া আপন হেফাজতে রাখিয়া দেন। তাঁহার জ্যোতি হইতেই অপরাপর মাখলুক সৃষ্টি হয়। তাঁহার পৃষ্ঠের মোহরে নবুয়ত দেখিয়াই সানিয়া নিবাসী প্রতাপশালী খ্রীষ্টান সালমান ফারসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে তাঁহার মাধ্যমে পবিত্র ধর্ম পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারই উপাধি 'শাফিউল মুজনিবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন।' আরও কি বলিব। যাহার গুণ ও গৌরবের কথা বলিয়া শেষ করা সাধ্যের অতীত। আমি সেই শেষ নবী (সঃ)-এর উম্মত। তিনি মে'রাজ রাত্রিতে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আরশে মোয়াল্লায় তাঁহার সাথে নব্বই হাজার কালাম করিয়াছিলেন। এই চরম সত্যটি জনৈক ইয়াহুদী বিশ্বাস না করায় নারী রূপ ধারণ করিয়া সাতটি সন্তান প্রসব করিয়া পুনরায় পুরুষে পরিণত হয়।

মুসলমান লোকটির এইসব কথা শুনিয়া খ্রীষ্টান লোকটি নিজ নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর গুণগান ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, হে মুসলমান! যখন আমাদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করে তখন ইয়াহুদিগণ তাঁহার মাতা বিবি মরিয়মের উপর কু অপবাদ আনয়ন করে। তিনি তাহাতে বিরক্ত না হইয়া সদ্য প্রসূত আপন ক্রোড়ের শিশু পুত্রকে সাক্ষী মানেন। শিশুপুত্র মাতার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঐ সময়

www.pathagar.com

তাঁহার বয়স মাত্র দুইদিন। তিনি যেই দোয়াই করিতেন তাহাই আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া যাইত। তাঁহার দোয়ায় কুষ্ট রোগী তৎক্ষণাত আরোগ্য লাভ করিত আর অন্ধ চক্ষম্মান হইয়া দুনিয়ার আলো দেখিতে পাইত। তিনি 'কুম বিইজনিল্লাহ' বলিবার সাথে সাথেই মৃত শিশুপুত্র কবর হইতে জীবিত হইয়া উঠিত। এই ধরনের অনেক কথা বলিয়া ঈসায়ী লোকটি মুসলমানকে বলিল, আমাদের পয়গাম্বর যে সকল অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে সমর্থ ছিলেন তোমাদের নবীর কি এইরূপ কোন গুণ ছিল? বল দেখি, তোমাদের নবীর অপেক্ষা আমাদের নবীর ক্ষমতা কি বেশী ছিল না?

মুসলমান লোকটির হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক কোন মৃতকে জীবিত করার কথা জানা না থাকায় একটু বিব্রত বোধ করিল। তাই নিজেকে পরাভূত মনে করিয়া চুপ হইয়া গেল। তখন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব ঈসায়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- তুমি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছ তাহা সত্য। তুমি একটিও মিথ্যা কথা বল নাই। তবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মৃতকে জীবিত করিতেন তাহা তোমাদের জানা নাই। কারণ তাঁহার জীবনী তোমরা পাঠ কর না। সুতরাং এখন এই ব্যাপারে কিছু শ্রবণ কর। যে সময় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িতে লাগিল, ঐ সময় ইয়ামন হইতে একদল খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য মক্কা শরীফে আসিল। পবিত্র মক্কা শহরে তাহারা পৌঁছিবার পর বিধর্মীগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক ঈসায়ীগণ তাহাদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে আবু জেহেল বলিল-কেন তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে খোঁজ করিতেছ? তাঁহার নিকট তোমাদের কি প্রয়োজন রহিয়াছে? ইয়ামনবাসী খ্রীষ্টানগণ বলিল, তাঁহার নিকট আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

তাহাদের কথা শুনিয়া পাপীষ্ঠ আবু জেহেল-বিদ্রূপ করিয়া বলিল- তোমরা মুহাম্মদকে নবীরূপে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট ইসলাম গ্রহণকরিতে আসিয়াছ শুনিয়া আমি আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। তবে তোমরা যখন বিশ্বাস করিয়া এত দূরদেশ হইতে আসিয়াছ তখন তাঁহার নিকট একটা মু'জিয়া দেখিয়া লও। দেখাইতে না পারিলে তাঁহার নিকট মুসলমান না হইয়া ফিরিয়া চলিয়া যাও এবং তাহাকে পয়গাম্বর বলিও না। তিনি যদি বহু যুগ পূর্বের কবরের মৃত লাশ জিন্দা করিতে পারেন তবে তোমাদের সহিত আমরাও মুসলমান হইব।"

www.pathagar.com

আগত ইয়ামনবাসী তাহার কথায় সম্মত হইয়া বিধর্মীদিগকে সাথে লইয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হইল। তাহারা বলিল, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা ইয়ামন হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আপানি যদি কবরের লাশকে জিন্দা করিয়া আমাদিগকে দেখাইতে পারেন তবে আমরা সকলে আপনার নিকট কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া যাইব।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাহাদের কথায় রাজী হইয়া বলিলেন-চল তবে কবর স্থানে যাই। তাহারা সবাই রওয়ানা করিল। তাহাদের সহিত একজন বৃদ্ধলোক ছিল। সে একটা জায়গা দেখাইয়া বলিল, ঐ স্থানে একটি কবর আছে বলিয়া সে পূর্ব পুরুষের নিকট শুনিয়াছে, কিন্তু কবরের কোন নাম-নিশানাও নাই। বৃদ্ধ নবী করীম (সঃ)-কে ঐ স্থানটি দেখাইয়া বলিল, আপনি ঐ কবর হইতে মৃতকে জীবিত করিয়া আমাদিগকে দেখান। হুজুর (সঃ) তাহার কথা শুনিয়া কবরের প্রতি লক্ষ্য করত : কিছু বলিবার পর কবর হইতে ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট মহাশক্তিমান একজন লোক দুইহাতে দুইটি আগুনের করতাল ধারণ করিয়া কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে নবী করমি (সাঃ)-কে সালাম জানাইল। নবী করীম (সঃ)– তাহার সালামের জবাব দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন কালের লোক ছিলে? সে উত্তর করিল, আমি হযরত মূসা (আঃ)- এর উম্মত-উয়াহুদ। হযরত মূসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর আমার মৃত্যু হয়। এরপর হইতে কঠোর শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছি। হযরত নবী করীম (সঃ) এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-তুমি কোন পাপের জন্য এই শাস্তি ভোগ করিতেছ? লোকটি কহিল-"হুজুর! আমি গান গাহিয়া এবং করতাল বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতাম। সেইজন্য আমার হাতে দুইট আগুনের করতাল দেওয়া হইয়াছে যাহার গরমে আমার সমস্ত শরীর পুড়িয়া ছাই ভস্ম হইয়া যাইতেছে।"

পুনরায় হুজুর (সঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-"সত্য করিয়া বল দেখি, আমি আল্লাহর রাসূল কিনা? সে উত্তর করিল, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনার সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওয়রাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ রহিয়াছে। আমি একাগ্রচিত্তে আপনার প্রচারিত কলেমা শাহাদৎ পাঠ করিতেছি। বলিয়াই সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাহার হস্তদ্বয় হইতে আগুনের করতাল দুইটি পড়িয়া গেল। এই ঘটনা দেখিয়া ইয়ামনবাসী খ্রীষ্টানগণ এবং কতিপয় কোরাইশ মুসলমান হইয়া গেল। কিন্তু পাপিষ্ঠ আবু জেহেল মাথা নীচু অবস্থায় সেইস্থান ত্যাগ করিল।

www.pathagar.com

হে ঈসায়ী খ্রীষ্টান! যদি তোমার এই ঘটনা বিশ্বান না হয়, তবে আমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর একজন সামান্য উম্মত মাত্র। আমার সহিত আস আমি মৃতকে জীবিত করিয়া তোমাকে দেখাইয়া দেই। একটি অতি পুরাতন কবরের নিকট গমন করিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, 'কুম বিইজনিল্লাহ'- আল্লাহর হুকুমে উঠ। ইহা বলিবামাত্র কবর হইতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে সালাম জানাইল। তিনি তাহার সালামের জবাব দিয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইবার জন্য তাহাকে আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ঈসায়ী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে যখন আমি তাঁহার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একজন সাধারণ উম্মত হইয়া মৃতকে জীবিত করিতে পারি এখন তাঁহার ব্যাপারে দ্বিধা করার কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। আল্লাহ যখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকরিয়াছেন। সকল নবী-রাসূলগণই তাঁহার শাফায়াতের প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহাকে নবীগণের ইমাম বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে, যাহার অংগুলির ইঙ্গিতে আকাশের চন্দ্র দুইখণ্ড হইয়া গেল, তাঁহার পক্ষে মৃতকে জীবিত করা এতটুকু আশ্চর্যের ব্যাপার নহে। ঈসায়ী লোকটি তাঁহার এইরূপ আশ্চর্য শক্তি দেখিয়া তাঁহার হাতে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সেই মুহূর্ত হইতে বাকী জীবনকে আল্লাহ্‌র ইবাদতে ডুবাইয়া রাখিল।

(এগার)

অলী হইবার নিদর্শন

বিখ্যাত 'সুলতানুল আজকার' গ্রন্থে লিখিত আছে, মাওলানা মুহাম্মদ ইলমাল একীন 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, একদিন বাগদাদবাসী জনৈক লোক হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বেলায়েত আপনি কখন কিভাবে অনুভব করিতে পারিলেন? হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন, আমি বাল্যকালে যেই সময় মক্তবে যাইতাম তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ আমার অনুগমন করিত। আমি পাঠশালায় পৌঁছিয়া গেলে তাহারা অন্যান্য বালকগণকে বলিত-হে শিশুগণ! তোমরা দাঁড়াইয়া ইহাকে সম্মান কর। ইনি একজন আল্লাহর অলী। তাহারা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপন আপন আসন গ্রহণ করিত।

www.pathagar.com

একদিন একটি বালক অর্ধবয়সী একজন লোককে প্রশ্ন করিল, ইনি কে? কেন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়? উত্তরে লোকটি বলিল, তুমি তাঁহাকে চিনিবে না। ইনি আবু সালেহের পুত্র। তাঁহার নাম আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। ইনি দরবেশ কুলের বাদশাহ। আল্লাহ যেদিন আমাকে অলীর মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি নির্জনে বসিয়া আল্লাহর আরাধনায় তন্ময় থাকিতে চেষ্টা করিলাম। অল্পকাল মধ্যেই আল্লাহ আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। আল্লাহ যখন আমার বন্ধুরূপে ধরা দিলেন তখন হইতে আর আমার কোন অভাব রহিল না আল্লাহই যেন আমার হইয়া গেলেন। এই গৌরব অর্জন করিয়া আমি অনেক অলৌকিক কর্ম করিয়াছি যাহা দেখিয়া বহু লোক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। আর বহু সাধু পুরুষ আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে।

(বার)

একজন মহিলার সতীত্ব রক্ষা

ওমর বাজার কর্তৃক 'খোলাছাতুল মুকাররাবীন' গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে, বাগদাদ নগরে তৎকালে ষোড়শবর্ষীয়া পরমা সুন্দরী এক যুবতী বাস করিত। তাহার রূপের ছটায় চতুর্দিক বিমোহিত হইয়া পড়িত। প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় তাহার রূপে বহুলোক মধুমক্ষিকার মত তাহার চারিদিকে ঘুরাফিরা করিতে লাগিল। নারীর প্রতি পুরুষের সে দুর্বলতায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার নিকট ঘেষিবার মত কাহারও সাহস হইলনা। কারণ সে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আল্লাহ পাকের ইবাদতে নিয়োজিত থাকিত।

এক লম্পট তাহার রূপের মোহে ব্যাকুল হইয়া স্বীয় কামলিপ্সা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সন্ধানে রহিল। কিন্তু কোন মতে সে সুযোগ পাইল না। মহিলা ঘরের মধ্যে আল্লাহর আরাধনায় নিমগ্ন থাকে। সেখানে কাহারও পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনা নাই। একদিন উক্ত মহিলা বিশেষ এক বনের নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিল। পূর্ব হইতেই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উক্ত লম্পট সেই বনের এক গর্তে লুকাইয়া রহিল।

রমণী নিজ মনে একাকী হাটিয়া চলিয়াছিল। হঠাৎ উক্ত লম্পট তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণীটি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। নিরুপায় অবস্থায় আপনার সতীত্ব রক্ষার জন্য কাহাকেও কোন দিকে দেখিতে পাইল না। এই নির্জন গভীর জঙ্গলে চীৎকার করিলেও কেহই

www.pathagar.com

তাহার চীৎকার শুনিবে না। কেহই তাহার সাহয্যের জন্য আগাইয়া আসিবে না। তাহার চীৎকার কেবল মাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই শুনিবে না। কাজেই চীৎকার দিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর নামকে জোরের সহিত উচ্চারণ করিল এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হে ধর্মের নেতা, পাপীর কাণ্ডারী, মাহবুবে ছুবহানী গাউছুল আযম, আমি যে অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া নিজের মান-উজ্জত, ধর্ম-কর্ম এক কথায় নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব এই লম্পটের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। সতীত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে আমার জীবনের মূল্যই বা কি এবং আল্লাহর নিকট কি জবাব দিব? অতএব আপনি এই পাপীর হাত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে কেবল আমার সতীত্বই নষ্ট হইবে না, আপনার নাম পীরানে-পীর দস্তগীর নামেও গ্লানি আসিবে। হে গাউছুল আযম! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

এই ঘটনার কালে বড়পীর সাহেব স্বীয় বাসস্থলে অজু করিতেছিলেন। মহিলার ডাকে তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধের সাথে বামহাত দ্বারা নিজের একখানা পাদুকা বনের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। পাদুকাখানা তীরের বেগে যাইয়া লম্পটের মাথায় একাধারে আঘাত করিতে লাগিল। পাদুকার আঘাতে পাপীষ্ঠ লম্পটের মাথার খুলি চুরমার হইয়া গেল এবং পাপীষ্ঠের ভবলীলা সাঙ্গ হইল। মহিলা এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, ইহা হযরত বড় পীর (রহঃ) সাহেবেরই কারামত। তাই সে পাদুকা খানা সাথে লইয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার সতীত্ব রক্ষার ঘটনা আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল। এই ঘটনার পর উক্ত রমণী বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর পদে তাহার জীবনের সমূদয় কাজ অর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

(তের)

খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার ও একজন সওদাগর রক্ষা

আবু মোহাম্মদ আবদুল হক কুদ্দস সরাহ 'সাফিনাতুল আউলিয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সফর মাসের ৩রা তারিখ সোমবার সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে বড়পীর (রহঃ) বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি তাহা স্থগিত রাখিয়া অজু করিয়া ইবাদতে নিমগ্ন

www.pathagar.com

হন। ইতোমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে 'ইল্লাল্লাহু' বলিয়া তিনি তাঁহার খড়ম দুইখানা ক্রোধের সহিত একদিকে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খড়ম দুইখানা অন্তর্হিত হইয়া গেল। খড়ম নিক্ষেপের সময় তাঁহার সারা শরীর ও চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। তাঁহার শরীর ক্রোধে কাঁপিতেছিল। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া অতি বীর পুরুষের অন্ত রাত্মাও কাঁপিয়া উঠিত। এমন কোন সাহসীব্যক্তি ছিল না তাঁহার সহিত তখন বাক্যালাপ করে। দীর্ঘ একমাস তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল। কেহই তাঁহার নিকট যাইবার সাহস করিত না। শিষ্যমণ্ডলী ভয়ে জড়সড় ছিল।

একমাস অতিবাহিত হইবার পর একদল বণিক আসিয়া বাগদাদ শরীফে পৌঁছিল। উহাদের মধ্যে এক যুবক সওদাগর কয়েকটি স্বর্ণ মোহর, কিছু মূল্যবান পাথর, কয়েক থান রেশমী কাপড় এবং সুস্বাদু ফল একজন ভৃত্যের মাথায় দিয়া বড়পীর (সহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া পৌঁছিল। আগন্তুক বলিল, বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর নিকট এই খবর পৌঁছান যে, তাঁহার সাক্ষাৎ কামনায় একজন সওদাগর আসিয়াছে। তিনি সংবাদ পাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সওদাগর সালাম জানাইয়া উপঢৌকনসমূহ তাঁহার পার্শ্বে রাখিলেন। ঐ মূল্যবান দ্রব্যের সহিত এক জোড়া খড়মও সওদাগর পেশ করিল। তিনি সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার খড়ম দুইখানা তুমি কোথায়, পাইলে? বণিক বলিল-হুজুর!" বাণিজ্য সম্ভার বিক্রি করিয়া প্রভূত ধন-দৌলত নিয়া দেশে ফিরিতেছিলাম। বিশ্রামের জন্য আমার সঙ্গীদিগকে নিয়া একস্থানে আমরা তাঁবু ফেলিলাম, ঐ দিন ছিল সফর মাসের তৃতীয় তারিখ সোমবার। ইতোমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া আমিদিগকে আক্রমণ করে। তাহাদের তরবারীর আঘাতে আমার সঙ্গীদের শরীর হইতে রক্তের বন্যা বহিতে লাগিল। তাহারা আমাদের ধন-দৌলত, আসবাব-পত্র, টাকা-কড়ি সব লুণ্ঠন করিয়া নিয়া যাইতে লাগিল। ধন-সম্পদের কথা ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু আমার সঙ্গীদের চীৎকারে অন্তর বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই লোমহর্ষক দৃশ্য মনে পড়িলে সারা শরীর শিহরিত হইয়া উঠে।

আমি এই সর্বনাশা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক মনে আল্লাহকে ইয়াদ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া আমরা আরও আতঙ্কিত হইয়া গেলাম। সমস্ত মাঠ-ঘাট ভূমিকম্পের ন্যায় টলমল করিতে শুরু করিল। লুণ্ঠিত স্থান একেবারে শান্ত হইয়া গেল। দস্যুগণ কে কোথায় গেল কিছুই দেখিতে বা জানিতে পারিলাম না। চতুর্দিক একেবারেই নীরব নিস্তব্দ। কিছুক্ষণ পর বনের মধ্যে চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল-রক্ষা কর,

www.pathagar.com

রক্ষা কর। সেই আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, দস্যুগণ বলিতেছে সওদাগর সাহেব! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আপনার লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরাইয়া নিন। আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান। আমাদের শিক্ষা হইয়াছে। অলৌকিক খড়মের আঘাতে আমাদের সরদার প্রাণ হারাইয়াছে, আমাদের কাহারও আজ নিস্তার নাই। আপনার পায়ে পড়িতেছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদের পাপের যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

আমি সাহস করিয়া তাহাদের নিকটে পৌঁছিলাম। দেখিলাম যে, দস্যু দলপতি খড়মের আঘামে মারা গিয়াছে। দৈবশক্তিবলে বলীয়ান খড়ম শান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার খড়ম চিনিতে পারিয়া হাতে তুলিয়া নিলাম। নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ পুনরায় বুঝিয়া পাইলাম। দস্যুদলের অন্যান্য সদস্যগণ আপনার নিকট মুরীদ হইবার জন্য আমার সাথে আসিয়াছে। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাদিগকে মুরীদ করিলেন। তাঁহার কারামত দেখিয়া তাহারা সকলেই অবাক হইয়া গেল।

(চৌদ্দ)

একজন সওদাগরের স্বপ্নযোগে ধনে-প্রাণে উদ্ধার লাভ

'তুহফাতুল কাদেরী' নামক গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, বাগদাদের নিকটবর্তী, কোন এক গ্রামে তাপস হাম্মাদ বাস করিতেন। তাঁহার এক ভক্ত শিষ্য ছিল। তাঁহার পেশা ছিল সওদাগরী। পীরের বিনা অনুমতিতে কোন কাজই করিত না। পীর সাহেব যাহা আদেশ করিতেন সে তাহাই করিত। একদা সে বাণিজ্যে যাইবার জন্য মুরশিদের নিকট অনুমতি নিতে হাজির হইল। আরজ করিল, হুজুর! বাণিজ্যে যাইবার নিয়ত করিয়া আপনার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছি, আজ্ঞা হইলে রওয়ানা হইতে পারি। শেখ হাম্মাদ বলিলেন, তোমাকে আমি এই সময় বাণিজ্যে যাইতে বারণ করিতেছি। কারণ এইবার বাণিজ্যে তোমার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। মনে হয় তুমি এইবার বাণিজ্যে গেলে তোমার ধন-প্রাণ উভয়েরই ক্ষতি হইতে পারে। তাই তুমি বিরত থাক। তোমার এই কুসময় কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখা দিলে তুমি বাণিজ্যে যাইও। আশা করি লাভবান হইবে।

www.pathagar.com

সওদাগর মুরশিদের নিকট এইরূপ বাণিজ্যে-কু-লক্ষণের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল, কি প্রকারে পরিবার-পরিজন ও সংসারের ব্যয়ভার বহন করিবে? নিরুপায় হইয়া সওদাগর হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় পীর সাহেবের নিষেধ বাণী ব্যক্ত করিল। সওদাগর পরম ভক্ত বিধায় তিনি তাহার দুঃখে দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। তিনি সওদাগরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রিয় বৎস! তোমার কথাবার্তায় আমি ইহাই বুঝিলাম যে, তুমি বাণিজ্যে যাইতে পারিলেই খুশী হইবে। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি বাণিজ্যে যাও। বৃথা চিন্তা করিও না। আমি দোয়া করিতেছি, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সকল বিপদাপদ হইতে হেফাজত করুন। তোমার বিপদ-আপদের ভার আমি নিজ মাথায় বহন করিয়া তোমাকে বাণিজ্যে যাইবার জন্য অনুমতি দিলাম। সওদাগর হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর দোয়া ও অনুমতি লাভ করিয়া মহা আনন্দে বাণিজ্যে যাত্রা করিল। কয়েকদিন পর পণ্য সম্ভার লইয়া বিদেশের বাজারে পৌঁছিয়া তাহা বিক্রি করতঃ বেশ লাভবান হইল। অতঃপর সেই দেশের নানাপ্রকার দ্রব্যাদি শহর হইতে শহরে ঘুরিয়া ক্রয় করিতে লাগিল। ঐ সকল মালপত্র ক্রয় করিয়া সে স্থানে স্থানে রাখিয়া দিত। কারণ স্বদেশে ফিরিবার পথে তাহা আপন সুযোগ সুবিধামত উঠাইয়া নিবে। সে ব্যক্তি ঘটনাক্রমে যে যে স্থানে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিয়াছিল সে সে স্থানের ঠিকানা ভুলিয়া গেল। সে মালের শোকে অধীর হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া মনোব্যথা নিয়া সওদাগর এক স্থানে রাত্রি যাপন করিতে তাঁবু ফেলিল।

রাত্রে সওদাগর স্বপ্নে দেখিল যে, একদল ডাকাত আসিয়া তাহার উপর হানা দিয়াছে। তাহার সমুদয় মালপত্র লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল এবং তীক্ষ্ণ ছোরা দ্বারা তাহার শরীরে আঘাত করিয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু জাগ্রত হইয়া স্বপ্নের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইল না। তবে তাহার ঘাড়ে একটি মাত্র ক্ষতের চিহ্ন দেখিতে পাইল। সেখানে হইতে ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত ঝরিতেছিল।

স্বপ্ন দর্শনে সওদাগর অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করিল। অতঃপর নূতন উদ্যম লইয়া মালপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ইতোমধ্যে তাহার হারানো মালগুলি দ্বিগুণ অবস্থায় পাওয়া গেল। এই সফরে শেষ পর্যন্ত তাহার অভাবনীয় লাভ হইল। সওদাগর মনের আনন্দে বহু ধন-সম্পদ লইয়া স্বদেশের পথে রওয়ানা হইল। পথে কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হইয়া নির্বিঘ্নে সে মাতৃভূমিতে

www.pathagar.com

পৌঁছিল। দেশে পৌঁছিয়া সওদাগর ভাবিতে লাগিল, কাহার সহিত আগে দেখা করিবে আপন মুর্শিদের নিকট পূর্বে যাইবে না বড়পীর সাহেবের নিকট যাইবে? এমন সময় সে দেখিল যে, তাহার পীর শেখ হাম্মাদ তাহার সম্মুখে উপস্থিত। পীর সাহেবকে সামনে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া একটু হাসি হাসি ভাব প্রদর্শন করিল। শেখ হাম্মাদ শিষ্যের মনের গোপন কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি বাণিজ্যে যাইবার কথা যদি বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট না বলিতে তবে তোমাকে বিপদে পড়িতে হইত। এমনকি তোমার প্রাণনাশেরও আশংকা ছিল। তুমি দেশ ত্যাগ করিবার পর বড়পীর (রহঃ) তোমার ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য আল্লাহর দরবারে মোট সত্তরবার দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ফলে তোমার উপর দিয়া স্বপ্নযোগেই সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে এইবার তুমি তোমার প্রকৃত রক্ষাকর্তা পরম দয়াময় আল্লাহর শোকর আদায় কর এবং দীন-দুঃখীদিগকে দান-খয়রাত করিয়া উহার ছদকা আদায় করা তোমার একান্ত কর্তব্য। পীর সাহেবের মুখে এই কথা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। পীর সাহেবের পদধূলি লইয়া এইবার সওদাগর বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর নিকট গিয়া সকল ঘটনা ব্যক্ত করিল। বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, পীরের কথা সকল সময় মান্য করিয়া চলিবে। এই যাত্রায় আমার দোয়ায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। অন্যথায় তুমি সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতে।

(পনর)

এক ব্যক্তির ঈসা (আঃ) -এর আগমন পর্যন্ত জীবিত থাকা

লাহোর নিবাসী শেখ সৈয়দ সাওয়ালী (রহঃ) 'তুহফাতুল কাদরী' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ধীরে ধীরে মানব নেক কাজ পরিত্যাগ করিয়া পাপ কাজের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়িবে। এইকথা বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন। তাই মানবের কল্যাণ কামনায় বড়পীর (রহঃ) সাহেব কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন পর্যন্ত একজন কুতুব নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গেলেন। এই দুনিয়াকে রক্ষা করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল।

যিনি এই পরম সৌভাগ্যশালী তাহার নাম জামালুল্লাহ। বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর দোয়ায় এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনি এক সময় বোস্তান শহরে ঘুরাফিরা করিতেছিলেন। এই অতি বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পাইয়া একজন

www.pathagar.com

লোক তাঁহাকে তাঁহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি আমার বয়সের কথা তোমাকে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে আমার এতটুকু স্মরণ আছে, শত শত শহর গড়িয়া উঠিতে ও বিরান হইতে দেখিয়াছি। লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানকে বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিতে দেখিয়াছি; কিন্তু বয়সের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। বড়পীর সাহেব একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। জামালুল্লাহ! আল্লাহ পাকের নিকট তোমার জন্য দোয়া করি তিনি যেন তোমার আয়ু বর্দ্ধিত করিয়া দেন, যেন তুমি হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমন করিবার পূর্ব পর্যন্ত মারা না যাও। কেননা তাঁহার সহিত তোমাকে অনেকদিন থাকিয়া ইসলামের খেদমত করিতে হইবে। হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করিয়া মহাপাপী দাজ্জালকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিবেন। তুমি তাহার নিকট আমার সালাম জানাইবে।

মহাতাপস জামালুল্লাহ লোকটাকে এই পর্যন্ত বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ রহিলেন। পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের আশায় তাঁহার পথের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছি; কবে যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই দুনিয়া হইতে পরকালের পথে পা বাড়াইতে পারিব, সেই চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় বহু উত্থান-পতন দেখিয়াছি। সাথে সাথে দেখিয়াছি দীনের প্রতি মানুষের চরম অবহেলা ও দুনিয়ার প্রতি একান্তভাবে আগ্রহ। কথা শেষ হইতে না হইতেই জামালুল্লাহ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

(ষোল)

একটি চোরের কুতুব পদপ্রাপ্তি

হযরত শেখ আবু মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে 'লতীফে কাদরিয়া' নামক কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে, তৎকালের বাগদাদ নগরে এক চোর বাস করিত। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য চুরিই ছিল তাহার উপজীবিকা। একদিন চুরি করিবার জন্য সে বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিল। টের পাইয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি বলে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সাথে সাথে তাহার চক্ষু দু'টিও অন্ধ হইয়া গেল, সে কোন কিছুই দেখিতেছে না, কোথায় যাইবে বা কি করিবে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া অসহায়ের মত ঘরের এককোণে বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল -

www.pathagar.com

হায়! আমি সর্বনাশ করিয়াছি। অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া কেন আমি বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর ঘরে চুরি করিতে আসিলাম, আজ এইজন্য আমার এই দুর্দশা হইয়াছে। সকাল বেলায় সে আমাকে দেখিবে সে-ই তিরস্কার করিবে, সকলেই বিদ্রূপ করিবে, কেন আমি বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ঘরে ঢুকিলাম? এ ছাড়া কত যে শাস্তি আমার ভাগ্যে রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারিবে? এই সময় খিজির (আঃ) হযরত বড়পীর সাহেবের (রহঃ) নিকট আসিয়া জানাইলেন, আজ একজন আবদাল ইন্তেকাল করিয়াছেন তাঁহার স্থলে একজন লোক অধিষ্ঠিত করিয়া দেশ রক্ষার কাজ পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। আপনার নিকট কোন উপযুক্ত লোক থাকিলে তাহার ব্যবস্থা করুন। তিনি তাঁহার একজন খাদেমকে বলিলেন-আমার ঘরের কোণে একজন লোক আছে তাহাকে নিয়া আস।

বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নির্দেশমত খাদেম ঘর হইতে পূর্ব বর্ণিত লোকটিকে তাঁহার দরবারে হাজির করিল। বড়পীর সাহেব (রহঃ) একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতোমধ্যে চোরটি অমূল্য ইলমে মারেফতে মহা বিদ্বানরূপে পরিণত হইয়া একজন জবরদস্ত আবদাল হইয়া গেল।

অতঃপর হযরত খিজির (আঃ) লোকটিকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। জনৈক ব্যক্তি বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন-হুজুর, ঐ লোকটি কে? তিনি বলিলেন, সে একজন চোর। আমার ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে সাথে সাথেই অন্ধ করিয়া আটক করিয়া ফেলিলাম। লোকটি চুরি করিতে আসিয়া যেন বঞ্চিত না হয়। তাই তাহাকে ইলমে মারেফত দান করিয়া একজন আবদালরূপে পরিবর্তন করিয়া দিলাম।

(সতের)

ভুনা ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হওয়া এবং একটি হিংসুক সাধুর মৃত্যু

'খাওয়ারিজুল আখইয়ার' নামক কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে, একবার গাউছুল আযম দেশ ভ্রমণ করিয়া আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের বৈচিত্র্য উপলব্ধির জন্য বাহির হইলেন। পথভ্রষ্ট আল্লাহর বান্দাকে পথ দেখানোই ছিল এই ভ্রমণের লক্ষ্য। অনেক শহর, নগর, জনপদ ও প্রান্তর তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে এক নূতন শহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ শহরের নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর শোভা অবলোকন করিতে তিনি এক বাজারের মধ্যে প্রবেশ

www.pathagar.com

করিলেন। দোকানদার তাহাদের দোকানে নানাবিধ পণ্য স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। খানার দোকানে পোলাও-কোরমা, কালিয়া-কোপ্তা, রুটি-গোশত, ডিম-কাটলেট ইত্যাদি সুস্বাদু খাদ্য অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত রহিয়াছে। হোটেল মালিক আরও কিছু ডিম ভুনা করিবার জন্য উত্তপ্ত ঘৃতে ছাড়িতেছে। বড়পীর (রহঃ) সাহেব ঘৃত দ্বারা কড়াইয়ে ডিম ভুনা করিতে দেখিয়া আক্ষেপের সহিত মনে মনে ভাবিলেন-"হায়, ডিমগুলি ভাজি করা না হইলে উহার ভিতর হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া কেমন মনের আনন্দে খেলা করিত।" তাঁহার এই কল্পনা শেষ হইতে না হইতেই কড়াইয়ে ভুনা ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল।

বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর এই কারামত দেখিয়া শত শত লোক তাঁহার সেবায়, নিয়োজিত হইল। অলৌকিক কারামতের কথা চতুর্দিকে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে শহরাভিমুখে অগণিত লোকের আগমন শুরু হইয়া গেল। তাহারা আসিয়া দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিল, অনেকেই হযরত বড়পীর সাহেবকে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার দোয়া লইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল। একজন বিদেশী মুসলমান মুসাফিরের দরবার মহা প্রতাপশালী বাদশাহের দরবার হইতেও সরগরম, সদাচঞ্চল ও মুখরিত হইয়া উঠিল।

যাহারা হিংসাপরায়ণ, যাহারা কোন সময়ই পরের ভাল, পরের সুখ ও নাম-যশ সহ্য করিতে পারে না, অন্যের মান-সম্মান দেখিয়া তাহারা কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারে না। হিংসার অনলে তাহারা তিলে তিলে পুড়িয়া ছাই হইতে থাকে। বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে সর্বদা লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়া ঐ শহরের জনৈক তাপস প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার কারামতের কথা শুনিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য বোধ করিলেন। পরশ্রীকাতর তাপস ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন-বিদেশী ফকীরের কারামতে মুগ্ধ হইয়া লোকজন যেইভাবে তাঁহার নিকট গমন করিতেছে মনে হয় তিনি আরও কিছুদিন এই শহরে অবস্থান করিলে কেহই তাঁহার পাশও মাড়াইবে না। কাজেই স্থানীয় তাপসের অন্তর প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বেয়াদবীর সুরে কর্কশ ভাষায় বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়া তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করিলেন, "পথিক মুসাফির! মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমাদের এই শহরে আসিয়াছ। তবে কেন আমার শহরের

www.pathagar.com

লোকদিগকে অযথা কেরামত দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া নিজের দলে ভিড়াইতেছ? আমার মনে হয় যে, তুমি আমাকে হেয় করিবার জন্য লোকদিগকে এমন সব কারামতি দেখাইয়া নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতেছ। তোমার এই সকল কার্যকলাপ কি আমার বিরুদ্ধ বিদ্রোহ করা নহে? আমার শত শত শিষ্য আজ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়া গিয়াছ, তাহারাও তাহাদের অজ্ঞতাবশতঃ তোমার ফাঁদে আটকা পড়িয়াছে।

অতএব, আমি তোমাকে জানাইতেছি, নিজের মান-ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে চাহিলে শীঘ্রই আমাদের এই শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও।"

বড়পীর (রহঃ) সাহেব এই হিংসাপরায়ণ সাধুর পত্রখানা পাইয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কোরআন শরীফের পবিত্র একখানা আয়াতের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। "আকাশ, পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে তৎসমুদয় আল্লাহরই জন্য।" অতঃপর বড়পীর (রহঃ) সাহেব হিংসাপরায়ণ গর্হিত তাপসকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিলেন—"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক আল্লাহ। তাঁহার কোন শরীক নাই। সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত জমিনে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই তাঁহার আজ্ঞাধীন। আকাশ-পাতাল, নদ-নদী, বেহেশত-দোযখ, ইহকাল-পরকাল সকল রাজ্যের একমাত্র রাজা আল্লাহ। দুনিয়ার বুকে এমন সাধ্য কাহারও নাই যে, কোন স্থানকে আপন রাজ্য, শহর বা দেশ বলিয়া দাবী করে। কারণ আপন দেহ-রাজ্যের মালিক যখন নিজে নয় তখন গর্ব বা দাবী করিবার কোন কিছু নাই। সকলকেই এই নশ্বর পৃথিবীতে নির্ধারিত কয়দিন অবস্থানের পর পরপারে পারি জমাইতে হইবে। এক মুহূর্তের সময় চাহিলেও পাওয়া যাইবে না। নির্দিষ্ট সময়েই প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে, তাহাকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কেননা, পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে "যখন মৃত্যু আসিবার সময় হইবে তাহা আসিবেই। এক মুহূর্ত আগে-পরে হইবে না।"

বড়পীর (রহঃ) পত্রখানা একজন খাদেমের মারফত তাপসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাইয়া অসাধু তাহা ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রের শেষ লাইনটি পাঠ করিবার সাথে সাথে তাহার শমন হাজির হইল। তাহার প্রাণপাখী খালি ধড় রাখিয়া উড়িয়া গেল আর দেহপিঞ্জর ধূলায় পড়িয়া রহিল।

www.pathagar.com

(আঠার)

একটি লোকের সাধুত্ব লাভ

'খোলাছাতুল মুকাখখিরীন' কিতাবে শেখ আবুল হোসেন বিন আহমদ (রহঃ) হইতে লিখিত রহিয়াছে, যখন শেখ আবদুর রহমান বাগদাদী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাহার পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন-আমার মৃত্যু আগত। আমার মৃত্যুর পর তুমি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের শরণাপন্ন হইও। তাঁহার নিকট যাইয়া সকল প্রকার উপদেশমূলক শিক্ষালাভ করিয়া আপন চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিও। তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে পারিলে পরকালের জন্য তোমার ভাবনা করিতে হইবে না।

শেখ আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পিতার অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে গিয়া উপস্থিত হইল। বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাকে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া একটি সুন্দর কোঠায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বালক একদিন ঐ মূল্যবান পোশাক পরিধান করিয়া মাদ্রাস গেল। এমন সময় এক মজসুর ফকির আসিয়া তাহার পোশাক ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বৎস! তোমার পরিধানে যে পোশাক-পরিচ্ছদ রহিয়াছে তাহা রাজা-বাদশাহদের জন্য। ইহা তোমার জন্য অশোভনীয়। এই পোশাক দেখিয়া জগতের লোক প্রতারিত হইবে বটে, কিন্তু তুমি ইহা দ্বারা ধোকা দিতে পারিবে না। বালক! আমি তোমাকে একটি কথা বলি-তোমার পিতা তোমাকে বড়পীর (রহঃ) সাহেবের সাহচর্যে আসিয়া ফকিরী লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, আমীরের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিলাসপূর্ণ ঘরে বাস করিয়া আমীর সাজিতে তোমাকে বলেন নাই। এইভাবে থাকিয়া খোদা প্রাপ্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

মাজযুব এই বাক্যবাণ বালকের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আগন্তুক দরবেশের কথায় বালকের অন্তরে ঘা লাগিল। তৎক্ষণাত সে মূল্যবান পোশাক খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া একটি মাত্র শব্দ 'ইল্লাল্লাহু' বলিয়া গভীর বনের দিকে ছুটিয়া গেল। তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহার খোঁজে বহু লোক গেল, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। অথচ পীর সাহেবে আধ্যাত্মিক শক্তি বলে সবকিছু পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তিনি জনতাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইও না। চিন্তার কোন কারণই নাই। বালকটি আল্লাহর প্রেমের পাগল হইয়া বনের মধ্যে এক ধ্যানে এক প্রাণে খোদার আরাধনায়

www.pathagar.com

নিয়োজিত রহিয়াছে। আটাইশ দিনের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে। নির্ধারিত দিনে তোমরা গভীর অরণ্যের ধারে 'আইয়াদাম' নামক যে নদী প্রবাহিত রহিয়াছে সেখানে গেলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে। ঐ নদীতে সে প্রত্যহ অজু ও গোসল করিবার জন্য আসে। তোমাদিগকে সেখানে দেখিতে পাইলে সে তোমাদের সহিত ফিরিয়া আসিবে।

বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট গ্রামবাসীগণ এই তথ্য অবগত হইয়া দিন গুণিতে আরম্ভ করিল। সাতাইশ দিন অতিবাহিত হইবার পর গ্রামবাসীগণ বড়পীর (রহঃ) সাহেবের অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে, বালকটি জীর্ণ-শীর্ণ শরীরে আল্লাহর প্রেমে মত্ত হইয়া 'ইল্লাল্লাহু' শব্দে সমস্ত বন প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার যিকিরের আওয়াজে বনের হিংস্র প্রাণী এবং বিহঙ্গকুল পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইয়া পড়িয়াছে। বনের হিংস্র জন্তুও আজ সেই বালক তাপসের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'ইল্লাল্লাহ' বলিতে বলিতে তাপস মাতোয়ারা হইয়া নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। আল্লাহর প্রেমে তিনি এমন বিভোর ছিলেন যে, কোন সময় নদী পার হইয়া গেলন তাহা খেয়ালই করিতে পারিলেন না। নদী পার হইবার পর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বুঝিতে পারিয়াছি তোমরা আমাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছ, বড়পীর (রহঃ) সাহেব তোমাদিগকে আমার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি এখনই তোমাদের সহিত পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইব। গ্রামবাসীদের সহিত তিনি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার শরীর হইতে চর্ম পোশাক খুলিয়া ফেলিয়া পীরের লেবাছ পরাইয়া দিলেন। অতঃপর ইলমে মারেফতের পূর্ণজ্ঞান দান করিয়া তাহাকে আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

(উনিশ)

একজন খোদাভক্ত প্রেমোন্মত্ত ফকীরের বিবরণ

শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আনসারী কর্তৃক 'মুনাকেবে গাউছিয়া' নামক কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব জনাব সৈয়দ আহমদ নামক একজন খোদাভক্ত দরবেশকে পরীক্ষা করিবার জন্য ছোট এক টুকরা কাগজ ভৃত্যের হাতে দিয়া ফকীরের নিকট প্রেরণ করিলেন। কাগজ টুকরায় লেখা ছিল-

www.pathagar.com

"ইশক কি বস্তু, উহা কি রকম?" ভৃত্য কাগজখানা নিয়া চলিতে চলিতে একটি গাছের তলায় পৌঁছিলে দেখিতে পাইল যে, একজন অতি দীনহীন ব্যক্তি বৃক্ষতলায় বসিয়া তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন। খাদেম তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেব কর্তৃক প্রেরিত কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। তাপস লিপিখানা পাইয়া পরম যত্ন সহকারে ও শ্রদ্ধার সহিত বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। পত্রখানা পাঠ করত : তিনি বলিয়া উঠিলেন-ইশক অগ্নি বিশেষ, ইহার ন্যায় কোন অগ্নি নাই। এই অগ্নিতে আল্লাহ ব্যতীত আর সমুদয় জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। তাপস প্রবর যখন আল্লাহর ইশকের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখনই ইসমে আজমের তীব্রতায় গাছটি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল, ফকীরের কোন নামনিশানা রহিল না। খাদেম এই অভাবনীয় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব সমীপে যাইয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। খাদেমের নিকট উহা শুনিয়া পীর সাহেব তৎক্ষণাত তাহাকে সাথে নিয়া ঐ বৃক্ষের নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া পীর সাহেব একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন—আপন মূর্তি ধারণ কর। ভস্মের উপর হাত রাখিয়া উক্ত বাক্য বলিবার সাথে সাথেই সৈয়দ আহমদ সাহেব কালেমা পাঠ করিতে করিতে যেন ঘুম হইতে উঠিয়া বসিলেন। হযরত বড়পীর (রহঃ) তাহাকে তখন গোপন বিদ্যায় বিজ্ঞ করিয়া বিদায় দিলেন।

(বিশ)

বাগদাদের বাদশাহকে বেহেশতের ফল ভক্ষণ করিতে দেওয়া

'গুলজারে মায়ানী' নামক গ্রন্থে হযরত আবুল মোফাখখার হোসেনী বাগদাদী কর্তৃক বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদিন বাগদাদের অধিপতি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ইনি আমাকে কোন কারামতি দেখাইতে পারিলে আমি তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিা তদীয় সেবায় নিয়োজিত হইব। এই আলোচনার পর বাদশাহ বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইলে বড়পীর (রহঃ) সাহেব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাগদাদ অধিপতি! আপনি কি কোন কারামতি দেখিতে চান? বাদশাহ তখন একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন—"মহাত্মন! এ সময় কোথাও সেব ফল পাওয়া যায় না। আপনি বেহেশত হইতে আমাকে একজোড়া সেব ফল আনিয়া দিন।" হযরত

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ) বাদশাহের মনোবাসনা পূর্ণকরিবার জন্য ধ্যানের সহিত চাহিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একস্থানের একটি গাছে একজোড়া সেব ফল রহিয়াছে। তিনি সেব ফল জোড়ার জন্য প্রার্থনা করিবামাত্রই স্বর্গীয়দূত সেব ফল নিয়া বড়পীর সাহেবের খেদমতে হাজির হইল। তিনি একটি নিজের নিকট রাখিয়া অপরটি বাদশাহকে দিলেন। বড়পীর সাহেব যে ফলটি আপনার নিকট রাখিরেন, দরবার কক্ষেই তাহা নিজ হাতে কাটিয়া তিনি খাইলেন এবং যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে ও ভাগ করিয়া দিলেন। ফলের সুগন্ধে চারিদিক বিমোহিত হইয়া গেল। সকলেই উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

বাদশাহকে যে সেব ফলটি দেওয়া হইয়াছিল উহা ও তাঁর নিজে হাতে কাটিলেন, কিন্তু উহার ভিতর হইতে উৎকট পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল। ইহাতে বাদশাহ আশ্চর্য হইয়া ইহার রহস্য জানিতে চাহিলেন। বড়পীর সাহেব বাদশাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে বাদশাহ নামদার! বেহেশতের সেব ফল অতিশয় সুস্বাদু ও সুগন্ধময়। আপনার নিয়ত এবং অপবিত্র হাতের সংস্পর্শে ইহার এই অবস্থা হইয়াছে। আপনি একজন বাদশাহ, আপনি যদি ইনসাফের সহিত প্রজাপালন করিতেন এবং গরীবের মধ্যে দান-খয়রাত করিতেন তবে আপনি সেব ফলটির সুগন্ধি ও মধুরতা আস্বাদন করিতে পারিতেন। সৎকার্য না করিয়া কি প্রকারে আপনি বেহেশতের ফল খাইতে চাহিতেছেন? যাহারা দুনিয়ায় অসৎকাজ করে তাহারা কখনও বেহেশতের ফলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না।" বাদশাহ বড়পীর (রহঃ) সাহেবের এই কঠোর ও চরম সত্য কথা শুনিয়া লজ্জিত অবস্থায় বিষণ্ন বদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(একুশ)

একটি রান্না মুরগী খাইয়া পুনরায় উহাকে জীবিতকরণ

'সিরাতুল ফায়িজান' নামক কিতাবে ইমাম আফি (রহঃ) হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এক বৃদ্ধা রমণী বড়পীর সাহেবকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। সে তাঁহার দরবারে আসিয়া আপন পুত্রকে হুজুরের খেদমতে রাখিয়া আলিম, গুণী-জ্ঞানী ও হুজুরের একজন আদর্শ শাগরেদ বানাইবার ইচ্ছা জানাইল। একদিন ঐ বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে সাথে করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা বলিল, মেহেরবানী করিয়া আমার এই পুত্রকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করিয়া এলমে জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা

www.pathagar.com

দিয়া আল্লাহকে পাইবার পথ সুগম করিয়া দিবেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আশা করি, আপনি আমার এই আকাঙ্খা পূরণ করিবেন।

বৃদ্ধার পরম ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য হুজুর তাহার ছেলেকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। পুত্রকে বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে নিযুক্ত করিয়া মনের আনন্দে বৃদ্ধা আপনগৃহে চলিয়া গেল। বৃদ্ধার একান্ত বাসনা অনুযায়ী বড়পীর (রহঃ) সাহেব বালকটিকে জাহেরী বাতেনী, সহ্যগুণ, রাত্রি জাগরণ, একাগ্রচিত্তে আল্লাহর উপাসনায় নিমগ্ন থাকা, ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ এবং রিপু দমন করিতে নিয়োজিত করিলেন। তাহার রিপুসমূহকে দমন করিবার জন্য বড়পীর সাহেব তাহার খাদ্য বরাদ্দ করিলেন শুকনা রুটি ও ছোলা।

একদিন বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে দেখিবার জন্য হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে আসিয়া দেখিল যে, তাহার পুত্র একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে। ছেলের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে মাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিল। ছেলের এহেন অবস্থা দেখিয়া অতিশয় মনোবেদনা নিয়া বৃদ্ধা উদ্দীপ্ত হইয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, তিনি মুরগীর গোশতযোগে আহার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইল। ক্রোধবশে সে বলিয়া ফেলিল, "হুজুর আপনি মুরগীর গোশতও সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ করিতেছেন, আর আমার স্নেহের পুত্র আপনার দরবারে শুকনা ছোলা-রুটি খাইয়া অস্থি-চর্মসার হইয়া গিয়াছে।" হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলের অবস্থা দেখিয়া তোমার অন্তরে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। তবে স্মরণ রাখিও, এই সময় রিপুকে দমন না করিয়া পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। গুরুবাক্য পালন করিয়া এই সমস্ত কৃচ্ছ্রতা ও ধৈর্য-সহ্য এবং ষড়রিপুকে যে বশ করিতে পারে সেই সফল হইতে পারে। কু-প্রবৃত্তির মোহে পড়িয়া কেহই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই। কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। নতুবা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোমল বিছানা ত্যাগ করিয়া খেজুর পাতার চাটাইয়ে মোটা কম্বল বিছাইয়া শয়নকরিতেন না। ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হইয়া পেটে পাথর বাঁধিতেন না। অতি দীনবেশে ছেঁড়া পরিচ্ছদ তালির উপর তালি লাগাইয়া পরিধান করিতেন না। তাঁহারই স্নেহের জামাতা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গুরু হযরত আলী (রাঃ) খলিফা হইয়াও সামান্য দামের মোটা কাপড় পরিধান করিতেন। সন্ধ্যা ও ভোর রাত্রে কেবলমাত্র পানি পান করিয়া রোযা রাখিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন।"

www.pathagar.com

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবার জন্য মহাপুরুষগণ কি প্রকার সাধণা করিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধা মহিলা তাহা বড়পীর সাহেবের মুখে শুনিতে পাইয়া একটু লজ্জিত হইল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, হুজুর! আমি অবলা নারী, এত কথা আমার জানিবার সুযোগ কোথায়? আমি অন্যায় করিয়াছি, আমাকে মার্জনা করুন। বড়পীর সাহেব পুনরায় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৃদ্ধা! সাধু হওয়া সোজা কথা নয়। এই পথ কঠিন। কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ ব্যতীত কেহই এই পথ পায় নাই। তুমি হয়ত শুনিয়া থাকিবে, বাদশাহ ইব্রাহীম আদহাম রাজ্য ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহকে পাইবার জন্য কেমন সাধনা করিয়াছেন। মৃত পুত্রকে ক্রোড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার ধৈর্য ও সহ্যের উদাহরণ আমাদের সকলকে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে হয়ত আমাকে তুমি প্রশ্ন করিতে পার, আমি কেন ভাল খানা খাই এবং আরামের সহিত নরম বিছানায় শয়ন করি। ইহার রহস্য আছে। এই বলিয়া তিনি মুরগীর হাড়গুলি একত্র করিয়া উহার উপর তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিলেন-আল্লাহর হুকুমে জীবিত হইয়া যাও। অমনি মুরগীটি জীবিত হইয়া গেল। পীর সাহেব বৃদ্ধাকে বলিলেন, তোমার পুত্রও যেমন ইচ্ছা তেমন খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে। বৃদ্ধা রমণী বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কারামত দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট মহাপুরুষগণের কঠোর সাধনার কথা শুনিয়া তাঁহাকে সালাম জানাইয়া আপন গৃহের দিকে রওয়ানা হইল।

(বাইশ)

একই তারিখে সত্তর জায়গায় ইফতার

'মাকাশিফায়ে জাদীদ' গ্রন্থে হযরত শেখ আবদুল কাদের শামী কর্তৃক লিখিত রহিয়াছে কোন এক রমজান মাসে হযরত বড়পীর সাহেব সত্তর জায়গায় ইফতারের জন্য নিমন্ত্রিত হন। একই ব্যক্তির পক্ষে ইফতারের সময় একাধিক স্থানে ইফতার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু সকলের মন রক্ষার্থে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ইফতারের সময় হইলে তিনি আপন অলৌকিক ক্ষমতা বলে সত্তর স্থানেই যোগদান করিলেন। সকল দাওয়াতকারী তাঁহাকে ইফতার করাইতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। অধিকন্তু পীর সাহেব ঐ সত্তরস্থান ছাড়াও গৃহে শিষ্য ভৃত্যগণসহ ইফতার করিলেন।

www.pathagar.com

পরদিন দাওয়াতকারীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব কাল তাহার ঘরে ইফতার করিয়াছেন। অনুরূপভাবে সকলেই তাঁহাকে ইফতার করাইয়াছে বলিয়া দাবী করিল। এই অলৌকিক কাণ্ডে তাহারা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। তবে তাহারা জানিত যে, তাঁহার এমন ভুরি ভুরি কারামত রহিয়াছে, ইহাও তাঁহারই একটি কারামত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব, তাহারা এই বিষয়ে আর কোন আলোচনা করিল না। কিন্তু হযরত বড়পীর সাহেবের এক ভৃত্য তাহা মোটেই বিশ্বাস করিল না। কারণ সে হযরতের সহিত তাঁহার ঘরে ইফতার করিয়াছে। কাজেই তিনি অন্য কোথাও ইফতার করিয়াছেন এইকথা বোধগম্য নহে। বিশেষ করিয়া একই সময় একজন লোক কিভাবে এতগুলি স্থানে ইফতার করিলেন, ইহা তাহার মাথায় খেলিল না।

একদা সন্ধ্যাকালে গাউছুল আযম (রহঃ) উক্ত ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া কোথাও বেড়াইতে গেলেন। কিছুদূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি তাসবীহ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, তুমি একই সময়ে সত্তর স্থানে ইফতার করাকে অবিশ্বাস করিতেছ কেন?

ভৃত্য বলিল—হুজুর ঠিক অবিশ্বাস নহে, তবে আমি ভাবিতেছি আপনার আমার ন্যায় একই মাত্র দেহ। নির্দিষ্ট একই সময়ে একটি মাত্র দেহ কেমন করিয়া সত্তর স্থানে গমন করিল তাহাই আমাকে কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছে। ভৃত্যের মনের ভাব বুঝিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, "একবার তুমি উপরের দিকে তাকাও দেখি। ভৃত্য উপরের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে দেখিল যে, গাছের শাখায়-প্রশাখায় এমনকি প্রতিটি পাতায় একজন করিয়া বড়পীর (রহঃ) আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন রহিয়াছেন। সে অবাক হইয়া তাহার নিকটেই গাছের গোড়ায় উপবিষ্ট হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দিকেও তাকাইয়া দেখিল যে, তিনি পূর্ববৎ তাসবীহ পাঠে রত রহিয়াছেন। ভৃত্য তখন নিজ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হইয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

(তেইশ)

দূরবর্তী অলীকে নিকটে হাজির

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইবনে খিজির (রহঃ) বলেন, একদা আমি বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ফয়েজ লাভের জন্য তাঁহার দরবারে হাজির হইলাম। তাঁহার খেদমতে বসিয়া তৃপ্ত হইলাম। কিছুক্ষণ পর ভাবিলাম যে, এখান

www.pathagar.com

হইতে বিদায় নিয়া হযরত শেখ রিফায়ী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুরূপভাবে ফয়েজ হাছিল করিব। আমার এই খেয়াল অন্তরে উদয় হইবামাত্রই বড়পীর (রহঃ) সাহেব আমাকে বলিলেন,-"হে ইবনে খিযির! দেখ, রিফায়ী এখানেই রহিয়াছে।" আমি তাঁহার আদেশমত ঐদিকে তাকাইয়া দেখিলাম, তিনি সেখানেই বসিয়া আছেন। আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "হে ইবনে খিযির! স্মরণ রাখিও, যে ব্যক্তি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে তাঁহার আর কোন অলীর সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। কেননা দুনিয়ার অন্যান্য সকল অলীই তাঁহার অধীন।" এই কথা বলিয়াই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের ইন্তেকালের পর আর একবার আমি আহমদ রিফায়ীর (রহঃ) সাথে দেখা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, এত কষ্ট করিয়া এতদূর আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমবারের দর্শাই যথেষ্ট ছিল।

(চব্বিশ)

কুষ্ঠ রোগীর মুক্তিলাভ

হযরত শেখ আবুল হাসান কাশী (রহঃ) বলেন, একবার গালিব ফজলুল্লাহ ইবনে ইসমাঈল বোগদাদী (রহঃ) হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, "হুজুর! হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী আমার দাওয়াত কবুল করিয়া গরীবকে ধন্য করিবেন। আপনার গমনে গরীবালয় ধন্য হউক এই আমাদের কামনা।" কিছুক্ষণ মস্তক অবনত রাখিয়া বড়পীর সাহেব মস্তক উত্তোলন পূর্বক বলিলেন, আল্লাহ তোমার বাসনা পূর্ণ করুন। যাও, তোমার দাওয়াত গ্রহণ করিলাম।

নির্ধারিত দিন হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব একটি খচ্চরে আরোহণ করিয়া আবু গালিব ফজলুল্লাহর গৃহে তাশরীফ নিলেন। তাঁহার সহিত শিষ্য শেখ আলী হায়বাতীও ছিলেন। ফজলুল্লাহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তাহার গৃহে দাওয়াত করিয়াছিলেন। যথাসময়ে আলেম, বজুর্গ ও সম্মানিত মেহমানদের সম্মুখে নানাপ্রকার উপাদেয়, সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত হইল। অতঃপর একটি বৃহৎপাত্র মুখ ঢাকা অবস্থায় মজলিসে আনিয়া রাখা হইল। কিন্তু হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের সম্মুখে কোন প্রকার বেয়াদবী প্রকাশ পায় এই ভয়ে কেহই কোন কথা বলিল না। সকলেই নীরব নিস্তব্দ। এতক্ষণ

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ) সাহেব অবনত মস্তকেই ছিলেন। এইবার মাথা উত্তোলন করিয়া শাগরেদ আলী হায়বাতীকে নির্দেশ দিলেন, "পাত্রটি আমার নিকট আনয়ন কর। ইহার মুখ খুলিয়া সকলকে দেখিতে দাও।"

বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর আদেশ মত আলী হায়বাতী পাত্রটি তাঁহার নিকট আনিয়া মুখাবরণ উত্তোলন করিলেন। সকলেই অবাক বিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে, সর্বশরীর গলিত অবস্থায় কুষ্ঠাক্রান্ত একটি জীর্ণশীর্ণ বালক। কিন্তু বড়পীর সাহেব এই দৃশ্য দেখিয়া একটুও বিচলিত হইলেন না। গম্ভীরভাবে বলিলেন, আল্লাহতায়ালার হুকুমে তুমি বাহির হইয়া আস। সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে তোমার আরোগ্য হইবার সময় হইয়াছে।" বড়পীর (রহঃ) সাহেবের বাক্যটি শেষ হইবামাত্রই বালকটি সুস্থ অবস্থায় পাত্র হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং উপস্থিত সকলের সম্মুখে চলাফেরা করিতে লাগিল। মেহমানগণ তাঁহার বুজর্গী ও কারামত দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল।

(পঁচিশ)

একটি বালকের রোগমক্তি

শেখ আবুল হোসেন কর্তৃক 'আনাসুল কাদরী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, জাফর আহমদ বিন আবুল আহমদ একদা বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলির, হুজুর, দীর্ঘদিন যাবৎ আমার একটি পুত্র সন্তান কঠিন রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। তাহার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, একটু নড়াচড়া করিবার শক্তিও নাই। যে কোন সময়েই তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে, আপনার নিকট আবেদন—মেহেরবানী করিয়া আপনি একটু দোয়া ও তদবীর করিলে হয়ত আল্লাহর ফজলে সে রোগমুক্ত হইয়া উঠিবে।

জাফরের কাকুতি-মিনতি শুনিয়া তিনি তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "জাফর! তুমি বাড়ী যাইয়া তাহার কানে 'মউ মালুদাম শেখ আবদুল কাদের কা হুকুম হায়' এই বাক্যটি বলিয়া ফুঁক দিবে এবং পুনরায় বলিবে-এই বালকটি ছাড়িয়া শীঘ্রই হোল্লাহুর অঞ্চলে চলিয়া যাও। ইহাতেই তোমার পুত্র রোগমুক্ত হইয়া সারিয়া উঠিবে।' জাফর আমহদ খুশী মনে বাক্যটি আওড়াইতে আওড়াইতে বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল। এই তদবীরটি করিবামাত্র তাহার ছেলে বহুদিনের পুরাতন ব্যাধিমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

www.pathagar.com

(ছাব্বিশ)

বাগদাদ শহরে কলেরা বিনাশ

'গুলজারে মায়ানী' কিতাবে শেখ আলী বাগদাদী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, এক বৎসর বাগদাদ শহরে মহামারী আকারে কলেরা রোগ দেখা দিল। প্রত্যেক ঘরেই কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়িল। লোকজন ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেল। প্রতিদিন শত শত লোক মারা যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হইল যে, মৃতকে দাফন-কাফন করিবার লোকও পাওয়া যাইতেছিল না। কবরস্থান নূতন কবরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

শহরবাসী নিরুপায় হইয়া একদিন বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, "হুজুর! সর্বগ্রাসী কলেরায় বাগদাদ শহর জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। যেভাবে কলেরা রোগ মহামারী আকারে সমস্ত শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মনে হয় কেহই বাঁচিবে না। অতএব, আপনি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

মাহবুবে খোদা গাওছুল আযম শহরবাসীর এই মর্মান্তিক বিপদের কথা শুনিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাদিগকে বলিলেন-"হে শহরবাসী! তোমরা ভীত হইও না। আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ করিয়া আমার মাদ্রাসা প্রাঙ্গন হইতে ঘাস তুলিয়া নিয়া উহার রস রোগীদিগকে সেবন করাইয়া দাও। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাহারা সারিয়া উঠিবে।" বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কথামত তাহারা তৃণ নিয়া উহার রস সেবন করানোর পর রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিল।

(সাতাইশ)

ভৃত্য কর্তৃক সর্পরূপী জ্বিন হত্যা

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহঃ) 'লাতায়েফে গারায়েব' নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রে ভ্রমণে বাহির হইলাম। কিছুদূর অতিক্রম করিবার পর পথিপার্শ্বে একটি মনমুগ্ধকর বাগান দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও বাগানের সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া উহার শোভা দেখিতে লাগিলাম। ইতোমধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। বাগানের নানাপ্রকার ফল ও ফুলের সমারোহের মধ্যে আমরা আরও দেখিলাম যে, কোথাও ময়ুর পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে আর কোথাও ভ্রমরদল মধু আহরণ করিতেছে। সুউচ্চ গাছের ডালে বসিয়া মনের আনন্দে

www.pathagar.com

কোকিল কুহু-কুহু রবে সমস্ত বাগানটিকে মোহিত করিয়া তুলিয়াছে। অতঃপর আমরা সকলে একস্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। সেই সময় হযরত বড়পীর সাহেবের প্রিয় ভৃত্য আমার পরম বন্ধু একটি সর্প দেখিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া লাঠির আঘাতে সাপটিকে মারিয়া ফেলিল। আমার বন্ধু সাপটি বধ করিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময় সমস্ত বাগানটি ঘোর অন্ধকারে ছাইয়া গেল। কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, আমরা সকলেই অন্ধকারে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলাম। এখানেই শেষ নহে, সমস্ত বাগান চুরমার করিয়া প্রবল বেগে ঝড় আসিয়া আমাদিগকে আরও আতংকগ্রস্ত করিয়া তুলিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব ও অন্ধকার কাটিয়া গেল। আমরা সবকিছু দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আমার বন্ধুকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমরা চতুর্দিকে তাহার খোঁজে বাহির হইলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর দেখিতে পাইলাম যে, আমার বন্ধু শাহী পোশাক পরিয়া মুল্যবান মুকুট মাথায় আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহার এই বেশ-ভূষা দেখিয়া আমরা হতবাক হইয়া গেলাম। বন্ধু আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে বলিতে লাগিল-আমি সর্পটি হত্যা করিয়া যখণ ফিরিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ সে স্থান হইতে ধূম্র নির্গত হইয়া সকল দিক অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি দৈত্য আসিয়া আমার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল এবং আমাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেল। সেখানকার অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে পাইলাম, সে অট্টালিকায় একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতদেহের পার্শ্বে উন্মুক্ত তরবারী হাতে ক্রোধে অধীর হইয়া দৈত্যরাজ পায়চারী করিতেছে। তাহার সর্বশরীর দিয়া যেন অগ্নি ঝরিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তাহার চক্ষু হইতে অঝোরে অশ্রু বহিতেছে। অনেকক্ষণ পর অশ্রু সম্বরণ করিয়া দৈত্যরাজ আমাকে কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল-কোন অপরাধে তুমি আমার এই পুত্রকে হত্যা করিয়াছ? সে তোমার কি ক্ষতি করিয়াছে? ইহাতে তোমার কি লাভ হইয়াছে? অকারণে কেন তুমি তাহাকে হত্যা করিলে?

আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, দৈত্যরাজ! আমি কাহাকেও হত্যা করি নাই। এমন নির্দয় কাজ আমার দ্বারা কোন অবস্থাতেই হয় নাই। এইবার দৈত্যরাজ আরও অধিক ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল-"তুই নরাধম,

www.pathagar.com

তোর লাঠির দ্বারা আঘাত করিয়া আমার পুত্রের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিস। এখনও তোর হাতের লাঠি আমার মৃত পুত্রের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। মিথ্যা বলিয়া অপরাধ অস্বীকার করিলে তোর নিস্তার নাই। আমার হাতের তরবারী দ্বারা তোর গর্দান কাটিয়া পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিব' এইবার আমি অতিশয় সাহসের সহিত তাহাকে বলিলাম-"দৈত্যরাজ! আমি কোন মানব-দানবকে কখনও হত্যা করি নাই। তবে এই কিছুক্ষণ পূর্বে বাগানে বেড়াইবার সময় একটি কাল বিষধর সর্প সংহার করিয়াছি।

দৈত্যরাজ ক্রোধে আরও ফাটিয়া পড়িল। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল-অকারণে কেন সর্প সংহার করিলি? এইবার আমি-'উকতুলুল মুজি কাবলাল ইজা' এই হাদীসটি তাহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। যাহার অর্থ, হুযুর বলেন, "কোন কষ্টদায়ক হিংস্র প্রাণী কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার পূর্বেই তাহাকে সংহার কর।" কাজেই আমাদের ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সর্পটি বধ করিয়াছি, আমি জ্ঞাতসারে আপনার পুত্রকে হত্যা করি নাই।

দৈত্যরাজ পূর্ববৎ তাহার চক্ষু লাল করিয়া আমাকে বলিল, "তুই হিংস্র জীব। কাল সর্পের রূপ ধারণ করিয়া আমার পুত্র বাগানে আত্মগোপন করিতেছিল, তুই তখন আমার পুত্রকে বধ করিয়াছিস, তবু তুই সাফাই গাহিতেছিস যে, তোর কোন অন্যায় হয় নাই। আমি তোকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া হত্যা করিয়া আমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। সে কাজীর দরবারে যাইয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিল। কাজী আমাদের উভয়ের জবানবন্দী শুনিয়া আমাকে হত্যাকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিল। জল্লাদ আমাকে কতল করিবার জন্য বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। জীবন রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি অতি ভক্তিভরে গাউছুল আযম বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময় আমার মানসিক অবস্থা যে কি তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। একদিকে মৃত্যুর ভয়ে সর্বশরীর কাঁপিতেছে। অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে। মৃত্যুও নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিতে ডাকিতে গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নামটিও জোরের সহিত উচ্চারণ করিয়া বলিলাম, হজুর! আমাকে জন্মের মত বিদায় দিন। আমি আর আপনার সেবা করিবার জন্য আপনার পাশে রহিব না। দৈত্যরাজ ও তাহার কাজী তাহাদের বিচারে হত্যাকারী সাব্যস্ত করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছে। শোকে, দুঃখে আমার সর্ব শরীর অবশ হইয়া গেল। আমি মুর্ছিত

www.pathagar.com

প্রায় হইয়া পড়িলাম। এমন সময় তীর বেগে এক বীর পুরুষ আমাদের দিকে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছিলেন। জল্লাদ আমাকে প্রাণে বধ করিবার উপক্রম করিল। ঐ সময় অশ্বারোহী আসিয়া তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। রাজপুরীতে এক শোরগোল পড়িয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল। দৈত্যরাজ তাঁহার সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইল। সে আমার পদতলে আসিয়া বলিল-আপনি কে, আমার নিকট বলুন।

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া এবং করুণ আবেদন শুনিয়া বলিলাম, 'আমি মাহবুবে সোবহানী গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খাদেম। দৈত্যরাজ ইহা শুনামাত্র আরও অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার সহিত বেয়াদবী করিয়াছি। আপনি বড়পীর সাহেবের খেদমতগার পূর্বে জানিলে আপনার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতাম না। আমি আমার কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত। এই বলিয়া সে তাহার পরিচ্ছদ আমাকে পরাইয়া দিল এবং তাহার মুকুট আমার মাথায় তুলিয়া দিল। আমি তাহার এহেন অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি দৈত্যরাজ হইয়া কেন মানব সন্তান হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর নাম শুনিয়া এমন হইয়া গেলে? সে বলিল, যখন পীরসাহেব (রহঃ) আল্লাহর আরাধনায় বসেন তখন সারা দুনিয়ার দেও-দানব, পশু-পাখি তাঁহার নূরের তাজাল্লিতে বিকশিত হইয়া উঠে। যে সময় তিনি আল্লাহর আরশের দিকে তাকান তখন আকাশ-পাতালও কাঁপিতে থাকে। হযরত বড়পীর সাহেবের উছিলায় দৈতরাজ যদি আমাকে রেহাই না দিত তাহা ইলে আপনাদের সহিত আমার সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

(আটাইশ)

দৈব হস্তে শয়তানকে প্রহার

শেখ আহমদ বিন সালেহ জিলানী কর্তৃক রচিত 'মালাফুজ-ই গিয়াসী' নামক কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) মানছুর নামক মসজিদে ইবাদত করিতে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে একটি বেঁটে লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? আমি অভিশপ্ত শয়তান। আপনার শিষ্যগণের তথা মানবকুলের পরম শত্রু। আপনি আমাকে এবং আমার সহচরগণকে ভীষণ কষ্টে রাখিয়াছেন। আমি যেভাবে আমার কাজ চালাইয়া যাইতেছিলাম

www.pathagar.com

আপনি উহাতে বাঁধ সাধিয়াছেন। আপনি চাহিতেছেন যে, আমি এবং আমার অনুচরবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাই। প্রকৃতই যদি আপনার এইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে দেখা যাউক আপনি আমার কি পরিমাণ ক্ষতি করিতে পারেন। আমিও এখণ হইতে আপনার ভক্তবৃন্দের পিছনে লাগিলাম। আপনাদিগকেও ধ্বংস না করিয়া ছাড়িব না।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যেভাবে হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতারিত করিয়া বেহেশতচ্যুত করিয়া তিনশত বৎসর পর্যন্ত পথে পথে কাঁদাইয়াছিলাম, আপনার অবস্থাও তাহাই করিয়া ছাড়িব।"

অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানের এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাড়াবাড়ি দেখিয়া গাউছুল আযমের ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। তিনি রাগতঃ স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ইবলিস! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা। সংযতভাবে তোর কথা বলা উচিত ছিল।" ইবলিস গর্বিতভাবে পীর সাহেবের আদেশের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া যথাস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। শয়তানের এই স্পর্ধা দেখিয়া আল্লাহ তাঁহার পরম ভক্ত গাউছুল আযমকে সাহায্য করিবার জন্য দৈবশক্তি প্রদান করিলেন। ইতোমধ্যে কোথা হইতে অদৃশ্য হাতের আঘাতে ইবলিসের উভয় গাল রক্তমাখা করিয়া তুলিল। সহ্য করিতে না পারিয়া শয়তান পালাইয়া বাঁচিল।

অন্য একদিন বড়পীর (রহঃ) সাহেব আহারে বসিলেন। শয়তান একটা বর্শা নিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। পীর সাহেবের সেইদিকে মোটেই খেয়াল ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বান্দাকে সাহায্য করিবার জন্য এক বাহাদুরকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ধারাল তরবারি হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সাবধান বিতাড়িত শয়তান!" শয়তান দৌড়াইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

আর একদিন বড়পীর সাহেব কোথাও যাইতেছিলেন। পথের ধারে দেখিলেন শয়তান মুখমণ্ডলে ছাই-কালি মাখিয়া অতিশয় চিন্তিত অবস্থায় হযরতকে দেখিয়া বলিল, "হে আবদুল কাদের (রহঃ)! তুমি আমাকে চরম দুর্দশায় ফেলিয়াছ। বহু কষ্টে আজকাল আমার দিন কাটিতেছে। বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন, "হে মরদুদ! তোর কি কখনও মঙ্গল হইতে পারে? আল্লাহ অভিসম্পাতের বোঝা তোর ঘাড়ে পরাইয়া দিয়াছেন তাহা বহন করিয়াই তোকে কাল যাপন করিতে হইবে। তোকে এইরূপ দুর্বল না রাখিলে তোর দাপটে দুনিয়ায় মানুষ পাপের সাগরে ডুবিয়া যাইত।"

www.pathagar.com

(উনিত্রিশ)

নজদের বাদশাহের শাস্তি

'গুলদাস্তা-ই-কেরামন' নামক কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে-একদা বস্তিকালে বড়পীর সাহেব ভ্রমণকরিতে করিতে এক গ্রামের ভিতর যাইয়া উপনীত হইলেন। সেই গ্রামে একজন ধার্মিক তাঁতি বাসকরিতেন। নিজ হাতে উপার্জিত হালাল বস্তু দ্বারা ঐ তাঁতি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি মখমলের মূল্যবান বস্তু তৈয়ার করিয়া তাহা আমীর-ওমরাহদের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রি করিতেন। হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব যখন তাহার তাঁতঘর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন সেই তাঁতি তাঁহাকে সালাম জানাইয়া ভক্তি সহকারে বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিলেন। ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তির মূল্য রক্ষার্থে বড়পীর (রহঃ) সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন।

তাঁহাকে আপন গৃহে বসাইতে পারিয়া তাঁতি অত্যন্ত খুশী হইলেন কিন্তু ভাবনায় পড়িলেন যে কি দিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করিলেন, তাহার নিজ হাতের তৈরি একখানা মখমলের কাপড় তাঁহাকে দিবেন। অতএব তিনি মখমলের একখানা থান আনিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবের সমীপে পেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা আমার হাতের তৈরী। মেহেরবানী করিয়া গ্রহণ করিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।" ভক্তের অনুরোধে সাদরে উহা গ্রহণ করিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেব সেখান হইতে বিদায় লইলেন।

বড়পীর (রহঃ) সাহেব হাদিয়া গ্রহণ করিবার পর তাঁতি স্থির করিলেন—প্রতি বৎসর তিনি এইরূপ দুইখানা মখমলের থান তৈরি করিয়া প্রথশখানা আপন মুর্শীদকে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিয়া এবং দ্বিতীয়খানা বিক্রি করিয়া সংসার নির্বাহ করিতে থাকিবেন।

উক্ত তাঁতির এক প্রতিবেশী তাহাকে খুব হিংসার চোখে দেখিত। তাহার এইসরল জীবনযাত্রা তাহার কোন মতেই সহ্য হইত না। তাই এই হিংসুক সব সময়ই তাহার বিরুদ্ধে ছিল। এইবার সে নজদের বাদশাহর নিকট যাইয়া অভিযোগ করিল, বাদশাহ নামদার! যে তাঁতি আপনাকে মখমলের থান সরবরাহ করে সে প্রতি বৎসর দুইখানা মখমলের খান তৈয়ার করে। যেই খানা উত্তম সে আপন পীরকে নজরানা হিসাবে প্রদান করে এবং অপেক্ষাকৃত খারাপখানা আপনার নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে, আপনি ইহা জানেন না বিধায় আপনার নিকট আমি জানাইতে আসিয়াছি।

www.pathagar.com

নিন্দুকের নিকট এইকথা শুনামাত্র অহঙ্কালী বাদশাহ ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। সাথে সাথে দূত পাঠাইয়া সেই পীরভক্ত ধার্মিক তাঁতিকে রাজ দরবারে হাজির করাইলেন। বাদশাহ কর্কশ স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জানিতে পারিলাম তুই প্রতি বৎসর দুইখানা মখমলের থান তৈয়ার করিয়া ভালখানা পীরকে নজরানা দিস আর মন্দখানা আমার কাছে বিক্রি করিস। রাস্তার ফকীর, পীর দরবেশদের এত মূল্যবান কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। ভবিষ্যতে এইরূপ করিলে উপযুক্তশাস্তি ভোগ করিবি। সেই পীরভক্ত তাঁতি অহংকারী বাদশাহের মুখে পীরের নিন্দা শুনিয়া যার পর নাই প্রাণে ব্যথা পাইলেন। কিন্তু বাদশাহর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। মনের ব্যথা মনে লইয়াই নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন বাদশাহর কথা পীর সাহেবকে জানাইতে দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। ঘটনা ব্যক্ত করিয়া আরজ করিলেন—"হুজুর! এই জালেম বাদশাহকে যথোপযুক্ত শাস্তি না দিলে অনেক নির্দোষ ব্যক্তি তাহার নিকট ধনে-প্রাণে লাঞ্ছিত হইবে।"

বড়পীর সাহেব শিষ্যের মুখে ঘটনা শুনিয়া মনে মনে ব্যথিত হইলেও তাহা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলেন, "বাবা! আমরা আল্লাহর পথের ফকীর। বাদশাহ বা আমীর ওমারা আমাদিগকে কিছু বলিলে তাহাতে এমন কি আসে যায়? ধর্মের ব্যাপারে তাহারা উদাসীন এবং অজ্ঞ বলিয়াই পীর-মুর্শীদকে তুচ্ছজ্ঞানে কটুক্তি করিতেও দ্বিধা করে না।"

বাদশাহ তাঁতিকে আপন দরবারে ডাকিয়া আনিয়া কেবল শাশাইয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাঁহার ক্রোধ তাঁতির উপর রহিয়াই গেল। তাই আপন ভৃত্যগণ দ্বারা সর্বক্ষণই তাহাকে উৎপীড়ন করাইতেছিল। তাহাতে তাঁতী অতীষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বড়পীর সাহেবের নিকট গিয়া তাহার প্রতিকার কামনা করিলেন। ভক্ত মুরীদ যে সময় পীর সাহেবের নিকট অত্যাচারী বাদশাহর হীনমন্যতার কথা ব্যক্ত করিলেন, সেই সময় তিনি জালালী অবস্থায় ছিলেন। শিষ্যের মুখে বাদশাহ কর্তৃক উৎপীড়নের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন আল্লাহ তাআলা এই মুহূর্তে জালেমের বিচার করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন। তোমার আর ভাবনার কোন প্রয়োজন নাই।" অতঃপর বড়পীর (রঃহঃ) সাহেব একখানা কাগজের মধ্যে নজদ শহরের একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ভক্তের হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও এই তাবিজটি মাটির পিয়ালা দ্বারা চাপা দেওয়ার সময় বলিবে—তোমার বাক্য শেষ হইবামাত্রই সে দলবল নিয়া ইহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, পিয়ালা কেহ না উঠাইলে তাহারা উহা হইতে আর মুক্তি পাইবে না।' তাঁতি

www.pathagar.com

কাগজখানা ও একটি মাটির পিয়ালা লইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। বাড়ী যাইয়া তাঁহার নির্দেশ মত যেইমাত্র পিয়ালা দ্বারা কাগজপখানা চাপা দিলেন অমনি জালেম বাদশাহ ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গ অদৃশ্য হইয়া গেল। ইতোপূর্বে নজদের বাদশাহর ধার্মিক পিতা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গিয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি শহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, প্রাণপ্রিয় পুত্র, সৈন্য-সামন্ত এবং অন্যান্যদের কাহাকেও দেখা যাইতেছে না। তাহাদের কোন সন্ধানই না পাইয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে, মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঘুরিতে লাগিলেন, "হে পরম করুণাময় আল্লাহ! তোমার কি আশ্চর্য কুদরত, রাজ্যের কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।"

জালেম বাদশাহর পিতা পুত্রশোকে পাগলের মত ঘুরিতে ঘুরিতে বনের মধ্যে এক কামেল আউলিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তাঁহার নিকট সবিস্তারে মনের কথা প্রকাশ করিলেন। বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহাকে একটি পন্থা বাতলাইবার জন্য সবিনয় আবেদন জানাইলেন। দয়াপরবশ হইয়া তাপস তাহার হাতে একটি তাবিজ দিয়া বলিলেন-হাজী সাহেব! এই তাবিজখানা রূপার খোলসে পুরিয়া রাত্রে শয়নকালে আপনার মাথার নীচে রাখিবেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে আপনার সহিত যে মহাপুরুষ দেখা দিবেন আপনি তাঁহার নিকট আপনার বিপদের কথা বলিবেন। তাঁহার নিকট হইতে আপনি সঠিক সন্ধান পাইবেন।

হাজী সাহেব ছিলেন অতিশয় ধার্মিক লোক। আউলিয়ার নির্দেশ মত সব কাজ সমাধান করিয়া রাত্রে শুইয়া পড়িলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, চারি সহচরসহ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাহার নিকট উপস্থিত। তিনি তাঁহাদের নিকট তাহার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হাজী সাহেবের পুত্র এবং তাহার সঙ্গী-সাথীদের পরিত্রাণের জন্য দয়াময় আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করিলেন। তখন দৈববাণী হইল, হে আমার পিয়ারা হাবীব! "যে ব্যক্তি আমার প্রিয় বান্দা আব্দুল কাদের জিলানীর সহিত শত্রুতা রাখে এবং লোকের উপর অত্যাচার করে তাহার শাস্তি এমনই হওয়া উচিত। যাহা হউক, এখন আবদুল কাদের জিলানী তাহাকে মাফ করিয়া দিলে সে নিস্তার পাইতে পারে। অন্যথায় তাহার মুক্তির কোন পথ নাই।"

হযরত নবী করীম (সঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর নিকট নজদের বাদশাহর অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লইলেন।

www.pathagar.com

সকাল বেলা মাহবুবে সোবহানী তাঁহার ভক্ত শিষ্য তাঁতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! আর বিলম্ব না করিয়া তুমি এখনই সেই মাটির পেয়ালাটি উল্টাইয়া ফেল। বন্দী মুক্তিলাভ করুক। বাদশাহ আর কোনদিন কাহার ও সহিত অন্যায় করিবে না।" পীরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া তিনি যেইমাত্র পিয়ালাটি উল্টাইলেন অমনি নজদের বাদশাহ তাহার সঙ্গী-সাথী, সৈন্য-সামন্ত এবং অপরাপর সকলে মুক্তিলাভ করিল। হাজী সাহেব সকলকে ফিরিয়া পাইয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে সিজদায় পড়িয়া গেলেন। পরদিন পিতা-পুত্র বাগদাদ আসিয়া হযরত বড়পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট মুরীদ হইবার আবেদন করিলেন। বড়পীর (রহঃ) তাহাদের সকল অপরাধ মাফ করিয়া আপন মুরীদ বানাইয়া নিলেন এবং সবার সহিত ন্যায় বিচার এবং হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

(ত্রিশ)

জলমগ্ন বরযাত্রীর পুনর্জীবন লাভ

'খোলাছাতুল কাদেরী' নামক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, একদা হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে এক নদীর কিনারায় আসিয়া পৌঁছিলেন। অদূরে দেখা গেল গ্রামের মহিলারা পানির জন্য এবং প্রয়োজনীয় ধোয়ামোছার জন্য নদীর ঘাটে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের কেহ কলসীতে পানি ভর্তি করিতেছে, কেহ ভরা কলসী লইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়াছে, কেহ বা নদীর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে একজন রমণীর করুন ক্রন্দন ধ্বনি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তাহার কান্নার আওয়াজ এমনই হৃদয়স্পর্শী যে, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। মহিলার ক্রন্দনে আবদুল কাগের জিলানী (রহঃ)-এর অন্তর বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাই সেই নদীর ঘাটলার নিকট উপস্থিত হইয়া মহিলার ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলেন। একব্যক্তি মহিলার কান্নার কারণ জানিত। সে বড়পীর সাহেবকে রমণীর কান্নার কারণ আদ্যোপান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিল। লোকটি বলিল, 'হুজুর! এই হতভাগ্য মহিলার পুত্রশোক হযরত ইয়াকুব (আঃ) অপেক্ষা ও অধিক হৃদয়বিদারক। ইহা মনে পড়িলে চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে। এই রমণীর একটিমাত্র ছেলে। পুত্রের বিবাহের বয়স হইলে তাহাকে বিবাহ করাইয়া একটি সুন্দরবধূ ঘরে

www.pathagar.com

আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিছুদিন পর নদীর অপর পাড়ে একটি সুন্দর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে ঘরে বউ উঠাইয়া আনিবার জন্য বরযাত্রাদল বরকে লইয়া একখানা পানসী যোগে বধূর পিত্রালয়ে গেল।

পরদিন খুব আমোদ-প্রমোদের সাথে মহাসমারোহে তাহারা বধূ লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইল এবং নদী পাড়ি দিল। মৃদুমন্দ বাতাসে মাঝিরা পাল তুলিয়া মনের আনন্দে সারিগান আরম্ভ করিল। তীরবেগে পানসীখানা গন্ত ব্যস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাঝ নদীতে আসার পর আকাশে এক টুকরা কাল মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। মাঝিরা প্রমাদ গণিল। নৌকার যাত্রীগণ সকলেই ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইল। মাঝিগণ নৌকার পাল নামাইয়া নিরাপদ আশ্রয়ের পথ খুঁজিল; কিন্তু নদীতে নিরাপদ আশ্রয়ের স্থান কোথায়? অগত্যা শক্তভাবে হাল ধরিয়া রাখিল। চোখের পলকেই শোঁ শোঁ শব্দে দমকা বাতাস আসিয়া নৌকাটিকে কাত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। নৌকার যাত্রী ও মাঝিরা আল্লাহ রবে নৌকার মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। পানসিখানা অতিকষ্টে কূলের প্রায় নিকটেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এমনি সময় ভীষণ বেগে প্রচণ্ড তুফান আসিয়া উহা যাত্রী ও মাঝি-মাল্লাসহ উল্টাইয়া ফেলিল। মুহূর্ত মধ্যেই বরযাত্রী ও মাঝিগণসহ নৌকাখানা নদীতে তলাইয়া গেল। বরযাত্রীদের এই শোচনীয় বিপদে গ্রামের মধ্যে শোরগোল পড়িয়া গেল। যাত্রী বা মাঝিরা কেহই এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইল না। সকলেই সলিল সমাধি লাভ করিল।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। মাস গেল বৎসরও অতিক্রান্ত হইল। নদীতে নিমজ্জিতদের আত্মীয়-স্বজন ধীরে ধীরে তাহাদের কথা ভুলিয়া গেল; কিন্তু একমাত্র এই রমণী তাহার একমাত্র পুত্র ও বধূর কথা আজও ভুলে নাই। নদীর তীরে আসিয়া নদীর দিকে তাকাইয়া সে এইভাবে কান্না জুড়িয়া দেয়।

রমণীর এই মর্মান্তিক শোকের কাহিনী শুনিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবের অন্তরে বেদনা তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি এই ব্যথা কোন মতেই সহ্য করিতে না পারিয়া লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই মহিলাকে সান্ত্বনা দাও। তাহার কোলের সন্তান কোলেই ফিরিয়া আসিবে।" উপস্থিত জনতা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু কোন অবস্থায় মহিলার বিলাপ ও শোকাশ্রুর বিরতি হইলনা। তাহার কান্নার মাত্রা যেন আরও বহুগুণে বাড়িয়া গেল। এই সান্ত্বনার বাণী তাহার নিকট হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হইল। তখন

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ) সাহেব নিজেই তাহাকে বলিলেন, "মা তুমি কাঁদিও না। আমি ইনশাআল্লাহ তোমার পুত্র ও তাহার সঙ্গী-সাথীদেরকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি। এইবার মহিলা কিছুটা আশ্বস্ত হইল।

বড়পীর সাহেব লোকজনের সংস্রব হইতে নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। নির্জনে গিয়া আল্লাহ দরবারে হাত তুলিয়া মুনাজাত করিলেন—"হে বিশ্বপালক করুণাময় অন্তর্যামী। তোমার ইচ্ছায় সবই এক পলকে সংঘটিত হইয়া থাকে, সবই তোমার আয়ত্তাধীন। তুমি এই মহিলার মনের যাতনা সবই জান ও দেখ। অধমের মুনাজাত কবুল করিয়া তাহার পুত্র ও পুত্রবধুকে দলবলসহ পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দাও।" দীর্ঘ সময় পর দৈববাণী আসিল, হে প্রিয় বান্দা! বার বৎসর পূর্বে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুবরণ কারীদিগকে এই দীর্ঘকাল পর কিভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে?"

মাহবুবে সোবহানী দৈববাণীর উত্তরে বলিলেন—"হে দয়াময় আল্লাহ! প্রভু তুমি তোমার পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করিয়াছ, "হইয়া যাও বলিবার সাথেই হইয়া যায়।" তোমার পক্ষে বার বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণকারীদিগকে জিন্দা করা এমন কি কঠিন কাজ?"

পুনরায় দৈববাণী হইল—"হে কুতুবে রাব্বানী! যাহাদের শরীর, হাড়, মাংস বহুদিন পূর্বে জলজন্তুর হাঙ্গর, কুমীর খাইয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগকে কিভাবে জীবিত করা যায়?"

উত্তরে বড়পীর সাহেব বলিলেন—"হে বিশ্বপালক! ইহা তুমি কি শুনাইতেছ? কেয়ামতে তুমি কি প্রকারে সমুদয় সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টিকরিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে? জ্বিন ও মানুষকে পুনর্জীবিত করিয়া হিসাবের জন্য কিভাবে তোমার সম্মুখে হাজির করিবে?"

মাহবুবে সোবহানীর এই কথার পর পুনঃদৈববাণী হইল—"হে প্রিয় বান্দা আবদুল কাদের জিলানী! চিন্তিত হইও না,তাকাইয়া দেখ তোমার প্রভু সকল কিছুই করিতে পারে।"

চক্ষু খুলিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেব দেখিরেন, নদীর ঘাটে একখানা পরিপাটি পানসী নৌকা। উহার ভিতরে বর, বধু এবং মাঝিগণ হাস্য-কৌতুকে রত। তাহারা সকলেই ধীরে ধীরে কুলে অবতরণ করিতেছে। বার বৎসর পূর্বে যে যেই অবস্থায় এবং যেই পোশাকে ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই সকলে তীরে উঠিয়া দাড়াইল। আল্লাহর অপার কুদরতের খেলা দেখিয়া গ্রামবাসী নদীর তীরে আসিয়া জড় হইল। যাহারা পূর্ব হইতেই নদীর ঘাটে ছিল তাহারা এই অলৌকিক কারামত দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে নিস্তব্ধভাবে

www.pathagar.com

দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্র ও পুত্রবধূকে অলৌকিকভাবে পাইয়া মহিলা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বড়পীর সাহেবের পদধূলি লইয়া ছল ছল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে হযরত বড়পীর সাহেবকে শ্রদ্ধা জানাইয়া মহিলা বলিল, হুজুর! আপনার দোয়ায় বার বৎসর পর আমার পুত্র ও পুত্রবধূকে পাইয়াছি। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বড়পীর সাহেব মহিলার দোয়ার উত্তরে তাহাকে দোয়া করিয়া বিদায় হইলেন।

(একত্রিশ)

একটি স্ত্রীলোকের সাতটি মৃত সন্তান পুনরুজ্জীবিত

'মিরাতুল জামির' নামক গ্রন্থে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন কায়েস বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) জনতার উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহত করিয়া রাত্রিকালে নিজ হুজরায় আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার হুজরার দরজায় উপস্থিত হইল। বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কি প্রয়োজনে এই সময় এখানে আসিয়াছ? মহিলা বলিল—হুজুর আপনার দোয়ার বরকতেও আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছি। কোন কিছুর অভাব নাই। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান না থাকায় সদা-সর্বদা মনের দুঃখে গুমরিয়া মরিতেছি। আপনি এই দুঃখিনীর জন্য আল্লাহর দরবারে একটি পুত্র সন্তান লাভের দোয়া করুন। একটি পুত্র সন্তান। আমার সোনার সংসারে খুশির ঢেউ বহিবে।

বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহার দিকে খেয়াল করিয়া বলিলেন—"হে অভাগিনী! তোমার লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, তোমার ভাগ্যে আর কোন পুত্র সন্তান নাই। অযথা আশায় থাকিয়া কোন লাভ নাই। বড়পীর (রহঃ) সাহেবের মুখে এই নিরাশার বাণী শুনিয়া মহিলার হৃদয়ে পুত্র লাভের বাসনা আরও অধিক বাড়িয়া গেল। সে বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট পুনরায় আবেদন করিল—হুজুর, আমি অভাগিনী, আপনার ন্যায় মহাপুরুষের নিকট এই আশায়ই আসিয়াছি যে, আপনার দ্বারাই আমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। পথিক ক্লান্ত হইয়া যেমন পথপার্শ্বের বৃক্ষের নীচে বসিয়া বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় পূর্ণোদ্যমে পথ চলিবার শক্তি পায়, আমিও আশা নিয়া আসিয়াছি যে, আপনার উছিলায় আমার জীবনের নূতন ধারা প্রবাহিত হইবে। আপনি আল্লাহর নিকট আমার জন্য একটি পুত্র সন্ত

www.pathagar.com

ানের কামনা করিলে তাহা বিফল হইবে না। আপনার দোয়ার বরকতে আমি পুত্র সন্তান লাভ করিয়া চিরসুখী হইতে পারিব। আমি ইহাও জানি যে, আপনার নিকটে দোয়ার জন্য আসিয়া কেহই বিফল মনোরথ হয় নাই।

রমণীর এইরূপ বিনয় বচনেও কাকুতি-মিনতিতে বড়পীর (রহঃ) সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাত তিনি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—"হে প্রতিপালক, হে সৃষ্টিকর্তা! আপনি দয়া করিয়া এই মহিলাকে একটি পুত্র সন্তান দিন" তাঁহার প্রার্থনার জবাবে দৈববাণী হইল—"মহিলাটি পুত্রহীনই থাকিবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তাহার অদৃষ্টানুযায়ী লিপিবদ্ধ।"

বড়পীর (রহঃ) সাহেব পুনরায় আরজ করিলেন—"হে মাবুদ! আপনি কি অদৃষ্টের লেখা খণ্ডন করিতে পারেন না? আমার অনুরোধ, আপনি ঐ মহিলাকে একটি পুত্র সন্তান দিয়া সুখী করুন। এইবার ঐশীবাণী ঘোষিত হইল—"হে আমার প্রিয় বান্দা! তোমার অনুরোধে এই মহিলাকে সাতটি পুত্র সন্তান দিয়া দিলাম।"

অতঃপর হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব নিজ পা হইতে কিছু ধূলা লইয়া উহাতে কিছু পাঠ করত : দম করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার সাতটি পুত্র সন্তান হইবে। খুশী মনে আপন ঘরে চলিয়া যাও। আর এইগুলি একটি রৌপ্য নির্মিত মাদুলিতে ভরিয়া আপন দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিও। মহিলা বড়পীর (রহঃ) সাহেব প্রদত্ত পদধূলি গ্রহণ করিয়া উহা বাড়ী নিয়া আসিল এবং উহা ব্যবহার করিবার পর মহিলা পর্যায়ক্রমে সাতটি পুত্র সন্ত ান লাভ করিল। এইবার তাহার আনন্দ দেখে কে? মহাসুখে তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদা হতভাগিনী মহিলা চিন্তা করিল-হযরত বড়পীর সাহেব আমাকে যে পদধূলা দিয়াছেন তাহা আর ধারণ করিয়া লাভ কি? তাঁহার পদধূলার এমনকি শক্তি রহিয়াছে যে, উহার ফলে আমি সাতটি পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহা মোটেই সম্ভব নয়। ইহা ফেলিয়া দেই। হতভাগিনী যেইমাত্র শরীর হইতে মাদুলি খুলিয়া উহার ভিতরকার ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল অমনি তাহার সাতটি পুত্র নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা গেল। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া হতভাগিনী অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। মাথায় আঘাত করিয়া ক্রন্দন শুরু করিল, হায়! আমি কি করিলাম? একি! আমার প্রাণের ধন নয়নের মণি সাতটি রত্ন কোথায় গেল? সে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বড়পীর (রহঃ) সাহেবের পদতলে যাইয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাঁহাকে

www.pathagar.com

ইবনে আহমদ জিলান আল ফারসী (রহঃ), (৮) হযরত আবু তালিব আবদুল কাদির ইবনে আহমদ (রহঃ), (৯) হযরত আবু বারাকাত আব্বাতুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ), (১০) হযরত আবদুর রহমান ইবনে অহমদ (রহঃ), (১১) হযরত আবুল ফখর মোহাম্মদ ইবনে মোখতার (রহঃ), (১২) হযরত আবু আবদিল্লাহ (রহঃ), (১৩) হযরত আবুল মোবারক ইবনে তুইয়ুরী (রহঃ), (১৪) হযরত আবু মনসুর আবদুর রহমান এনফেরাম (রহঃ) এবং (১৫) হযরত আবু বারাকাত তালহা (রহঃ)।

তফসীর শাস্ত্র

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তফসীর শাস্ত্র একটি বিশিষ্ট শাখা। হযরত বড়পীর (রহঃ) নিম্নলিখিত মোফাসসরগণের নিকট তফসীর শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন : (১) হযরত আবদুল খাত্তাব মাহফুজ হাম্বলী (রহঃ) (২) হযরত আবুল হাসান মোহাম্মদ ইবনে কাযী (রহঃ) (৩) হযরত আবদুল ওয়াফী আলী ইবনে আকীল হাম্বলী (রহঃ) এবং (৪) হযরত কাযী আবু সাঈদ মুবারক ইবনে আলী মুখযুমী (রহঃ)। এই চারিজন বিখ্যাত মুফাসসের তৎকালে তফসীর শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

আদব ও সাহিত্য

নিযামিয়া মাদ্রাসার বিখ্যাত দুইজন সাহিত্যিক পণ্ডিত হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর আদব ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন : (১) হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম (রহঃ), (২) হযরত আবু যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া তাবয়েমী (রহঃ)।

দর্শন ও ব্যাকরণ

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর দর্শন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপকমন্ডলীর মধ্যে হযরত আবু ইসহাক জামিল ইবনে মান্নাফ (রহঃ) এবং (২) হযরত আবু তামীম সুরখী আহমদ সুরখী (রহঃ) ছিলেন অন্যতম।

তাহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়-বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

তেরটি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

হযরত বড়পীর (রহঃ) আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ম ধী-শক্তি, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং জন্মগত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তি এবং একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার ব্যাপক দখল জন্মিয়াছিল। সে কোন বিষয়ে ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনা করায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুযোগ্য অধ্যাপকমণ্ডলীর পরম যত্ন ও স্নেহের সহিত শিক্ষাদানের ফলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তেরটি শাস্ত্রে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নিযামিয়া মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক কাজী আবু সাঈদ মোবারক (রহঃ) হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং আদর-যত্ন করিতেন। অনেক সময় তিনি বলিতেন, "হে আবদুল কাদের! শীঘ্রই বিশ্বের জনমন্ডলী তোমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং তোমার দ্বারা দুনিয়অ ও আখেরাতে উপকৃত হইবে।"

হাদীস শাস্ত্রে বড়পীর (রহঃ) অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের সর্বোচ্চ সনদ গ্রহণের সময় বিজ্ঞ অধ্যাপকগণ মন্তব্য করিয়াছিলেন-"হে আবদুল কাদের! হাদীস শাস্ত্রে সনদ দানের এই প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার প্রবর্তন বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রের মর্মোদঘাটন ও তত্ত্বলাভে আমরা তোমর নিকট হইতে প্রভূত উপকৃত হইয়াছি।"

নিযামিয়া মাদ্রাসার জাহেরী এলেম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারেফত সম্বন্ধে বাগদাদের বিভিন্ন সুফী সাধকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া জাহেরী, বাতেনী উভয় এলেমের জ্ঞানালোকে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বড়পীর (রহঃ)- এর সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। পিতার অবর্তমানে সংসারে সম্বলহীনা বৃদ্ধা মাতাই মাত্র ছিলেন। বাড়ী হইতে অর্থ-সাহায্য পাওয়ার কোন ব্যবস্থাই তাঁহার ছিল না। প্রবাসের সম্বল চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আস্তে আস্তে নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি সহপাঠি ও অন্য মানুষের অভাব অবলোকন করিয়া বড় বিচলিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার কোমল হৃদয় অভাবগ্রস্ত ও অসহায়দিগের করুণাবস্থা দর্শন করিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে উন্মুখ হইয়া পড়িত। এইজন্য শীঘ্রই সব কয়টি স্বর্ণমুদ্রা নিঃশেষ হইয়া গেল এবং অর্থাভাবের দরুন তিনি সঙ্কটাপন্ন

www.pathagar.com

অবস্থায় নিপতিত হইলেন। কিন্তু শত অভাব-অনটনে মানুষের নিকট স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করা তিনি পছন্দ করিতেন না। ফলে কখনও তাঁহাকে অনাহারে ও নিদারুণ কষ্টের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতে হইত। উপবাসজনিত দুর্বলতার দরুন তাঁহার দেহ-মন শীর্ণ, অবসন্ন ও অসার হইয়া পড়িল। তথাপি তিনি স্বীয় কর্তব্যকর্ম বিদ্যাভ্যাসে এবং অনুশীলন হইতে বিচ্যুত হইলেন না। অপূর্ব মনোবল, জ্ঞানান্বেষণে একাগ্রতা, কর্তব্য পালনে দুর্জয় আকাঙ্খা ও কর্তব্যপরায়ণতা তাঁহাকে সমুদয় বাধা-বিপত্তি, অভাব-অনটন ও যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া স্বীয় অভিষ্টের দিকে আগাইয়া লইয়া পেল। সর্বোপরি আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা তাঁহার সাধনার পথকে সহজতর করিয়াছিল।

অনেক সময় জ্ঞানানুশীলনের নিমিত্ত দুর্গম মরুপ্রান্তরে, দূরবর্তী নদীর তীরে, গভীর জঙ্গলে ও অজ্ঞাত স্থানে গমন করিয়া বন্য ফল-মূল, শাক-সব্জি, বৃক্ষ পল্লব ও নদীর শীতল পানি পান করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন-"একবার একাদিক্রমে বিশদিন যাবত খাদ্যাভাবে উপবাসে কাটাইয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। অবশেষে প্রাচীন পারস্য সম্রাটগণের ভগ্ন ও বিধ্বস্ত প্রাসাদের নিকটে আহার্য্যের সন্ধানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, সেখানে আমার পূর্বে সত্তরজন দরবেশ ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া খাদ্যবস্তু খুঁজিতেছেন। আমি তাঁহাদের অসুবিধা সৃষ্টি না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিলাম।"

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর খাদেম শেখ আবদুল্লাহ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন- একদা বড়পীর (রহঃ) ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া নিকটস্থ বস্তির জনৈক ব্যক্তির নিকট কিছু আহার্য দ্রব্য চাহিলেন। কিন্তু তিনি আহার্যের পরিবর্তে একটি চিরকুট তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'অমুক রুটির দোকানে ইহা লইয়া যাও।" তিনি নির্দিষ্ট দোকানে উহা দেখাইলে দোকানদার তাঁহাকে সামান্য পরিমাণ রুটি ও মিষ্টান্ন প্রদান করিল। তিনি উহা লইয়া মসজিদের নির্জন প্রকোষ্ঠে চলিয়া আসিলেন এবং ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন। উদরের বত্রিশ নাড়ী আহার্য দেখিয়া চাড়া দিয়া উঠিল। এমন সময় তিনি তাহার সম্মুখস্থ মসজিদের দেওয়ালে একখন্ড কাগজ লাগানো দেখিয়া উহা পড়িয়া দেখিলেন, আল্লাহর রাস্তায় গৃহ পরিত্যাগকারীগণের অন্তরকে পানাহার ও আরাম-আয়েশ স্পর্শ করিতে পারে না। কেননা, শান্তি ও আরামপ্রিয়তা দুর্বল চিত্ততারই পরিচায়ক। আল্লাহর একান্ত আনুগত্য প্রদর্শন ও নিরলস বন্দেগীই খোদা-প্রেমিকদের মূলমন্ত্র। বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, "উহা পাঠ করিয়া আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা

www.pathagar.com

ও আহার্যের প্রতি আগ্রহই ভুলিয়া গেলাম। আমার শিরা-উপশিরা ও প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কম্পিত কলেবরে রুটি ও মিষ্টান্ন সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আমি মসজিদের অপর পার্শ্বে চলিয়া গেলাম এবং দুই রাকআত শোকরানা নামায আদায় করিলাম।"

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর প্রতি সর্বদাই অদৃশ্য সাহায্যের মঙ্গল হাত সম্প্রসারিত থাকিত। তাঁহার জীবনের প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্তেই অদৃশ্য সাহায্য আগাইয়া আসিত। ক্রমাগত অনাহার ও উপবাসের ফলে তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাঁহার সাধনা ও অধ্যবসায়ে কোন রকম পরিবর্তন দেখা দিল না। তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটুকু জাগরুক ছিল যে—জীবিকা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে, সুতরাং ইহার জন্য কাহারও দ্বারস্থ হওয়া খোদা-প্রেমের লক্ষণ নহে। এইজন্য তিনি এক স্রোতস্বিনীর নির্জন তীরে একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহার কর্ণকুহরে এক অদৃশ্যবাণী প্রবেশ করিল, "হে আবদুল কাদের! তোমার সাধনার পথে তুমি অবিচল থাক। নিরুৎসাহিত হইও না। প্রয়োজনে কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়া উপস্থিত সঙ্কট উত্তীর্ণ হও।"

হযরত বড়পীর সাহেব বলিয়াছেন—"এই দৈববাণীর প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, এমন দুরবস্থায় কে আমাকে কর্জ দিবে এবং ঋণ পরিশোধ করিবার মত কোন সম্বলই ত আমার নাই।" তখন পুনরায় আমি দৈববাণী শুনিতে পাইলাম—"হে আবদুল কাদের! তুমি নিশ্চিন্তে ধার গ্রহণ কর, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার।"

এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিবার পর বড়পীর (রহঃ) জনৈক রুটি বিক্রেতার নিকট হইতে ধারে রুটি ক্রয় করিয়া ক্ষুণ্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রয়োজনীয় রুটি ধারে বিক্রী করিতে উক্ত দোকানদার কুণ্ঠাবোধ করিত না। কিন্তু ক্রমেই তিনি কেমন যেন লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন, এইভাবে আর কয়দিন চালানো যায়? দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় সর্বদাই তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উচিত। এমনি অবস্থায় একদা হঠাৎ কে যেন তাঁহার হাতে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার সাহায্যে তিনি রুটি বিক্রেতার ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিলেন। এই ঘটনার মাধ্যমে তাঁহার ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতা এবং আল্লাহর পতি নির্ভরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনায় তাঁহার সাধনার অবনতি ঘটিল না।

চরম সংকটাপন্ন মুহূর্তে সুযোগ্য মাতার নির্দেশাবলী বড়পীর (রহঃ)-এর জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্নেহময়ী জননীর উপদেশামৃত

www.pathagar.com

বলিলেন—"হে হতভাগিনী! তোর অবিশ্বাসের ফলেই এমন হইয়াছে। আমার চরণ ধূলার সহিত তোর ছেলেদের আত্মার সম্পর্ক ছিল। যা আমার পদধূলা নিয়া আবার ধারণ কর। মহিলা বাড়ী আসিয়া দেখিল যে, তাহার সন্তানগণ জীবিতাবস্থায় সকলেই খেলা করিতেছে। অতঃপর বড়পীর (রহঃ) সাহেবের কেরামত সমন্ধে ঐ মহিলার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

(বত্রিশ)

আরববাসী শেখ আলীর পুত্রলাভ

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আখবারুল আউলিয়া' নামক কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আরব দেশে শেখ আলী বিন মোহাম্মদ নামক একজন ধনবান লোক বাস করিতেন। তাঁহার অর্থে দীন-দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। গরীব-মিসকীনদেরকে না খাওয়াইয়া তিনি কোন সময় নিজে পানাহার করিতেন না। তৎকালে ধণ-ঐশ্বর্য, দান-দক্ষিণা, রূপ-গুণ ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এতসুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকিবার পরও একটি সন্তানের অভাবে তাহার মনে কোন শান্তি ছিল না। কোথায়ও কোন পীর ফকীরের কথা শুনিলেই সন্তান লাভের আশায় তাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতেন। কিন্তু কেহই তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণে সমর্থ হয় নাই। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, অদূরেই এক কামেল অলী-আল্লাহ আছেন। তিনি তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন—হুজুর! আমার কোন সন্তানাদি নাই। আপনি মেহেরবানী করিয়া আল্লাহর নিকট একটি সন্তানের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আমাকে সন্তান প্রদান করিলে, আমি বড়ই কৃতার্থ হইব।

তাপস তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'হে ভক্ত! তোমার সমুদয় লক্ষণে দেখা যায় তোমার সন্তান লাভের আশা বৃথা। কোন সাধু পুরুষের প্রার্থনায় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবার আশা করিও না। তিনি সেই তাপসের দরবার হইতে নিরাশ অন্তরে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শেখ আলী এরপর আর কোন ফকীর-দরবেশের দরবারে না যাইয়া মনের দুঃখে আপন ঘরের কোণে দুঃখিত মনে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে বেশীদিন থাকা সম্ভব হইল না। ব্যথিত হৃদয়ে সমস্ত ধন-রত্নের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইলেন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বাগদাদ আসিয়া পৌছিলেন। বাগদাদে আসিয়া তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রহঃ) খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি পরম যত্নের

www.pathagar.com

সহিত তাহাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার আদর-যত্নে আলী অল্পদিনেরই মধ্যেই তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন তিনি ও বড়পীর (রহঃ) সাহেব কথোপকথন করিতেছিলেন। তিনি বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে নির্জনে পাইয়া তাঁহার পায়ে লুটিয়া পড়িয়া সন্তানের অভাবে তাহার অন্তর জ্বালা ব্যক্ত করিলেন। পীর সাহেব দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "পথিক! তোমার কান্না বন্ধকর। আল্লাহর মেহেরবানীতে শীঘ্রই তুমি পুত্র সন্তান লাভ করিবে।"শেখ আলী বলিলেন, হুজুর! আমার ভাগ্য মন্দ। বহু ফকীর-দরবেশের দোয়ায় যখন আমার কোন সন্তান হইল না তখন আমি কেমন করিয়া পুত্র-মুখ দেখিয়া অন্তরের জ্বালা লাঘব করিব? বড়পীর (রহঃ) সাহেব বলিলেন—"আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেছি। আশা করি আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করিবেন। একান্তই যদি আল্লাহ তোমাকে পুত্র না দেন তবে আমার যে ছেলে হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা আমি তোমাকে দান করিব। স্মরণ রাখিও, তোমার সন্তান হইরে তাহার নাম আমার নামের সহিত মিলাইয়া শেখ মহীউদ্দিন রাখিও। কালক্রমে সে একজন মহাপুরুষ হইবে।"

এই বলিয়া হযরত গাউছুল আযম (রহঃ) আপন পৃষ্ঠদেশ শেখ আলীর পৃষ্ঠের সহিত ঘর্ষণ করিলেন। বহু আশা ভরসা লইয়া শেখ আলী হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট হইতে নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অল্পদিন পরেই তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হইল। নির্ধারিত সময়ে সে একটি অতি সুশ্রী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সাতদিন অতিবাহিত হইলে শেখ আলী নবপ্রসূত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহার দীর্ঘায়ু ও জীবনে একজন মহাসাধক হইবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করিয়া বিদায় দিলেন। শেখ মুহাম্মদ বোরহানপুরী লিখিয়াছেন যে, এই শিশু পরিণত জীবনে শরীয়ত, মারেফত ও হাকীকতে একজন মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। তৎকালে অলি-আল্লাহগণের মধ্যে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) পরই শেখ মহীউদ্দিনের স্থান ছিল।

(তেত্রিশ)

বিশজন স্ত্রীলোক পুরুষে রূপান্তরিত

'রিসালাতে আউলিয়া' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বাগদাদ নগরবাসিনী এক মহিলা একের পর একটি করিয়া কুড়িটি কন্যা সন্তান প্রসব করিল। ইহাতে

www.pathagar.com

গৃহকর্তা স্ত্রীর উপর চরমভাবে বিরক্ত হইল। এমনকি বিবাহযোগ্য হওয়ার পরও সে একটি কন্যাও বিবাহ দিল না। স্বামী স্ত্রীর উপর এতই অসন্তুষ্ট হইল যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে নূতন স্ত্রী আনিবার সিদ্ধান্ত করিল। স্বামীর এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মহিলা মহা চিন্তায় পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ বয়সে স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার কি উপায় হইবে? সে আরও ভাবিল, তাহার স্বামী অতিশয় নির্বোধ। ভাগ্যের লেখা অখণ্ডলীয়। আল্লাহর ইচ্ছা থাকিলে অবশ্যই তাহার গর্ভে তিনি পুত্র সন্তান দিতে পারিতেন। স্বামী অযথা কেন তাহার উপর রাগান্বিত? তবু স্বামীর বিরুদ্ধে তাহার যে কোন শক্তি নাই তাহা সে ভালভাবেই অবগত ছিল। তাই কোন উপায় না দেখিয়া অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মহিলা একদিন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। সে আরজ করিল-হুজুর! আমার গর্ভে একের পর একটি করিয়া কুড়িটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় আমার স্বামী আমাকে বিনা অপরাধে বৃদ্ধ বয়সে ছাড়িয়া দিবে বলিতেছে। আপনার নিকট আরজ এই যে, আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন।

তাহার জীবনের এই দুঃখপূর্ণ ঘটনা শুনিয়া গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহাকে বলিলেন-"তুমি চলিয়া যাও। তোমার পুত্র সন্তান হইবে।"

মহিলা বড় পীর (রহঃ) সাহেব এর কথা শুনিয়া আস্থা আনিতে পারিল না। কারণ বড় পীর (রহঃ) সাহেব তাহার জন্য কোন দোয়া করিলেন না বা কোন তাবিজও দিলেন না। তবে কেমন করিয়া তাহার পুত্র সন্তান হইবে? সে ভাবিল, বড় পীর (রহঃ) সাহেব আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বড়পীর (রহঃ) সাহেব তাহার মনোভাব অনুধাবন করিয়া বলিলেন—"হে পুত্র কাঙ্গালিনী! তুই ঘরে যাইয়া দেখ তোর বিশটি কন্যা পুত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে।"

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর এই কথা শুনিয়া মহিলা আর কালবিলম্ব করিল না। সে ঘরে আসিয়া দেখিল সত্যিই বিশটি কন্যা পুত্রে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। মহিলা এইঘটনা তাহার স্বামীকে বলিলে বড়পীর (রহঃ)-এর এই কারামতের জন্য আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাইয়া তাঁহার গুণকীর্তন করিতে লাগিল।

www.pathagar.com

(চৌত্রিশ)

একজন অহংকারী সাধু পুরুষের শাস্তি

'জাওয়াহিরুল আছরার' নামক কিতাবে শেখ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে আবুল গানামেয়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত শেখ আবুল হাসান আলী হায়বাতী (রহঃ) হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব এর নিকট গেলেন। আমিও তাহার সহিত ছিলাম। আমরা উভয়ে বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর বাড়ী পৌছিয়া দেখি যে, সাধারণতঃ পীর সাহেব যে গাছের তলায় বসিতেন তথায় একজন লোকমাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমরা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমার কি হইয়াছে আমাদের নিকট খুলিয়া বল। লোকটি বলিল, আমি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর সহিত বেয়াদবী করিয়াছি। তাই আমার এহেন অবস্থা হইয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমার অপরাধ ক্ষমা করাইয়া দিন। আমার এই যন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছে না।

আমরা পথিকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট যাইয়া পথিকের অবস্থা জানাইলাম। আমরা আরজ করিলাম যে, লোকটিকে আপনি ক্ষমা করিলে সে নাকি সুস্থ হইয়া উঠিবে। তাই আমাদের প্রার্থনা, মেহেরবানী করিয়া তাহাকে মাফ করিয়া দিন। আমাদের অনুরোধে হুজুর তাহাকে মাফ করিয়া দিলে আমরা এই সংবাদ জানাইবার জন্য তথায় গেলাম। এই সুসংবাদ জানান মাত্রই লোকটি সুস্থ হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তাঁহার এই প্রকার অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। পর মুহূর্তে বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর নিকট আসিয়া লোকটির পরিচয় জানিতে চাহিলাম। আমরা তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর! এই লোকটি আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহার এই অবস্থা হইল? আমাদের মনে হয় লোকটি কোন সাধারণ লোক নহে। কেননা সে আমাদের সামনে আকাশে উড়িয়া গেল। লোকটি কোন দেও-দৈত্য, না আল্লাহর ফেরেশতা?

বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, "লোকটি মস্তবড় সাধক। সে কামালিয়াতে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, যখন ইচ্ছা তখনই শূন্যে উড়িয়া ভ্রমণ করিত। আজ এই শহরের উপর দিয়া যাইবার সময় সগর্বে বলিল-এই শহরে এমন কেহ নাই, সাক্ষাৎ করিতে নিম্নে অবতরণ করিব। ইহাতে আমি তাহার ক্ষমতা কাড়িয়া লই। ফলে সে মাটিতে ছটফট করিতেছিল। আমি ক্ষমা না করিলে এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইত।

www.pathagar.com

(পঁয়ত্রিশ)

পাখীর কথা বলা ও পায়রার ডিম দেওয়া

'মানাক্বেবে গাওছিয়া' নামক গ্রন্থে মানসালেখ বলিয়াছেন, একদা বড়পীর সাহেব বেড়াইতে বেড়াইতে হযরত আহমদ (রহঃ)-এর পুত্র আবুল হোসেন (রহঃ)-এর বাড়ীতে উপনীত হইলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে খুব সম্মান এবং আপ্যায়ন করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর যখন বড়পীর (রহঃ) সেখান হইতে বিদায় নিবার প্রাক্কালে আবুল হোসেন (রহঃ) বিনায়বনত শিরে হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের খেদমতে আরজ করিলেন, হুজুর! আমি একটি তোতা পাখী পুষিতেছি। অনেকদিন হইয়া গেল কিন্তু পাখীটি কোন কথা বলিতেছে না। ইহা ছাড়া আমি একজোড়া কবুতর পালিতেছি, উহারাও ডিম দিতেছে না। আপনি দয়া করিয়া একটু দোয়া করুন।

আবুল হোসেন (রহঃ)-এর আবেদন শুনিয়া বড়পীর সাহেব কবুতরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে কবুতর, তুমি ডিম পাড়িয়া তোমার প্রভুর উপকার কর। আর তোতা পাখীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে তোতা পাখী! তোমার পালকের আদেশ পালন কর।' সেইদিন হইতে কবুতর ডিম দিতে এবং তোতা পাখী কথা বলিতে লাগিল।

(ছত্রিশ)

জ্বিন ও শয়তানের কুদৃষ্টি দূর

একদা ইস্পাহানবাসী একজন লোক আসিয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর নিকট আরজ করিল—"হুজুর! আজ অনেক দিন যাবত আমার স্ত্রী জ্বিন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বড়ই কষ্টভোগ করিতেছে। সে সারাদিন উম্মাদের মত আবোল-তাবোল প্রলাপ বকে। আপনি তাহাকে আরোগ্যে করিয়া দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বড়পীর (রহঃ) সাহেব লোকটিকে বলিলেন-তুমি বাড়ী চলিয়া যাও। বাড়ী যাইয়া তোমার স্ত্রীর কানে মুখ রাখিয়া বলিবে-"হে খান্নাস! বড়পীর (রহঃ) তোকে এই মুহূর্তে দূর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর এখনও এখানে আসিবি না।"

লোকটি বাড়ী গিয়া বড়পীর সাহেবের আদেশ পালন করিল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটি সারিয়া উঠিল। আর কখনও জ্বিন তাহার উপর আছর করে নাই।

www.pathagar.com

(সাইত্রিশ)

জ্বিন জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার

'গুলদাস্তা-ই-কারামত' নামক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ মানব জাতির পূর্বে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেন। তাহারা আল্লাহর নাফরমানী শুরু করিলে আদম (আঃ)-কে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠান। আদম সন্তান আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতেছে দেখিয়া জ্বিন জাতি হিংসায় আদম সন্তানের পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা মানুষের উপর অন্যায়-অত্যাচার আরম্ভ করিল। মহিলাগণকে অজ্ঞান করিয়া পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। পুরুষগণকে গোপনে উঠাইয়া নিয়া লুকাইয়া রাখিত। মোটকথা, জ্বিন জাতি এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিল।

তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আল্লাহ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তিনি আপন ভৃত্যের কাজে ব্যবহার করিতেন। সোলায়মান (আঃ) তাহাদের দ্বারা বহু কঠিন কাজ সমাধান করিতে লাগিলেন। কোন জ্বিন তাঁহার আদেশ অমান্য এবং কোন সময়ে মানুষের উপর অত্যাচার করিলে, তিনি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন। জ্বিনগণ ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত থাকিত।

সোলায়মান (আঃ) আপন অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিতেছে মনে করিয়া জ্বিনদের অত্যাচার হইতে আদম সন্তানকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, "তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার বংশে মাহবুবে সোবহানী হযরত আবদুল কাদের জিলানী জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি জ্বিন জাতিকে তাবেদারীর শিকল গলায় পরাইয়া মারেফতের সিংহাসনের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে তাহারা জড়সড় থাকিবে।" এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করিলেন।

(আটত্রিশ)

জ্বিন সম্প্রদায়ের ভীতি

একবার বাগদাদের এক ব্যক্তির একটি পরমা সুন্দরী কন্যা জ্বিন কর্তক অপহৃত হইল। ঐ ব্যক্তি হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর শরণাপন্ন হয়। বড়পীর (রহঃ) সাহেব লোকটিকে বলিলেন-"তুমি অমুক মাঠে গমন করিয়া

www.pathagar.com

মাটিতে একটি বৃত্ত আঁকিয়া উহার মধ্যে বসিয়া বলিবে, "বিসমিল্লাহি আলা নিয়্যাতি আবদিল কাদির।"

বড়পীর সাহেবের নির্দেশ মত লোকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে জ্বিনের বাদশাহসহ অসংখ্য জ্বিন আসিয়া চতুর্দিকে সমবেত হইল। বাদশাহ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন আমাকে ডাকিয়াছেন? লোকটি বলিল, আমার কন্যা জ্বিন কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, সত্বর তোমরা তাহাকে খোঁজ করিয়া আমার নিকট হাজির কর।

অল্পক্ষণ পরই দেখা গেল বাদশাহর আদেশে অপহরণকারী জ্বিনটি বালিকাটিকে লইয়া আসিল। বাদশাহ কন্যাকে তাহার পিতার নিকট সমর্পণ করিয়া দোষী জ্বিনকে তৎক্ষণাত হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর জ্বিন বাদশাহকে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বড় পীর (রহঃ)-এর আদেশ এরূপ মান্য করিবার কারণ কি? বাদশাহ উত্তর করিল, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন তিনি অন্তরদৃষ্টি বলে আমাদের সকল গতিবিধি দেখেন। আমাদের কার্যকলাপ তাঁহার নখদর্পণে। তাই আমরা তাঁকে এত ভয় করি।

(ঊনচল্লিশ)

সানানবাসী পাদ্রী ও তেরজন খ্রীস্টানের ইসলাম গ্রহণ

আরববাসী তেরজন খ্রীস্টান একবার হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া বলিল, আমরা একযোগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়াছি। কিন্তু তাহা কোথায় কিভাবে সম্পন্ন করিব এই ব্যাপারে স্বপ্নযোগে যীশুখ্রীষ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হই যে, বাগদাদে গিয়া আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ কর। বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে মুসলমান করিয়া ধন্য করুন। বড়পীর তাহাদিগকে মুসলমান বানাইয়া কয়েকদিন নিজের কাছেই রাখিলেন। ইসলামের জরুরী মসলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়া কিছুদিন পর তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অপর একদিন সানানবাসী একজন পাদ্রী আসিয়া হযরত বড়পীর সাহেবের নিকট মুসলমান হইয়া লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে ঘোষণা করিলেন যে, আমি ইয়ামেনবাসী একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। পবিত্র কোরআন-হাদীসের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। আমি স্বপ্নযোগে আর্দিষ্ট হইয়া হযরত বড়পীর সাহেবের দরবারে আগমন করিয়াছি। ইনি বনী ইস্রাঈলের যে কোন নবী অপেক্ষা মর্যাদায় অনেক উচ্চে।

www.pathagar.com

(চল্লিশ)

দাজলা নদীর বন্যা বন্ধ

একবার দাজলা নদীতে ভয়ঙ্কররূপে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। বাগদাদবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবকে তাহা অবগত করাইয়া আরজ করিল, "হুজুর!" আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া এই বিপদ হইতে শহরবাসীকে রক্ষা করুন।" হযরত বড়পীর (রহঃ) নদীর ধারে গেলেন। তিনি তাঁহার হাতের লাঠিখানা নদীর কিনারায় স্থাপন করিয়া দাজলা নদীকে বলিলেন, "হে দাজলা! শান্ত হও।" তাঁহার কথায় ধীরে ধীরে নদীর পানি কমিতে লাগিল। আর দেশবাসী বন্যা হইতে রক্ষা পাইল।

(একচল্লিশ)

লাঠির আলোকে ঘর আলোকিত

হযরত আবদুল্লাহ যিয়াদ একজন কামেল সাধক ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর মাদ্রাসায় রাত্রি যাপন করি। এমন সময় হযরত বড়পীর (রহঃ) তাঁহার লাঠিখানা হাতে নিয়া বাড়ীর বাহির হন। আমি ভাবিলাম, তিনি তাহার লাঠিখানা দিয়া কোন কারামত দেখাইলে ভারী মজা হইত।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং লাঠিখানা ঘরে মধ্যে পুঁতিয়া দিলেন। অমনি ঘরখানা আলোকিত হইয়া গেল। আবার উহা উঠাইয়া নেওয়ায় ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। বড়পীল (রহঃ) সহাস্যে আমাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 'তুমি এইরূপ আশা করিয়াছিলে নয় কি?" আমি বলিলাম, জি হাঁ।

(বিয়াল্লিশ)

বৃক্ষ হইতে আলো বিকিরণ

'ছিফাতুল আউলিয়া' নামক কিতাবে শেখ আবদুল্লাহ আহমদ বিন খায়ের চিশতী (রহঃ) কর্তৃক লিখিত রহিয়াছে যে, একদা বড়পীর (রহঃ) আমাকেসহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাজার জিয়ারতে রওয়ানা হইলেন। আমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আমি বহু কষ্টে হোচট খাইতে খাইতে চলিতেছিলাম। আমার অসুবিধার কথা হুজুরকে বলিতে বাধ্য

www.pathagar.com

হইলাম। শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, নিয়ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। যেমন করিয়াই হউক। সেখানে যাইতেই হইবে। অনেক দিন হইল ইমাম সাহেব (রহঃ)-এর মাজার জিয়ারত করি নাই।

বড়পীর (রহঃ) পথিপার্শ্বের বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করিয়া দাও যেন আমাদের পথ চলিতে অসুবিধা না হয়। অতঃপর দেখা গেল যে, প্রতিটি গাছের শাখা-প্রশাখায় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যাহার ফলে আমাদের পথ চলার কষ্ট দূর হইয়া গেল। আমাদের সাথে সাথে আলোর শিখা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ শাখায় অগ্রসর হইয়া পথ আলোকিত করিয়া চলিল।

আমরা মাজার জিয়ারত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পথে অনুরূপভাবে পুর্বের সেই বৃক্ষ শাখার আলো আমাদের পথের অন্ধকার দূর করিয়া দিল। আমরা নিরাপদে বাড়ী পৌছিয়া গেলাম।

(তেতাল্লিশ)

বিনা যুদ্ধে ইরানীদিগকে পরাজিত

একবার ইরানীগণ বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া অতর্কিতভাবে বাগদাদ আক্রমণ করে। বাগদাদের খলিফা তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস না করিয়া নিরুপায় হইয়া বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট গিয়া দোয়া প্রার্থী হইলেন। খলিফার আবেদনক্রমে বড়পীর (রহঃ) তাঁহার শিষ্য আলী-ইবনুল হাইতিকে ডাকিয়া বলিলেন-তুমি ইরানীদের তাঁবুতে চলিয়া যাও। দেখিবে তিনজন লোক একস্থানে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। যদি তাহারা বলে, আমরা একজনের আদেশে আসিয়াছি, তখন তুমি বলিবে, "আমিও একজনের হুকুমে এইকথা বলিতে আসিয়াছি।"

বড়পীর (রহঃ)-এর আদেশ মত আলী ইবনুল হাইতি সেখানে যাইয়া তিনজন লোককে সেইভাবে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে বড়পীর সাহেবের শিখানো কথা সেইভাবে বলিলেন। তাহারা কোন একজনের আদেশে আসিয়াছে বলিল। আলী ইবনুল হাইতি বলিলেন-আমিও একজনের আদেশেই আসিয়াছি।

তাহারা আর কোন বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া তখন সেখান হইতে চলিয়া গেল। পর মুহূর্তেই ইরানী শিবিরে ভীষণ গোলযোগ দেখা দিল। ফলে তাহারা মারামারি কাটাকাটি শুরু করিয়া দিল। তাহারা বাগদাদে আক্রমণ না করিয়া ইরান ফিরিয়া গেল।

www.pathagar.com

(চুয়াল্লিশ)

গমের বরকত প্রাপ্তি

শেখ আবুল আব্বাস নামক জনৈক অশ্বপালক হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর সাংসারিক খোঁজ-খবর প্রতিদিন অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিতেন।

একবার বাগদাদ শহরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকজন খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারাইতে লাগিল। উক্ত আবুল আব্বাসও এই দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রেহাই পাইলেন না। ক্ষুধার তাড়নায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পীর সাহেব (রহঃ) তাহার মুখের প্রতিতাকাইয়া এক থলি গম তাহার হাতে দিয়া বলিলেন-"এই গমের থুলিটি তুমি নিয়া যাও। ইহা কখনও খুলিবে না। নিম্নদেশে একটি ছিদ্র করিয়া সেখান দিয়া গম বাহির করিবে।"

আব্বাস বলেন-"আমি গমের থলি লইয়া বাড়ি আসি। থলির ছিদ্র পথে প্রয়োজন মত গম বাহির করিয়া সংসারের ভরণপোষণ চালাইয়া যাই। ইহা হইতে গম বাহির করিয়া বাজারে নিয়া বিক্রি করতঃ নগদ টাকার ব্যবস্থাও করি। দেশের দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল। কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষের একটু ছোঁয়াও পাইলাম না। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সেই থলির গম দিয়া নির্বিঘ্নে সংসার চালাইলাম। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার স্ত্রী থলিটির মুখ খুলিয়া ফেলিলে উহার গম শেষ হইয়া যায়।"

(পঁয়তাল্লিশ)

আহমদ জামীর গর্ব খর্ব

শেখ আবু মাসউদ আহমদ (রহঃ) 'তালখীছুল কালায়েদ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আহমদ জামী নামক এক ভণ্ড তাপস বড়পীর (রহঃ)-এর সময় বাগদাদে বাস করিত। সাধনা বলে সে একটি বাঘকে বশ করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। বাঘকে তাড়াইবার জন্য সে ছড়ি হিসাবে বিষাক্ত সাপ ব্যবহার করিত। লোক তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। সে বাঘের পিঠে চড়িয়া মানুষকে ভয় দেখাইয়া বাঘের আহারের জন্য গরু-ছাগল জোর করিয়া নিতেও ত্রুটি করিত না।

একদা সেই ভণ্ড ফকীর একজন কামেল দরবেশের নিকট যাইয়া বলিল, "আমার বাঘের খাবারের জন্য তুমি একটি গাভী দিবে।" দরবেশ সাহেব

www.pathagar.com

তাহার কথা শুনিয়া একবার আপাদমস্তক দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ভণ্ড সাধক। তিনি তাই তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার নিয়তে বলিলেন, আপনি বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট হইতে একটি গাভী আনিতে পারিলে আমি প্রত্যহ একটি করিয়া গরু দিব।

দরবেশের কথায় আহমদ জামী খুব অপমান বোধ করিল। আবার হযরত বড়পীর (রহঃ) সাহেবের নিকট নিজের বুজর্গী জাহির করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না। তাই সে বাঘের পিঠে চড়িয়া বড়পীর (রহঃ) সাহেবের দরবারাভিমুখে রওয়ানা দিল। যথা সময়ে সে বাগদাদে পৌঁছিয়া বড়পীর (রহঃ)-সাহেব-এর নিকট একটি লোক এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল যে, "তাঁহার নিকট যাইয়া বলিবে, আমি এখানে বৃক্ষতলে ব্র্যাঘ্র পৃষ্ঠে বসিয়া আছি। আমার ব্যাঘ্রের আহারের জন্য যেন একটি গাভী নিয়া আসে।

ভৃত্য তাহার প্রভুর আদেশ মত বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া প্রভুর আদেশ জানাইল। বড়পীর (রহঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, সে একটি মস্ত ভণ্ড। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আমার এখানে আজ তোমার প্রভু অতিথি। তাহাকে জানাইয়া দাও যে, এখনই তাহার ব্যাঘ্রের জন্য গাভী পাঠান হইতেছে। বড়পীর (রহঃ)-এর এইকথা ভৃত্য মনিবের নিকট গিয়া বলিল। শুনিয়া সে গর্বের হাসি হাসিয়া মনে মনে ভাবিল, হাঁ আমার ব্র্যাঘ্রের খানা না দিয়া উপায় আছে? কে আমার নিকট এ যাবত পরাজয় বরণ না করিয়াছে? যে বেটা এই লোকের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছিল সে স্বচক্ষে দেখিলে ভাল হইত যে, তাহার পীরও আমার ব্র্যাঘ্রের খোরাক দিতে বাধ্য।

এদিকে হযরত বড়পীর (রহঃ)-মোটা-তাজা একটি গাভী খাদেমের মারফত আহমদ জামীর ব্যাঘ্রের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। খাদেমের সহিত গাভীর পিছনে পিছনে একটি বৃদ্ধ দুর্বল কুকুরও যাইতেছিল। খাদেম যাইয়া বলিল, ব্যাঘ্রের জন্য বড়পীর (রহঃ) এই গাভী পাঠাইয়াছেন। আহমদ জামী ব্যাঘ্রের পিঠ হইতে অবতরণ করিয়া গাভীটি খাইবার জন্য আদেশ দিল। ব্যাঘ্রটি গাভীটির নিকট আগাইয়া গেল। গাভীর ঘাড় মটকাইয়া খাইবার নিমিত্ত যেই ব্যাঘ্র লাফ দিবার উপক্রম করিল অমনি সেই বৃদ্ধ দুর্বল কুকুরটি ব্যাঘ্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে ব্যাঘ্রটিকে সজোরে ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া দুই তিন আছাড় দিতেই উহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। অতঃপর কুকুরটি মৃত ব্যাঘ্রটির সমুদয় রক্ত ও গোশত খাইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাহার লাল বর্ণ চক্ষু এবং ক্রোধান্বিত অবস্থা

www.pathagar.com

দেখিয়া ভণ্ড ফকীর ভাবিল, এবার কুকুরটি তাহাকে আক্রমণ করিলে আর রক্ষা নাই। বড়পীর (রহঃ) দূরে থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। তিনি কুকুরটিকে ইশারা করামাত্রই সে বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট চলিয়া গেল।

ভণ্ড ফকীর আহমদ জামী তাহার সমস্ত ভণ্ডামী ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাত বড়পীর (রহঃ) সাহেব-এর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সে আরজ করিল-হুজুর! আমি বেয়াদবী করিয়াছি। আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, "আহমদ জামী! ভুল স্বীকার করিলে আর ভাবনার কারণ নাই।" অতঃপর তিনি তাহাকে তওবা করাইয়া এলমে মারেফত শিক্ষা দিলেন। পরবর্তীকালে এই আহমদ জামী একজন মস্তবড় কামেল হইয়াছিলেন।

(ছিচল্লিশ)

পীর ছানায়ান-এর মহা দুর্ভোগ

মহাত্মা ছাদেক মুখবেরান বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছানয়ান নামক স্পেনবাসী এক দরবেশ আধ্যাত্মিক সাধনায় বেশ উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার মনে আত্মম্ভরিতা দেখা দিল। এমনকি তিনি নিজকে সারা দুনিয়ার আউলিয়াকুলের মধ্যমণি বলিয়া খেয়াল করিতে লাগিলেন। বড়পীর (রহঃ) মোরাকাবা অবস্থায় স্পেনের দিকে মুখ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হে স্পেনদেশীয় দরবেশ! তোমার জানা প্রয়োজন ছিল যে, জিলানবাসী গাউছুল আযম আবদুল কাদের বিশ্বের আউলিয়া ও আবদালগণের কাঁধের উপর অবস্থান করিতেছেন।"

হযরত বড়পীর সাহেবের এইকথা সুদূর স্পেনে থাকিয়াই ছানয়ান শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তাহার মাথার রক্ত গরম হইয়া গেল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জিলান নিবাসী আবদুল কাদের (রহঃ) কোন শক্তিবলে সারা বিশ্বের আউলিয়াদের কাঁধে অবস্থান করিবে? আমি কোন অংশে তাঁহার অপেক্ষা কম? বড়পীর ঐ ব্যক্তির এই আত্মম্ভরিতার বিষয় সাথে সাথেই অবগত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে স্পেনবাসী ছানয়ান! আল্লাহ যাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন তুমি তাহাকে সম্মান না করিলে তাঁহার কোন হানি হইবে না। তবে এজন্য তুমি অপমানিত হইবে।"

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে দুইজন অলি-আল্লাহ আসিয়া ছানয়ানকে বুঝাইলেন, "আপনার ভুল ধারণা পরিহার করুন। কারণ বাগদাদবাসী বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আউলিয়াকুলের শিরোমণি, আপনি তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া অতিসত্বর সম্মান প্রদর্শন করুন।তাঁহার উপাধি 'গাউছুল আযম'। আপনি স্বীকার না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না;, বরং আপনাকে অনেক দুর্দশা ভোগ করিতে হইবে। আপনি তাঁহার উদ্দেশ্যে যে অশোভন উক্তি করিয়াছেন, শীঘ্রই সেইজন্য ক্ষমা চাহিয়া নেওয়া আপনার কর্তব্য।" ছানয়ান ইহাতে ভ্রূক্ষেপই করিলেন না।

কিছুদিন পর ছানয়ান হজ্জ করিবার জন্য দুইজন সাথী সঙ্গে করিয়া মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাহারা এক শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শহরটি ছিল বেশ সুন্দর ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। হঠাৎ ছানয়ান দেখিতে পাইলেন যে, একটি পরমাসুন্দরী খ্রীষ্টান যুবতী কোন এক প্রাসাদের ছাদের উপর বসিয়া আছে।তাহার রূপ দেখিয়া ছানয়ান পাগল হইয়া গেলেন। ভূবন মোহিনী যুবতীর রূপে তিনি এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি আল্লাহর সাধনা পরিহার করিয়া সারাক্ষণ যুবতী-ধ্যানেই কাটাইতে লাগিলেন। নামাযের সময় চলিয়া গেলেও তাহার কোন খেয়াল নাই। যুবতীর দরওয়াজায় যাইয়া কেবল আকুলভাবে আহ্বান করিতেন, "হে সুন্দরী! তুমি আমার নিকট আসিয়া আমার প্রেম-পিপাসা নিবৃত্ত কর। তোমা বিহনে আমার প্রেমজ্বালা কোন মতেই শীতল হইবে না।

সাথীগণ অনেক উপদেশ ও প্রবোধ দেওয়ার পরও তাহার প্রেমানল ঠাণ্ডা হইল না। দিনের পর দিন আরও বাড়িয়া চলিল। এর মধ্যে তিনি হজ্জের কথা ও ভুলিয়া গেলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অনেক পথিক সেখানে আসিয়া ভিড় জমাইল। অনেকেই তাহার প্রতি বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়িতে লাগিল। ছোট ছোট বালক-বালিকা তাহাকে ঢিল ছুড়িতেও নানা প্রকার কটুবাক্য বলিতে লাগিল।

পীর ছানায়ান-এর এই অবস্থা দেখিয়া যুবতী তাহাকে বলিল, হে পীর ছানয়ান! তোমার এই দুর্দশা দেখিয়া সত্যিই আমি মর্মাহত। তবে আমার পিতার বিনা অনুমতিতে তোমার সহিত কিছুতেই আমি বাক্যালাপ করিতে পারি না। তুমি সত্বর এখান হইতে চলিয়া যাও। আমার পিতা তোমাকে এখানে দেখিলে তোমার অবস্থা শোচনীয় হইবে। তোমার ইহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, তোমার সহিত আমার কোনক্রমেই মিলন হইতে পারে না। কারণ তুমি মুসলমান আর আমি খ্রীষ্টান। তদুপরি আমার পিতা এই অঞ্চলের প্রভাবশালী লোক, আর তুমি হইলে পথের ফকির।

www.pathagar.com

পীর ছানয়ান যুবতীর এইসব কথা শুনিয়াও বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া আরও আবেগজড়িত কণ্ঠে যুবতীকে বলিতে লাগিলেন, হে সন্দুরী! প্রেমের কাছে জাতি-ধর্মের কোন বিচার নাই। তোমাকে লাভ করিতে যাইয়া যদি আমার প্রাণ চলিয়া যায়, যাউক। প্রেমিক প্রেমিকার জন্য প্রাণ দিতে কখনও দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা মরিয়া ও এই পথে অমর হইয়া থাকে। আমার প্রাণ তোমার জন্য আমি বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত। তোমাকে লাভ না করিয়া আমি এইস্থান ত্যাগ করিব না।

পীর ছানয়ান ও যুবতীর মধ্যে যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল তখন গোপনে গৃহস্বামী তাহা শুনিতেছিল। এইবার গৃহস্বামী বাহির হইয়া পীর ছনায়ানকে বলিল, হে ফকির! তুমি আমার একটি শর্ত পূরণ করিতে পারিলে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। অন্যথায় শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পার। পীর ছানায়ান যুবতীর পিতার মুখে শর্ত শুনিবার জন্য তাহার নিকট আবেদন করিলেন, "আপনার কন্যাকে লাভ করিবার জন্য আমি যে কোন শর্থ পূরণ করিতে প্রস্তুত। মেহেরবানী করিয়া আপনার সেই শর্ত আমাকে বলুন।"

গৃহস্বামী বলিল, "এখান হইতে চারি মাইল দূরে আমাদের পালিত শূকরের একটি বাথান আছে। সেখান হইতে রোজ সকালে আমার কন্যার একখানা অনুমতি পত্র লইয়া শূকরের বাচ্চা কাঁধে করিয়া এখানে নিয়া আসিবে যাহার গোশত দ্বারা আমরা সকালকার নাস্তা পর্ব সমাপন করিব। যদি তুমি ইহা না পার অথবা অলসতা প্রদর্শন কর তবে তোমাকে তৎক্ষণাত এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। পীর ছানয়ান এই শর্ত সেই মুহূর্তে প্রফুল্ল চিত্তে মানিয়া নিলেন। গৃহস্বামী মনে করিয়াছিল, একজন মুসলমান সাধক কোন মতেই এই শর্ত মানিয়া লইবে না।

শর্তানুযায়ী পীর ছানয়ান প্রত্যহ শূকরের বাচ্চা আপন কাঁধে করিয়া বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। একদিন তাহার দুইজন বিশিষ্ট মুরীদ তাহার এই অধঃপতন দেখিয়া অতিশয় মর্মাহত ও দুঃখিত হইলেন। তাহার শিষ্য শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার পীর সাহেবের এহেন দুর্দশা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয়ই পীর সাহেবের কামালিয়াত চলিয়া গিয়াছে, তাই তাহার এই দুরবস্থা। তৎক্ষণাত পীর সাহেবের অবস্থা জানার জন্য তিনি মোরাকাবায় বসিয়া গেলেন। মোরাকাবায় তিনি জানিতে পারিলেন, তাহার পীর সাহেব বড়পীর (রহঃ)-এর সহিত বেয়াদবী করিয়াছেন। তিনি ক্ষমা না করিলে তাহার আর কোন গতি নাই। তাই শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার

www.pathagar.com

তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট যাইয়া ক্ষমা চাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না।

অগত্যা মুরীদদ্বয় পীর সাহেবকে এই দূরবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাহাদের পীর সাহেবের এই অবস্থার জন্য বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট তাহার পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে শর্তমত পীর ছানয়ান অতি নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া একমাস অতিবাহিত করিয়া দিলেন। যুবতীর পিতা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবতী তাহাকে বলিল "হে ছানয়ান! আমার পিতা তোমার কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তুমি আর একটি কাজ করিলেই আমাদের মধু মিলন সুসম্পন্ন হইবে। তুমি এখন আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া শূকরের মাংসের কাবাব এবং শরাব পান করিলে আমাদের মিলন পথের সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে।" যুবতীর স্মিত হাসি ও এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ছানয়ান তখনই তাহাতে রাজী হইয়া গেলেন।

পার্শ্বে উপবিষ্ট শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার পীর সাহেবের এই চরম সর্বনাশ হইতেছে দেখিয়া মোরাকাবায় বসিয়া পুনরায় বড়পীর (রহঃ) এর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, ছানয়ান খ্রীষ্টান যুবতীর প্রেমাসক্ত হইয়া আজ কুফরী করিতেও দ্বিধবোধ করিতেছেন না। আপনি সবই অবগত রহিয়াছেন, আপন গুণে তাহাকে রক্ষা করুন। তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন এর বেশী আর প্রয়োজন করে না। আপনি তাহার উপর একটু সদয় হউন। শেখ ফরিদউদ্দিন আরও বলিলেন—! হে আল্লাহ! আমার এই ফরিয়াদ মাহবুবে সোবহানী (রহঃ)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিন।"

ঐ সময় হযরত বড়পীর (রহঃ) এশার অজু করিতেছিলেন। শেখ ফরিদউদ্দিনের আহাজারী শুনিতে পাইয়া মুখ হইতে কুলির পানি ছানয়ানকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এই কুলির পানি বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া ছানয়ান—এর মুখমণ্ডলে পড়িবামাত্র তাহার হাত হইতে শরাবের পিয়ালা পড়িয়া গেল। তাহার সর্বশরীরে কম্পন অনুভূত হইয়া তিনি পাগলের মত এক জঙ্গলের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া সিজদায় পড়িয়া গেলেন। আটদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। দৈববাণী হইল, "হে ছানয়ান! তুমি আমার পরম প্রিয় অলির সহিত চরম বেয়াদবী করিয়াছ। তাঁহাকে খুশী করিতে পারিলে তোমাকে পূর্ব মর্যাদা দান করা হইবে।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ছানয়ান তাহার কৃত অপরাধের কথা

www.pathagar.com

অনুধাবন করিতে পারিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে ছানয়ান সারা শরীরে ধূরা-বালি ও ছাই মাখিয়া এবং মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া নগ্নপদে বড়পীর (রহঃ-এর খানকায় উপস্থিত হইলেন এবং গাউছুল আযম, (রহঃ)-এর পায়ের উপর লুটাইয়া বিনীতভাবে আরজ করিলেন, "হে মাহবুবে সোবনহানী কুতুবে রাব্বানী (রহঃ)! আমি মিথ্যা অহমিকায় পতিত হইয়া মূর্খতার দরুন আপনার সহিত বেয়াদবী করিয়াছি। আমার অন্যায় ও অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তবু আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। অন্যথায় ইহকালেও পরকালে আমার কোন উপায় নাই।"

ছানয়ান এর কান্না ও মিনতি দেখিয়া বড়পীর (রহঃ) আর চুপ থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহার শরীরের ধূলি-বালি ধৌত করাইয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিলেন। ঐশীবাণী হইল, "হে আমার প্রিয় বান্দা! আমি তোমার দোয়ায় তাহাকে ক্ষমা করিলাম।"

এই ঐশীবাণী শ্রবণ করিয়া বড়পীর (রহঃ) ছানয়ান (রহঃ)-এর হাত ধরিয়া ইলমে মারেফতের এমন ফয়েজ দান করিলেন যে, তিনি পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পাইলেন।

(সাতচল্লিশ)

এক ভক্ত হিন্দুর মৃতদেহ না পুড়িবার কারণ

"মানজারে আউলিয়া" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বোরহানপুর গ্রামে একজন ধনবান হিন্দু বাস করিত। লোকজনের মুখে বড়পীর (রহঃ)-এর গুণ -গরিমা ও আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বহুদিন যাবত শুনিয়া তাহার অন্তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাহার এই শ্রদ্ধা এতদূর যাইয়া গড়ায় যে, কোন লোক তাহার নিকট বড়পীর (রহঃ)-এর নাম উচ্চারণ করিলে সে তাহাকে ধন-সম্পদ দান করিত। কোন লোক তাঁহার নাম করিয়া কিছু প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাত তাহা পূর্ণ হইত। বড়পীর সাহেব (রহঃ)-এর কোন ওয়াজ মাহফিলের খরচ বাবদ অর্থ সাহায্য চাহিলে বিনা বাক্যে মুক্ত হস্তে দিয়া দিত। শেষ পর্যন্ত তাহার মনের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

কিন্তু পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনগণের ভয়ে কোন মতেই বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট যাইয়া মুসলমান হওয়া সম্ভব হইল না। তাই গোপনে বড়পীর (রহঃ)-এর কোন এক শিষ্যের নিকট যাইয়া ইসলাম ধর্ম

www.pathagar.com

গ্রহণ করিল এবং সে হিন্দু ধর্মের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বন পরিত্যাগ করিল। সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সহিত কোন প্রকার উঠা-বসা করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই ছদ্মবেশী মুসলমান ইন্তেকাল করিলে তাহার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন তাহার শেষকৃত্য সমাপন করিবার জন্য শ্মশানে নিয়া গেল। হিন্দু প্রথানুযায়ী বেশ জাঁক-জমকের সহিত নিম-চন্দন দ্বারা তাহাকে দাহ করিবার জন্য চিতা তৈরি করিল। ঘৃত লোবান ঢালিয়া খড়িতে অগ্নি সংযোগ করিল। নিমিষে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত কাঠ-খড়ি পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু মেতদেহের একটি পশম ও আগুন স্পর্শ করিল না। এই কাণ্ড দেখিয়া উপস্থিত জনতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। যেইভাবেই হউক শবদেহ দাহ করিতেই হইবে তাই অপর একটি চিতা তৈরী করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঘি-চন্দন ও শুকনা কাঠ-খড়ি সাজাইয়া শবদেহ সংস্থাপন করিয়া অগ্নি সংযোগ করিল। আগুনের লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার একটি লোমও অগ্নি দাহ করুক তাহা আল্লাহর ইচ্ছা নহে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কাঠ-খড়ি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু বড়পীর (রহঃ)এর ভক্ত গোপনভাবে ইসলাম পালনকারী প্রকাশ্য হিন্দু ব্যক্তির একটি পশমও অগ্নি স্পর্শ করিল না। এইবার মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন নিরুপায় হইয়া মৃতদেহটি নদীর পানিতে ভাসাইয়া দিল।

গাউছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) -এর নিকট কিছুই অজানা ছিল না। তিনি তাঁহার একজন শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, কয়েকজন লোক সাথে করিয়া নদীর কিনারায় যাও, দেখিবে, একটি মৃতদেহ পানিতে ভাসিতেছে। সে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আমাকে সে মনে প্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। মৃত্যুর পর তাহার ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন হিন্দু প্রথা মত পুড়িবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহার মৃতদেহটি পানিতে ভাসাইয়া দিয়াছে। তোমরা উহা নদী হইতে উঠাইয়া গোসল করাইয়া, কাফন-দাফন করিয়া আস। জানিয়া রাখিও, তাহার নাম সা'দুল্লাহ।

শিষ্য বড়পীর (রহঃ)-এর আদেশ মত সা'দুল্লাহর মৃতদেহ নদী হইতে উঠাইয়া দাফন করিয়া আসিলেন। এবার বড়পীর (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য আরজ করিলেন, হুজুর! সা'দুল্লাহর কোন পুণ্যে জ্বলন্ত ভয়াবহ অগ্নিও তাহার শরীরের একটি পশম পোড়াইতে সক্ষম হইল না? তিনি বলিলেন,. "সারা জাহানের মালিক আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, আমার কোন ভক্ত যদি ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করে, তবে দুনিয়ার আগুন কেন দোযখের আগুনও তাহাকে স্পর্শ করিবে না।"

www.pathagar.com

(আটচল্লিশ)

হযরত শাহাবুদ্দিন (রহঃ)-এর জীবন রহস্য

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর স্ত্রী ছিল নিঃসন্তান। একদা বড়পীর (রহঃ)এর খেদমতে গিয়া উক্ত রমণী বিনীতভাবে আরজ করিল-হুজুর! আল্লাহর মেহেরবানীতে ও আপনার দোয়া সংসারে বেশ ধণ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশে আছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আমার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকায় সবই মিথ্যা মনে হইতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আল্লাহ দরবারে আমার জন্য একটি সন্তানের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহর আমাকে একটি সন্তান দান করেন।

বড়পীর (রহঃ) রমণীর এই সবিনয় মিনতি শুনিয়া আল্লাহর দরবারে করজোড়ে মুনাজাত করিলেন। আল্লাহর তরফ হইতে আওয়াজ আসিল-"হে আমার প্রিয় বান্দা! এই রমণীর সন্তান হইবে না। ঐশীবাণী শুনিয়া মাহবুবে সোবহানী ও আরও মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। তিনি মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া এমনভাবে সিজদায় পড়িলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আল্লাহ! তুমি এই রমণীকে সন্তান না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমার দরবার হইতে মাথা উত্তোলন করিব না। যদি তুমি আমাকে হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশে জন্মদান করিয়া থাক তবে আমার প্রার্থনা তোমাকে কবুল করিতেই হবেই।" পুনরায় ঐশীবাণী হইল-"হে আবদুল কাদের! মাথা উত্তোলন কর। মহিলাটিকে বল সে সন্তান প্রাপ্ত হইবে।" এইবার তিনি হাসিমুখে সিজদাহ হইতে মাথা উঠাইয়া মহিলাকে খোশখবরী দিয়া বিদায় দিলেন। যথাসময়ে মহিলা একটি কন্যা সন্তানলাভ করিল। কন্যার মুখ দেখিয়া মহিলা খুবই খুশি হইল। কিন্তু আশানুরূপ না হওয়ায় কিছু বিষণ্ন ও হইয়াছিল।

যখন বালিকাটির বয়স দুই বৎসর হইল একদা মহিলা কন্যাকে নিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)এর দরবারে উপস্থিত হইল। সে বলিল, হুজুর! আপনার দোয়ার বরকতে আমি সন্তান লাভ করিয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছি। আশা করিয়াছিলাম আল্লাহ আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করিবেন কিন্তু আমার সেই আশা পূর্ণ হইল না। মেয়েটিকে আপনি দোয়া করুন। বড়পীর (রহঃ) কচি শিশুটির প্রতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। খোদার কুদরতে দেখিতে দেখিতে বালিকাটির স্ত্রী-অঙ্গ পুরুষাঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইবার হযরত বড়পীর (রহঃ) মহিলাকে বলিলেন-যাও, আল্লাহ এখন তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

এই উক্তি শুনিয়া মহিলা শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সত্যিই শিশুটি বালক সন্তান। উহা দেখিয়া ভক্তিতে গদ গদ হইয়া সে বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, "হুজুর আপনার দৃষ্টির বদৌলতে আমার কন্যা শিশুটি পুত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। আল্লাহর দরবারে হাজার শোকর আর আপনার চরণে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।"

বড়পীর (রহঃ) পুনরায় মহিলাকে বলিলেন, "আল্লাহর মেহেরবাণীতে তোমার শিশু কন্যা পুত্র সন্তানে রূপান্তরিত হইয়াছে, এখন দোয়া করি যেন এই শিশু একজন অলীয়ে কামেল হইতে পারে। আমি বালকটির নাম রাখিলাম শেখ শাহাবুউদ্দিন।"

এইকথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি আরও অধিক খুশী হইয়া পুত্রকে কোলে করিয়া আপন গৃহে চলিয়া আসিল। মহিলার স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কোথা হইতে আনিয়াছ? দেখিতে যে অনেকটা আমাদের মেয়েরই মত।" স্ত্রীলোকটি স্বামীর নিকট বড়পীর (রহঃ)এর কারামতের কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল।

পরবর্তীকালে শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনর্গল আরবী ও ফার্সী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শোতৃমণ্ডলীকে হতবাক করিয়া দিতেন। ইলমে মারেফতে তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ তাপস। শেখ সা'দী, শেখ সিরাজী, শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী, কাজী হামীদউদ্দিন নাগরী, মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ তাঁহারই শিষ্য ছিলেন।

কথিত আছে যে, বড়পীর (রহঃ)-এর কারামতের ফলে শিশুকালে যদিও শেখ শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দ্দী (রহঃ) বালিকা হইতে বালকে রূপান্ত রিত হইয়াছিলেন, তবু যৌবনে তাঁহার স্তনদ্বয় বড় বড় ছিল এবং বৃদ্ধ বয়সে তাহা হেলিয়া পড়িয়াছিল। বড়পীর (রহঃ)-এর দোয়ায় তাঁহার দেহের নিম্নদেশ পরিবর্তিত হইলেও উর্দ্ধাংশের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

(ঊনপঞ্চাশ)

চিলের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ

বর্ণিত আছে যে, একদা বড়পীর (রহঃ) ওয়াজ করিতেছিলেন। একটি চিল বার বার মাহফিলের উপর দিয়া উড়াউড়ি করিয়া বিরক্তকর আওয়াজ করিতে লাগিল। জনতা উহাকে তাড়াইয়া দিলে সে আবার আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিত। ইহাতে বড়পীর (রহঃ) বাতাসকে আদেশ করিলেন,

www.pathagar.com

এই চিলটিকে আটক করিয়া ফেল।" তাঁহার এই নির্দেশ মাত্র চিলটির মাথা ও ধড় দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল।

চিলটির এই অবস্থা দেখিয়া বড়পীর (রহঃ)- এর হৃদয়ে মমতার প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিল। তিনি চিলটির মাথা ও দেহ আপন হাতে উঠাইয়া বিসমিল্লাহ বলিয়া উহা একত্র করিবামাত্র চিলটি তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া চলিয়া গেল।

(পঞ্চাশ)

শুকনা খেজুর গাছের ফলদান

শেখ আলী বলেন যে, একদা বড়পীর (রহঃ) ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার বাড়ী আসিলেন। আসরের নামায পড়িবার জন্য তিনি তাঁহার নিকট পানি চাহিলেন। তিনি পানি আনিয়া দিলে অজু করিয়া বড়পীর (রহঃ) একটি খেজুর গাছের ছায়ায় নামায পড়িলেন।

যে গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তিনি নামায পড়িলেন ঐ গাছটিতে অনেক দিন হইতে ফল ধরিত না। পরদিন দেখা গেল যে, গাছটিতে ফুল ধরিয়াছে। অতঃপর গাছটিতে সারা বৎসর ফল থাকিত। বড়পীর (রহঃ)- এরই বরকতে বারমাস ঐ গাছের ফল খাওয়া যাইত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

কিতাব প্রণয়ন

বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর কর্মময় জীবন ছিল মানব জাতির জন্য এক পবিত্র জীবনাদর্শ। মানব জীবনের এমন কোনদিক নাই যাহাতে তাঁহার কর্ম প্রচেষ্টা ও আদর্শ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের সাথে তাঁহার জীবনের বহুলাংশে মিল ছিল। বড়পীর (রহঃ) আত্মকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও সাধনার পথে জীবনকে অতিবাহিত করেন নাই; এমনকি তিনি বিশ্বজগতের মানুষের অলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারে উদাসীন ও গণ্ডীবদ্ধ তপস্যায়ও নিরত ছিলেন না; বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য এবং মানব সমাজের সামগ্রিক পরিশুদ্ধির জন্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সারা জীবন কর্মব্যবস্থার মধ্যে তিনি বিভিন্ন সময় বক্তৃতা, কল্যাণমূলক বিবৃতি, জ্ঞান সাধনা ও অধ্যাপনা এবং আলোচনার মাধ্যমে স্বীয় জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ এমন সব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন্ যাহা হেদায়েতের উজ্জ্বল মশালরূপে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে। নিম্নে তাঁহার অমর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

(ক) ফতহুল গাইব : এই অমূল্য গ্রন্থখানা আধ্যাত্মিক উপদেশ এবং ইহ-পরকালীন জীবনের মঙ্গল নির্দেশক আলোর পরশ সমতুল্য। ইহাতে আধ্যাত্ম সাধনার কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রমণের সুষ্ঠু উপায় বিবৃত রহিয়াছে। বস্তুত : অজানা জগতের দারোন্মুক্ত করার জন্য ইহাকে চাবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

এই গ্রন্থে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর আশিটি ভাষণ স্থানলাভ করিয়াছে। যথা : (১) হামদ ও নাত-ই রাসূল এবং প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

গুণাবলীর কথা, (২) আদেশ-নিষেধ ও অদৃষ্ট প্রসঙ্গ, (৩) বিপদে ধৈর্যাবলম্বন, (৪) ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ, (৫) সংসারের অবস্থা, (৬) আত্মবিলোপ সাধন, (৭) কামনার বিনাশ সাধন, (৮) তকদীরে সন্তুষ্টি, (৯) দিব্যজ্ঞান লাভের উপায়, (১০) আত্মার সংশোধন, (১১) ধৈর্য ও আল্লাহর দীদার (১২) ফানাফিল্লাহ্ (১৩) ভাগ্যে আত্মসমর্পণ, (১৪) ইন্দ্রিয় পরিশুদ্ধি (১৫) সংসার ত্যাগের ধারা, (১৬) সংসারে নিরাসক্ততা, (১৭) আল্লাহর দীদারের রহস্য, (১৮) আল্লাহর রেজামন্দি, (১৯) আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া, (২০) সন্দেহমুক্ত দ্রব্য গ্রহণ ও সংশয়পূর্ণ জিনিস বর্জন, (২১) শয়তানের কারসাজি, (২২) ঈমানের পরীক্ষা, (২৩) কানাআত, (২৪) আল্লাহর ভয় ও পাপ বর্জন, (২৫) দরিদ্রের প্রতি আল্লাহর সান্ত্বনা, (২৬) সংসারশূন্য অন্তর, (২৭) ভাল ও মন্দ, (২৮) আত্মিক সংগ্রাম সাধনা, (২৯) দারিদ্র্যের কুফল, (৩০) আর্থিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার প্রতিকার, (৩১) শত্রু-মিত্র পরিচয়, (৩২) পার্থিব বস্তুগুলির অনিত্যতা, (৩৩) মানুষের শ্রেণীবিন্যাস, (৩৪) আল্লাহর দুর্নাম ও অসন্তুষ্টি পরিহার, (৩৫) আজমত ও রোখসত, (৩৬) পরকালের পাথেয় ও ইহকালের লাভ, (৩৭) পরনিন্দা, (৩৮) আল্লাহর কাজে বিশ্বাস রাখা, (৩৯) নিষ্কামভাবে আল্লাহর দান গ্রহণ, (৪০) জীতেন্দ্রিয় অবস্থা, (৪১) ফানাফিল্লাহ, (৪২) সুখে-দুঃখে আত্মার অবস্থা, (৪৩) আল্লাহর পরিচয়ের পর বান্দাদের প্রতি নিস্পৃহতা, (৪৪) প্রার্থনা মঞ্জুরের কারণ, (৪৫) ধনী ও দরিদ্রের অবস্থা, (৪৬) প্রার্থনাকারীকেই আল্লাহ বেশী প্রদান করেন, (৪৭) রূহানী জগতের আদি ও অন্ত, (৪৮) ফরজ পরিত্যাগ করিয়া নফল পাঠ করা ভুল, (৪৯) আহার নিদ্রায়-হালাল-হারামের তারতম্য, (৫০) দীদারে এলাহী, (৫১) নিষ্কাম সাধনা, (৫২) ধৈর্য ও আদব, (৫৩) তাকদীরে পরিতুষ্টি ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, (৫৪) জেহাদ বা ত্যাগের পর্যায়, (৫৫) জেহাদ ও ইহার পর্যায়, (৫৬) ফানা ও উহার পর্যায়ক্রম, (৫৭) রূহানী নূরের গতিপ্রকৃতি, (৫৮) হৃদয়াবেগ দমন, (৫৯) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, (৬০) স্বভাব, শরীয়ত ও অদৃষ্ট, (৬১) ত্যাগের পর্যায়, (৬২) সবর, সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা, (৬৩) অন্তরের শুদ্ধচারিতা ও ছলনা, (৬৪) মৃত্যুহীন জীবন ও জীবনহীন মৃত্যু; (৬৫) দোয়া কবুল হওয়ার অনুরাগ, (৬৬) দোয়া প্রার্থনার নিয়মাবলী, (৬৭) নফসের বিরুদ্ধাচরণ ও ফলাফল, (৬৮) তকদীরের ব্যাপারে দোয়ার ভূমিকা, (৬৯) দোয়ার শ্রেণীভেদ ও তাওয়াক্কুল, (৭০) জিহাদ, সহনশীলতা ও দায়িত্বজ্ঞান, (৭১)

www.pathagar.com

ধৈর্যধারণ, (৭২) পার্থিব জগতে ছালেকের প্রবেশ ও মৃত্যু, (৭৩) আল্লাহ কর্তৃক অন্যের দোষ বর্ণনা, (৭৪) স্বীয় সত্তার ও প্রজ্ঞার প্রতি জ্ঞানবানের লক্ষ্য, (৭৫) সন্তানদের প্রতি বড়পীর (রহঃ)-এর উপদেশ, (৭৬) সন্তানদের প্রতি উপদেশ, (৭৭) রূহানী সাধনার ক্ষেত্রে দীদারে এলাহী, (৭৮) রূহানী সাধকদের দশটি খাছলত, (৭৯) মৃত্যু, (৮০) মৃত্যুর মৃত্যু।

ঈমানদারগণের তিনটি গুণ

আল্লাহর উপর বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য নিম্নের তিনটি গুণ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত : আল্লাহর নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে মান্য করত : উহার প্রতিপালনে যত্নবান হওয়া। দ্বিতীয়ত : আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হইতে বাঁচিয়া থাকা। তৃতীয়তঃ তকদীরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। প্রকৃত ঈমানদারগণ উহার কোন একটি হইতে দূরে থাকে না। সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তি উহা প্রতিপালনের প্রতি যত্নবান হইবে এবং উহাদিগকে মানুষের মধ্যে প্রচার করিবে আর সর্বদা চেষ্টা ও যত্নের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তাহা ব্যাপকভাবে তুলিয়া ধরিবে।

সাধকগণের দশটি গুণ

রূহানী জিহাদে অংশগ্রহণকারী, আধ্যাত্ম সাধনার পথিক ও রূহের পরিশুদ্ধি লাভে আগ্রহী ও দৃঢ়চেতা সাধকগণের জন্য দশটি গুণ অর্জন করা ও অভ্যাসে পরিণত করা অপরিহার্য। সেই গুণাবলী অর্জন করতঃ সাধক দৃঢ় প্রত্যয়ে অগ্রসর ও অবিচলভাবে সাধনা করিতে থাকিলে সে রূহানী মর্যাদা, সম্মান ও মর্তবার অধিকারী হইতে পারে।

প্রথম গুণ : রূহানী সাধক সত্য অথবা মিথ্যা এবং ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় আল্লাহর নামে কসম করা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ স্বীয় স্বভাব-চরিত্রকে এই জাতীয় শপথের ছোঁয়াচ হইতে পবিত্র রাখিয়া নির্বিকার চিত্তে সাধনা করিলে অবশ্যই তাহা দূর হয় এবং পরিশেষে শপথ করিবার অভ্যাস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় বিলীন হইয়া যায়। ইহা মজ্জাগত হইলে তাহার জন্য আল্লাহর নূরের রশ্মিদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সে তাহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহা ছাড়া তাহার ধৈর্য ও সংযমের জন্য রূহানী উন্নতি, সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। বন্ধুগণের প্রশংসা ও প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হইবে।

www.pathagar.com

তাহার পরিচয় প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহাকে অনুসরণ করিবে এবং সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে।

দ্বিতীয় গুণ : রূহানী সাধক সেচ্ছায় কিংবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যা কথা বলা হইতে দূরে থাকিবে। মিথ্যা পরিহারের প্রবৃত্তি স্বভাবে পরিণত হইলে তাহার রসনা সংযত হইবে এবং আল্লাহ তাহার বক্ষদেশ প্রসারিত করিয়া দিবেন এবং সত্য জ্ঞানালোকে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আসিবে এবং মিথ্যাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

তৃতীয় গুণ : রূহানী সাধক অঙ্গীকার প্রতিপালনে দৃঢ় থাকিবে। মূলত : অঙ্গীকার করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেননা প্রতিশ্রুতির খেলাপ না করা প্রায়শ : কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ফলে অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং সাধক অঙ্গীকারকে পরিহার করিয়া চলিলে আল্লাহর অসংখ্যদান ও নেয়ামত খুলিয়া যাইবে এবং আল্লাহর মাহবুবে পরিগণিত হইবে।

চতুর্থ গুণ : রূহানী সাধক কাহাকেও অভিসম্পাত করিবে না এবং কাহাকেও কষ্ট দিবে না। ইহা আবরার ও সিদ্দিকগণের স্বভাব। তাহার জন্য রহিয়াছে দুনিয়াতে হেফাজত এবং আখেরাতে মঙ্গল। আল্লাহ তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান এবং পার্থিব বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আর তাহাকে নৈকট্য দান এবং বান্দাদের প্রিয় করিবেন।

পঞ্চম গুণ : রূহানী সাধক অত্যাচারীর প্রতি কটুক্তি ও দুষ্কৃতির প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে না। আল্লাহর মহব্বতে তাহা সহ্য করিবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। এই অভ্যাসের ফলে সে উচ্চপদে সমাসীন হইবে ইহাতে অভ্যস্ত ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান এবং সমগ্র সৃষ্টির ভালবাসার অধিকারী হয়। আল্লাহর দরবারে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং সে পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়।

ষষ্ঠ গুণ : রূহানী সাধক মক্কার অধিবাসী কাহারও বিরুদ্ধে শিরক, কুফর এবং নেফাকের অভিযোগে বিশ্বাস করিবে না। ইহা আল্লাহর রহমতের উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদাসম্ভূত ও সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ। এই স্বভাব আল্লাহর জ্ঞানে অনধিকার চর্চা ও আল্লাহর শত্রুতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং আল্লাহর রেজামন্দি ও অনুগ্রহের নিকটতর। ইহা আল্লাহর সন্নিধানে পৌছিবার সম্মানজনক দুয়ারস্বরূপ। ইহা বান্দাকে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের জন্য আল্লাহর দয়া ও করুণার ভাগী করিয়া তোলে।

www.pathagar.com

সপ্তম গুণ : রূহানী সাধক জাহেরী সমুদয় পাপ হইতে নিজের দৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখিবে। কারণ এই অভ্যাসের দরুন মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রুত নেক কাজ সাধিত হয় এবং পার্থিব জগতে উহার সুফল লাভ করা যায় আর পরকালের জন্য মঙ্গলময় ফল জমা হয়। এই অভ্যাসের দ্বারা এই সকল প্রতিদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অন্তরকে ভোগলিপ্সা মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করা চাই।

অষ্টম গুণ : রূহানী সাধক পার্থিব জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন প্রকার বোঝা অন্যের উপর চাপাইবে না। আর নিজের বোঝা সকলের উপর হইতে উঠাইয়া লওয়াই উত্তম, যাহাতে কেহই তাহার মুখাপেক্ষা না হয় এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করিতে পারে। এই অভ্যাসের ফলে বান্দাদের ইজ্জত বৃদ্ধি এবং মুত্তাকীগণের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। ইহার দ্বারা সার্বজনীন মঙ্গল কাজের আদেশ ও সার্বজনীন গর্হিত কাজের শক্তি অর্জিত হয়। ফলে সংসারে ছোট-বড় সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত হয়, সাধকের এমতাবস্থায় আল্লাহ তাহাকে দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা এবং স্বয়ংস্পূর্ণতা প্রদান করেন। তখন সত্যের ব্যাপারে সকলেই তাহার নিকট সমান বিবেচিত হইবে। আর তাহার মনে এই প্রত্যয় জন্মিবে যে, এই অভ্যাসের ফলে মুমিনদের জন্য ইজ্জত এবং সততা অবধারিত।

নবম গুণ : রূহানী সাধক অন্যান্য তপস্বীদের হইতে আকাঙ্খাকে দূরে রাখিবে। তাহাদের নিকটস্থ জিনিসের প্রতি অন্তরকে প্রসারিত করিবে না। কারণ এই অভ্যাসই হইল প্রকৃত আত্মনির্ভরশীলতা, মহাগৌরব, অসীম রাজত্ব, নির্মল বিশ্বস্ততা এবং নিষ্কলুষ ও সুস্পষ্ট খোদাভীরুতার লক্ষণ। ইহাই তাওয়াক্কুলের অন্যতম দ্বার। ইহাই জোহদ-এর প্রধান ফটক। ফলে উহার দ্বারা 'অরা'-এর মর্যাদা লাভ হয় এবং ইবাদতে সিদ্ধি লাভ ঘটে। আর সর্বত্যাগী অবস্থা আল্লাহর উপর নির্ভরতার অন্যতম নিদর্শন।

দশম গুণ : রূহানী সাধকের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা পাওয়া একান্ত আবশ্যক। বিনয় হইল এই যে, সাধকের কাহারও সহিত সাক্ষাত হইলে তাহাকে নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করা এবং মনে মনে ধারণা করা যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমা হইতে উত্তম। ইহার দ্বারা সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তি মজবুত হয়, রূহানী শক্তির উন্নতি ঘটে,

www.pathagar.com

দুনিয়া এবং আখেরাতে স্বাধিকার অর্জিত হয়। ইহা ইবাদতের মূল কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাসহ পরিপূর্ণতা। ইহাই তাকওয়ার চরম পর্যায় ও আধ্যাত্মিক মহাত্মাগণের মর্যাদা। ইহার দ্বারা অহঙ্কার, দূরীভূত হয়।

(খ) গুনিয়াতুত্তালিবীন : 'গুনিয়াতুত্তালিবীন' ইসলামী সাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঠিক মত ও পথের নির্দেশ এবং হানাফী মাজহাবের বিধানসমূহ সঠিক প্রমাণসহ আলোচিত হইয়াছে। তাহাছাড়া নামায, রোযা, হজ্জ ও জাকাতের বিধি-বিধান ও রীতি-পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। মোটকথা, ইসলামী আইন ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই এই গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে। (১) শিষ্টাচার, (২) স্বভাব, (৩) সম্মান দেখানো, (৪) পাকাচুল বাছা, (৫) নখ কাটা, (৬) ঘরে প্রবেশ, (৭) পানাহারের নিয়ম, (৮) অজুর দোয়া, (৯) নিদ্রা যাওয়া, (১০) হালাল রুজী ও নির্জনতা অবলম্বন, (১১) পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, (১২) বিবাহ-শাদী (১৩) স্ত্রীর কর্তব্য, (১৪) আমাদের ঈমান, (১৫) বেহেশত এবং দোযখ, (১৬) মহানবী (সঃ)-এর ফজিলত, (১৭) আউযুবিল্লাহর ফজিলত, (১৮) বিসমিল্লাহর ফজিলত, (১৯) বিসমিল্লাহর অর্থ (২০) বেহেশতের শান্তি, (২১) দোযখের শান্তি, (২২) আল্লাহর ফরমান (২৩) পথভ্রষ্ট ফেরকা, (২৪) মাস -দিনসমূহের ফজিলত ও বর্ণনা, (২৫) গুনাহের বিবরণ, (২৬) পথভ্রষ্ট ফেরকা, (২৭) পরহেজগারীর মূল্য, (২৮) কোরবানীর ফজিলত, (২৯) রোযার ফজিলত, (৩০) ঈমানের বর্ণনা, (৩১) নামাযের বর্ণনা, (৩২) শোকর ও তাওয়াক্কুলের বর্ণনা (৩৩) জীবন যাত্রার বিধানাবলী (৩৪) উম্মতে মুহাম্মদীর ফজিলত, (৩৫) ধর্মীয় বিধি-বিধান, (৩৬) শয়তানের অবস্থা ও উহা হইতে পরিত্রাণের উপায়, (২৭) আন্তরিক পরিশুদ্ধি, (২৮) পীর ও মুরীদের বিবরণ, (৩৯) সাধারণ ক্ষেত্র এবং (৪০) পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের বিবরণ ইত্যাদি।

আল্লাহ পাঁচজন নবীর জন্য দশটি করিয়া বস্তু নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। যেমন :

১. হযরত আদম (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট দশটি বস্তু : (১) হযরত আদম (আঃ)-এর নিদ্রিতাবস্থায় আল্লাহ তাঁহার বাম পাঁজর হইতে বিবি হাওয়াকে পয়দা করিলেন। (২) আদম (আঃ) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন রমণীকে জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করিলেন-"আপনি কে? (৩) বিবি হাওয়া উত্তর করিলেন, "আমি আপনারই সহধর্মিণী।" (৪) আদম (আঃ) তাহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। (৫) আল্লাহ বলিলেন—"হে আদম! এখন নয়, আগে তাহার মোহর আদায় কর। (৬) আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহর কি? (৭) আল্লাহ বলিলেন-পরিণীতা স্ত্রীর জাওযিয়ত হাছিল হওয়ার জন্য স্ত্রীকে প্রদেয় নির্দিষ্ট প্রাপ্য। (৮) আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন-ইহা কি প্রকারে আদায় করিব? (৯) আল্লাহ বলিলেন—হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর নামে দশবার দরূদ পাঠ কর। (১০) ইহাই তোমার স্ত্রীর দেন মোহর।

২. **হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট দশটি বস্তু :** দশটি সুন্নত। তন্মধ্যে পাঁচটি মানুষের মাথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যথা : (১) সিঁথি কাটা, (২) মোচ কাটা। (৩) মেসওয়াক করা, (৪) কুলি করা এবং (৫) নাকে পানি দেওয়া। আর অবশিষ্ট পাঁচটি মানুষের দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। যথা : (১) নখ কাটা, (২) নাভীর নীচের (লজ্জাস্থানের) পশম দূর করা, (৩) বগলের নীচের পশম দূর করা, (৪) খাতনা করা এবং (৫) অযুর সময় আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা। এই দশটি সুন্নাত আদায় করায় আল্লাহ তাঁহাকে খলিলুল্লাহ উপাধি দিয়াছিলেন।

৩. হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট দশটি বস্তু। হযরত মূসা (আঃ) দশ বৎসর পর্যন্ত হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর খেদমত করিয়াছিলেন। আর বাকী খেদমত তাহাকে হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর কন্যার মোহর আদায় করিতে হইয়াছিল। আর হযরত শোয়াইব (আঃ) দশ বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে এত অধিক কান্নাকাটি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আর তাঁহার প্রতি অহী প্রেরণ করিয়াছিলেন, 'তুমি যদি দোযখের ভয়ে অশ্রু বর্ষণ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে নির্ভয় করিয়া দিলাম। আর যদি বেহেশত লাভের আশায় কাঁদিয়া থাক তবে তোমাকে বেহেশত দান করিলাম। আর যদি আমার রেজামন্দি লাভের জন্য ক্রন্দন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি রাজি হইয়া গেলাম।" হযরত শোয়াইব (আঃ) বলিলেন—"হে জিব্রাইল! আমি দোযখের ভয়ে কাঁদি নাই, এমনকি

www.pathagar.com

বেহেশত লাভের আশায়ও কাঁদি নাই। আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাঁদিয়াছি। এমন সময় প্রত্যাদেশ হইল—!হে শোয়াইব! তুমি ঠিক পথে ক্রন্দন করিয়াছ।"

অতঃপর ইহার পরিবর্তে আল্লাহ তাহাকে হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় মর্তবাশীল নবীর দশ বৎসরের খেদমত নসীব করিলেন। আল্লাহর রেজামন্দির জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন বলিয়া আল্লাহ তাঁহাকে ইহা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আল্লাহ তাঁহাকে এমন সব নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, যাহা কোন লোক দেখে নাই এবং তাহার ধারণা করিতেও পারে নাই।

৪. হযরত মূসা (আঃ) এর জন্য নির্দিষ্ট দশটি বস্তু ছিল। আল্লাহ বলেন "আমি মূসার সহিত ত্রিশ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। উহাতে আরও দশ রজনী সংযোগ করিয়া সেই ওয়াদাকে পূর্ণ করিয়াছি। ঘটনাটি এই যে-আল্লাহ হযরত মূসাকে বলিয়াছিলেন। "আমি তোমার সহিত কিছু কালাম করিব।" ইহার পরই তাহার উপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মূসা (আঃ) যিলহজ্জ মাসে ত্রিশদিন রোযা রাখিলেন। যখন মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করিবার আশা করিলেন, তখন দুর্গন্ধ মোচনের জন্য মুখে এক টুকরা বয়তুন রাখিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ বলিলেন "হে মূসা। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি হইতেও উত্তম।"

তারপর আল্লাহ মূসাকে বলিলেন-তুমি মহররম মাসে দশটি রোযা রাখিও। উহার শেষ রোযাই হইল আশুরার রোযা। ইহা রাখিবার পরই আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে নিজের সান্নিধ্য দান করিলেন এবং তাঁহার সহিত কালাম করিলেন।

৫. হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট দশটি বস্তু। উহা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। এই দশদিনের সম্মানকারীকে আল্লাহ দশটি বুজর্গী দান করেন। যথা : (১) তাহার বয়স বুদ্ধি পায়, (২) ধন-দৌলত অধিক হয়, (৩) আল্লাহ তাহার পরিবারবর্গের দেখা-শোনা করেন, (৪) তাহার অন্যায়সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, (৫) তাহার পূণ্যগুলি দ্বিগুণ করেন, (৬) তার মৃত্যুকষ্ট লাঘব করেন, (৭) তাহাকে অন্ধকারে আলো দেন (৮) তাহার পূণ্যের পাল্লা ভারী করেন, (৯) তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তিদান করেন এবং (১০) তাহার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেন।

www.pathagar.com

(গ) **কাসীদাতুল গাউসিয়া :** বড়পীর (রহঃ) কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিতেন। বর্ণিত গ্রন্থটি বড়পীর (রহঃ) কর্তৃক রচিত একটি আরবী কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ রহিয়াছে। বিশ্বের বহু লোক ইহা শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে। ইহাতে খোদার প্রেমের জ্বলন্ত অগ্নি বিধৃত হইয়াছে।

(ঘ) **মাকতুবাতে গাউসিয়া :** চিঠিপত্র লিখার প্রতিও বড়পীর (রহঃ)-এর ঝোঁক ছিল। তাহার শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত লোকজন প্রায়ই পত্র লিখিত। তিনি তাহাদের সেই সব পত্রের উত্তর দিতেন। তাঁহার চিঠিপত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও উপদেশে পরিপূর্ণ ছিল। উহাতে তাঁহার রচনা কৌশল ও ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে তাঁহার একখানি চিঠির অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রিয় বৎস! তুমি সুস্থ চিত্ততা লাভ কর। তাহা হইলে তুমি "হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর" আল্লাহর এই নির্দেশের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে। পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন দরকার। তবে তুমি "আমি সমস্ত মাখলুকাতে ও তাহাদের সর্বাঙ্গের মধ্যে আমার নিদর্শনাবলী তাহাদিগকে অবলোকজন করাইব।" আল্লাহর এই বাণীর সূক্ষ্ম ও তত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হইবে। আর দৃঢ় বিশ্বাসের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করা দরকার। তবে তুমি "আল্লাহ প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না এমন পদার্থই নাই, কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ উপলব্ধি করিতে সক্ষম নও।" আল্লাহর এই নির্দেশের কিছু বুঝিবে এবং অন্তর চক্ষুধারী উহাদের তাসবীহ অবলোকন করিবে।

প্রিয় বৎস! তোমরা পার্থিব জগতের মোহে নিদ্রাচ্ছন্ন। যেমন আল্লাহ বলেন-নশ্বর কামনা-বাসনা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া লোভে-মোহে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর অতি সত্বরই তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, সুতরাং এই ক্ষণভঙ্গুর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং আল্লাহর দিকে ত্বরিৎ ধাবিত হওয়ার বাহনে আরোহণ কর। আর "আমি জ্বিন সম্প্রদায় ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি" আল্লাহর এই নির্দেশের মারেফতের সাগরে গোসল করিতে উদ্যত হও। সুতরাং এই সাধনার ভিতর দিয়া তোমরা বাসনা পূর্ণ হইলেই তুমি সর্বোত্তম সফলতার দ্বারে উপনীত হইবে আর উহার সন্ধান করিতে গিয়া যদি তোমার জীবন প্রদীপ

www.pathagar.com

নিভিয়া ও যায় অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে উহার প্রতিদানে কৃতার্থ করিবেন।

(ঙ) আল ফাতহুর রাব্বানী : ইহা এক মূল্যবান গ্রন্থ। আল্লাহর সহিত মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এবং আল্লাহর সহিত বান্দার মিলনের আধ্যাত্মিক পথের প্রক্রিয়াসমূহ ইহাতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। মূলত : ইহা ৩রা শাওয়াল পাঁচশত পঁয়াতাল্লিশ হিজরী হইতে ২৫ শে রজব পাঁচশত ছিচল্লিশ হিজরী পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে হযরত বড়পীর (রহঃ) খানকাহ শরীফ ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলির সংকলন মাত্র। ইহা প্রথমে মিসরে ছাপা হয়। অতঃপর মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাটী (রহঃ) উহার উর্দু অনুবাদ 'ফুয়ুজে ইয়াজদানী' নামে প্রকাশ করেন। আমরা বক্তৃতা অধ্যায়ে এই গ্রন্থের কিছুটা অনুবাদ উল্লেখ করিয়াছি।

(চ) ফারসী কবিতা লেখার প্রতিও বড়পীর (রহঃ)-এর বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ফারসী ভাষায় অনর্গল কবিতা লিখিতে পারিতেন। নীচের ফারসী মোনাজাত কবিতাটি ইহার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

তা আবাদ ইয়া রব মিন লুতফিহা দারাম উমেদ,
অযতু গর উমেদ দারাম আযকুজা দারাম উমেদ।
যিস্তাম উমর বছে চুঁ দুশমন মগীর,
বেওফায়ে কারদাহ আম আমতু ওফা দারাদ উমেদ।
মান ফকীরাম, মান গরীবাম বেকাছায় বিমান আযার,
এক কাদাহ যাঁ শরবতে নারুশ শাফা দারাম উমেদ
এক বদম বদ গোঁফতাআম বদ বান্দাআম বদকারদাআম,
বাওজুদই খাতাহ মান আতা দারাম উমেদ।
হামতু দাদী মান চাহা কারদাম তু পুরশিদ যে লুতফ,
হামতু মিদানী কেহ আয চাহা কারদাম উমেদ।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার রহমতের শেষ নাই, নিশ্চয়ই আমি তোমার সেই রহমত লাভ করিবার দৃঢ় আশা পোষণ করিতেছি। তোমার নিকট হইতে আমার আশা-আকাঙ্খা যদি আমি প্রত্যাবর্তিত করিয়া লই, তাহা হইলে আমি আর কাহার নিকট আকাঙ্খার ডালি লইয়া উপস্থিত হইব? হে আল্লাহ! আমি জীবনে বুহ পাপ করিয়াছি আমার জীবনে অনেক কৃতঘ্ন আচরণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি আমাকে শত্রু

www.pathagar.com

মনে করিও না; আর তুমি যদি ক্ষমা না কর, তাহা হইলে আমার যাইবার স্থান আর কোথাও নাই। হে আল্লাহ! আমি নিঃস্ব গরীব ও রোগে-শোকে জর্জরিত প্রাণ, কিন্তু তোমার মহব্বতের শরাব দ্বারা আমার তৃষিত চিত্তে সান্ত্বনা বারি সিঞ্চিত কর। আমি পাপী; পাপে পরিলিপ্ত ও পাপাচারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু তবু তোমার রহমতের আশা অন্তরে সর্বদা জাগ্রত। হে আল্লাহ! আমি যাহা কিছু তোমার নিকট আশা-আকাঙ্খা করিতেছি, তাহাতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গাফলতি নাই, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। সুতরাং হে করুণাময়! আমার মত দিনহীন ও অথর্বের প্রতি তোমার রহমতের দুয়ার খুলিয়া দাও এবং আমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ কর।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বড়পীর (রহঃ) এর শিক্ষা আদর্শ, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং নিরলস সাধনার ক্ষেত্র শুধু কেবল একই কেন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি স্বীয় প্রতিভা ও আদর্শের বিকাশ সাধনে জীবনে প্রতিটি দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। রূহানী তা'লীম ও তাওয়াজ্জুহের সহিত কলমী তা'লীমের যে মহান ক্ষেত্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন পথভ্রান্ত মানুষকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করিতে থাকিবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগী

বড়পীর (রহঃ)-এর প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগীর পরিমাণ নির্নয় করা বড়ই কঠিন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সূর্যের মত সর্বদাই কিরণ দান করিতেন। বিভিন্ন কিতাবে তাঁহার প্রাত্যহিক ইবাদত-বন্দেগী সম্বন্ধে বর্ণনা এইরূপ :

তিনি দীর্ঘ আঠার বৎসর যাবত দৈনিক একবার একপায়ে দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরআন শরীফ খতম করিয়াছেন। আর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়াছেন। এই সময় রাত্রে তিনি নিদ্রা যাইতেন না। বিনিদ্র রজনী ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকিতেন।

ফজরের নামায সমাপনান্তে তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন এবং যিকির-আযকার, অজিফা ও দোয়া কালাম পাঠ করিতেন। তাহা ছাড়া প্রত্যহ প্রত্যুষে দুইশত রাকআত নফল নামায পড়িয়া এই কালাম অধিক সংখ্যকবার পাঠ করিতেনঃ "আল মুহিতুল হাছিবুল গাইবুল খালিকুর রাবিউল মুনাব্বির।" আর প্রত্যহ গভীর নিশীথে তিনি বার রাকআত তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়া তিনশত ষাট বার চল্লিশটি পবিত্র নাম পাঠ করিতেন। তাহা ছাড়া দোয়ায়ে ছাইফুল্লাহ, দোয়ায়ে শাফী বানতাহা পড়িতেন। প্রত্যুষে তিনি চাশতের নামায আদায় করিতেন এবং দোয়ায়ে আযমতে কবীর পাঠ করিতেন।

যিকির-আযকার ও পবিত্র নামসমূহ পাঠ করিবার সময় কখনও কখনও তিনি ধ্যানমগ্নাবস্থায় পৃথিবীর আবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া মাকামে ওয়াহদানিয়াতের অদৃশ্যজগতে ডুবিয়া যাইতেন। পৃথিবীর দৃশ্যপট হইতে তখন তাঁহার ছবি মুছিয়া যাইত। ফানাফিল্লাহর সাগরে বিচরণ করিয়া আবার তিনি মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিতেন এবং সিজদায় যাইয়া আল্লাহর শোকর করিতেন।

www.pathagar.com

জীবন যাত্রার ধারা

বড়পীর (রহঃ)-এর জীবন যাত্রার ধারা ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাধনার সুমহান শৈলচূড়াতে অবস্থান করিতেন। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি, লিপ্সা বা আগ্রহ কখনই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা সর্বদাই তাঁহার মন জুড়িয়া থাকিত। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন। স্বভাবধর্মী মানব চরিত্রের সমুদয় গুণাবলী তাঁহার মধ্যে ছিল। মহানবী (সঃ)-এর পূণ্যময় জীবনাদর্শের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অলীরূপে বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

তাঁহার সুদীর্ঘ একানব্বই বৎসর জীবনে পার্থিব যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থাদি তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। আল্লাহর ধ্যান-ধারণা ও উপাসনাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের তিনি মূল্য দিতেন। অযথা সময় নষ্ট করিতেন না। যৌবনে ভোগ-সম্ভোগকে বিসর্জন দিয়া শিক্ষা ও আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। হিজরী পাঁচশত একুশ সালে একান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাগদাদে বসবাস শুরু করেন। এই সময় তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত হয় এবং একাদিক্রমে চারিজন রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহার চারিজন স্ত্রীর গর্ভে সর্বমোট উনপঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে সাতাইশজন ছেলে ও বাইশজন কন্যা সন্তান ছিল। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। আদর্শ গৃহস্বামী, আদর্শ পিতা ও আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তাঁহার জুড়ি ছিল না।

'আওয়ারিফুল মাআরিফ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে বিবাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি বিশ্বনবী (সঃ)-এর আদেশ পালনার্থেই কেবল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। অন্যথায় বিবাহই করিতাম না। বিবাহিত জীবনে আল্লাহর যিকির-আযকারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এইজন্য বিবাহ হইতে দূরে ছিলাম। পরিশেষে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে আমি চারিজন পত্নীর পাণিগ্রহণ করিলাম।

তিনি শিক্ষিকতা, সভা-সমিতি, ফতোয়া প্রদান, আধ্যাত্ম শিক্ষা চর্চা তথা শতকর্মের ব্যস্ততার ভিতর ও দায়িত্বকে কখনও অবহেলা করেন নাই। রোগীর সেবা ও অসুস্থের যত্ন করা, নিজ হাতে গৃহের কাজ-কর্ম করা, ঝাড়ু দেওয়া, পানি আনয়ন করা, রান্না- বান্নার সাহায্য করা, গরীব-দুঃখীদিগকে সাহায্য করা, পরিবারের সদস্যদিগকে লইয়া একত্রে আহার করা এবং

www.pathagar.com

সর্বোপরি নিয়মিত নফল রোযা পালন করা তাহার চির অভ্যাস ছিল। এত কিছুর ভিতরে ও তাঁহার ধর্ম সাধনা পুরা দমে চলিত।

বড়পীর (রহঃ)-এর জীবিতকালেই তাঁহার কতিপয় ছেলেমেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বিয়োগ ব্যথায় কখনও তিনি বিচলিত হন নাই। পার্থিব জীবনের আগমন ও তিরোধানের বিষয়টিকে সহজভাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত সন্তানাদির দাফন-কাফন জানাযার নামায পড়া ইত্যাদিতে নির্বিকার চিত্তে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি সদ্য প্রসূত সন্তানকে হাতে লইয়া প্রায়ই বলিতেন যে, "ইহা জড়পিণ্ড মাত্র।" তাঁহার সন্তানাদির মৃত্যু সংবাদে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা প্রদানে কোন রকম বিঘ্ন ঘটিত না।

জীবন সায়াহ্ন

শায়খ শাহাবুদ্দীন (রহঃ) 'বেহাজাতুল আসরার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজরী পাঁচশত একষট্টি সালের রবিউল আউয়্যাল মাসে বড়পীর (রহঃ) কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স নব্বই বৎসর। দিনে দিনে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। তিনি অনুভব করিতে পারিলেন যে, তাঁহার নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার এইবার অবসান ঘটিবে। পার্থিব জগতের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর সন্নিধানে যাইতে হইবে।

পরবর্তী রবিউস সানী মাসের প্রথম শুক্রবার হইতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে দর্শনার্থীগণের ভীড় বাড়িয়া চলিল। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক দরবেশ, ফকীর, আমির-ওমারা, বিজ্ঞ পণ্ডিত; মুরীদ, মোতাকেদীন ও অলী-আল্লাহগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার চারিপার্শ্ব ঘিরিয়া রহিলেন।

বড়পীর (রহঃ) সকলের অশ্রুসিক্ত কাতর মুখাবয়ব অবলোকন করিয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন-আমি বিশ্বভূবনের প্রতিটি বস্তু হইতে নির্ভয় রহিয়াছি। এমনকি মৃত্যুদূত আযরাইলকেও আমি পরোয়া করি না।

তারপর জীবন সায়াহ্নের চরম মুহূর্ত আসন্ন হইয়া পড়িল। বড়পীর (রহঃ)-এর চোখে-মুখে অদৃশ্য জগতের নূরানী লীলা-খেলার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট জনমণ্ডলী ও বেদনা কাতর পুত্র-কন্যা এবং পরিজনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হে আমার প্রিয়জনেরা! তোমরা আমার পার্শ্ববর্তী স্থান ছাড়িয়া একটু দূরে সরিয়া বস। নিকটে আসিবার জন্য ভীড় করিও না। আমি যদিও তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত

www.pathagar.com

আছি। তবু অন্যান্য বহু পবিত্রাত্মা এখানে আগমন করিয়াছেন। আমাকে খোশ আমদেদ জানাইবার জন্য স্বর্গীয় ফেরেশতা আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহাদিগকে বসিবার জন্যস্থান করিয়া দাও এবং তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আর তখন তিনি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন-আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হউক। আর আল্লাহ আপনাদিগকে ক্ষমা এবং আমাদের তওবা কবুল করুন।

অন্তিমকালের শেষ নসীহত

সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) 'আনোয়ারে আহমদী' নামক গ্রন্থে বড়পীর (রহঃ)-এর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বড়পীর (রহঃ)-এর অন্তিম সময় অত্যাসন্ন মনে করিয়া উপস্থিত জনগণ চিন্তাক্লিষ্ট ও বিমর্ষভাবে শেষ নসীহত শুনিবার জন্য আবেদন করিল। বড়পীর (রহঃ) উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের কর্তব্য আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁহার ইবাদত-বন্দেগী করা, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করিও না, কাহারও আশা অন্তরে পোষণ করিও না। আল্লাহ ব্যতীত কাহারও প্রতি নির্ভরশীল হইও না, আর তাওহীদ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না।

অতঃপর তিনি ম্রিয়মান ও বিমর্ষচিত্ত পুত্র সন্তানদিগকে বলিলেন, হে প্রিয় পুত্রগণ! এই অন্তিমলগ্নে তোমাদিগকে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। এই শেষ নসীহতগুলি পালন করিতে যত্নবান হইও, যেন ইহার অন্যথা না হয়।

হে আমার সন্তানগণ! তোমরা কস্মিনকালেও ভুলক্রমে গোনাহের দ্বারা দোযখের দিকে অগ্রসর হইও না। কষ্টলব্ধ পুণ্য নষ্ট করত : পরকালের পাথেয় শূন্য হইও না। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য—উভয়ভাবে নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকিও। শরীয়তের নীতি-নির্দেশগুলি পালন করিও। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিও না। পার্থিব জীবনের অভাব-অনটন, আশা-আকাঙ্খা, বিপাদাপদ, মঙ্গলামঙ্গল, আরাম-আয়েশ, দুঃখ-বেদনা সর্বাবস্থায় তাঁহার উপর নির্ভর করিও। তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও অংশী স্থাপন করিও না। কেননা তিনি অংশী হইতে চির পবিত্র।

তোমরা পাঞ্জেগানা নামায আদায়ে তৎপর হইও। নামাযের হেফাজত করিও।

আর জানিয়া রাখ, দয়াময় আল্লাহর নিকট কেহ যদি আমার উছিলা দিয়া প্রার্থনা করে অবশ্যই তাহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে। কিন্তু যদি

www.pathagar.com

উহা কবুল না হয়, তবে বিশুদ্ধচিত্তে দুই রাকায়াত নফল নামায আদায়করতঃ এগারবার সূরায়ে ইখলাসও একশতবার দরূদ পাঠ করিবে। তারপর এগারবার আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আল্লাহর দরবারে স্বীয় মনোবাসনা পেশ করিবে। অবশ্যই আল্লাহ উহা কবুল করিবেন। কিন্তু সাবধান! যদি কেহ আমার নামে কোন কিছু মানত করে, কিম্বা আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তু আমার নিকট প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সেই গুনাহগার অংশীবাদী জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইবে।

আশু বিপদাশঙ্কায় মূহ্যমান অশ্রুসিক্ত নয়ন, বিষণ্ন, বিবর্ণ চেহারা ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়া উপস্থিত জনতা তাঁহার অন্তিম নসীহত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলেন এবং উহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন।

পরলোক গমন

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাধক, রূহানী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পূর্বাকাশে মহাশোকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। আকাশ-বাতাস থমথমে ভাব ধারণ করিল। বেদনা বিধুর ধরণী শোকাকুল হইয়া উঠিল।

শায়খ আবদুল ফতেহ বাগদাদী (রহঃ) 'মাশায়েখে আওলিয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রবিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামাযের সময় বড়পীর (রহঃ) স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা আমাকে গোসল করাইয়া দাও। তাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নের সিহত গোসল দিলেন। অতঃপর বড়পীর (রহঃ) শান্তিপূর্ণভাবে এশার নামায আদায় করিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিজদায় তিনি এই দোয়া পাঠ করিলেন : হে করুণাময় আল্লাহ! আপনি উম্মতে মুহাম্মদীকে মার্জনা করিয়া দিন, আর উম্মতে মুহাম্মদীর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাহাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করিয়া দিন। এমন সময় অদৃশ্য হইতে দৈববাণী ঘোষিত হইল, "হে আমার প্রিয়তম বান্দা! আমি তোমার অন্তিম প্রার্থনা কবুল করিয়াছি এবং আমার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর খাঁটি উম্মতদিগকে মার্জনা করিয়াছি।"

অতঃপর সিজদাহ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তিনি পাঠ করিলেন, "আমি সেই আল্লাহর সাহায্য কামনা করিতেছি-যিনি ছাড়া আর উপাস্য নাই, তিনি নির্ভয়দাতা ও চিরঞ্জীব। বান্দাদিগকে মৃত্যুদান করিতে তিনি ক্ষমতাবান। আমি তাঁহারই পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি। আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার রাসূল।"

www.pathagar.com

ক্রমশঃ তাঁহার নূরানী চেহারায় অনির্বচনীয় দ্যুতি খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুদিত আননে তিনি যেন কোথাও চলিয়া গেলেন। সবার অলক্ষ্যে মালাকুল মউত আজরাইল ফেরেশতা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত হইয়া সালাম করিলেন। সালামের উত্তর দান করত : তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া আগন্তকের প্রতি তাকাইলেন। আজরাইল ফেরেশতা একখণ্ড লিপি তাঁহার চোখের সামনে ধরিলেন। উহাকে লিখিত ছিল-এই পত্র প্রেমিকের নিকট হইতে প্রেমাস্পদের কাছে প্রেরিত হইল। হে বন্ধু! বিহর ও বিচ্ছেদ জ্বালার অবসানকল্পে দীদারে মাহবুবের জন্য শীঘ্র উপস্থিত হও।

এই পত্র পাঠ করিয়া বড়পীর (রহঃ) আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি আজরাইল ফেরেশতাকে কর্তব্য সত্ত্বর সম্পাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কালেমায়েতাইয়্যেবা পাঠরত অবস্থায় তাঁহার পবিত্র রূহ অনন্তধামে প্রিয় বন্ধুর দরবারে চলিয়া গেল। পাঁচশত একষট্টি হিজরী ১১ই রবিউস সানী মতান্তরে ৯ই অথবা ১০ই অথবা ১৭ই সোমবার প্রভাতে একানব্বই বৎসর বয়সে হযরত বড়পীর (রহঃ) পৃথিবীতে শান্তি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-সন্তান ও ভক্ত-অনুরক্তদিগকে ইহ-জনমের মত পরিত্যাগ করিয়া বেহেশতে গমন করিলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শেষকৃত্য ও সমাধি

মুহূর্ত মধ্যে বড়পীর (রহঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক তাঁহাকে এক নজর দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। বাড়ীঘর লোকে লোকারণ্যে হইয়া পড়িল। মানুষের ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁইটুকুও রহিল না। অত্যধিক লোক সমাগমের দরুন দিনের বেলা তাঁহার শেষকৃত্য সমাপন করা সম্ভব হইল না। শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁহাকে গোসল দিলেন এবং কাফন পরিধান করাইলেন। সুগন্ধি মাখা খাটের উপর শবদেহ রাখিয়া দিলেন। অতঃপর লক্ষ লক্ষ মানব-জ্বিন ফেরেশতা পরিবেষ্টিত অবস্থায় গভীর রাত্রে তাঁহার প্রিয়তম মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়ার বারান্দায় তাঁহাকে সমাহিত করা হইল।

সন্তান-সন্ততি

বড়পীর (রহঃ) একান্ন বৎসর বয়সে দাম্পত্য জীবনে পদার্পণ করেন এবং একানব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সুতরাং এই চল্লিশ বৎসর

www.pathagar.com

বিবাহিত জীবনে তিনি চারিজন পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। চারি স্ত্রীর গর্ভে মোট উনপঞ্চাশজন ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সাতাইশজন পুত্র ও বাইশজন কন্যা। অবশ্য 'বেহেজাতুল আসরার' নামক গ্রন্থে হযরত শায়খ সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সন্তান-সন্ততি ছিল বত্রিশজন। তাহাদের মধ্যে দশজন পুত্র ও বাইশজন কন্যা।

তবে ছেলে-সন্তানের সংখ্যা যাহই হউক না কেন তাহারা সবাই ছিলেন মহান পিতার অনুসারী বিজ্ঞ আলেম এবং বুযুর্গ। আধ্যাত্ম সাধনা, ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত, মোজাহাদা, জাহেরী ও বাতেনী এলেমের ক্ষেত্রে সকলেই শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বড়পীর (রহঃ)-এর মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন, হাদীস, অসূল, ফেকাহ, আকায়েদ ও মারেফত শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তাঁহারা এই জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন। হযরত বড়পীর (রহঃ) নিজেই অধিকাংশ ছেলে-সন্তানের লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেন এবং কাহাকেও সুযোগ্য শিক্ষমণ্ডলীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তাঁহার অধিকাংশ কন্যা সন্তানই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। আর অবশিষ্টদের মধ্যে কাহারও বিবাহ তাঁহার জীবদ্দশাই সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং কাহারও তাঁহার পরলোকগমনের পর হইয়াছিল। জামাতাগণের সবাই ছিলেন বিজ্ঞ আলেম, শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও আধ্যাত্ম সাধক।

ছেলে-সন্তানদের মধ্যে যাহারা সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস সন্নিবেশিত হইল।

১. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) :** তিনি হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ৫২২ হিজরীর শাবান মাসে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৩ হিজরীর ২৫শে শাবান ইন্তেকাল করেন। তাঁহার অপর নাম ছিল শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ (রহঃ)। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ও মারেফত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি বাগদাদে তৎকালীন খলিফা নাসির উদ্দীনের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ৫৪৩ হিজরী সনে মাদ্রাসায়ে কাদেরিয়ার প্রধান অধ্যাপক ও পরিচালক নিযুক্ত হন এবং আমরণ উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী ও দান-খয়রাতে সর্বদাই তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

২. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ ঈসা (রহঃ) :** তিনি ৫২২ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৩৭ হিজরীতে মিসরে পরলোক গমন করেন। তিনি কোরআন, হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ ও মারেফত শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে কবি ও বাগ্মী ছিলেন। 'লাতায়েফুল আনওয়ার' ও 'যাওয়াহেরুল আসরার' নামক দুইখানা বিখ্যাত গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

৩. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবুবকর আবদুল আযীয (রহঃ) :** তিনি ৫৩২ হিজরীর শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০২ হিজরীতে জবল নামক প্রদেশে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যাদুকরী বক্তৃতার প্রভাবে মানুষ পানাহার ভুলিয়া যাইত।

৪. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবদুল জব্বার (রহঃ) :** তিনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মারেফতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। দরবেশী জীবন তাঁহার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। তিনি ৫৫৫ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে বাগদাদে এন্তেকাল করেন এবং মুসাফিরখানা সংলগ্ন মাঠে সমাহিত হন।

৫. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ হাফেজ আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) :** তিনি ৫৬০ হিজরীর ১৮ই যিলকদ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬০৩ হিজরী, ৭ই শাওয়াল বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। বাগদাদের বাবে হারবে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি জাহেরী ও বাতেনী উভয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নির্জনপ্রিয়তাই তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

৬. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ ইব্রাহীম (রহঃ) :** তিনি জাহেরী ও বাতেনী উভয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তিনি ৬০০ হিজরীতে ওয়াসেতা প্রদেশে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ (রহঃ) :** তিনি হাদীস, তাফসীর এবং মারেফত শাস্ত্রে বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ৬০০ হিজরীতে বাগদাদে পরলোক গমন করেন এবং হলবা নামক গোরস্থানে সমাহিত হন।

৮. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (রহঃ) :** তিনি ৫৩৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৮৯ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাদীস, তাফসীর এবং এলমে মারেফতের সুবজ্ঞি আলেম ছিলেন। আধ্যাত্ম সাধনায় তাঁহার মর্যাদা ছিল অপরিসীম।

www.pathagar.com

৯. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবু নসর মূসা (রহঃ) :** তিনি ৫৫৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১৮ হিজরীতে দামেস্কে পারলোক গমন করেন। খলিফা যাহের বিন আমরিল্লাহ তাহাকে প্রধান বিচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ বক্তা ছিলেন।

১০. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ শারফুদ্দীন (রহঃ) :** তিনি এলমে হাদীস, ফেকাহ, তাফসীর ও মারেফত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ওয়াজ নসীহতেও দক্ষ ছিলেন। ৫৫৯ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ সিরাজুদ্দীন (রহঃ) :** তিনি ও একজন উঁচু দরের অলী ছিলেন। এলমে মারেফতে তাঁহার দক্ষতা অত্যন্ত বেশী ছিল। তিনি ৫৭৩ হিজরীতে পরলোক গমন করেন।

১২. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ জিয়াউদ্দিন আবুবকর (রহঃ) :** তিনি ৫৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১১ হিজরীতে দামেস্কে এন্তেকাল করেন। তাঁহার বহু সন্তান-সন্ততি ছিল। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ ও মারেফতে সুদক্ষ ছিলেন।

১৩. **হযরত শায়খ সাইয়্যেদ ইয়াহইয়া (রহঃ) :** তিনি ছিলেন বড়পীর (রহঃ)-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি বাগদাদ ও মিসরে বিদ্যা শিক্ষা করেন। এলমে হাদীস, তাফসীর, ফেকাহও মারেফত শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ওয়াজ-নসীহতেওতাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। মিসর হইতে বাগদাদ প্রত্যাবর্তনের পর ৬০০ হিজরীতে তিনি মারা যান। তাঁহার এক পুত্রের নাম ছিল হযরত শায়খ আবদুল কাদের (রহঃ) তিনিও একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। শায়খ ইয়াহয়িা মাদারজাদ্ অলী ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্বেই বড়পীর (রহঃ) তাঁহার খোঁশখবরী দিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাশায়েখদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সন্তানদের দ্বারা পবিত্র ইসলাম ও আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্র সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আল্লাহ তাঁহাদিগকে রহম করুন।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র

হযরত বড়পীর (রহঃ) একদিকে যেমন দীর্ঘকাল সাধনার বলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, রিয়াকারী, মিথ্যা কথা বলা, ছল-চাতুরী, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বিনয়, নম্রতা দয়া-দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, সদালাপ, ধৈর্য্য, পরোপকারিতা, মমতা প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণকে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা

সুখে-দুঃখে জীবনের সর্বাবস্থায় বড়পীর (রহঃ)-এর আল্লাহর উপর অটল নির্ভরশীলতা বিদ্যমান ছিল। আনন্দঘন মুহূর্তে তিনি যেমন আল্লাহর শোকরিয়া প্রকাশ করিতেন, তেমনি বিষাদ-মলিন পরিবেশেও তাঁহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। তিনি সর্বোতভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

আচার-ব্যবহার

বড়পীর (রহঃ) এক অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কোমলতা', দয়া, উদারতা ও ক্ষশা গুণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার আচার-ব্যবহার ও আচরণের মধ্য দিয়া এই সকল গুণ বিকশিত হইয়া উঠিত। প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন গুণটি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। ছোটদের প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্য এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। অতুলনীয় নিরহঙ্কার, নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শনে তিনি পরানুখ ছিলেন না। তাঁহার অতুল যোগ্যতা, আত্মসচেতনতা ও সীমাহীন মর্যাদার সম্মুখে রাজ্যের রাজা-বাদশাহ পর্যন্ত নিজেকে নিতান্ত

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সামান্য ভৃত্যসম কৃতাঞ্জলীপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু বড়পীর (রহঃ) সীমাহীন যোগ্যতা ও মর্যাদার জন্য দাম্ভিকের মত অহংকার করিতেন না। মূলতঃ তিনি শাসক ও বাদশাহর প্রতি যথোপযুক্ত আচার প্রদর্শন করিতেন।

বিখ্যাত আধ্যাত্ম সাধক বুযুর্গ শায়খ আবু মুজাফফর মনছুর (রহঃ) বলিয়াছেন-"বড়পীর (রহঃ) হইতে অধিক দয়ালু, প্রতিশ্রুতি পালনকারী, উদারচিত্ত, ক্ষমাশীল ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী কোন ব্যক্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অঙ্গীকার প্রতিপালনে তিনি সর্বোতোভাবে কুতসংকল্প ছিলেন। কথার খেলাফ করা তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার আধ্যাত্ম সাধনার যুগে একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন-আমি সত্বরই আসিতেছি আপনি আমার জন্য এইস্থানে অপেক্ষা করুন। বড়পীর (রহঃ) সেইখানে অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেন। অতঃপর দীর্ঘ বার মাসের মধ্যে সেই ব্যক্তি আর ফিরিয়া আসিল না। কিন্তু বড়পীর (রহঃ) স্বীয় অঙ্গীকার পালনার্থে সেই ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত এক বৎসর কাল সেইখানে অবস্থান করিলেন।

সাহসিকতা

বড়পীর (রহঃ)-এর সৎসাহস ও দৃঢ় মনোবল ছিল উন্নত শির অবিচল হিম্রাদি শিখরের মত। প্রতিটি কাজের মধ্যে এবং প্রতিটি কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মতোই তিনি চিঠি-পত্রে স্বয়ং বাদশাহকে খেতাব করিতেন। প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক প্রজাসাধারণ কর্তৃক বাদশাহর নিকট কিছু লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে হইলে প্রশংসা, স্তুতিবাদ ও অলংকার বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তিনি ইহা হইতে দূরে থাকিতেন এবং ইহাকে নিকৃষ্ট ধরনের শেরেকের মত মনে করিতেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় কন্দরে একমাত্র আল্লাহর ভয়-ভীতি ছাড়া সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দুর্বলতা ছিলনা। মানুষকে তোষামোদের নীতি তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই সাহস ও দৃঢ় মনোবল শুধু কেবল মানুষের প্রতিই নহে; বরং দেও-দানব-জ্বিনের প্রতিও তাঁহার কোন দুর্বলতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে হযরত শায়খ ওসমান হারুনী (রহঃ)-এর উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি বড়পীর (রহঃ)-কে নিজ মুখে বলিতে শুনিয়াছি যে, গভীর অরণ্যসংকুল প্রদেশে যখন আমি কঠোর সাধনায় লিপ্ত ছিলাম তখন দুর্ধর্ষ সৈনিক বেশে

www.pathagar.com

অসংখ্য পদাতিক ও অশ্বারোহী শয়তান আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় উপস্থিত হইত এবং আমার দিকে জ্বলন্ত অগ্নি শিখা নিক্ষেপ সহকারে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা চালাইত। শয়তানের দল আমাকে হত্যা করিবে, যুদ্ধে পরাভূত করিবে ইত্যাদি বলিয়া আমার প্রতি রুদ্ররোষ প্রকাশ করিত। কিন্তু আমার নির্মল হৃদয় ছিল ধীর-স্থির, অসম সাহসী ও বেপরোয়া-নির্ভয়, ইহাতে আমার কোনই পরিবর্তন ঘটিত না। তদুপরি এমন সময় আমার অন্তর প্রদেশে অদৃশ্য বাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিত- "হে আবদুল কাদের! গোত্রোত্থান কর, অগ্রসর হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করিবেন।" আমি তখন তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং আল্লাহ পাকের করুণায় বিজয়মালা আমার গলায় অর্পিত হইত।

ধৈর্য ও সংযম

ধৈর্য ও সংযম তাঁহার মহান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, "এমনও সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তখন আমার উপর এলমে বাতেনের এমন গুরুতর বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইত যাহা কোন অভ্রভেদী পর্বতের উপর অর্পণ করা হইলে নিমিষেই উহা ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িত। সেই বোঝাসমূহ যখন আমার উপর অর্পিত হইত তখন আমি মৃত্তিকাশায়ী অবস্থায় নিবিষ্টচিত্তে পবিত্র কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিতাম : 'ফাইন্না মাআল উছরি ইউছরান, ইন্না মাআল উছরি ইউছরা।' অর্থাৎ তারপর নিশ্চয়ই সঙ্কটের পাশাপাশি আছানী অবস্থান করিতেছে এবং মুশকিলের সঙ্গে সঙ্গে আছানীও বিদ্যমান। ফলে আমর নিকট সবকিছু সহজ হইয়া যাইত।

স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্য

স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)। তিনি স্বীয় ভক্ত ও অনুরক্তদিগকে যেমন স্নেহমমতা ডোরে বাঁধিয়া রাখিতেন, তেমনি তাঁহার অপত্য স্নেহের আকর্ষণে তাহারা তাঁহাকে মনে-প্রাণে ভালবাসিত এবং গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিত। এইজন্য ভক্ত ও অনুরক্তগণ তাঁহার সাহচর্যে ও পবিত্র দরবারে থাকাকালে পরম পুলক অনুভব করিত এবং আনন্দসাগরে নিমজ্জিত থাকিত। এই প্রসেঙ্গ হযরত শায়খ আবুল কাসেম (রহঃ) বলেন, 'কখনও হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর

www.pathagar.com

মজলিসে আমার উপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হইত যে, তখন আমার মনে হইত আমি যেন কোন এক সুখ-স্বপ্নজালে আবদ্ধ রহিয়াছি। আর তাঁহার দরবার হইতে বহির্গমনের পর মনে হইত যেন সেই পরম সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল।"

প্রকৃতপক্ষে স্নেহ-মমতা ও গাম্ভীর্য এই দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ মাত্র। অথচ একই সময়ে তাঁহার মধ্যে এই দুইটি গুণ বিরাজমান দেখা যাইত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌম্য প্রশান্ত মূর্তির মধ্যে স্নেহ-মমতা ও দয়ার অভাব আছে বলিয়া মনে হইত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তাঁহার সম্মুখে লোকজন কথা বলিতে পর্যন্ত সাহসী হইত না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সুধাঝরা মধুর স্নিগ্ধ হাসি এবং কোমল ও সরল আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া জনগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার সদাচার ও সাহচর্যে পর্যাপ্ত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভে ধন্য হইত। তাঁহার নির্মল দরবার কক্ষে নিজের পুণ্যময় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এক মধুমাখা নীরবতা বিরাজ করিত। কিন্তু সেই নীরবতার ভিতর দিয়া এক আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিধারা ও মাধুর্য বিকশিত হইয়া উঠিত, তাঁহার দুর্বার প্রভাময় আকর্ষণে লোকজন পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। ইহার মূলে ছিল তাঁহার হৃদয়ে স্নিগ্ধতা, মমত্ববোধ ও জনগণের প্রতি গভীর স্নেহের নিরঙ্কুশ প্রভাব। এই কারণেই তাঁহার পবিত্র দরবারে সমাগত লোকজন পার্থিব ভাবনা-চিন্তা, আমোদ-আহ্লাদ সবকিছুই বিস্মৃত হইয়া যাইত।

ভদ্রতা ও সদাচার

বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর চরিত্র মাধুর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যবহারে ভদ্রাচার প্রদর্শন করা। দুঃখী-দরিদ্র ও হৃতসর্বস্ব নিঃস্ব লোকের যত্ন করা ও বিশেষ আদর-আপ্যায়ন তাঁহার পবিত্র অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই সকল অবহেলিতদের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতেন না। বরং তাহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা ও আহার-বিহার করিতেন। একান্ত আপনজন ও নিকটাত্মীয়ের মত তাহাদের কুশালাদি ও অবস্থাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাহাদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় আচরণের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইতেন এবং তাহাদের গুণাবলীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিতেন। তাঁহার একান্ত অনুরাগী, নিয়মিত সহচর ও সভ্যবৃন্দের কেহ হঠাৎ কোনদিন যদি দরবারে হাজির না থাকিত, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি ও উৎকণ্ঠার ভিতর

www.pathagar.com

কাল কাটাইতেন এমনকি তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধিৎসুর কণ্ঠে বলিতেন, আজ অমুক ব্যক্তিকে দেখিতেছি না কেন, তাহার অবস্থাদি মঙ্গলজনক তো?

তিনি নিজের জন্য কাহারও প্রতি কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টির ভাব প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু তাহারও দিক হইতে যদি কোন শরীয়ত বিরোধী কার্য প্রকাশ পাইত তবে তিনি প্রথমে তাহাদিগকে বিনয় বচন ও হেকমতের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) মানুষের অঙ্গীকার, কথা ও ওয়াদাকে কখনও অবিশ্বাস করিতেন না। অকপটে বিশ্বাস করাই ছিল তাঁহার সহজাত স্বভাব। কেহ যদি কসম করিয়া কোন কথা বলিত, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অকারণে কাহারও প্রতি সন্দেহ পোষণ করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। মানুষের প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করিতেন যে, সকলেই ধারণা করিত যে, তিনি তাহাকেই সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসেন।

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "হযরত বড়পীর (রহঃ) অত্যন্ত সৎস্বভাব, সরল প্রকৃতি ও নিতান্ত কোমল প্রাণসম্পন্ন ছিলেন। করুণাময় আল্লাহ তাঁহার প্রতিটি মোনাজাত কবুল করিয়া লইতেন। তাঁহার পবিত্র জবান হইতে কোন শ্রুতিকটু, কর্কশ ও অশ্লীল বাক্য কুত্রাপি বাহির হইত না। তাহা ছাড়া তাহার পবিত্র দরবারে বসিয়া কেহ নিরর্থক বাক্য, বিশ্রাম্ভালাপ, কৌতুক ও অশ্লীল বাক্য বলিতে সাহস পাইত না। কেননা বড়পীর (রহঃ) অহেতুক বাক্যালাপ ও কটু কথাকে অত্যন্ত খারাপ জানিতেন এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

ধনী ও গরীবদের সহিত ব্যবহার

বড়পীর (রহঃ)-এর ধনৈশ্বর্যের প্রতি মোটেও লোভ ছিল না। এইজন্য ধনী ও বিত্তবান লোকদের সহিত তাঁহার আচরণ নিজস্ব গতিধারা ও অভিরুচি অনুসারে প্রবাহিত হইত। তিনি ভণ্ড বুযুর্গ ও সাধারণ দরবেশগণের মত বিত্তবানদিগকে খাতির ও সমীহ করিতেন না, দুর্বলমনা ধার্মিকদের মত তাহাদিগকে তোষামোদ ও আদর-তোয়াজ করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন না এবং স্বার্থ সিদ্ধি ও অর্থের লোভে তাহাদের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন না। সর্বদাই তিনি ধনীদের আহার্য ভক্ষণ করা ও তাহাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপবেশন করা হইতে বিরত থাকিতেন। কখনও কোন ধনী আমীর-উমরারা

www.pathagar.com

হাদিয়া হিসাবে খাদ্য পেশ করিলে যাহাতে তাহারা মনঃক্ষুণ্ন না হয় সেইদিকে খেয়াল রাখিয়া উপস্থিত আহার্য-সামগ্রীর সামান্যতম অংশ মুখে দিয়া আস্বাদন করিতেন। তারপর এই জাতীয় আরও হাদিয়া উপস্থিত হইলে পুনরায় তাহা স্পর্শ ও করিতেন না। তিনি ধনী লোকদের আস্তানা হইতে দূরে থাকিতেন এবং কপট তপস্বী ও মন্দ শ্রেণীর দরবেশেদের কাছে যাইতেন না বরং নির্মল সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

বড়পীর (রহঃ)-এর নিকট কোন আমীল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহাকে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। কখনও কখনও স্বয়ং বাদশাহ তাঁহার দরবারে হাজির হইতেন। সেই সময় দণ্ডায়মান কিংবা বসা অবস্থায় তাহার সহিত প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা চলিত। বাদশাহ অত্যন্ত বিনয় সহকারে কৃতাঞ্জলী পুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। তিনি একাধারে বাদশাহকে উপদেশ, উৎসাহও সমুচিত নির্দেশ দান করিতেন। আবার কোন কোন সময় লিখিত উপদেশ ও দিতেন। লিখিত নির্দেশনামায় ভাষা ছিল নিম্নরূপ, "শোন আবদুল কাদেরের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি এই নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।" অথবা, "আবদুল কাদের তোমার দ্বারা এই নির্দেশের প্রতিপালন চাহিতেছে।" তাঁহার এই নির্দেশমালা স্বয়ং বাদশাহ পর্যন্ত ভক্তিআপ্লুত হৃদয়ে চুম্বনদান করিতেন। কখনও বা চক্ষে স্পর্শ করিতেন আবার কখনও মস্তকে ধারণ করিতেন। দরিদ্র-প্রীতি ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার দরিদ্র-প্রীতি সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই : হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর মেঝো সাহেবজাদা সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক (রহঃ)-বলেন—"একদা আমার মহান পিতা হজ্জব্রত পালন মানসে মক্কা শরীফ যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পরিচারক, বন্ধু-বান্ধব ও সহচরবৃন্দের এক বিরাট জামাত ছিল। রাস্তায় একদিন সন্ধ্যা সমাগত হইলে তিনি নিকটস্থ লোকালয়ে সঙ্গী সহচর সমভিব্যবহারে উপস্থিত হইয়া উক্ত লোকালয়ের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সহচর দিগকে নির্দেশ দান করিলেন। অতিশয় দরিদ্র ও নিঃস্ব একটি পরিবার পাওয়া গেল। সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। বৃদ্ধ গৃহকর্তা, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী ও তাহাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি পুত্র। অতঃপর বড়পীর (রহঃ) স্বীয় সঙ্গী-সাথীসহ তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন-"হে গৃহস্বামী! আমরা অদ্য রজনী তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে চাই" গৃহস্বামী হযরত বড়পীর (রহঃ)-কে চিনিত। সন্তুষ্টচিত্তে সবিনয়ে আরজ করিল, "মহাত্মন! ইহাতে নিজেকে ধন্য ও

www.pathagar.com

গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। কিন্তু আমাদের অন্তরে সংকোচ এই যে, হুযুর! আপনার ন্যায় মহামান্য অতিথি সেবা করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা ও উপকরণ আমাদের নাই। উত্তরে বড়পীর (রহঃ) বলিলেন-আমরা তোমাদের খেদমতের প্রত্যাশী নহি। তোমাদের গৃহে রাত্রি যাপন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' তারপর সেই দরিদ্রের গৃহেই তিনি সঙ্গী- সাথীসহ রাত্রি যাপনের আস্তানা গাড়িলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই অঞ্চলের গণ্য-মান্য ও ধনবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কানে এই সংবাদ পৌছিল।

তাহারা অনতিবিলম্বে বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হুজুর! এই স্থান আপনার জন্য উপযুক্ত নহে। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গৃহে পদধূলি রাখিলে আমরা কৃতার্থ হইব; কিন্তু বড়পীর (রহঃ) তাহাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরশেষে স্থানীয় ধণবান লোকগণ নিরুপায় হইয়া দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে নানারূপ উপঢৌকন, নজর-নিয়াজ, খাদ্য-সামগ্রী, ছাগল-ভেড়া, টাকা-পয়সা, তৈল-ঘি যাবতীয় উপকরণ জমা করিতে লাগিল। তাহাদের ঈদৃশ কার্যকলাপ অবলোকন করিয়া বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, আমি কিংবা আমার সহচর কেহই তোমাদের এই দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করিব না। তবে তোমরা যখন এই বিপুল পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উপস্থিত করিয়াছ, তখন এই দরিদ্র লোকটিই এই সকল বস্তুর প্রকৃত হকদার। এই বলিয়া বড়পীর (রহঃ) ও তাঁহার সহচরগণ অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রত্যুষে যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী দরিদ্র লোকটিকে দান করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দানশীলতা ও দয়া-মায়া

বড়পীর (রহঃ)-এর সমতুল্য দানশীলতা, দয়া-মায়া ও পরোপকারিতা এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া দুস্কর। তাঁহার দয়ার কোন সীমা ছিল না। কাহাকেও কোন অসুবিধা,দুঃখ-কষ্ট ও যাতনায় অতীষ্ঠ দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয়ে দয়ার বাণ ডাকিয়া যাইত। বিপদাপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ব্যতিব্যস্ততা সহকারে ঝাঁপইয়া পড়িতেন। দুঃখী-দরিদ্র-অনাথ ও সাহায্যপ্রার্থীকে প্রসন্নচিত্তে দান করিতেন। তাঁহার দানের হস্ত এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, কোন প্রার্থনাকারী তাঁহার দরবার হইতে বঞ্চিত অবস্থায় কখনও ফিরে নাই। প্রার্থীর মনের আকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি সহাস্য আননে নিজের মালপত্র দান করিতেন,এমনকি কখনও অন্যের নিকট হইতে ধার আনিয়া হইলেও প্রার্থীকে দান করিতেন।

www.pathagar.com

একদিনের ঘটনা। কোন জুমাবার একজন ধনশালী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে আসিয়া কহিল, "মহাত্মন! যাকাতের প্রয়োজনীয় অর্থআদায়ের পর আমি অতিরিক্ত দান-খয়রাত করিতে মনস্থ করিয়াছি; কিন্তু এই দান কাহাকে করিব? কে ইহার যথার্থ হকদার, তাহা আমার জা নাই। সুতরাং আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই দানের প্রকৃত হকদারের কথা বলিয়া দিলে উপকৃত হইব।" বড়পীর (রহঃ) বলিলেন; "হে ভাই! তোমার ধারণা অনুযায়ী তোমার অর্থ দান কর। ইহার ফলে আল্লাহ হয়ত তোমাকে সেই বস্তু দান করিবেন, যাহা তুমি পাইবার যোগ্য অথবা যোগ্য নও।"

প্রখ্যাত সাধক শায়খ আবু মুহাম্মদ তালহা ইবনে মুজাফফর (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বড়পীর (রহঃ) তাঁহার কর্মবহুল জীবনে একদিনের ঘটনা বর্ণনা করিলেন—"আধ্যাত্ম সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে একবার ক্রমাগত বিশদিন যাবৎ আমার কোন আহার্য বস্তুর সংস্থান ছিল না। ক্ষুধায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। বন্যফলমূল, নির্দোষ কটুখাদ্য ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুণ্নিবৃত্তির মানসে ঘোর অরণ্য মধ্যে অতীতের রাজা-বাদশাহদের বিরান ও পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হর্ম্যরাজির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমার বহু পূর্ব হইতেই সত্তরজন ক্ষুধাতুর দরবেশ সেইখানে উপস্থিত হইয়া আহার্য অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করিতেছেন। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। আমি বিষণ্নচিত্তে বাগদাদের জনপদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম। এমন সময় পথিমধ্যে একজন আগন্তুকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমার হাতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিল, "এই মুদ্রাগুলি আপনার জননী পাঠাইয়াছেন।" আমি মুদ্রাগুলি লইয়া পুনরায় দরবেশদের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং কিছু অর্থ নিজের জন্য রাখিয়া বাকীগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিলাম। অতঃপর আমার সমস্ত মুদ্রা দ্বারা খাদ্যবস্তু ক্রয় করত : নিকটস্থ দরিদ্র, নিঃস্ব ও অনাহারক্লিষ্ট লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সকলের সঙ্গে আহার করিলাম। ইহাতে সেইদিনই আমার নিকট কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

আর একদিন হযরত বড়পীর (রহঃ) একটি লোককে ব্যথিত, বিমর্ষ ও বিষণ্ন দেখিয়া উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। লোকটি বলিল-"হুজুর! আমাকে এইনদী পার হইতে হইবে। কিন্তু আমার নিকট একটি কপর্দকও নাই, খেয়ার মাঝি বিনা ভাড়ায় আমাকে পার করিবে না। আর এই খেয়া নৌকা ছাড়া নদী পার হওয়ার উপায়ও নাই।" হযরত বড়পীর (রহঃ) তাহার বক্তব্য শ্রবণ; করিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক লোক এক থলিয়া স্বর্ণমুদ্রা

www.pathagar.com

উপঢৌকন স্বরূপ তাহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি তৎক্ষণাত ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই থলিয়া গ্রহণ কর এবং উহা খেয়ার মাঝিকে দিয়া বলিও, তোমাকে বহুদিনের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হইল, বিনিময়ে আমাকে এবং ভবিষ্যতে যত অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্ব লোক আসিবে তাহাদিগকেও নদী পার করাইয়া দিও।"

লেবাছ-পোশাক

লেবাছ-পোশাকের দিক দিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ) এক অনন্য চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। যখন যে ধরনের লেবাছ হইত তখন তাহাই সানন্দে পরিধান করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আড়ম্বর সৌখিনতাকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সময় ও চাহিদার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। সর্বদা স্বীয় অবস্থার সহিত তা মিলাইয়া চলিতেন।

সাধারণ প্রাথমিক স্তরে তাঁহার লেবাছ-পোশাক ছিল অত্যন্ত সাধারণ মূল্য মানের। এমনও দেখা গিয়াছে যে, তিনি একটি মাত্র পশমী জামা পরিধান করিয়াই অবলীলাক্রমে কাল কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরিবেশ অনুযায়ী শরীয়তের বিধি মোতাবেক উত্তম পোশাক পরিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তৎকালীন বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত অতি মূল্যবান পোশাক তিনিও পরিধান করিতেন

বাগদাদ নগরীর বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী শায়খ আবুল ফজল আহমদ ইবনে কাসেম হইতে বর্ণিত আছে যে, "একদা হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর জনৈক খাদেম আমার দোকানে উপস্থিত হইয়া এমন উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিল যাহার প্রতিগজের মূল্য এক স্বর্ণ মুদ্রা। আমি খাদেমকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অতি উচ্চমূল্যের বস্ত্র কাহার জন্য আবশ্যক?" খাদেম উত্তরে বলিলেন, বড়পীর (রহঃ) স্বীয় ব্যবহারের জন্যই এই ধরনের কাপড় ক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন। তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে ভাবোদয় হইল যে, ফকীর-দরবেশ ও সাধকগণ যদি এইরূপ উচ্চমূল্যসম্পন্ন বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা হইলে রাজা, বাদশাহ ও আমীর-উমারাগণের পোশাক কিরূপ হইবে? যাহা হউক আমি প্রতিগজ কাপড় এক স্বর্ণমুদ্রা করিয়া বিক্রয় করিলাম। কিন্তু অস্বস্তিকর ভাবনা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ইহার যথার্থ মর্ম অনুধাবন করিবার জন্য আমি হযরত

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ) এর পাক দরবারে হাজির হইলাম। বড়পীর (রহঃ)-দিব্য-দৃষ্টির বলে পূর্বাহ্নেই আমার মনের অবস্থা অবগত ছিলেন। সুতরাং আমাকে দেখিয়াই তিনি সহাস্য আননে বলিলেন-"হে আবুল ফজল! আল্লাহর শপথ! তাঁহার নির্দেশ ছাড়া কোন পরিচ্ছদই আমি ব্যবহার করি না। আমার জন্য যে বহুমূল্য পোশাক ক্রয় করা হইল তৎসম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ আমি লাভ করিয়াছি। আল্লাহ বলেন, আবদুল কাদের! আল্লাহর কুদরতের শপথ,. তুমি প্রতিগজ এক স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যমানের কাপড়ের একটি জামা পরিধান কর। আর "হে আবুর ফজল! এই কথাও জানিয়া রাখ, ইহা মর্যাদা ধ্বংসকারী পোশাক নহে; বরং ইহা মৃত লাশের সামান্য আচ্ছাদন মাত্র।"

হুলিয়া মোবারক

হযরত বড় পীর (রহঃ)-এর হুলিয়া মোবারক অর্থাৎ দেহাকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়া হযরত শায়খ আবু মোহাম্মদ (রহঃ) ও শায়খ আবু সাঈদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় বলিয়াছেন যে, গাউছুল আযম মধ্যমাকার ও স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ কান্তি বিশিষ্ট সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষদেশ, দীর্ঘ ও ঘন শ্মশ্রুরাজি, যুগ্ম-ভ্রূযুগল, সুস্পষ্ট পরিষ্কার ও উচ্চ মধুর কণ্ঠস্বর তাঁহার সৌন্দর্যকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাক-পবিত্রতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রতি আকর্ষণ তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। তাঁহার নির্মল মুখমণ্ডল ছিল স্বচ্ছ দর্পণসম পরিস্কার এবং ফুটন্ত কুসুমসম নরম ও কোমল।

তাহার পবিত্র মুখ নিঃসৃত সুধাঝরা বাক্যসমূহ মেঘ মল্লারের মত বাজিয়া উঠিত। তিনি কোনও বক্তৃতার মঞ্চে ভাষণ দান করিতে থাকিলে কিংবা বাক্যলাপ শুরু করিলে সমবেত ও শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নীরব-সিন্তব্ধ ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিত। তাঁহার সভায় কেহই অমনোযোগী হইতে পারিত না। তাহাছাড়া তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ নেত্রদ্বয়ের তীর্যক দৃষ্টিশক্তির প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁহার দৃষ্টি যে লোকের উপর পতিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি মুগ্ধমুগ্ধের মত তাঁহার অনুগত, আজ্ঞাবহ ও ভাবান্বিত হইয়া পড়িত।

উপঢৌকন ও নিয়ায

বড়পীর (রহঃ)-এর পবিত্র দরবারে অসংখ্য লোক অহর্নিশি নানাপ্রকার উপঢৌকন এবং হাদিয়া পেশ করিত। সাধারণ জনগণ হইতে শুরু করিয়া

www.pathagar.com

দেশের বিত্তবান আমীর উমারা ও রাজা-বাদশাহ, উজির-নাজির এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ উপঢৌকন লইয়া বিনম্রভাবে তাঁহার দারবারে হাজির হইত। কিন্তু তিনি এই জাতীয় নজর-নিয়ায ও উপঢৌকনাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করিতেন না এবং এইগুলি গ্রহণ ও স্পর্শ করিতেন না। আবার কখনও তাঁহার অনুপস্থিতিতে অসংখ্য লোক সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ও অর্থ-কড়ি তাঁহার বিছানার তলদেশে সংগোপনে রাখিয়া যাইত, কিন্তু ইহাতেও কোন সুফল পাওয়া যাইত না। কেননা পরবর্তী সময়ে উহা জানিতে পারিলে তিনি তাহা স্বীয় কাজে ব্যবহার না করিয়া অন্যের কাজে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিতেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারে পেশকৃত উপঢৌকন সংক্রান্ত একটি আশ্চর্য ঘটনা বিভিন্ন বুযুর্গের কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঘটনাটি এই : বাগদাদের এককালীন খলিফা মনসুরের পুত্র ইউসুফ একদা একতোড়া স্বর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। কিন্তু বড়পীর (রহঃ) ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে খলিফার উযীর বিনয়সহকারে অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও কাতরতা প্রকাশকরিলে অবশেষে তিনি তাহা লইয়া উভয় হস্ত দ্বারা মর্দনকরিতে লাগিলেন। ফলে থলিয়ার মধ্যে সামান্য কয়েকটি মুদ্রা ছাড়া অন্যান্যগুলি গলিয়া তাজা রক্তের মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই আশ্চর্যজনক ও অভাবিতপূর্ণ ঘটনার কথা খলিফারও কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহার মর্ম অনুধাবনের জন্য স্বয়ং বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইহার তত্ত্ব প্রকাশের জন্য আরজ করিলেন। নির্বিকার চিত্তে বড়পীর (রহঃ) খলিফার দিকে তাকাইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—হে খলিফা! নিঃসহায় অনাথ এতিমদের উপর অকথ্য যুলুম করিয়া তাহাদের তাজা রক্ত সদৃশ এইগুলি সঞ্চয় করতঃ রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছ। তাহা এখন টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ও তোমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।" বড়পীর (রহঃ)-এর কথা শুনিয়া খলিফা হতবাক হইয়া গেলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করতঃ নির্বাকভাবে তাঁহার দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কেহ কোন প্রকার খাদ্য-সামগ্রী ফল-ফলাদি ও তোহফা ইত্যাদি নিয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনিও তাহাকে অনুরূপ উপঢৌকন দানে কৃতার্থ করিতেন। এই তোহফা সামগ্রী তিনি উপস্থিত জনগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। এই ব্যাপারে তিনি রাসূলে করীম

www.pathagar.com

(সঃ)-এর পবিত্র সুন্নত পালন করিতেন। মহানবী (সাঃ)-এর দস্তুর ছিল যে, যদি কেহ কোন কিছু দান করিত, বিনিময়ে তিনিও তাহাকে কিছু দান করিতেন। এই সম্পর্কে মহানবী (সঃ)- বলেন -"যখন কোন উপহারাদি তোমাদিগকে প্রদত্ত হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিতে সচেষ্ট হইবে। কেননা উহাতে পরস্পরের ভালবাসা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।"

অনেক সময় স্বয়ং রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারাও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ বিভিন্ন প্রকার উপহার, উপঢৌকনসহ তাঁহার দারবারে হাজির হইতেন। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিগণ বৈষয়িক মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চ পদসমূহে অধিষ্ঠিত বলিয়া এবং অধিকাংশ সময় গর্হিত কার্যে লিপ্ত বলিয়া তাহাদিগকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা বড়পীর (রহঃ)-এর অভ্যাস ছিল না। এইজন্য তিনি তাহাদের উপঢৌকনাদি স্পর্শ করিতেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা রুটি ও তরকারী বিক্রেতা আবুল ফাতাহ নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে দিয়া দিবার জন্য সহকারী পরিচারককে আদেশ দিতেন। এমনও অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার বিছানার নীচ হইতে প্রাপ্ত অর্থকড়ি তরি-তরকারীর মূল্য বাবদ প্রদান করা হইত। নিয়ম এই ছিল যে, তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় চারিটি রুটি প্রস্তুত করিয়া আহারের জন্য উহা তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইত। তিনি উহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত করিতেন এবং উপস্থিত সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে গ্রহণ করিতেন।

বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত

বিভিন্ন মনীষী হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সম্মান, যোগ্যতা, মান-মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্বন্ধে বহু অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত : বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর চরিত্র, চাল-চলন, রীতি-নীতি, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুণাবলীর সার্থক ও মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি তাঁহার চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল।

বস্তুত : মহানবী (সঃ)-এর পরে পৃথিবীতে নবী ও রাসূলের মর্যাদা যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটিত, তাহা হইলে হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর ভাগ্যেই তাহা ঘটিত। বড়পীর (রহঃ)-এর সম্বন্ধে কতিপয় মনীষীর অভিমত নিম্নে পেশ করা হইল।

www.pathagar.com

এক

জনৈক বুযুর্গ বলেন, "কখন ও অকস্মাৎ হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত এবং তাঁহার নিস্তব্ধ ও গাম্ভীর্য ভাব অবলোকন করিয়া লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িত। তিনি অত্যন্ত উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। গর্হিত কাজকর্ম ও নির্লজ্জ স্বভাব হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি তাঁহার ক্রোধের সীমা ছিল না। আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল ও নরম। আবার কখনও তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ও ধারণ করিতেন। তাঁহার দরবারে ভিখারী কখনও বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যাইত না। সকলের মুখে হাসি ফুটাইতে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতেন এবং প্রয়োজনবোধে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ও অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। তিনি বেয়াদবী পছন্দ করিতেন না এবং সর্বদাই আদব রক্ষা করিতেন। তাঁহার হৃদয় ছিল গূঢ়তত্ত্বের মারেফতের পূর্ণ ভাণ্ডার। শরীয়তের প্রতীক চিহ্ন ছিল তাঁহার অঙ্গাবরণ। তিনি মোরাকাবা মোশাহাদা ও দীদারে ইলাহীতে পরিপূর্ণ শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। আল্লাহর যিকিরই ছিল তাঁহার ধ্যান-ধারণা এবং আধ্যাত্ম দৃষ্টিই ছিল তাঁহার একমাত্র খোরাক। জয়লাভই ছিল তাঁহার মূলধন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল তাঁহার কর্ম-কৌশল এবং আল্লাহর মহব্বত ছিল তাঁহার পরম বন্ধু।"

দুই

হযরত জয়নুদ্দিন (রহঃ) বলেন, গাউছুল আযম বড়পীর (রহঃ) ছিলেন অলী দরবেশ, পীর-মুর্শিদ ও কুতুবগণের সম্রাট এবং তরীকতের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও মনীষা, অফুরন্ত এলেম, অত্যাশ্চর্য, দিব্য-দৃষ্টি ও অলৌকিক কার্যাবলী পৃথিবীতে সর্বাধিক যশ-গৌরবের কারণ ছিল। রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা তাঁহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন। কত ফকির গরীব, অসহায়, মিসকীন, দুস্থ-বিপদাপন্ন তাঁহার বদান্যতা ও নিঃস্বার্থ সেবা হইতে উপকৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিন

'মাশায়েখুল বাগদাদ' নামক কিতাবে হাফেজ আবু আবদিল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, বড়পীর (রহঃ)-এর যে কোন প্রার্থনা

www.pathagar.com

আল্লাহর দরবারে কবুল হইত। জ্ঞানের প্রতি তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার চরিত্র ছিল সমুন্নত, অদ্বিতীয় ও দীপ্তোজ্জ্বল। তাঁহার হৃদয়ের বিনম্রতা, দানশীলতা ও উদারতা ছিল অতুলনীয়। আল্লাহর যিকির, গভীর ধ্যান ও আধ্যাত্ম সাধনায় তিনি অবিরত নিমগ্ন থাকিতেন। দুঃখ-কষ্ট বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা পাহাড়তুল্য বাধা সৃষ্টি করিলেও আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিত না।

চার

হযরত আবু আবদিল্লাহ (রহঃ) বলেন, "বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) জীবনে কখন ও কর্কশ বাক্য ও অশ্লীল কথা বলেন নাই। অকারণে ক্রোধ প্রকাশ, অনিষ্টকারীর প্রতি তিনি কখনও প্রতিশোধ ইচ্ছা এবং অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করিতেন না। কিন্তু আল্লাহর আদেশ লংঘনকারীর প্রতি তাঁহার ক্রোধবহ্নি বিচ্ছুরিত হইত তবু তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন দেখা দিত না। তিনি ছিলেন অসহায়দের নির্ভরশীল পরম সহায় এবং গরীব-দুঃখীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। প্রার্থনাকারীকে সন্তুষ্ট করিতে তিনি সচেতন থাকিতেন এবং কখনও কেহ তাঁহার দরবার হইতে বঞ্চিত হইয়া ফিরে নাই।

তাঁহার পবিত্র চেহারা হইতে এমন উজ্জ্বল নূর উদ্ভাসিত হইত যাহার দিকে কেহই অপলক নেত্রে তাকাইতে পারিত না, দৃষ্টি ঝলসাইয়া যাইত। তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডল অত্যন্ত সৌম্য দর্শন ও প্রশান্ত সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারা দর্শনে দর্শকদের মন ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া যাইত এবং ভীতিও জাগিত। অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তিগণ ও তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শনে হৃদকম্পন্ন হইতে মুক্ত থাকিত না।"

পাঁচ

হযরত হাফেয আব্দুল করীম (রহঃ) বলেন, "হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছিলেন অতুলনীয় পুণ্যবান ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ আলেম। তাঁহার সমতুল্য সর্বজনমান্য নেতা, বিখ্যাত বুযুর্গ, অতিশয় উদার ও কোমলপ্রাণ সাধক জগতে বিরল। তিনি সর্বদাই আল্লাহ পাকের আরাধনা, ধ্যান-ধারণা ও যিকির-ফিকিরে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার নিরলস সাধনার ক্ষেত্র ছিল বিপুল বিস্তৃত ও সুদূর প্রসারিত।"

www.pathagar.com

ছয়

হযরত শায়খ মুয়াম্মার (রহঃ) বলেন, হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, উদারচেতা, দয়ালু, প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁহার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও তাঁহার মনে গর্ব ও অহঙ্কারের লেশ মাত্র উজ্জীবিত করিতে পারে নাই। সহজ, সরল ও সুন্দর জীবন যাত্রায় কচি শিশুদের মত তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁহার পবিত্র অন্তঃকরণ ফুটন্ত কুসুমের মত স্নিগ্ধ ও কোমল ছিল। অবিচার, অত্যাচার, অন্যায় ও পাপাচারের প্রতি তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁহাকে প্রিয় মনে করিত এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে তাঁহার প্রফুল্ল ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইত। গরীব-দুঃখীকে ভাইয়ের মত ভালবাসা ও তাহাদের সহিত মেলামেশা তাঁহার সহজাত গুণ ছিল। গর্ব, অহঙ্কার, নীচ প্রবৃত্তি, দ্বিধা-সংকোচ ও আত্মম্ভরিকতা কখনও তাঁহার পবিত্র চরিত্রে দাগ কাটে নাই। ছোটদের প্রতি সরল ব্যবহার, অপত্য স্নেহ ও ভালবাসা তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। আগন্তুকদিগকে সর্বাগ্রে সালাম করা ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে যথোপযুক্ত ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং দীন-দুঃখী, দরিদ্র ও সাধু দরবেশদিগকে স্নেহ, মহব্বত করা তাঁহার সহজাত গুণ ছিল। তাঁহার সুস্নিগ্ধ ও সুধাঝরা বচনামৃত সকলের হৃদয় মন হরণ করিত। পরদোষ সংশোধনের জন্য তিনি বুদ্ধি ও হেকমতের দ্বারা উপদেশ দিতেন যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। রাজা-বাদশাহ, আমির-উমারা, উজির-নাজির ও ধনাঢ্য লোকদের সংস্রব তিনি বর্জন করিতেন। তাহাদের নিকট সুপারিশ করা, ধর্না দেওয়া তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ ছিল। স্বয়ং বাদশাহর সম্মানে দণ্ডায়মান হওয়াকেও তিনি অপরাধ জানিতেন।

সাত

হযরত শায়খ আবুল হাসান আলী (রহঃ) বলেন, হযরত বড়পীর (রহঃ) একান্ত লজ্জাশীল, সহাস্য বদন ও উজ্জ্বল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। কেহই তাঁহার দরবার হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। তিনি ছিলেন দানশীল ও উদারচিত্ত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র স্বভাব ও সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তের অধিকারী ছিলেন তিনি। কাহারও বিষণ্ন, চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা অবলোকন করিলে তাঁহার মুখে হাসি ফুটাইতে সর্বদা সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার সমতুল্য সরল, অকপট নির্মল অন্তর, স্পষ্টভাষী এবং সত্যপ্রিয় আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রার্থনাকারীর জন্য তাঁহার দরবার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত; বঞ্চিতের ব্যথা নিরসনে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নসীহত

হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সারাটা জীবনই ছিল নসীহতের আধার। তাঁহার মুখ-নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাণী, ওয়াজ-নসীহত, অমূল্য শিক্ষায় ভরপুর ছিল। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ নসীহত করিতেন তাহা চিরকাল অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নিম্নে উহার বিশদ বিবরণ পেশ করিতেছি।

আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ ও মহান পবিত্র নামকে 'ইসমে আযম' বলা হইয়া থাকে। ফজীলত, মর্তবা ও মাহাত্মের ক্ষেত্রে এই নামটি শীর্ষ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইঙ্গিত না থাকায় আলেম সম্প্রদায় ইহাতে মতভেদ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইসমে আযমের গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটনে মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই।

ইসমে আযম সম্পর্কিত হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর অভিমতগুলি 'কালাইদুয যাওয়ান্নাহির' নামক কিতাবে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে বড়পীর (রহঃ)এর অভিমত এই যে, 'আল্লাহ' নামটি হইল ইসমে আযম। যখন যিকির ও স্মরণকারী হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব জাগরুক থাকে না, তখনই সালেক এই নামের মাহাত্ম উপলব্ধি করিতে পারে। এই কথা স্পষ্টত : বলা যায় যে, আল্লাহ পাক কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি বলেন, 'কুন' অর্থাৎ হইয়া যাও। আর তাহা হইয়া যায়। অনুরূপভাবে রুহানী জগতে 'আল্লাহ' নামটি 'কুন' সদৃশ। আর আল্লাহর নামের ফল 'কুন'-এর মত সক্রিয়।

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেণ-'হে লোক সকল! জানিয়ারাখ, আল্লাহর নাম যাবতীয় দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, বিষণ্নতা, শোক-যাতনা, বেদনা হাহাকার দূর করিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার বিপদসঙ্কুল ও কঠিন কাজ সহজসাধ্য করে।

www.pathagar.com

এই শব্দের তেজে বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। তাহার শাশ্বত নূর সর্ববিজয়ী ও চির অক্ষয়। ইহা সর্বত্র সমানভাবে আগেও বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে। আল্লাহ সকল বিজয়ী হইতে শ্রেষ্ঠ বিজয়ী। তাঁহার কুদরতের ভিতর দিয়াই সর্বপ্রকার রহস্যময় ঘটনাপুঞ্জ ও বিস্ময়কর কার্যাবলী আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার আধিপত্য সর্বোপরি ক্ষমতার সোপান। আল্লাহ বান্দাদের হৃদয়স্থিত গোপনীয় ভেদসমূহের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত। গর্বিতদের গর্ব চূর্ণ ও ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা ধ্বংস করা তাঁহার ইঙ্গিতে সাধিত হয়। ছোট-বড়, জাহের-বাতেন সবকিছুই তিনি ওয়াকেফহাল। তাঁহার জ্ঞানসীমার বাহিরে কোন কিছুই নাই। তিনি আল্লাহ-ওয়ালাদিগকে স্বয়ং হেফাজত করেন। আল্লাহ প্রেমিক ব্যক্তি অন্যতে আকর্ষণ অনুভব করে না। আল্লাহর পথের পথিক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে নৈকট্য লাভ করে। যে আল্লাহর জন্য সচেষ্ট; আল্লাহও তাহার জন্য সচেষ্ট থাকেন। যে পার্থিব সুখ-শান্তি, বিষয়-বৈভব আল্লাহর দীদারের আশায় বর্জন করে, তাহার সময় আল্লাহর নৈকট্যের মধ্য দিয়া কাটে। আর সে তদবস্থায় আল্লাহর সহিত গোপন প্রেমালাপে মত্ত থাকে।

হে খোদাবিস্মৃত বান্দাগণ! পার্থিব জগতে আল্লাহর নামের প্রবলানুরাগ অনুধাবন করত : আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যাও। জানিয়া রাখ শান্তিময় চিরস্থায়ী জগত আখেরাতে এই নামের চর্চা সর্বাধিক হইবে। পার্থিব দুনিয়ায় যে আল্লাহ তোমাদিগকে অসংখ্য অযাচিত দানে কৃতার্থ করিয়াছেন তিনি আখেরাতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না; বরং সেখানেও তোমাদিগকে বহু কিছু প্রদান করিবেন।

সময় থাকিতে আল্লাহর যিকির কর। তাঁহার দ্বারপ্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া তাহাকে স্মরণ কর। তাহা হইলে আল্লাহ এবং তোমাদের মধ্যকার আবরণ দূর হইবে এবং জ্যোতির্ময়ের অবিনশ্বর আলোর ঝর্ণাধারা উদ্ভাসিত হইবে। তখন দেখিবে অসংখ্য প্রেম ভিখারী তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য দেখিয়া আত্মভোলা হইয়া পড়িয়াছে। কত প্রেমিক প্রেমের সাগরে ভাসিতেছে। তখন তুমি আরও দেখিতে পাইবে যে, প্রেমাস্পদের বিরহ বেদনায় যে চাতক সকাল হইতে সন্ধা পর্যন্ত করুণ স্বরে বিলাপ করিত, প্রত্যুষ হইতে দিনান্ত পর্যন্ত মুদিত নয়নে অধীর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিত, সে পরম প্রেমাস্পদের মধুর মিলনে সার্থক হইয়াছে।

রেযা, তাসলীম, শওক এবং ইশতিয়াকের পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশাবলী, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়-কায়মনে, নিঃসঙ্কোচে পালনের নামই তাসলীম। আর আল্লাহর নিকট হইতে অভাব-অনটন, রোগ-

www.pathagar.com

শোক, দুখঃ-কষ্ট কিংবা বিপদাপদ আপতিত হইলে অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করাকে রেযা বলে আর আল্লাহর দীদারের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকাকে শওক ও ইশতিয়াক বলে। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

সুতরাং শওক ও ইশতিয়াকের সহিত আল্লাহকে স্মরণ কর। ফলে তাঁহার দীদার ও নৈকট্য লাভ করিবে। স্তুতি ও প্রশংসার সহিত তাঁহাকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদিগকে করুণার সাথে স্মরণ করিবেন এবং যথার্থ পুরষ্কার প্রদান করিবেন। যদি তোমরা তওবা ও অনুশোচনা দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ কর তাহা হইলে তিনি ক্ষমা ও কৃপার সহিত তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়া স্মরণ কর তবে তিনি অমরত্ব দানসহ তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি নম্রতা ও কাকুতি মিনতির সহিত স্মরণ কর, তবে তিনি অপরাধ ক্ষমা করতঃ বেশী করিয়া স্মরণ করিবেন। যদি তোমরা অকপটভাবে তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে তিনি অশেষ জীবিকা প্রদানপূর্বক স্মরণ করিবেন। যদি তোমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ তাঁহাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে তিনি ইজ্জত, মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করত : তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। যদি অবিচার, অত্যাচার, পাপাসক্তি ও ত্যাগপূর্বক স্মরণ কর, তবে আগ্রহাতিশয্যে তিনি তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। যদি অন্যায়, গর্হিত কর্ম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ কর, তবে তিনি অনুগ্রহ, ক্ষমা ও করুণা দান করতঃ তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন। আর যদি ইবাদত-বন্দেগীসহ তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে তিনি অফুরন্ত নেয়ামতসমূহ দান করিয়া স্মরণ করিবেন।

মোটের উপর যদি তোমরা সর্বস্তরে সর্বস্থানে, সর্বমুহূর্তে, তাঁহাকে স্মরণ কর, তবে তিনিও তোমাদিগকে অনুরূপ প্রতিদানসহ স্মরণ করিবেন। তোমরা কুরআনের নিম্ন আয়াতটি গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সহিত স্মরণ রাখিও। ইরশাদ হইতেছে, সাবধান! আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

মোত্তাকীগণের জন্য দশটি উপদেশ

হযরত বড়পীর (রহঃ) মোত্তাকীগণের জন্য দশটি অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন।

১. প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য ও জাহেরী-বাতেনী সমুদয় পাপরাশি বর্জন কর ও নিজের অঙ্গাবয়ব হেফাজত কর। তবে অতি সত্ত্বরই তোমার

www.pathagar.com

অন্তর প্রদেশে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ইহার সুন্দর প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

২. স্বীয় জীবিকা সংস্থানের দায়-দায়িত্ব অন্য কাহারও উপর ন্যস্ত করিও না। ইহা আল্লাহর দায়িত্ব। তবেই তুমি 'আমরু বিল মারুফ' এবং 'নেহি আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারিবে। আর সৎকাজে নির্দেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের মধ্যেই পরম সম্মান। আর ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার পরিমাপ সহজ হইবে।

৩. মানুষের নিকট সামান্য আশা করা হইতেও বিরত থাকিও। কেননা ইহাতেই সম্মান, মর্যাদা, নির্ভরশীলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। আর ইহা দ্বারা অনর্থক কাজ, কথা, চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

৪. কোন মুসলমানকে নিশ্চিতভাবে মোনাফেক বা কাফের বলিতে নাই। ইহাই সুন্নত তরীকা। আল্লাহ ছাড়া কেহই কে মোনাফেক কে মোশরেক এবং কে কাফের তাহা জানে না। যদি এই ধরনের পরিচয়ে কাহাকে ও অভিযুক্ত না কর তবে আল্লাহর জ্ঞানে অনধিকার চর্চা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে এবং আল্লাহর রহমত লাভে কৃতার্থ হইবে।

৫. কাহাকেও বদদোয়া ও অভিসম্পাত করিও না। ধৈর্য ও সংযমের সহিত তোমার উপর আপতিত অবিচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর। ফলে লোকজন তোমাকে মহব্বত করিবে ও ভক্তি-শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে।

৬. বিনয়, নম্রতা, শিষ্টাচার ও আদবের মধ্যেই ধর্মভীরুতা ও সর্বাধিক মর্যাদা নিহিত আর যাবতীয় ইবাদত ঐগুলির সংশ্লিষ্ট আছে। ইহা অবলম্বন কর। কেননা স্বভাব-চরিত্র দ্বারাই ভাল লোকের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যায়।

৭. আর কাহাকেও অভিশাপ ও বদদোয়া দিওনা। সত্য পরায়ণ ও পূণ্যবান লোকদের ইহাই কাজ। তবেই আল্লাহ পাক তোমার মর্যাদা সমুন্নত ও অক্ষুণ্ন রাখিবেন এবং অন্যের অনিষ্টকারিতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৮. মিথ্যা কথা বর্জনা কর। হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুকবশত ও মিথ্যা বলিও না। যদি সত্য কথা বলিবার অভ্যাস করিতে সক্ষম হও, তবে আল্লাহ তোমাকে রূহানী দৃষ্টিশক্তি ও এলেম প্রদান করিবেন।

www.pathagar.com

৯. আল্লাহর নামে শপথ করিও না। তোমার যবানে যেন 'আল্লাহর নামে শপথ' উচ্চারিত না হয়। এইভাবে নিজের স্বভাব গঠন করিতে পারিলে তোমার অন্তরে আল্লাহর নূরের জ্যোতি প্রবিষ্ট হইবে এবং তুমি উচ্চ মর্যদায় সমাসীন হইবে, সৎকর্মের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে।

১০. শপথ ও প্রতিজ্ঞা করা হইতে বাঁচিয়া থাক। ইহাতে তোমাকে বদান্যতা ও লজ্জাশীলতার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হইবে।

মানুষ সৃষ্টি রহস্য

মানুষ সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন 'সুবহান্নাল্লাহ! বিশ্ব নিয়ন্তা' আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে পয়দা করিয়াছেন। সুতরাং সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ অতীব বরকতময়। আর মানুষ যদি স্বীয় কুপ্রবৃত্তিতে মত্ত থাকিবার অভ্যাস ত্যাগ করে, তবে তাহার বুদ্ধিমত্তার উন্নতির দরুন মানবীয় স্বভাবকে ফেরেশতার স্বভাবে রূপান্তরিত করিতে পারিবে। মানবদেহে স্বভাবজনিত স্থূলতা ও সহজাত স্থবিরতা না থাকিলে মানব হৃদয় এমন ভাণ্ডার যাহা প্রকাশ্যে ও গুপ্ত রহস্যাবলীর বিচিত্র খনি।

মানুষ আলো এবং অন্ধকারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত! তাহার রূহ বা আত্মা এবং দৃষ্টিশক্তি বাহ্যত : বিভিন্ন জড়ধর্মী যবনিকায় আচ্ছাদিত। এই আলোকোজ্জ্বল পর্দার জন্যই আল্লাহ মানুষের পরিচয় দিতে গিয়া বলেন, 'অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদাশীল করিয়াছি।' পরম জ্ঞানী আল্লাহ মানুষের রূপ, গুণ, সৌন্দর্য ফেরেশতাদের নিকট প্রকাশ করিয়াই তাহাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। মানুষের দেহ স্থূল ও রূহ সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ রূহের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সে সত্তা সমুদ্রে জ্ঞান তরণীতে আরোহণ করতঃ আত্মার শক্তি সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়। সত্তার দুনিয়াতে নফস হইল সেনাপতি। উহা নিজ অনুভূতিস্বরূপ। সেনাবাহিনী সমভিব্যবহারে পরস্পর সংগ্রাম করিতে সর্বদা প্রস্তুত ও সক্ষম। সেনাপতি হইল রূহ আর জ্ঞান উহার সৈন্যদল। অপরদিকে নফস সত্তার সেনাপতির মালিকের নাম জঘন্য প্রবৃত্তি বা কাম-রিপুসমূহ; যথা-কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ইত্যাদি। সুতরাং জ্ঞান ও জঘন্য প্রবৃত্তি এই উভয় বাদশাহর সৈন্যদলের আল্লাহর আদেশরূপ মুয়াযযিন অহরহ চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছে-হে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বীর সৈনিকগণ! সম্মুখে অগ্রসর হও এবং হে কুপ্রবৃত্তির সাহসী বীরগণ! তোমরা অগ্রসর হও। আল্লাহর নির্দেশে উভয় পক্ষই সংগ্রামে লিপ্ত

www.pathagar.com

এবং একে অপরের উপর বিজয় লাভ মানসে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও নানারূপ ছলনা কৌশল প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু নেপথ্যে আল্লাহ ঘোষণা করেন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে যতই হারাইতে সচেষ্ট হউক, আমার সাহায্য ব্যতীত কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আমার সাহায্য প্রাপ্ত দলই আমার সাহচর্য লাভ করিবে এবং পরকালে সৌভাগ্যশালী হইবে।

আল্লাহর করুণা ও দানই তাহার সহায়ক। এই দান ও করুণা আল্লাহর অলীগণের প্রতি সর্বদাই প্রবাহিত হয়। তাই হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা স্বীয় নফসের ফরমাঁবরদারী ত্যাগ করতঃ জ্ঞানের অনুগামী হও। ফলে সৌভাগ্য তোমাদিগকে সালাম করিবে। আর পরম কৌশলী আল্লাহর অতুলনীয় ক্ষমতার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত কর। আর দেখ তিনি কত নিপুণতার সহিত অমরধামের রূহ এবং ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব দুনিয়ার নফসের মধ্যে সমন্বয় করিয়াছেন। এখন ইচ্ছা করিলে এই অদৃশ্য রূহ পাখি আল্লাহর অনুগ্রহ পক্ষ বিস্তার করিয়া স্থূল পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় বৃক্ষ শাখায় নীড় রচনা করিতে পারে, আর আল্লাহর দীদার শাখায় আসন লইয়া মধুর স্বরে প্রেম সঙ্গীত আওড়াইতে পারে এবং মারেফতের সুপ্রশস্ত অঙ্গন হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বের মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার আহরণ করিতে পারে এবং স্থূল নফসকে উহার অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে আবদ্ধ রাখিতে পারে।

কুপ্রবৃত্তির বশে যখন তুমি দেহ খাঁচায় আবদ্ধ হইবে না অর্থাৎ মাটির দেহ বিনষ্ট হইবার পর গুঢ়তত্ত্বের ভাণ্ডাররূপে তোমার হৃদয়-মন যখন সজাগ থাকিবে, তুমি মুহূর্তের জন্য আল্লাহর অনুকম্পা লাভ কর, তবে আল্লাহর হৃদয়কে প্রজ্ঞার তথ্যাবলীতে পূর্ণ করতঃ আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য ও চিরন্তন নূর দেখিতে পাইবে এবং পার্থিব জগতের স্বল্পমেয়াদী, ক্ষণস্থায়ী যাবতীয় বস্তু হইতে অনাসক্ত হইবে। আল্লাহর দীদারের আয়নায় রূহানী চক্ষে আলমে মালাকুত-এর সৌন্দর্যাবলী তোমার নজরে পড়িবে। আর তোমার অন্তর হইতে বহির্জগতের সমুদয় প্রভাব বিচ্ছুরিত গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশের ছত্র-ছায়ায় হৃদয়ের দৃষ্টিতে বিজয় কেতন উড়িতে দেখিবে।

হে লোক সকল! স্মরণ রাখ, যখন অলীক কল্পনা, কু-ধারণা, কু-চিন্তা ও অহমিকাসমূহ তোমাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন শুধু যথার্থ জ্ঞানই সমুজ্জ্বল নক্ষত্র সম তোমার পথকে আলোকিত করিবে। আর ইহাই তত্ত্ব জগতের অগ্রপথিক। আর যখন তোমার মনে অলীক ধারণা, অসার চিন্তা-ভাবনার উদয় ঘটে, তখন এই দিব্যজ্ঞানের ফলে জ্ঞানীগণ সকল সন্দেহ অপসারিত করেন। এইজন্য তোমরা অধিক পরিমাণে যতই জ্ঞানার্জন করিবে ততই তোমাদের জীবনে সার্থকতা দেখা দিবে।

www.pathagar.com

অন্তর হইতে দুনিয়া বাহির করত : হস্তে ধারণ

বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, "হে লোক সকল! তোমরা অন্তর হইতে দুনিয়া বাহির করতঃ উহা হস্তে ধরার অভ্যাস কর। এই উক্তির তাৎপর্য হইল, দুনিয়াকে বশ কর, বর্জন কর, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিভব উপার্জন কর। ইহা তোমাদের হাতের জিনিস হাতেই থাকিবে; কিন্তু তোমাদের অন্তরে যেন কোনরূপ প্রভাব বিস্তার না কর।

রিয়াকারের পরিচয়

পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ হিজরী, উনিশে, শাওয়াল রোজ মঙ্গলবার অপরাহ্ন বেলায় হযরত বড়পীর (রহঃ) কাদেরিয়া মাদ্রাসায় উপদেশাবলী দান প্রসংগে বলিয়াছেন-রিয়াকারদের পোশাক খুব পরিচ্ছন্ন হয় কিন্তু তাহাদের হৃদয় অপবিত্র। রিয়াকারগণ বাহ্যিকভাবে খুবই ধর্মভীরু, কিন্তু অভ্যন্তরে তাহাদের অপবিত্রতা ও কলুষতায় পরিপূর্ণ। তাহারা নির্দোষ জিনিসেও পরহেজগারী প্রদর্শন করে এবং ধর্মের দোহাই দিয়া প্রতারণাপূর্বক জীবিকার্জন করে আর এইক্ষেত্রে তাহারা অসর্তক। তাহারা প্রকাশ্য হারাম ভক্ষণে কুণ্ঠিত নয়। এই প্রকার ধরিবাজ লোকদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ, কিন্তু খাঁটি মুমিনদের নিকট তাহারা সুপরিচিত। ধর্মভীরুতা সম্বন্ধে তাহাদের আচরণ শুধু লোক দেখানো।

সৎস্বভাব

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন-"সৎস্বভাব বলিতে বুঝায় অন্যের অবিচার অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া অনুভব করা।" উহার মূল তাৎপর্য এই যে, কেহ যদি তোমার উপর অত্যাচার করে এবং উহা তোমার অন্তর প্রদেশে কোন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে আর সেই অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তোমার রসনা হইতেও কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপিত না হয় তবেই প্রমাণিত হইবে, তুমি সৎস্বভাবের অধিকারী।

ইলমে শরীয়ত

কেহ কেহ এইরূপ ধারণা করে যে, ইলমে তরীকত ও ইলমে শরীয়ত দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও জিনিসও ভিন্ন পথ। উহাদের পরস্পরের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই আর পরস্পর সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহারা শরীয়তের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তাকে তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। তাহারা বলে যে, আল্লাহর দীদার লাভের একমাত্র পথ ইলমে তরীকত লাভ করা। সাধারণ লোকেরা তাহাদের প্রচারের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে করে যে, তাহারা ইলমে তরীকত সম্বন্ধে কতই না অভিজ্ঞ। মূলত : তাহারা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই কথার সত্যতা প্রমাণ প্রসঙ্গে বড়পীর (রহঃ) বলেন যে, তোমরা প্রথমে ইলমে শরীয়তের জ্ঞানার্জন কর, তারপর নির্জনতা অবলম্বন কর। কারণ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন না করিয়া আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হয় তাহার সফলতা অর্জনের নজীর বড় একটা দেখা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের ইবাদত বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব প্রথমে শরীয়তের বাতি প্রজ্জ্বলিত কর, অতঃপর আল্লাহর দীদারের নিমিত্তে যিকির আযকারে মনোযোগ দাও। আর যে ব্যক্তি নিজের অর্জিত ইলমে শরীয়ত অনুসারে আমল করে, আল্লাহ তাহার ইলম বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং শিক্ষক ও বই পুস্তকের মাধ্যম ব্যতীত তাহাকে অযাচিত জ্ঞান দানে কৃতার্থ করেন।

তাক্বওয়া বা পরহেজগারী

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন পরহেজগারী হইল শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ পরিত্যাগ করা, নিষ্কলুষ বস্তুকে অবলম্বন করা।

ধৈর্য

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন-ধৈর্যের তিনটি অবস্থা। যথা : (১) নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতে ধৈর্যের সাথে বিরত থাকা। (২) বহু বাধা বিপত্তি ও দুঃখ-ক্লেশ সত্ত্বেও শরীয়ত নির্দেশিত কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করা। (৩) আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ভালবাসার বস্তু অর্জন করা অথবা এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া যাহা সহ্য করা সাধ্যাতীত।

সুতরাং উপরোক্ত তিন প্রকার অবস্থায় সুদৃঢ় ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূল (সঃ)-এর নীতিমালা, বিধি-বিধানসমূহ হৃষ্টচিত্তে ও কায়মনে প্রতিপালন করাকে ধৈর্য বলাহয়। ধৈর্য্যের প্রকারভেদ তিনটি। যথা : ধৈর্য বা সবর বিল্লাহ, ধৈর্য বা সবর মা'আল্লাহ এবং ধৈর্য বা সবর আলাল্লাহ।

(১) আল্লাহ যাহা কিছু দান করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করা এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকাকে সবর বিল্লাহ বলে। (২) আর সবর মা'আল্লাহ প্রফুল্ল চিত্তে পরমুখাপেক্ষী না হওয়া সম্পর্কিত কথাবার্তা বলা। (৩) আর আল্লাহ আদেশ-নিষেধের দ্বারা যে সকল দানের অঙ্গীকার ও

www.pathagar.com

আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শরীয়তের বিধি-নিষেধের উপর সুদৃঢ় থাকার নাম সবর আলাল্লাহ।

সিদক বা সত্যবাদিতা

হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, জাহের ও বাতেন একই সমতলে অর্থাৎ এক রূপরেখা এবং বাতেনকে জাহেরের তুলনায় মূল্যবান মনে করাকে সত্যবাদিতা বলে। আল্লাহর নূরের তাযাল্লির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ ও কথা প্রয়োগ করাই সত্যবাদিতার লক্ষণ। আর আল্লাহ যে অবস্থা পছন্দ করেন, তাহাতে কাল যাপন করাই হইল সিদকের গুঢ় অবস্থার ধারক।

হায়া বা লজ্জা

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন, "শুধুমাত্র পাপের জন্য লজ্জিত ও ভীত হইয়া নহে, সমুদয় পাপকার্য পরিত্যাগ করাকে লজ্জাশীলতা বলা হয়। আল্লাহ সর্বস্থানে আছেন ও সবকিছু দেখেন মনে করিয়া খাঁটি বান্দাগণ পাপের পথে যাইতে লজ্জা অনুভব করেন। যাহার হৃদয় পাপের দরুন মসীলিপ্ত হয় তাহার মধ্যে লজ্জাশীলতার অনুভূতি থাকে না।

ওয়াফা ও ইখলাস

বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলিয়াছেন, 'আল্লাহর অধিকারসমূহ নিয়ম মাফিক আদায় করা, কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায়, চিন্তা-ভাবনায় তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করা এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ উভয় অবস্থায় আল্লাহর রেজামন্দির দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম ওয়াফা। আর রিয়া হইতে যথাযথভাবে মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করাকে ইখলাসরূপে আখ্যায়িত করা হয়।

যোহদ বা সংগ্রাম

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন-"দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া এবং পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্ত না হইয়া পরকালীন চিরস্থায়ী সুখ-সম্পদের আকাঙ্খায় থাকার নাম যোহদ বা সংগ্রাম। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, যোহদ লাভের জন্য দশটি বিষয় অবলম্বন করা দরকার। উহা ছাড়া যোহদ লাভ সম্ভব হয় না।

www.pathagar.com

(১) রসনা সংযত করা, (২) পরনিন্দা না করা, (৩) বিবাহ সিদ্ধ এবং সমূহ সিদ্ধ না হইলেও পরে সিদ্ধ হইতে পারে, এমন গায়ের মোহাররমের প্রতি দৃষ্টি না করা। (৫) বিনয়, নম্রতা ও সরলতা অবলম্বন করা, (৬) আল্লাহর অনুগ্রহ, দান ও উপকারের শোকর করা (৮) নামায ও অন্যান্য ফরজ আদায় করা, (৯) নিজের সুখ-শান্তির জন্য সর্বদাই সচেষ্ট না থাকা এবং (১০) মহানবী (সঃ)-এর সুন্নাত এবং শরীয়তের বিধানসমূহ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করা এবং স্বীয় অভ্যাসকে সৎস্বভাবের অনুবর্তী করা।

তওবা করা

তওবার অর্থ সম্পর্কে বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ ও অনিষ্টকর, তাহা হইতে দূরে থাকিয়া শরীয়ত মুতাবিক নেক আমল করার নাম তওবা। তওবাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথাঃ অনুতাপ, ভীতি এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং পাপকার্যের পরে অনুতাপ সহকারে তওবা করাকে অনুতাপজাত তওবা বলা হয়। আর ভয়জাত তওবা হইল আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া তওবা করা। আযাবের ভয় ও পুণ্যের আশা ব্যতীত শুধু কেবল আল্লাহকে পাওয়ার আশায় যে তওবা করা হইয়া থাকে উহাকে এনাবতজাত তওবা নামে অভিহিত করা হয়।

তওবা কবুলের নিদর্শনাবলী

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি যখন কোন বান্দার প্রতি নিপতিত হয় এবং তিনি যখন স্বীয় রহমতের দ্বারা তাহাকে আপন সান্নিধ্যে আকর্ষিত করেন, তখন বুঝা যায় যে, বান্দার তওবা কবুল হইয়াছে। এমতাবস্থায় মানুষের হৃদয় আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয় আর কলব ও রূহ আল্লাহর পথে ধাবিত হয়। তখন সে নিজের সকল কার্য, গতিবিধি আল্লাহর বিধি মোতাবেক সুনিয়ন্ত্রিত করে। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বাহিরে কোন কিছুর চিন্তা করিতেও সে পারে না।

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন-"আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া শুধু আল্লাহর যিকির এবং প্রেমে নিমজ্জিত থাকাই আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা। তখন মানুষ পার্থিব সহায়-সম্পদ ও উপকরণাদির কথা ভুলিয়া যায়। কোনও বস্তু লাভে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করাই তাওয়াক্কুল। মাকামে ফানায় যেমন

www.pathagar.com

সাধক সমস্ত গায়রুল্লাহকে ভুলিয়া যায় তেমনি যখন প্রকৃত তাওয়াক্কুলের পর্যায়ে উন্নতি হয় তখন বাহ্যিক জগতকেও তদ্রূপ ভুলিয়া যায়। তাওয়াক্কুল, ইসলামের মূলতত্ত্ব এবং হাকীকাত একই বস্তু। ইবাদত-বন্দেগীর বিনিময়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য না হওয়াই ইসলামের সারবত্তা।

ইলমে তরীকত

ইলমে শরীয়তের একটি শাখাবিশেষের নাম ইলমে তরীকত। শরীয়ত হইতে পৃথক ইহার কোন অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ফকিরী দরবেশী, সুলুক, বেলায়েত, মারেফতও তাসাউফ প্রভৃতি ব্যবহৃত নামসমূহ তরীকতেরই বিভিন্ন নামান্তর মাত্র। কিন্তু প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্যও লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। অবশ্য ভণ্ড ও অজ্ঞ দরবেশগণ এই বলিয়া মানুষকে প্রতারণা করিতেছে যে, ফকিরী ও তরীকত কোরআন হাদীসে বর্ণিত বিষয় নহে, এই সম্পর্কে উহাতে কোনই নির্দেশ নাই। বরং উহা একজনের সীনা হইতে অন্যজনের সীনায় পৌঁছিয়া থাকে। অপর একদল মূর্খ বলিয়া বেড়ায় যে, পীর-মুরীদি ও মারেফত কোরআন হাদীসের বরখেলাপ। আবার অন্য দল বলে যে, "তরীকত বলিতে গোপন বিষয়ের খবর দেওয়া, লতীফা নড়া-চড়া করা ও কারামত দেখানো বুঝায়।" উল্লিখিত তিনটি দলই ভ্রান্ত।

যেহেতু তরীকত শরীয়তের অংশবিশেষ, সেহেতু তরীকত হাসিলের নির্দেশ শরীয়তের দলিল কোরআন হাদীসে আছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইতেছে-আল্লাহর অলীদের কোন ভয়ের কারণ নাই। আর যাহারা বিশ্বাসী ও পরহেজগার তাহারাই আল্লাহর অলী। দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় জাহানেই তাহাদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে। কেননা আল্লাহর বাক্য অপরিবর্তনীয়। বস্তুত : ইহাই সফলতা। উল্লিখিত আয়াতে তরীকত হাসিলের দুইটি উপকরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি ঈমান এবং দ্বিতীয়টি পরহেজগারী বা খোদাভীরুতা। সুতরাং যাহার ঈমান সুদৃঢ় ও ধর্মভীরুতা বেশী, সে-ই বড় অলী-আল্লাহ। তবে উহার নিম্নতম পর্যায়ও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই হিসাবে প্রত্যেক সাধারণ মুমিন মুসলমানই এই তরীকত হাসিলের যোগ্যতা রাখে।তাহারা বেলায়েতের অধিকারী। তবে প্রচলিত অর্থে উচ্চস্তরের বেলায়েতের জন্য সুদৃঢ় ঈমান ও সুউচ্চ পরহেজগারী দরকার। এইক্ষেত্রে যাহারা শরীয়ত বিরোধী উক্তি করিয়া

www.pathagar.com

ঈমানহারা হইয়া যায়, এমনকি হালাল-হারামের তারতম্য করে না, নামায-রোযার সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং শরীয়ত বিরোধী গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়, তাহারা অলী বা দরবেশ নহে। এইজন্য হযরত বড়পীর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, পীর-মুরশিদের নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ থাকিতে হইবে : (১) ইলমে হাকীকত অর্থাৎ গূঢ় রহস্যাবলী সম্বন্ধে পরিপূর্ণজ্ঞান থাকা (২) শরীয়তের পরিপূর্ণ আলেম হওয়া (৩) মুরীদগণের কলবের রোগসমূহ নিরূপণ করত : তাহা দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা। অধিকন্তু স্বীয় লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া, আরামপ্রিয়, কর্মে শিথিলতা প্রদর্শন ও অহমিকা এবং গর্ব হইতে দূরে থাকিতে হইবে, (৪) দুঃখী ও দরিদ্রের সঙ্গে কাজে এবং কথায় বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন এবং (৫) আগন্তুক বিশেষের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার, স্নিগ্ধচিত্ত ও প্রফুল্ল বদনে সাক্ষাৎ দান।

ফকীরের পরিচিতি

একদা এক ব্যক্তি বড়পীর (রহঃ)-কে প্রশ্ন করিল-হুজুর! ফকীর কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন, শব্দের অক্ষর দ্বারা বুঝা যায় যে, তুমি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ফানা বা বিলীন করিয়া দাও এবং শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বস্তু হইতে অন্তরকে খালি করিয়া রাখ। আর, তোমার অন্তঃকরণকে প্রেমের শক্তি দ্বারা সুদৃঢ় কর এবং তাঁহার রেজামন্দির কাজে সর্বদা নিমগ্ন থাক। আর আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখিয়া তাঁহারই নিকট আকাঙ্খা পেশ কর। আর তুমি রিক্কাতে কলব অর্থাৎ আন্তরিক নম্রতা ও কোমলচিত্ততা গ্রহণ কর। কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা ছাড়িয়া আল্লাহর দিকে ফিরিয়া যাও।

তিনি আরও বলিয়াছেন, "সর্বোতভাবে বিশ্বনবী (সঃ)-এর অনুসরণ কর। তাঁহার উপদেশ মান্য করত : বেদাতসমূহ পরিহার কর, ধৈর্যকে অভ্যাসে পরিণত কর। জানিয়া রাখ, সুখ-দুঃখ বিবর্তনশীল। বিপদে অধীর হইও না। আল্লাহর যিকির কর। পাপে লিপ্ত হইও না; বরং তওবার দ্বারা পাপ পঙ্কিলতা দূর কর। আর আল্লাহর দরজায় পড়িয়া থাক। কখনো তাহা ছাড়িও না।

স্বীয় অন্তর দুয়ারে সর্বদা পাহারারত থাক। আল্লাহর বিধান মোতাবেক যাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ তাহাকে বাধা দাও। অন্তরের আশা-আকাঙ্খা বাড়াইও না, তাহা হইলে ধ্বংস হইবে। কোন স্থান বা মাকামকে চিরস্থায়ী মনে করিও না। আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন-"কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফি

www.pathagar.com

শান" অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রতি মুহূর্তে নুতন শান ও গৌরবে প্রদীপ্ত হন। এই অবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট সাহায্য কামনা করে, সে আল্লাহর মারেফত হইতে বঞ্চিত। হালাল রুজী অন্বেষণ করা ঈমানদারের নিদর্শন। অদৃষ্টবাদী ঈমানদার ব্যক্তি বেকার থাকে না। রুজী অন্বেষণে সফলতার দরুন সে হালাল রুজী লাভ করিলে পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সফলতায় ব্যর্থ হইলে অন্বেষণের সওয়াব অবশ্যই সে পাইবে।

আর কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে তাড়াহুড়া করিতে নাই। এমনকি কাহারও সহিত ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করিতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নাই। বরং উভয় অবস্থায় পবিত্র কোরআন হাদীসের নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কাম রিপুর তাড়নায় প্রভাবান্বিত হইয়া কাহারও প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিও না। এই ধরনের কু-ধারণা নেহায়েত গর্হিত কাজ।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

বড়পীর (রহঃ)-এর পানাহার

হযরত আবু আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর নিজস্ব কিছু জমি-জমা ছিল। উহাতে জীবিকার্জনের সংস্থান হইত। তিনি নিজস্ব খাদেমসহ উক্ত জমি চাষাবাদ করিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতেন। ইহা আহার্যের কাজে ব্যয় হইত। আটা দ্বারা প্রত্যহ চারিটি বৃহৎ রুটি তৈয়ার হইত এবং তিনি উহা বিভিন্ন অংশে টুকরা টুকরা করিয়া উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে ভক্ষণ করিতেন। কখনও প্রতিবেশীদরে নিকট হইতে তোহফা হিসাবে খাদ্য-দ্রব্য আসিত। তিনি উহা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া উহার প্রতিদান দিতেন। শরীয়তের জায়েয তোহফা ব্যতীত অন্য জাতীয় উপহারাদি গ্রহণ করিতেন না। দেশের রাজা- বাদশাহ, ধনবান ও ক্ষমতাশীল লোকদের প্রদত্ত তোহফা ও আহার্য সামগ্রী গ্রহণ না করিয়া গরবীদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন।

বড়পীর (রহঃ) স্বভাবত : মধ্যম শ্রেণীর সামান্য পরিমাণ আহার্য গ্রহণ করিতেন। আবার কখনও তিনি চারি পাঁচ সের আটার রুটি ও মাংসের কাবাব ভক্ষণ করিতেন। কখনও একাধারে সাত-আট দিন ক্রমাগত উপবাস থাকিতেন। কিন্তু কাহার ও নিকট হস্ত প্রসারিত করা বা সাহায্যে চাওয়া তাঁহার স্বভাব ছিলনা। আহমদ বাগদাদী নামক তাঁহার একজন পরিচারক ছিল। সে বলিয়াছে, একদা বড়পীর (রহঃ) জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া রহিলেন। এমন সময় সহসা এক ব্যক্তি এক তোড়া স্বর্ণ-মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া আরজ করিল, "স্বর্ণদ্রাগুলি আপনার জন্য রাখিয়া গেলাম। ইহা স্বীয় প্রয়োজনে ব্যয় করিবেন।" এই কথা বলিয়া লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেল। বড়পীর (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই লোকটিকে চিন কি? উপস্থিত লোকজন চুপ

www.pathagar.com

করিয়া রহিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইনিই জিব্রাইল (আঃ)। আজ তোমাদের মাহিনা দিবার দিন, অথচ আমার নিকট কিছুই নাই। তাই আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফতে ইহা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

হযরত বড়পীর (রহঃ) অনেক সময় নিজে হাটে-বাজারে গমন করিয়া আহার্য বস্তু খরিদ করিয়া আনিতেন। তিনি স্বহস্তে আটা পিষিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া নিজে খাইতেন ও অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। মেহমানদের সেবা-যত্নে তিনি কখনও খাদেমদিগকে ব্যবহার করিতেন না। নিজেই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। মধু, ঘৃত, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংসের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল।

স্বপ্নযোগে বিশ্বনবী (সঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব লাভ

হযরত আবু যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, বড়পীর (রহঃ)- বলিয়াছেন-'একদিন আমি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সঃ) একটি স্বর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করতঃ শূন্যভরে আমার গৃহে আগমন করিলেন। গৃহের মেঝেতে কুরসীতে বসিয়া বলিলেন-'উজ্জ্বল রত্ন বংশকুল চড়ামণি নয়নের পুত্তলী! আমার নিকট আস। নির্দেশ মাত্র আমি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তিনি স্নেহভরে আমার হস্ত স্পর্শ করতঃ আমাকে নিজের পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া ললাটে চুম্বন করিলেন। অতঃপর স্বীয় পবিত্র অঙ্গস্থিত জামাটি খুলিয়া ইহা নিজেই আমার গায়ে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন -"হে আবদুল কাদের! আমি তোমাকে প্রনিধিত্বের বাদশাহী দান করিলাম ও তোমাকে দ্বীনের আহবায়ক মনোনীত করিলাম। তুমি মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছাইয়া দিবে ও দ্বীনের প্রতি আহ্বান করিবে।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। আমার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। অনুভব করিলাম যে, আমার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাপিতেছে।

যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত আলেম সম্প্রদায় সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তৎকালীন জগতে হযরত বড়পীর (রহঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বিদ্যা-বিশারদ ও প্রখ্যাত ধর্মীয় আলেম ছিলেন। তাঁহার যশো-গৌরব সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে দেশ বিদেশ হইতে আলেম ফাযেল সর্বসাধারণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজটিল মাসআলার সমাধানও ফতোয়ার জন্য তাঁহার নিকট আসিত। সেইযুগে মুফতী হিসাবে তাঁহার সমতুল্য কেহই

www.pathagar.com

ছিল না। তিনি মাদ্রাসায় নিয়মিত শিক্ষকতা ও বক্তৃতা দান করিতেন। কিন্তু শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ধর্মীয় অসংখ্য ধরনের প্রশ্নের জবাব এবং ফতোয়া দানকরা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি নিরলস প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করিতেন।

জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন যে, আমার পিতা হযরত বড়পীর (রহঃ) ৫২৮ হিজরী হইতে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর শিক্ষকতার সাথে সাথে ফতোয়া দান কার্য ও সম্পাদন করিতেন। আর মাসআলা ও জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি কোন কিতাব পত্র দেখিয়া ফতোয়া দান করিতেন না; বরং প্রার্থীত বিষয় একবার নজর করিয়া নির্বিঘ্নে অনর্গল উহার উত্তর লিখিয়া দিতেন। আর তাঁহার ফতোয়া সর্বশ্রেণীর আলেমগণই নির্বিবাদে মানিয়া লইতেন। সাধারণত : তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব অনুসারে ফতোয়া প্রদান করিতেন। যুগশ্রেষ্ঠ মুফতীর আসনে তিনি বরিত হইয়াছিলেন।

আবুবকর হামানীর দরবেশী হরণ ও প্রত্যর্পণ

"গোলজারে মাআনী" নামক বিখ্যাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত শায়খ আবুবকর হামানী বিদ্যা ও সাধনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কাওয়ালী গাহিবার অভ্যাস ছিল। তাহার এই অভ্যাস এতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, কোনও মানুষ দেখিলেই তিনি কাওয়ালী শুরু করিতেন। ফলে সাধারণ মানুষের ইবাদত-বন্দেগীতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহার সহিত দেখা হইলেই বড়পীর (রহঃ) তাহাকে কাওয়ালী হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। কিন্তু তাহার কু-প্রবৃত্তির উপর হেদায়ত কোনই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল না। অতঃপর বড়পীর (রহঃ) একদা তাহাকে বলিলেন, "শোন, তুমি কু-স্বভাবের বশে শরীয়তে মোহাম্মদীর উপর কলঙ্ক লেপন করিতেছ এবং ইহাতে তোমার ও অপরের ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং তোমাকে সাবধান করিতেছি তুমি কাওয়ালী বন্ধ না করিলে তোমার দরবেশী হরণ করা হইবে।'

বড়পীর (রহঃ) তাহাকে সতর্ক করিবার পর তিনি কাওয়ালী বন্ধ করিলেন না। সুতরাং বড়পীর (রহঃ) তাহার দরবেশী হরণ করিয়া লইলেন। ইহাতে তাহার মর্যাদা, যোগ্যতা ও সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। তিনি বাগদাদ নগরী পরিত্যাগ করিয়া উদ্ভ্রান্তের মত বিভিন্ন শহরে ঘুরিতে

www.pathagar.com

লাগিলেন এবং কাওয়ালীর সুর ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। বড়পীর (রহঃ) রাগান্বিত হইয়া তাহার প্রতি অভিশাপ দিলেন, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় ছটফট করিতে লাগিলেন। তাহার বাকশক্তি রহিত হইয়া গেল। অতঃপর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি নিজের ভুল অনুধাবন করিতে পারিলেন। তাই তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে খালেছ তওবা করিলেন এবং কাওয়ালী পরিত্যাগ করিয়া কায়মনে ক্ষমা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বড়পীর (রহঃ) সেইদিন রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, স্বয়ং বিশ্বনবী (সঃ) তাহাকে বলিতেছেন যে, হে আবদুল কাদের! শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীর যোগ্য শাস্তি লাভ করিবার পর আবুবকর হামানী কৃত পাপের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করিয়াছে। আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিয়াছেন, আমিও তাহাকে মাফ করিয়াছি। সুতরাং তুমি তাহাকে ক্ষমা করতঃ দরবেশী প্রর্ত্যপণ কর। তার পরদিন প্রত্যুষে বড়পীর (রহঃ) দেখিলেন যে, আবুববকর হামানী করজোড়ে উপস্থিত হইয়া পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে। বড়পীর (রহঃ) দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার দরবেশী প্রত্যর্পণ করিলেন। তারপর তিনি জীবনে আর কাওয়ালী না গাহিবার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করিলেন।

ফতোয়া প্রদানে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

সাহেবজাদা হযরত সাইয়্যেদ আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলেন যে, একদা ওলামা সম্প্রদায়ের সম্মুখে এক অদ্ভূত মাসয়ালা পেশ করা হইল। মাসয়ালাটি এই : এক ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিল যে, সে এক সপ্তাহকাল এমন ইবাদত-বন্দেগী করিবে যাহা অন্য কেহ পারিবে না। তাহা না হইলে তাহার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হইবে। তৎকালে বাগদাদের কোন আলেমই এই মাসয়ালার সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে সক্ষম হইল না। পরিশেষে ইহা বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারে পেশ করা হইলে তিনি মুহূর্ত মধ্যে উহার উত্তর লিখিয়া দিলেন। শপথকারী ব্যক্তি মক্কা শরীফ গমন করিয়া এক সপ্তাহ কাবা শরীফ তাওয়াফ করিবে। এই সময়ে অন্য কেহই কাবা শরীফ তাওয়াফ করিতে পারিবে না। ইহা হইলে তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে না এবং তাহার স্ত্রীর উপরও তিন তালাক পড়িবে না। সকলেই বড়পীর (রহঃ)-এর বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল এবং শতমুখে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

www.pathagar.com

বড়পীর (রহঃ)-এর মাযহাব গ্রহণ

সেই যুগে কোন কোন আলেম মাযহাব গ্রহণকে নিরর্থক ভাবিতেন। আবার কেহ কেহ মাযহাব গ্রহণকে বেদআত বলিয়া আখ্যায়িত করিতে ও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই ধরনের আলেম বর্তমানেও পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা বলিয়া থাকেন যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। কোন কিছুর অনুসরণ করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তাহারা চিন্তা করিতেছেন না যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীস শাস্ত্র হইতেই ফেকাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কোরআন ও হাদীসের মর্মানুসারে প্রতিটি বিষয়ের হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, গ্রহণ-বর্জন, মনদুব-মোবাহ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এজন্য ফেকাহ শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার সাধ্য কাহারও নাই। আর এই মাযহাবের শ্রেণীবিন্যাসকারীগণ প্রত্যেকেই একেকজন ইমাম। তাঁহারা কোরআন হাদীসের অনুসারী ও সত্যোদ্‌ঘাটনে আত্মনিবেদিত প্রাণ। এইজন্য প্রত্যেক কোরআন ও হাদীস মান্যকারীগণ, প্রকারান্তরে মাযহাবের অনুসারী। কেননা কোরআন ও হাদীসের সহিত মাযহাবের কোনই অমিল ও অনৈক্য নাই। বস্তুতঃ মাযহাবের ভিতর দিয়াই কোরআন হাদীসের মূলতত্ত্বগুলি বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই জন্যই হযরত বড়পীর (রহঃ) সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মাযহাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি মালেকী ও পরবর্তীকালে হাম্বলী মাযহাব গ্রহণ করেন।

হাম্বলী মাযহাব পরিত্যাগের আকাঙ্খা

"খাওয়ারিকুল আখইয়ার" নামক গ্রন্থে হযরত সাইয়্যেদ আবদুল জব্বার (রহঃ) বলেন যে, বড়পীর (রহঃ) একদা হাম্বলী মাযহাব পরিত্যাগ করিয়া হানাফী মাযহাব গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময় তিনি মোরাকাবার হালতে দেখিতে পাইলেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বিশ্বনবী (রসঃ)-এর হস্তস্থিত রজ্জুখণ্ড ধারণ করতঃ আরজ করিতেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ)! আপনার বংশধর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে আমার মাযহাব পরিত্যাগ করিতে আপনি বারণ করুন। কেননা তাহার দ্বারা পরকালে অন্যান্য ইমামদের সম্মুখে আমার মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। দয়াল নবী (সঃ) ইহাতে দয়াপরবশ হইয়া বড়পীর (রহঃ)-কে বলিলেন, হে আবদুল কাদের! তুমি হাম্বলী মাযহাব পরিত্যাগ না করিয়া ঐ মাযহাবেই থাক। অতঃপর বড়পীর (রহঃ) ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে লক্ষ্য

www.pathagar.com

করিয়া বলিলেন, হে সাইয়্যেদ! আমার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার মাযহাবেই থাকিব, ইহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।

অতঃপর বড়পীর (রহঃ) হজ্জ পালনার্থে মক্কা গমন করিলেন। কাবাগৃহে নামায পড়িবার সময় দেখিলেন যে, কাবাগৃহের চারিদিকে চারিজন ইমামের বিছানা পাতা রহিয়াছে। দুইজন ইমামের পিছনে হাজার হাজার মুসল্লি জমায়েত হইয়াছে এবং হানাফী মাযহাবের ইমামের পিছনে কয়েক লক্ষলোক সমবেত হইয়াছে। আর হাম্বলী মাযহাবের ইমামের পিছনে মাত্র গুটিকয়েক লোক রহিয়াছে। বড়পীর (রহঃ) হাম্বলী মাযহাবের জায়নামাযের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেইদিন তাহাকেই ইমাম নির্বাচনকরা হইল। নামাযের সময় লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার পিছনে এক্তেদা করিল। কথিত আছে যে, কেবল মাত্র সেইদিনই হাম্বলী মাযহাবের জমায়তে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় লোক বেশী হইয়াছিল।

উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, একদা বড়পীর (রহঃ) হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযার যিয়ারাত গমন করিলেন। তিনি কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সালাম দিলেন-"আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া ইমামী।" এই সালামের সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাহেবের কবর ফাটিয়া গেল এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা কবর হইতে বাহির হইয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সহিত করমর্দন করিলেন ও সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর ইমাম সাহেব তাঁহাকে এক সুন্দর জামা পরাইয়া দিয়া তাঁহার জন্য দোয়া করতঃ বলিলেন, "হে আমার ভক্ত ও অনুসারী! তুমি হাবীবে খোদার ধর্মকে উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল করিয়া তোল এবং বিশ্ববাসীকে এলমে শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফত শিক্ষা দান কর।" এই কথা বলিয়া ইমাম সাহেবের আত্মা পুনরায় কবরে চলিয়া গেলেন এবং হযরত বড়পীর (রহঃ)-ও অতঃপর সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

স্বপ্নযোগে ইমাম আযম (রহঃ)-এর দর্শন লাভ

'তোহফাতুল আসরার' নামক বিখ্যাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, বড়পীর (রহঃ) নিজেই বলিয়াছেন-"একদা আমার হৃদয়ে এই আশা জাগিল যে, আমি যদি অদৃশ্য-শূন্য জগতে বিচরণকারী কোনও মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিতাম তাহা হইলে আমি শান্তি লাভে কৃতার্থ হইতাম। এই অবস্থায় আমি নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম। এমন সময় স্বপ্নে দেখিলাম যে, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)- এর মাযারে একজন জ্যোতির্ময় গৌর

www.pathagar.com

কান্তি মহাপুরুষ শয্যাশায়ী রহিয়াছেন এবং সেইস্থান হইতে শব্দ হইতেছে হে বৎস! দর্শন কর। যাহার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষায় তুমি ব্যাকুল, আমিই ত সেই ব্যক্তি। এইকথা শ্রবণ করিয়া আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর পরদিন আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযারে গমন করিলাম এবং সেখানে সত্যিই একজন জ্যোতির্ময় পুরুষকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তিনি আমার পদশব্দ শ্রবণ মাত্র নিমিষেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন আমিও অদৃশ্য হইয়া তাহার পশ্চাদানুসরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো মহাপুরুষ! আপনি সত্য করিয়া বলুন, আপনি কে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি মুসলমানদের সত্য পথের দিশারী। তারপর অদৃশ্য জগতে আর তাহার নাগাল পাওয়া গেল না। তিনি অনন্তে মিলিয়া গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর স্বপ্নযোগে আমি বিশ্বনবী (সঃ)-কে এই মহাপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে মহানবী (সঃ) বলিলেন, সে মুসলমানদের অবিসম্বাদিত ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)।

খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) ও খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর বাগদাদ আগমন

একদা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) স্বীয় তের বৎসর বয়স্ক খাদেম খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-কে সঙ্গে লইয়া হযরত বড়পীর (রহঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য বাগদাদ উপস্থিত হইলেন। বড়পীর (রহঃ) বলিলেন, মঈনদ্দিন! তোমার সঙ্গে লোকটি কে? তিনি উত্তর করিলেন, তাহার নাম কুতুবউদ্দিন! সে বাল্যকালেই আমার মুরীদ হইয়াছে। ইহাতে বড়পীর (রহঃ) অত্যন্ত খুশী হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমি দোয়া করিতেছি আল্লাহ যেন তাহাকে মস্তবড় অলী করেন।" তারপর খাজা সাহেবকে বলিলেন, "তোমার এই শিষ্যটি ভবিষ্যতে আল্লাহর অলী হইবে এবং ইহার কার্যস্থল হইবে দিল্লী।" সত্যই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

একদা বখতিয়ার কাকী (রহঃ) বড়পীর (রহঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া অস্থিরভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তাহার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া বড়পীর (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কাকী (রহঃ)! তোমাকে আজ অস্থির দেখাইতেছে কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন হুজুর! সামা কাওয়ালী ছাড়া সুস্থিরভাবে কাল যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বড়পীর

www.pathagar.com

(রহঃ) বলিলেন, আচ্ছা তোমাকে উহা গাহিবার অনুমতি দিলাম। সেই রাত্রেই সামা কাওয়ালীর ব্যবস্থা করা হইল।

উক্ত অনুষ্ঠানে খাজা সাহেব গাহিলেন-
নিশ্চয় রাসুলে খোদা পুরুষ প্রধান
ক্ষমা গুণে গুণান্বিত অতি মহীয়ান,

খাজা সাহেব সামা শেষ করা পর্যন্ত বড়পীর জমিনে লাঠিভর দিয়া দাঁড়াইয়া ঘর্মাক্ত কলরবে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। অতঃপর এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, খাজা সাহেবের সামা কাওয়ালীর সময় আমি লাঠি দিয়া জমিনকে এই জন্য চাপিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যদি আমি সেইরূপ না করিতাম তাহা হইলে খাজা সাহেবের সামার শক্তি প্রভাবে সমস্ত জমিন প্রকম্পিত হইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইত এবং জগতে এক ধ্বংসলীলা সংঘটিত ঘটিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com